পুরাণপ্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা ও বিষ্ণ্বর্থ-বৈদ্যনাথ নামক
বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

পঞ্চম অংশ।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ৭৯ সংখ্যক ভবনে
পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮০ সাল।

বিষ্ণুপুরাণসূচী।

পঞ্চম অংশ।

প্রথম অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়। ২৬২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ২৬৭

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ২৭৩

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

নৃপাণাং কথিতঃ সর্ব্বো ভবতা বংশবিস্তরঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব যথাবদনুবর্ণিতম্॥ ১॥
অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে! যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ॥২॥
চকার যানি কর্ম্মাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং তত্র তানি মুনে! বদ॥৩

মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি সমুদায় রাজগণের বংশবিস্তার ও বংশানুচরিত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।১ ব্রহ্মর্ষে! এক্ষণে বিষ্ণু যে কারণে অংশদ্বারা যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ বিস্তারিত রূপে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি।২ মহর্ষে! ভগবান্ পুরুষোত্তম, অংশদ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমার নিকট বলুন।৩

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রূয়তামেতদ্‌যৎ পৃষ্টোঽহমিদং ত্বয়া ।
বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভূতি-চরিতং জগতো হিতম্ ॥৪॥
দেবকস্য সুতাং পূর্ব্বং বসুদেবো মহামুনে ।
উপযেমে মহাভাগাং দেবকীং দেবতোপমাম্ ॥৫॥
কংসস্তয়োর্ব্বররথং চোদয়ামাস সারথিঃ ।
বসুদেবস্য দেবক্যাঃ সংযোগে ভোজবর্দ্ধনঃ ॥৬॥
অথান্তরিক্ষে বাগুচ্চৈঃ কংসমাভাষ্য সাদরম্ ।
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥৭॥
যামেতাং বহসে মূঢ় ! সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্ ।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ * প্রাণানপহরিষ্যতি ॥৮॥

পরাশর কহিলেন । মৈত্রেয় ! বিষ্ণু অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতজনক যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তুমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ।[৪] মহামুনে ! পূর্ব্বকালে বসুদেব, দেবকী নামে দেবসদৃশী মহাভাগা দেবক-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।[৫] বসুদেব ও দেবকী একত্র হইয়া রথে আরোহণ করিলে ভোজনন্দন কংস, সারথি হইয়া সেই রথ চালনা করিতে লাগিলেন ।[৬] অনন্তর যত্নপূর্ব্বক কংসকে সম্বোধন করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে উচ্চৈঃস্বরে আকাশ-বাণী হইল যে, ' মূঢ় ! তুমি যে নারীকে ভর্ত্তার সহিত রথে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোমার প্রাণ সংহার করিবে ।[৮]

---

* 'অস্যাস্তং ষ্টমোগর্ভ ইতি,' অস্যাস্তু চাষ্টমো গর্ভ ইতি চ পাঠান্তরম্ ।৮

পরাশর-উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য সমাদায় খড়্গং কংসো মহাবলঃ।
দেবকীং হন্তুমারব্ধো বসুদেবোঽব্রবীদিদম্॥৮॥
ন হন্তব্যা মহাবাহো দেবকী ভবতা তব।
সমর্পয়িষ্যে সকলান্ গর্ভানস্যোদরোদ্ভবান্॥১০॥

পরাশর উবাচ।

তথেত্যাহ চ তং কংসো বসুদেবং দ্বিজোত্তম।
ন ঘাতয়ামাস চ তাং দেবকীং তস্য গৌরবাৎ॥১১॥
এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্॥১২॥
সব্রহ্মকান্ সুরান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাহ মেদিনী।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং খেদাৎ করুণভাষিণী॥১৩॥

পরাশর কহিলেন। মহাবল কংস, এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন বসুদেব কহিলেন,[৯] মহাবাহো! তুমি দেবকীকে বিনাশ করিও না, ইহার গর্ভে যতগুলি সন্তান হইবে (ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র) আমি সমুদায়ই তোমার নিকট সমর্পণ করিব।[১০] পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! কংস তথাস্তু বলিয়া বসুদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তাঁহার অনুরোধে দেবকীকে বিনাশ করিল না।[১১]

এই সময় ধরণী সাতিশয় ভারাক্রান্তা হইয়া সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন।[১২] তিনি, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবগণকে নমস্কার করিয়া করুণ বাক্যে ক্লেশের কারণ সমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।[১৩]

পৃথিব্যুবাচ।

অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যঃ পরোগুরুঃ।
মমাপ্যখিললোকানাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ ॥১৪॥
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাত্মা কালশ্চাব্যক্তমূর্ত্তিমান্ ॥১৫॥
তদংশভূতঃ সর্ব্বেষাং সমূহো বঃ সুরোত্তমাঃ।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বস্বশ্বি-বহ্নয়ঃ ॥১৬॥
পিতরো যে চ লোকানাং স্রষ্টারোঽত্রিপুরোগমাঃ।
এতৎ তস্যাপ্রমেয়স্য রূপং বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ ॥১৭॥
যক্ষরাক্ষসদৈতেয়াঃ পিশাচোরগদানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব রূপং বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ ॥১৮॥
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্র-গগনাগ্নিজলানিলাঃ।

পৃথিবী কহিলেন। যেমন অগ্নি সুবর্ণের গুরু ও সূর্য্য গোগণের গুরু, সেইরূপ ভগবান্ নারায়ণ, আমার এবং সকলেরই গুরু।[১৪] তিনি প্রজাপতির পতি এবং ব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি প্রাচীন হইতেও প্রাচীন। তিনি কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি কালস্বরূপ। তিনি অব্যক্ত ও ব্যক্ত।[১৫] সুরগণ! তোমরা সকলেই তাঁহার অংশস্বরূপ। আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি,[১৬] পিতৃগণ এবং অত্রি প্রভৃতি যে সকল লোকস্রষ্টা আছেন, তাঁহারা, সকলেই এই অপ্রমেয় মহাত্মা বিষ্ণুরই মূর্ত্তি।[১৭] যক্ষ রাক্ষস দৈত্য পিশাচ উরগ দানব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ, ইহারা সকলেই মহাত্মা বিষ্ণুর মূর্ত্তি।[১৮] গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকাবলীবিচিত্রিত গগনমণ্ডল, অগ্নি, জল, অনিল, আমি এবং

অহঞ্চ বিষয়াশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥১৯॥
তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে ॥২০॥
তৎ সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ ॥২১॥
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ ॥২২॥
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ ॥২৩॥
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ নসংখ্যাতুমুৎসহে ॥২৪॥
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং সুরাঃ* ।

দৃশ্যমান নিখিল পদার্থ, এতৎ সমুদায়ই বিষ্ণুময়।[১৯] (যদিও সমুদায় জগৎ বিষ্ণুময়) তথাপি সাগরস্থিত তরঙ্গমালার ন্যায় নানারূপী বিষ্ণুর বিবিধ মূর্ত্তি, নিরন্তর বাধ্য-বাধকতা ভাব প্রকাশ করিতেছে।[২০] তন্মধ্যে এক্ষণে কালনেমি প্রভৃতি দানবগণ মর্ত্ত্যলোক অধিকার করিয়া প্রজাগণকে নিরন্তর প্রপীড়িত করিতেছে,।[২১] প্রভাবশালী বিষ্ণু, কালনেমি নামক যে দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই মহাসুর এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে উৎপন্ন হইয়াছে।[২২] অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, অত্যুগ্র বাণ এবং বলির পুত্র, এই সকল অসুর [২৩] এবং অন্যান্য যে সমুদায় মহাবীর্য্যশালী অসুর, রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না।[২৪]

* দিব্যমূর্ত্তিভৃতাং সুরাঃ ইতি বা পাঠঃ।

মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি ॥২৫॥
তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥২৬॥
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মতিবিহ্বলা ॥২৭॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষং ত্রিদশৈস্ততঃ।
ভুবো ভারাবতারার্থং ব্রহ্মা প্রাহ প্রচোদিতঃ ॥২৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

যথাহ বসুধা সর্ব্বং সত্যমেতদ্দিবৌকসঃ।
অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥২৯॥
বিভূতয়স্তু যাস্তস্য তাসামেব পরস্পরম্।

সুরগণ! বহু অক্ষৌহিণী দিব্য-মূর্ত্তিধারী গর্ব্বিত মহাবল দৈত্যেন্দ্রগণ, আমার উপর (আধিপত্য করিতেছে)।[২৫] অমরগণ! আমি সেই দৈত্যগণের ভারে প্রপীড়িত হইয়া আপনাকে আপনিই ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট নিবেদন করিলাম।[২৬] মহাভাগগণ! যাহাতে আমার ভার অপনীত হয়, তাহা কর, এবং যাহাতে বিহ্বলা হইয়া আমাকে রসাতলে গমন করিতে না হয় এরূপ কোন বিধান কর।[২৭]

পরাশর কহিলেন। দেবগণ ধরণীর এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার প্রতি ভারার্পণ করিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন।[২৮] [ব্রহ্মা কহিলেন,] দেবগণ! বসুধা যাহা কহিলেন, তাহা সকলই সত্য। আমি, মহাদেব এবং

আধিক্যন্যূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ত্ততে ॥৩০॥
তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষীরাব্ধেস্তটমুত্তরম্ ।
তত্রারাধ্য হরিং তস্মৈ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াম বৈ ॥৩১॥
সর্ব্বদৈব জগত্যর্থে স সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ঃ ।
স্বল্পাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং ধর্ম্মস্য কুরুতে স্থিতিম্ ॥৩২

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ।
সমাহিতমতিশ্চৈবং * তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৩।

ব্রহ্মোবাচ ।

দ্বে বিদ্যে ত্বমনাম্নায় ! পরা চৈবাপরা তথা ।

তোমরা সকলেই নারায়ণের অংশমাত্র।[২৯] বিষ্ণুর যে সমুদায় বিভূতি আছে, তাহাদের অধিক্য বা ন্যূনতাই পরস্পর বাধ্য-বাধকতার কারণ হইয়া উঠে।[৩০] অতএব দেবগণ! আগমন কর, চল আমরা ক্ষীর সাগরের উত্তর তটে উপস্থিত হইয়া হরির আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট সমুদায় নিবেদন করি।[৩১] সেই সর্ব্বাত্মা জগন্ময় হরি, জগতের রক্ষার নিমিত্ত অল্প মাত্র অংশ দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর ধর্ম্মরক্ষা করিয়া আসিতেছেন।[৩২]

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণের সহিত বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। পরে সমাহিত-চিত্ত হইয়া সেই গরুড়ধ্বজ হরির স্তব করিতে লাগিলেন।[৩৩]—হে বেদাতীত প্রভো! এই জগতে দুইটি বিদ্যা আছে, তাহার নাম পরা ও অপরা।

---

* সমাহিতমতিশ্চৈব ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

তে এব ভবতোরূপে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকে প্রভো ॥৩৩॥
দ্বে ব্রহ্মণী ত্বণীয়োঽতিস্থূলাত্মন্ ! সর্ব্ব ! সর্ব্ববিৎ।
শব্দব্রহ্মপরঞ্চৈব ব্রহ্মব্রহ্মময়স্য যৎ ॥৩৫॥
ঋগ্বেদস্ত্বং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদস্ত্বথর্ব্ব চ।
শিক্ষা কল্পো নিরুক্তঞ্চ ছন্দো জ্যোতিষমেব চ॥৩৬
ইতিহাস-পুরাণে চ তথা ব্যাকরণং প্রভুঃ।
মীমাংসা ন্যায়কং তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধোক্ষজ * ॥৩৭॥
আত্মাত্মদেহগুণবদ্বিচারাচারি যদ্বচঃ।
তদপ্যাদিপতে ! নান্যদধ্যাত্মাত্মস্বরূপবৎ ॥৩৮॥

এই দুই বিদ্যা মূর্ত্তা ও অমূর্ত্তা অর্থাৎ একটি বিদ্যা নিরাকার-ব্রহ্মবিষয়িণী ও আর একটি বিদ্যা সাকারব্রহ্মবিষয়িণী। এই দুই বিদ্যাও তোমারই রূপ।[৩৪] এই জগতে সূক্ষ্ম ও স্থূল অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইটি ব্রহ্ম আছেন, এবং শব্দময় একটি ব্রহ্ম আছেন। এ সমুদায়ই তোমার রূপ, কারণ তুমি ব্রহ্মময়, সর্ব্বময় ও সর্ব্বজ্ঞ।[৩৫] তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্ব্বেদ, তুমি সামবেদ, তুমি অথর্ব্ববেদ, তুমি শিক্ষা, তুমি কল্প, তুমি নিরুক্ত, তুমি ছন্দঃ, ও তুমিই জ্যোতিঃশাস্ত্র।[৩৬] হে প্রভো ! অধোক্ষজ ! তুমি ইতিহাস, তুমি পুরাণ, তুমি ব্যাকরণ, তুমি মীমাংসা, তুমি ন্যায়, তুমি অধ্যাত্মতত্ত্ব ও তুমিই ধর্ম্মশাস্ত্র।[৩৭] হে আদ্যপতে ! জীবাত্মা, পরমাত্মা, দেহ ও গুণের বিচারক যে বাক্য, তাহাও অধ্যাত্মস্বরূপের ন্যায় আপনকার রূপ

---

* তত্ত্বধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধোক্ষজ ইতি বা পাঠঃ। ৩৭

† তদপ্যাদিপতে ! ইতি পাঠান্তরম্। ৩৮

ত্বমব্যক্তমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যানামবর্ণবৎ।
অপাণিপাদরূপঞ্চ শুদ্ধং নিত্যং পরাৎপরম্ ॥৩৯॥
শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্বম্
অচক্ষুরেকো বহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং ন চ সর্ব্ববেদ্যঃ ॥ ৪০ ॥
অণোরণীয়াংসমসৎস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্যস্য বিভর্ত্তি নান্য-
দ্বরেণ্য-রূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্ ॥ ৪১ ॥
ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।

ভিন্ন আর কিছুই নহে।[৩৮] তুমি সূক্ষ্ম, তুমি অনির্দ্দেশ্য, তুমি অচিন্ত্য, তুমি নাম রূপ বিশিষ্ট, তোমার হস্ত পদ বা রূপ কিছুই নাই, তুমি শুদ্ধ, নিত্য ও পরাৎপর।[৩৯] তোমার কর্ণ নাই, শ্রবণ করিতেছ, তোমার চক্ষু নাই, দর্শন করিতেছ; তুমি এক হইয়াও বহুরূপ ধারণ করিয়া আছ। তোমার পদ নাই, তুমি বেগে গমন করিতেছ; তোমার হস্ত নাই, তুমি গ্রহণ করিতেছ; তুমি সকলকে জানিতেছ, তোমাকে কেহই জানিতে সমর্থ হয় না।[৪০] পরমাত্মন্! তুমি অণু হইতেও অণু। তোমার সত্তা ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয় না। যে সকল ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি, তোমার বরেণ্য রূপ ব্যতীত অন্য রূপ চিন্তা না করে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় এবং তাহাদিগের সমুদায় অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়।[৪১] তুমি জগতের মূলস্বরূপ, তুমি জগতের রক্ষা-

যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ॥ ৪২ ॥
একশ্চতুর্ধা ভগবান্ হুতাশো
বর্চ্চোবিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষুরনন্তমূর্ত্তে!
ত্রেধা পদং সংনিদধে* বিধাতঃ ॥ ৪৩ ॥
যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো†
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥ ৪৪ ॥
একস্ত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যম্।

কর্ত্তা, সমুদায় প্রাণী তোমার অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হইয়াছে ও যাহা হইবে এবং যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তৎসমুদায় তোমার রূপ এবং তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ-স্বরূপ।[৪২] ভগবন্! এক তুমি চারি প্রকার অগ্নিরূপে প্রকাশমান হইয়া তেজোদ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছ। তুমি অনন্তমূর্ত্তি এবং তোমার চক্ষু সর্ব্বস্থানে নিহিত রহিয়াছে। বিধাতঃ! তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছ।[৪৩] যেমন এক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া বহুপ্রকার আকার ধারণ করে, সেইরূপ তুমি একরূপ ও বিকারশূন্য হইয়াও নানা বস্তুতে অনুপ্রবেশ-পূর্ব্বক নানা রূপ ধারণ করিয়াছ।[৪৪] পরমাত্মন্! তুমি অদ্বিতীয়

* ত্রেধাপদং ত্ব নিদধে ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ৪৩
† সর্ব্বময়ৈকরূপী ইত্যন্যে পঠন্তি। ৪৪

ত্বত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীহ
যদ্বা ভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্ ॥ ৪৫ ॥
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ॥৪৬॥
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রাভয়ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ* ॥৪৭॥
নিরবদ্যঃ পরঃপ্রীতঃ† নিরধিষ্ঠোঽক্ষরক্রমঃ।
সর্ব্বেশ্বর পরাধার ধাম্নাং ধামাত্মকোঽক্ষয়ঃ ॥৪৮॥
সকলাবরণাতীত নিরালম্বন ভাবন।

তুমি জ্ঞানদ্বারা লভ্য, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি পরম পদ, পণ্ডিতেরা তোমার ধ্যান করিয়া থাকেন। অতীত ও ভবিষ্য সমুদায় বস্তু তোমাতেই অবস্থিত। জগতে তোমা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই।[৪৫] তুমি ব্যক্ত স্বরূপ, তুমি অব্যক্ত স্বরূপ, তুমি সমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্ম তুমি ব্যষ্টি অর্থাৎ জীবস্বরূপ। তুমি সমুদায়ই জানিতেছ, সমুদায়ই দেখিতেছ। সমুদায় জ্ঞান, সমুদায় শক্তি, সমুদায় বল ও সমুদায় ঐশ্বর্য্য, তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে।[৪৬] তোমার ন্যূনতা নাই ও বৃদ্ধি নাই। তুমি স্বাধীন ও বশী। তোমাতে ক্লান্তি তন্দ্রা ভয় ক্রোধ কাম প্রভৃতি কিছুই অবস্থিতি করিতে পারে না।[৪৭] তুমি নির্ম্মল, তুমি পরমপ্রীতিময়, তোমার প্রতিকূল কেহই নাই, তোমার ক্ষয় নাই, পরিণাম নাই, তুমি সকলের ঈশ্বর, তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়, তুমি সূর্য্য প্রভৃতি তেজঃপদার্থের তেজঃস্বরূপ, তোমার বিনাশ নাই।[৪৮] পুরুষোত্তম! তুমি সমুদায় মায়ার

---

* তন্দ্রা ইত্যত্র তন্দ্রী ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে। ৪৭

† পরঃপ্রেম মূর্ত্তি বা পাঠনীয়ম্। ৪৮

মহাবিভূতিসংস্থান নমস্তে পুরুষোত্তম ॥৪৯॥
নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি* ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্ ॥৫০॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তুতিং† শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ।
ব্রহ্মাণমাহ প্রীতাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥৫১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মন্! ত্বয়া মত্তঃ সহ দেবৈর্যদিষ্যতে।
তদুচ্যতামশেষং বঃ‡ সিদ্ধমেবাবধার্য্যতাম্ ॥৫২॥

অতীত; তুমি নিরবলম্বন, অথচ তোমা হইতেই সমুদায় সৃষ্টি হইতেছে। তুমি সমুদায় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার।[৪৯] দুঃখপ্রাপ্তি হেতু বা সুখপ্রাপ্তি হেতু, ধর্ম্ম-হেতু বা অধর্ম্ম হেতু, তুমি শরীরপরিগ্রহ কর না, পরন্তু তুমি একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই শরীর ধারণ করিয়া থাক।[৫০]

পরাশর কহিলেন। বিশ্বরূপধর অজ ভগবান্ হরি, এই রূপ স্তব শ্রবণ করিয়া মনে মনে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন।[৫১]

[শ্রীভগবান্ কহিলেন,] ব্রহ্মন্! দেবগণ এবং তুমি, আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা সমুদায় বল, এবং তাহা যেন সিদ্ধ হইয়াছে, এই রূপ বিবেচনা কর।[৫২]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা হরির দিব্য বিশ্বরূপ অব-

* বাপি ইত্যত্র ব্যাপিন্ ইতি পাঠান্তরম্। ৫০
† ইত্যেবং স স্তুতিম্ ইতি বা পাঠঃ। ৫১
‡ তদুচ্যতামশেষং বৈ ইতি পাঠান্তরম্। ৫২

পরাশর উবাচ।

ততো ব্রহ্মা হরের্দ্দিব্যং বিশ্বরূপমবেক্ষ্য তৎ।
তুষ্টাব ভূয়ো দেবেষু সাধ্বসাবনতাত্মসু ॥৫৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রমূর্ত্তে!
সহস্রবাহো! বহুবক্ত্রপাদ!।
নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
বিনাশ-সংস্থানকরাপ্রমেয়! ॥৫৪॥
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতিবৃহৎপ্রমাণ!
গরীয়সামপ্যতিগৌরবাত্মন্!।
প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বৎ-প্রধান-
মূলাৎ পরাত্মন্! ভগবন্! প্রসীদ ॥৫৫॥
এষা মহী দেব! মহীপ্রসূতৈ-
র্ম্মহাসুরৈঃ পীড়িত-শৈলবন্ধা।

লোকন করিয়া দেবগণকে ভয়ে অবনত-মস্তক দেখিয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।[৫৩]

ব্রহ্মা কহিলেন, সহস্রমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। তোমার সহস্র বাহু, সহস্র মুখ ও সহস্র চরণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে অপ্রমেয়! তোমা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।[৫৪] ভগবন্! তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, তুমি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তুমি গুরু হইতেও গুরু, প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পুরুষ, ইহা হইতেও তুমি শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।[৫৫]

দেব! কতকগুলি মহাসুর পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায়

পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি
ভারাবতারার্থমপারসারম্॥ ৫৬॥
এতে বয়ং বৃত্ররিপুস্তথায়ং
নাসত্যদস্রৌ বরুণো যমশ্চ।
ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সসূর্য্যাঃ
সমীরণাগ্নিপ্রমুখাস্তথান্যে॥ ৫৭॥
সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ! কার্য্যম্
এভির্ম্ময়া যচ্চ তদীশ সর্ব্বম্।
আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-
স্তবৈব* তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ॥ ৫৮॥

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।

শৈলবন্ধন বিশ্লথ করিয়া এই পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিতেছে। তোমার শক্তির সীমা নাই, তুমি জগতের একমাত্র গতি, এই জন্য পৃথিবী, ভার অবতারণের নিমিত্ত তোমারি নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।[৫৬] এই আমরা, এই দেবরাজ ইন্দ্র; এই অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই বসুগণ, এই সূর্য্য, এই সমীরণ, এই অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ (সকলেই উপস্থিত আছেন।[৫৭] সুরনাথ! এই সকল দেবগণের এবং আমার যদি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে, তাহা আজ্ঞা কর। হে ঈশ্বর! আমরা সমুদায় ভাবান্তর পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তোমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছি।[৫৮]

* পরিপালয়ন্তস্তথৈব ইতি বা পাঠঃ। ৫৮

উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥৫৯॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥৬০॥
সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুন্মত্তৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্ম্মহাসুরৈঃ ॥৬১॥
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে।
প্রয়াস্যন্তি ন সন্দেহো মদ্দৃক্পাতবিচূর্ণিতাঃ ॥৬২॥
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো* মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ ॥৬৩
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥৬৪॥

পরাশর কহিলেন। মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর, এই প্রকার স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ, দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন,[৫৯] এবং দেবগণকে কহিলেন, এই আমার কেশদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ক্লেশ ও ভার অপনয়ন করিবে।[৬০] সমুদায় দেবগণও স্ব স্ব অংশদ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন উন্মত্ত মহাসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হউন।[৬১] ইহাতে ধরণীতলস্থিত সমুদায় দৈত্যগণ, মদীয় দৃষ্টিপাতে চূর্ণিত হইয়া বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।[৬২] দেবগণ! বসুদেবের দেবসদৃশী, দেবকী নামে এক পত্নী আছেন। আমার এই কেশ তাঁহার অষ্টম গর্ভ হইবে।[৬৩] আমার এই কেশ সেই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কংস রূপে সমুৎপন্ন কালনেমি নামক দৈত্যকে সংহার করিবে। বিষ্ণু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।[৬৪] অনন্তর

* এষ গর্ভোঽষ্টমস্তস্যা ইতি পাঠান্তরম্। ৬৩

অদৃশ্যায় ততস্তেঽপি প্রণিপত্য মহাত্মনে।
মেরুপৃষ্ঠং সুরা জগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥৬৫॥
কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যাং ধরণীধরঃ।
ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্ নারদো মুনিঃ ॥৬৬॥
কংসোঽপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ ॥৬৭॥
জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা।
তথৈব বসুদেবোঽপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজ ॥৬৮॥
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড় গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ।
বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্ নিদ্রা ক্রমাদ্গর্ভে ন্যযোজয়ৎ ॥৬৯
যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।

দেবগণ, দর্শনপথের অতীত সেই মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া, সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা ক্রমশঃ ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।[৬৫]

ভগবান্ মহর্ষি নারদ, কংসের নিকট কহিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনন্তদেব উৎপন্ন হইবেন।[৬৬] কংস নারদমুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়া দেবকী ও বসুদেবকে গৃহ মধ্যে গুপ্তভাবে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।[৬৭] পূর্ব্বে বসুদেব কংসের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আমার যখন যে সন্তান হইবে, তখন তাহাকে তোমার নিকট সমর্পণ করিব। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি কংসের নিকট সমুদায় পুত্র সমর্পণ করিতে লাগিলেন।[৬৮] বিষ্ণু-কর্ত্তৃক প্রেরিতা যোগনিদ্রা, হিরণ্যকশিপুর বিখ্যাত ছয়টী পুত্রকে ক্রমে ক্রমে আনিয়া দেবকীর ঐ গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন।[৬৯] এই মহামায়া যোগনিদ্রা, বিষ্ণুরই শক্তিবিশেষ। ইঁহাদ্বারাই

অবিদ্যয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥৭০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নিদ্রে! গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতল-সংশ্রয়ান্।
একৈকশ্যেন ষড়্‌গর্ভান্ দেবকীজঠরং নয়॥৭১॥
হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোহংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সংভবিষ্যতি ॥৭২॥
গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যান্যা রোহিণী স্থিতা*।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্।
সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ ॥৭৩॥
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি।

সমুদায় জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে। এই মায়া অবিদ্যা নামে বিখ্যাত। ভগবান্ হরি, তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন।৭০ [ভগবান্ কহিলেন] যোগনিদ্রে! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পাতালে গমন করিয়া তৎস্থানস্থিত দৈত্যদিগের এক এক করিয়া ক্রমশঃ ছয়টী গর্ভ আনিয়া দেবকীর উদরে স্থাপন কর।৭১ কংস, এই সমুদায় গর্ভজাত সন্তান নষ্ট করিলে, শেষ নামক আমার অংশ, অংশাংশদ্বারা দেবকীর উদরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সপ্তম গর্ভ হইবেক।৭২ গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের এক ভার্য্যা আছে। সেই রোহিণীর যখন গর্ভ হইবে, তখন তুমি ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার মধ্যস্থিত দেবকীর উদর হইতে সেই সপ্তম গর্ভ ঐ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিবে।৭৩ লোকে এইরূপ বলিবে যে, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। এই গর্ভ হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ পরিচালন হেতু সেই গর্ভসম্ভূত শ্বেত পর্ব্বতশিখর-সদৃশ বীর, সঙ্কর্ষণ নামে

* ভার্য্যা যা রোহিণী স্থিতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞামবাপ্স্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥৭৪॥
ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া * যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্ ॥৭৫॥
প্রাবৃট্কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥৭৬॥
যশোদাশয়নে মাং তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি ॥৭৭॥
কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপস্যত্যন্তরিক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি ॥৭৮॥
ততস্ত্বাং শতদৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।

ইহলোকে বিখ্যাত হইবেন।[৭৪] অনন্তর আমি দেবকীর শুভ অষ্টম গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিব। তুমি ঐ সময় বিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে প্রবিষ্টা হইবে।[৭৫] আমি, বর্ষা কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর রজনীতে জন্ম পরিগ্রহ করিব। তুমি নবমীতে উৎপন্না হইবে।[৭৬] অনিন্দিতে! অনন্তর বসুদেব, আমার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া যশোদার শয্যায় আমাকে এবং দেবকীর শয্যায় তোমাকে স্থাপন করিবেন।[৭৭] দেবি! অনন্তর কংস, তোমাকে গ্রহণ করিয়া যে সময় পর্ব্বতের শিলাতলে প্রক্ষেপ করিবে, সেই সময় তুমি আকাশপথে আরোহণ করিবে।[৭৮] পরে সহস্রলোচন ইন্দ্র, আমার গৌরবক্রমে তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনত-মস্তক হইয়া ভগিনীরূপে গ্রহণ করিবে।[৭৯] অনন্তর তুমি,

* গর্ভং ত্বয়া ইতি বা পঠনীয়ম্। ৭৫

প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি ॥৭৯॥
ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥৮০॥
ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা ॥৮১॥
যে ত্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ ॥৮২॥
প্রাতশ্চৈবাপরাহ্নে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥৮৩
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ॥৮৪॥

শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৈত্যসমূহ বিনাশ করিয়া অনেক পীঠস্থানদ্বারা পৃথিবী বিভূষিত করিবে।[৮০]

তুমি ভূতি, তুমি সন্নতি, তুমি কীর্ত্তি, তুমি ক্ষান্তি, তুমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী, তুমি ধৃতি, তুমি লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুমি উষা ও জগতে যে কোন স্ত্রী আছে, তৎসমুদায়ই তোমার অংশ।[৮১] যাহারা, মায়া বলিয়া, দুর্গা বলিয়া, বেদগর্ভা বলিয়া, অম্বিকা বলিয়া, ভদ্রা বলিয়া, ভদ্রকালী বলিয়া, ক্ষেম্যা বলিয়া ও ক্ষেমঙ্করী বলিয়া[৮২] প্রাতঃকালে বা অপরাহ্নে অবনত মস্তকে তোমার স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমুদায় প্রার্থনাই সুসিদ্ধ হইবে।[৮৩] যে সকল ব্যক্তি, সুরা মাংস প্রভৃতি উপহার দ্বারা ও বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা তোমার পুজা করিবে, তুমি প্রসন্না হইয়া তাহাদের সমুদায় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিবে।[৮৪] বিশেষতঃ সেই সকল ব্যক্তি আমার প্রসাদে

তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রে! মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্ ।
অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥৮৫

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমোঽংশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

সর্ব্বদা অসন্দিগ্ধ-হৃদয় হইবে। দেবি! আমি যাহা কহিলাম, তৎকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গমন কর।৮৫

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ তদা।
ষড়্গর্ভ-গর্ভবিন্যাসং চক্রে চান্যস্য কর্ষণম্ ॥১॥
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভং ততো হরিঃ।
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥২॥
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, দেবদেব বিষ্ণু তৎকালে জগদ্ধাত্রীকে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি দেবকীর ছয়বার গর্ভ হইবার সময় অন্যের গর্ভ আনিয়া তাঁহার উদরে সংস্থাপন করিলেন।[১] পরে সপ্তম গর্ভ যখন রোহিণীর জঠরে নীত হইল, তখন হরি, লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত সেই গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।[২] পরমেষ্ঠী বিষ্ণু, যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে যোগমায়াও, সেই দিবস যশোদার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।[৩] বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে

ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ ॥৪॥
ন সেহে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা।
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ ॥৫॥
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈস্ত্রীভির্দেবকী দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥৬॥
প্রকৃতিস্ত্বং পরা সূক্ষ্মা ব্রহ্মগর্ভাভবঃ পুরা।
ততো বাণী জগদ্ধাতুর্ব্বেদগর্ভাসি শোভনে ॥৭॥
সূর্য্যস্বরূপগর্ভা* চ সৃষ্টিভূতা সনাতনে!।
বীজভূতা তু সর্ব্বস্য যজ্ঞগর্ভাভবস্ত্রয়ী ॥৮॥
ফলগর্ভা ত্বমেবেজ্যা বহ্নিগর্ভা তথারণিঃ।

গ্রহগণের শুভজনক সঞ্চার হইল, ঋতুগণও মঙ্গলকর হইতে লাগিল।[৪] সে সময় কোন ব্যক্তিই তেজোরাশিদ্বারা জাজ্বল্যমানা দেবকীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। তাঁহাকে দর্শন করিতে সকলেরই মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।[৫] তৎকালে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে অবস্থান করাতে দেবগণ, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অলক্ষিত হইয়া দিবারাত্র তাঁহার এই রূপ স্তব করিতে লাগিলেন।[৬] তুমি ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বধারিণী সূক্ষ্মা পরমপ্রকৃতি। তুমি ব্রহ্মার বাণীস্বরূপা। শোভনে! তুমি বেদগর্ভা হইতেছ।[৭] সনাতনে! তুমি সৃষ্টিস্বরূপা, তোমার গর্ভে সূর্য্যস্বরূপ পরমেশ্বর আছেন। তুমি সকলের বীজস্বরূপা ও যজ্ঞগর্ভা ত্রয়ীস্বরূপা।[৮] তুমি ফলগর্ভা যাগস্বরূপা, তুমি বহ্নিগর্ভা অরণিস্বরূপা। তুমি দেবগর্ভা অদিতি,

---

* সূর্য্যস্বরূপ গর্ভা চ ইতি বা পাঠ্যং।

১। অরণি—যে কাষ্ঠ মর্দন দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি নির্গত হয়, তাহার নাম অরণি।

অদিতির্দেবগর্ভা ত্বং দৈত্যগর্ভা তথা দিতিঃ ॥৯॥
জ্যোৎস্না বাসরগর্ভা ত্বং জ্ঞানগর্ভাসি সন্নতিঃ।
নয়গর্ভধরা নীতির্লজ্জা ত্বং প্রশ্রয়োদ্বহা ॥১০॥
কামগর্ভা তথেচ্ছা ত্বং ত্বং তুষ্টিস্তোষগর্ভিণী।
মেধা চ বোধগর্ভাসি ধৈর্য্যগর্ভোদ্বহা ধৃতিঃ।
গ্রহর্ক্ষতারকাগর্ভা দ্যৌরস্যখিলহৈতুকী ॥১১॥
এতা বিভূতয়ো দেবি! তথান্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তথাসঙ্খ্যা জগদ্ধাত্রি! সাম্প্রতং জঠরে তব ॥১২॥
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা।
গ্রাম-খর্ব্বট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ॥১৩॥
সমস্তবহ্নয়োঽম্ভাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ।
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥১৪॥

তুমি দৈত্যগর্ভা দিতিস্বরূপা হইতেছ।[৯] তুমি বাসরগর্ভা জ্যোৎস্না-স্বরূপা; তুমি জ্ঞানগর্ভা সন্নতিস্বরূপা, তুমি সামাদিগর্ভা নীতিস্বরূপা, তুমি বিনয়গর্ভা লজ্জাস্বরূপা,[১০] তুমি কাম-গর্ভা ইচ্ছাস্বরূপা, তুমি তোষগর্ভিণী তুষ্টিস্বরূপা, তুমি বোধগর্ভা মেধাস্বরূপা, তুমি ধৈর্য্যগর্ভা ধৃতিস্বরূপা, তুমি গ্রহনক্ষত্রাদিগর্ভা নভঃস্বরূপা।[১১] দেবি! জগদ্ধাত্রি! সম্প্রতি এই সকল বিভূতি এবং অন্যান্য অনেক বিভূতি তোমার জঠরে রহিয়াছে।[১২]

শুভে! সমুদ্র পর্ব্বত নদী দ্বীপ বন নগর গ্রাম, খর্ব্বট অর্থাৎ পর্ব্বত-প্রান্তবর্ত্তী গ্রাম, খেট অর্থাৎ কৃষকদিগের গ্রাম, এই সমুদায়-সমেত পৃথিবী,[১৩] সমুদায় অগ্নি, সমুদায় জল, সমুদায় সমীরণ, গ্রহ নক্ষত্র তারকাবলী ও শত শত বিমান-সুশোভিত[১৪] সকলের অত-

অবকাশমশেষস্য যদ্দদাতি নভশ্চ তৎ।
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জ্জনঃ ॥১৫॥
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে।
তদন্তর্যে স্থিতা দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥১৬॥
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ পশবশ্চান্যে যে চ জীবা যশস্বিনি ॥১৭॥
তৈরন্তঃস্থৈরনন্তোঽসৌ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ।
রূপকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানি স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব ॥১৮॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরম্।
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থম্ অবতীর্ণা মহীতলে ॥১৯॥
প্রসীদ দেবি! সর্ব্বস্য জগতঃ শং শুভে! কুরু।

কাশপ্রদ নভোমণ্ডল, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনর্লোক,[১৫] তপলোক, ব্রহ্মলোক, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী দেবগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ,[১৬] মহোরগগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, প্রেতগণ, গুহ্যকগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ ও অন্যান্য যে সমুদায় জীবগণ আছে, যশস্বিনি![১৭] তাহারা সকলেই যাঁহার উদর মধ্যে অবস্থান করিতেছে, সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভাবন অনন্তদেব (তোমার গর্ভে অবস্থিতি করিতেছেন।) যাঁহার রূপ কর্ম্ম ও স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, যাঁহার কোন প্রমাণই প্রত্যক্ষ হয় না, সেই বিষ্ণু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন।[১৮] তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি আকাশমণ্ডলী, তুমি সর্ব্ব লোকের রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ।[১৯] দেবি! প্রসন্না হও। শুভে! সমুদায় জগতের মঙ্গল বিধান কর। যিনি সমুদায় জগৎ

প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥২০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

ধারণ করিতেছেন, সেই ঈশ্বরকে তুমি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ধারণ কর ।২০।

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোংশঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানা সা দেবৈর্দেবমধারয়ৎ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগতস্ত্রাণকারণম্ ॥১॥
ততোঽখিলজগৎপদ্ম-বোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকী-পূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা ॥ ২ ॥
তজ্জন্মদিনমত্যর্থমাহ্লাদ্যমলদিঙ্মুখম্।
বভূব সর্ব্বলোকস্য কৌমুদী শশিনো যথা ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, দেবকী, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তূয়মানা হইয়া জগতের ত্রাণকর্ত্তা দেব পুণ্ডরীকাক্ষকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন।[১] অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ পদ্ম প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা অচ্যুতরূপ সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বসন্ধ্যাস্বরূপা দেবকী আবির্ভূতা হইলেন।[২] কৃষ্ণ যে দিবস জন্ম গ্রহণ করিলেন, সেই দিবস সমুদায় দিক্ নির্ম্মল হইল। কৌমুদী যেমন সকলের মন আহ্লাদিত করে তাহার ন্যায় ঐ জন্মদিন সকলের আহ্লাদজনক হইল।[৩]

সন্তুঃ সন্তোষমধিকং প্রশমং চণ্ডমারুতঃ।
প্রসাদং নিম্নগা যাতা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৪॥
সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্ম্মনোহরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৫॥
সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভুব্যন্তরিক্ষগাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৬॥
মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দ্বিজ* ॥৭॥
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং† চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥৮॥

জনার্দ্দন যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই সময় সাধুগণ সমধিক সন্তুষ্ট হইলেন, প্রচণ্ড বায়ু প্রশান্ত হইল, নদীর জল নির্ম্মল হইয়া উঠিল,⁴ সমুদ্রগণ স্বীয় শব্দদ্বারা মনোহর বাদ্য করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে প্রবৃত্ত হইল, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল।⁵ জনার্দ্দন যে সময় জন্ম পরিগ্রহ করেন, সে সময় আকাশচারী দেবগণ পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অগ্নি প্রশান্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।⁶ ব্রহ্মন্! মধ্যম রাত্রির সময় সকল লোকের আধার জনার্দ্দন যখন জন্ম পরিগ্রহ করেন, তখন জলদগণ মন্দ মন্দ গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।⁷

অনন্তর বসুদেব, প্রফুল্ল নীলকমল-দল-সদৃশ শ্রীবৎস-চিহ্নিত চতুর্ব্বাহু কৃষ্ণকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।⁸

---

* পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ইতি পাঠান্তরম্। ৭
† ফুল্লেন্দীবরপত্রাক্ষম্ ইতি বা পাঠঃ। ৮

অভিষ্টূয় চ তং বাগ্ভিঃ প্রসন্নাভির্ম্মহামতিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাদ্ভীতো দ্বিজোত্তম ॥৯॥

বসুদেব উবাচ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ! শঙ্খচক্রগদাধর!।
দিব্যং রূপমিদং দেব! প্রসাদেনোপসংহর ॥১০॥
অদ্যৈব দেব! কংসোঽয়ং কুরুতে মম যাতনম্ *।
অবতীর্ণমিতি জ্ঞাত্বা ত্বামস্মিন্ মম মন্দিরে ॥১১॥

দেবক্যুবাচ।

যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো
গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি।
প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ
স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥১২॥

ব্রহ্মন্! মহামতি বসুদেব, প্রশান্ত বাক্যদ্বারা স্তব করিয়া নিবে-দন করিলেন যে, আমি কংস হইতে ভীত হইয়াছি।[৯] পরে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবদেব! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ চক্র গদাধারী এই দিব্য রূপ উপসংহার কর।[১০] দেব! কংস যদি জানিতে পারে যে, তুমি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহা হইলে সে এখনি আমাকে যাতনা প্রদান করিবে।[১১]

দেবকী কহিলেন, যিনি অনন্তস্বরূপ, যিনি অখিল বিশ্বস্বরূপ, যিনি সমুদায় লোককে উদর মধ্যে ধারণ করিতেছেন, তুমি সেই দেবদেব হইয়াও মায়াদ্বারা বাল্যরূপ ধারণ করিয়াছ, তুমি প্রসন্ন

* কুরুতে মম ঘাতনম্ ইতি পাঠান্তরম্।১১

উপসংহর সর্ব্বাত্মন্! রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজাধমঃ॥১৩
শ্রীভগবানুবাচ।
স্তুতোঽহং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে।
সফলং দেবি! সঞ্জাতং জাতোঽহং যৎতবোদরাৎ॥১৪
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীং বভূব মুনিসত্তম।
বসুদেবোঽপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ॥১৫॥
মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ॥১৬॥
বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বনং নিশি।

হও।[১২] সর্ব্বাত্মন্! এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রতিসংহার কর। দৈত্য-কুলাধম কংস যেন তোমাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে।[১৩]

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দেবি! তুমি পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছিলে যে, আমি তোমার পুত্র হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করি। এক্ষণে তোমার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আমি তোমার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম।[১৪]

পরাশর কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কৃষ্ণ, এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বসুদেবও সেই রাত্রিতেই তাঁহাকে লইয়া বহির্গত হইলেন।[১৫] বসুদেব যখন গমন করেন, তখন দ্বারপাল-গণ ও রক্ষকগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, কারণ তাহারা যোগ-নিদ্রাদ্বারা মোহিত হইয়াছিল।[১৬] সেই সময় অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে-ছিল; বাসুকি ফণাদ্বারা বসুদেবকে আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ

সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণৈনানকদুন্দুভিম্ ॥১৭॥
যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তসমাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ ॥১৮॥
কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে*।
নন্দাদীন্ গোপবৃন্দাংশ্চ † যমুনায়া দদর্শ সঃ ॥১৯॥
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া।
তামেব কন্যাং মৈত্রেয়! প্রসূতা মোহিতে জনে ॥২০
বসুদেবোঽপি বিন্যস্য বালমাদায় দারিকাম্।
যশোদাশয়নে তূর্ণমাজগামামিতদ্যুতিঃ ॥২১॥
দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপল-দলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥২২

গমন করিতে লাগিলেন।[১৭] বসুদেব যখন কৃষ্ণকে বহন করিয়া লইয়া যান, তখন বিবিধ আবর্ত্ত-সমাকুল অতিগম্ভীর যমুনার জল, তাঁহার জানুমাত্র হইল।[১৮] তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, কংসের নিমিত্ত রাজকর আনিয়া সেই যমুনাতটে উপস্থিত হইয়াছে।[১৯] এই সময়ে যোগনিদ্রা, যশোদাকেও মোহিত করিলেন এবং সেই যোগনিদ্রা প্রভাবে তত্রত্য সমুদায় লোকই মোহিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যশোদার একটি কন্যা হইয়াছিল।[২০] অসীম-তেজস্বী বসুদেব, বালকটীকে সেই কন্যাস্থানে রাখিয়া কন্যাটী লইয়া যশোদার শয্যা হইতে শীঘ্র বহির্গত হইলেন।[২১] (তিনি অন্তরাল হইতে দেখিলেন যে,) যশোদা প্রবুদ্ধা হইয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে নীলোৎপলদল-সদৃশ শ্যামবর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত

* কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাং স্তটে ইতি পাঠান্তরম্। ১৯
† গোপবৃন্দাংশ্চ ইত্যন্যে পঠন্তি। ১৯

আদায় বসুদেবোঽপি দারিকাং নিজমন্দিরম্।
দেবকীশয়নে ন্যস্য যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥২৩॥
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ।
কংসায়াবেদয়ামাসুর্দ্দেবকীপ্রসবং দ্বিজ ॥২৪॥
কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠ্যা নিবারিতঃ ॥২৫॥
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্।
অবাপ রূপঞ্চ মহৎ* সায়ুধাষ্টমহাভুজম্ ॥২৬॥
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসং চ রুষিতাব্রবীৎ।
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মূঢ়!† জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি ॥২৭

আহ্লাদিতা হইয়াছেন।[২২] তখন বসুদেব, কন্যাটীকে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক দেবকীর শয্যায় সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিলেন।[২৩] অনন্তর রক্ষকগণ, বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল এবং তাহারা কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবকীর সন্তানোৎপত্তির বিষয় নিবেদন করিল।[২৪] তখন কংস, সেই স্থানে গমন করিয়া কন্যাটিকে গ্রহণ করিল। দেবকী অবসন্ন বচনে, বিনাশ করিও না, বিনাশ করিও না, বলিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন।[২৫] পরে কংস, সেই বালিকাকে যেমন শিলা পৃষ্ঠে নিঃক্ষেপ করিবে, অমনি সেই কন্যা আকাশস্থিতা হইয়া আয়ুধসমেত অষ্টভুজ-বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।[২৬] এই অষ্টভুজা দেবী, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া রোষভরে কংসকে কহিলেন, মূঢ়! আমাকে শিলাতলে নিঃক্ষেপ করিয়া তোমার কি ফল হইবে? যে তোমাকে বিনাশ করিবে, তাহার জন্ম হই-

---

* অবাপ রূপং সুমহৎ ইত্যপি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে। ২৬

† কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া কংস! ইতি বা পঠনীয়ম্। ২৭

সর্ব্বস্বভূতো দেবানামাসীম্মৃত্যুঃ পুরা স তে।
তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ ॥২৮॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রক্-গন্ধ ভূষণা।
পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্ব্বিহায়সি ॥২৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

য়াছে।[২৭] তিনি দেবগণের সর্ব্বস্ব স্বরূপ। পূর্ব্ব জন্মে তাঁহা হইতেই তোমার মৃত্যু হইয়াছিল। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদনুরূপ কার্য্য কর।[২৮] দিব্য গন্ধ ও মাল্যে বিভূষিতা দেবী, এই কথা বলিয়াই সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা হইয়া ভোজরাজের সমক্ষেই আকাশ পথে গমন করিতে লাগিলেন।[২৯]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

পঞ্চমোঽংশঃ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

কংসস্ততোদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্ ।
প্রলম্বকেশি-প্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্ ॥১॥

কংস উবাচ ।

হে প্রলম্ব ! মহাবাহো ! কেশিন্ ! ধেনুক ! পূতনে ! ।
অরিষ্টাদ্যৈস্তথা চান্যৈঃ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥২॥
মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল দুরাত্মভিঃ ।
মদ্বীর্য্য-তাপিতৈর্বীরাঃ ন ত্বেতান্ গণয়াম্যহম্* ॥৩

পরাশর কহিলেন, অনন্তর কংস উদ্বিগ্নমনা হইয়া প্রলম্ব কেশী প্রভৃতি মহাসুরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল।১

[কংস কহিল,] মহাবাহো প্রলম্ব ! কেশিন্ ! ধেনুক ! পূতনে ! তোমরা এবং অরিষ্ট প্রভৃতি দৈত্যগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর।২ বীরগণ ! দেবতারা আমার পরাক্রমে ক্লিশ্যমান হইয়া আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছে, পরন্তু আমি

* ১ নহি তান্ গণয়াম্যহম্ ইত্যপি পাঠঃ। ৩

কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ কিং হরেণৈকচারিণা।
হরিণা বাপি কিং সাধ্যং ছিদ্রেষ্বসুরঘাতিনঃ॥৪॥
কিমাদিত্যৈঃ সবসুভিরল্পবীর্য্যৈঃ কিমগ্নিভিঃ।
কিঞ্চান্যৈরমরৈঃ সর্ব্বৈর্মদ্বাহুবলনির্জ্জিতৈঃ॥৫॥
কিং ন দৃষ্টোঽমরপতির্ম্ময়া সংযুগমেত্য সঃ।
পৃষ্ঠেনৈব বহন্ বাণানপাগচ্ছন্ন বক্ষসা॥৬॥
মদ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টির্যদা শক্রেণ কিং তদা।
মদ্বাণভিন্নৈর্জ্জলদৈরাপো মুক্তা যথেপ্সিতাঃ॥৭॥
কিমুর্ব্ব্যামবনীপালা মদ্বাহুবলভীরবঃ।
ন সর্ব্বে সন্নতিং যাতা জরাসন্ধমৃতে গুরুম্॥৮॥
অমরেষু চ মেঽবজ্ঞা জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ।

ঐ সকল দুরাত্মাকে তৃণ জ্ঞানও করি না।[৩] যাহারা রন্ধ্র অন্বেষণ করিয়া অসুর বধ করিয়াছে, সেই অল্পবীর্য্য ইন্দ্র, তপস্বী মহাদেব বা বিষ্ণু আমার কি করিতে পারে।[৪] যাহারা আমার বাহুবলদ্বারা পরাজিত হইয়াছে, সেই সমুদায় অল্পবীর্য্য আদিত্যগণ, বসুগণ, অগ্নি ও অন্যান্য সমুদায় দেবগণ, আমার কি করিবে।[৫] তোমরা কি দেখ নাই? দেবরাজ ইন্দ্র, আমার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিয়া পৃষ্ঠদ্বারা বাণবর্ষণ সহ্য করিতে করিতে বক্ষঃস্থলে হাঁটিয়া পলায়ন করিয়াছে।[৬] যখন ইন্দ্র আমার রাজ্যে বৃষ্টি নিবারণ করিয়াছিল, তখন জলদগণ আমার বাণসমূহদ্বারা নির্ভিন্ন হইয়া যথাভিলষিত জল বর্ষণ করিয়াছে।[৭] একমাত্র মদীয় গুরু জরাসন্ধ ব্যতীত, এই পৃথিবীতলস্থ সমুদায় রাজগণই আমার বাহুবলে ভীত হইয়া অবনত হইয়াছে।[৮] বীর মহাদানবগণ! দেবগণের প্রতি আমার ত অবজ্ঞাই আছে,

হাস্যং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেম্বপি ॥৯॥
তথাপি খলু দুষ্টানাং তেষামভ্যধিকং ময়া* ।
অপকারায় দৈত্যেন্দ্রা যতনীয়ং দুরাত্মনাম্ ॥১০॥
তদ্যে যশস্বিনঃ† কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ যজ্বিনঃ ।
কার্য্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্ব্বাত্মনা বধঃ ॥১১॥
উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্ম্মে ভূতপূর্ব্বঃ স বৈ কিল ।
ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥১২॥
তস্মাদ্বালেষু পরমো যত্নঃ কার্য্যো মহীতলে ।
যত্রোদ্রিক্তং বলং বালে স হন্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥১৩॥

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসঃ প্রবিশ্যাত্মগৃহং ততঃ ।

কিন্তু ইহাতে আমার হাস্য উপস্থিত হয় যে, তাহারা আবার (আমাকে) বিনাশ করিতে যত্নবান্ হইতেছে।[৯] দৈত্যেন্দ্রগণ! (দেবগণ যদিও দুর্ব্বল) তথাপি সেই সকল দুষ্ট দুরাত্মাদিগের সমধিক অনিষ্টাচরণ করা আমার অতীব কর্ত্তব্য।[১০] এই পৃথিবী মধ্যে যাহারা দেবতোদ্দেশে দান করিবে বা যাগ করিবে, তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হও।[১১] দেবকীগর্ভ-সম্ভূতা বালিকা আমাকে বলিয়াছে, যিনি তোমাকে বিনাশ করিবেন, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তিনি পূর্ব্বজন্মেও তোমাকে বিনাশ করিয়াছিলেন।[১২] অতএব তোমরা বালকের বিষয়ে সমধিক যত্নবান্ হইবে। যে বালককে সমধিক বলবান্ দেখিবে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিবে।[১৩]

পরাশর কহিলেন, কংস, অসুরগণের প্রতি এই রূপ আদেশ

---

* তেষামপ্যধিকং ময়া ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।১০।
† যে বৈ যশস্বিন ইতি পাঠান্তরম্ ।১১

মুমোচ বসুদেবঞ্চ দেবকীঞ্চ নিরোধতঃ ॥১৪॥

কংস উবাচ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াধুনা*।
কোঽপ্যন্য এব নাশায় বালো মম সমুদ্গতঃ ॥১৫॥
তদলং পরিতাপেন নূনং তদ্ভাবিনো হি তে।
অর্ভকা যুবয়োঃ কো বা নায়ুষোঽন্তে বিহন্যতে ॥১৬॥
ইত্যাশ্বাস্য বিমুক্ত্বা চ কংসস্তৌ পরিশঙ্কিতঃ।
অন্তর্গৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥১৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বসুদেবকে ও দেবকীকে মুক্ত করিয়া দিল, [১৪] এবং কহিল, আমি বৃথাই তোমাদের সদ্যঃপ্রসূত বালকদিগকে নষ্ট করিয়াছি, কারণ এক্ষণে অন্য কোন বালক আমার বিনাশের নিমিত্ত জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। [১৫] অধুনা আর পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই, তোমাদের বালকগণের অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। দেখ, আয়ুঃক্ষয় হইলে কোন্ ব্যক্তি বিনষ্ট না হয়? [১৬] দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কংস, দেবকী ও বসুদেবকে এই রূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মুক্ত করিয়া শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। [১৭]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* বৃথৈবৈতে ময়াধুনা ইতি, বৃথৈব তে ময়াধুনা ইতি চ পাঠঃ।১৫

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

পঞ্চমোঽংশঃ ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

বিমুক্তো বসুদেবোঽস্য নন্দস্য শকটং গতঃ ।
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্ নন্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥১॥
বসুদেবোঽপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্ ।
বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং* তবাধুনা ॥২॥
দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ ।
যদর্থমাগতাস্তস্মাৎ নাবস্থেয়ং মহাধনাঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন । অনন্তর বসুদেব মুক্ত হইয়া নন্দের শকটে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া নন্দ সাতিশয় আনন্দপ্রকাশ করিতেছে।[১] পরে তিনি নন্দকে সমাদরপূর্ব্বক কহিলেন যে, এই বৃদ্ধাবস্থায় তোমার এক্ষণে পুত্র উৎপন্ন হইল, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য।[২] তুমি রাজার সমুদায় বার্ষিক কর প্রদান করিয়াছ? তুমি বার্ষিক করপ্রদানার্থই ত এখানে আসিয়াছিলে ? যদি কার্য্যসমাধা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে আর অধিক সময় অবস্থিতি করা উচিত নহে, কারণ তোমার অতুল

* তনয়ো মঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।২

যদর্থমাগতাঃ কার্য্যং তন্নিষ্পন্নং কিমাস্যতে।
ভবদ্ভির্গম্যতাং নন্দ! তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্ ॥৪॥
মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥৫॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাঃ প্রযযুর্গোপা নন্দগোপ-পুরোগমাঃ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দত্ত্বা মহাবলাঃ ॥৬॥
বসতাং গোকুলে তেষাং পূতনা বালঘাতিনী।
সুপ্তং কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ তস্মৈ দদৌ স্তনম্ ॥৭॥
যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সংপ্রযচ্ছতি।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥৮॥

ঐশ্বর্য্যশালী।[৩] নন্দ! তুমি যে জন্য আসিয়াছ, যদি তাহা নিরবশেষ রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখনও কিজন্য এখানে অবস্থান করিতেছ? স্বীয় গোকুলে শীঘ্র গমন কর।[৪] সেখানে রোহিণীগর্ভ-সম্ভূত আমার যে একটী কুমার আছে, তুমি স্বীয় সন্তানের ন্যায় তাহারও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।[৫]

পরাশর কহিলেন, অনন্তর নন্দগোপ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ, রাজাকে করপ্রদান পূর্ব্বক ভাণ্ডসমূহ দ্বারা শকট পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৬]

অনন্তর নন্দ, গোকুলে বাস করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে পূতনা নাম্নী রাক্ষসী, রাত্রিকালে যাইয়া নিদ্রিত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন প্রদান করিল। পূতনার অভিপ্রায় ছিল, নন্দনন্দনকে বিনাশ করে।[৭] এই পূতনা যে যে বালককে রাত্রিকালে স্তনপ্রদান করিয়াছে, সেই সেই বালকই ক্ষণকাল মধ্যে অবশাঙ্গ হইয়া মৃত্যু-

কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্তনং* গাঢ়ং করাভ্যামবপীড়িতম্।
গৃহীত্বা প্রাণসহিতং পপৌ কোপসমন্বিতঃ ॥৯॥
সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা।
পপাত পূতনা ভূমৌ ম্রিয়মাণাতিভীষণা ॥১০॥
তন্নাদশ্রুতিসন্ত্রাসাৎ প্রবুদ্ধাস্তে ব্রজৌকসঃ।
দদৃশুঃ পূতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্ ॥১১॥
আদায় কৃষ্ণং সন্ত্রস্তা যশোদাপি দ্বিজোত্তম।
গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বালদোষমপাকরোৎ ॥১২॥
গোঃ করীষমুপাদায় নন্দগোপোঽপি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ব্বংশ্চৈতদুদীরয়ন্ ॥১৩॥

নন্দগোপ উবাচ।

রক্ষতু ত্বামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ।

মুখে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।[৮] কিন্তু কৃষ্ণ বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ়রূপে তাহার স্তন আকর্ষণ করিয়া রোষভরে তাহার জীবনের সহিত সেই স্তন পান করিলেন।[৯] অতিভীষণাকৃতি পূতনা ম্রিয়মাণা হইয়া মহাশব্দ করিয়া ভূতলে পতিতা হইল। তাহার অস্থির সমুদায় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।[১০] ব্রজবাসী গোপগণ, তাহার সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া ত্রাস হেতু জাগরিত হইল এবং দেখিল যে, পূতনা পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছেন।[১১] ব্রহ্মন্! তখন যশোদা ভীতা হইয়া কৃষ্ণকে গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তদ্বারা গোপুচ্ছ ঘুরাইয়া বালকের আপদ্ বিপদ্ দূর করিলেন।[১২] গোপ নন্দও মস্তকদ্বারা শুষ্ক গোময় গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণের রক্ষাবিধান করিয়া অস্ফুট মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।[১৩]

* কৃষ্ণস্তু তৎস্তনম্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।৯

যস্য নাভিসমুদ্ভূত-পঙ্কজাদভবজ্জগৎ ॥১৪॥
যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধারয়ত্যবনী জগৎ।
বরাহরূপধৃগ্‌দেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৫॥
নখাঙ্কুরবিনির্ভিন্ন-বৈরিবক্ষস্থলো বিভুঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৬॥
বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ।
ত্রিবিক্রমঃ ক্রমাক্রান্ত-ত্রৈলোক্যঃ স্ফুরদায়ুধঃ ॥১৭॥
শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ।
গুহ্যঞ্চ জঠরং বিষ্ণুর্জঙ্ঘাপাদৌ জনার্দ্দনঃ ॥১৮॥
মুখং বাহূ প্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১৯॥

নন্দ কহিলেন, যাঁহার নাভিসমুদ্ভূত পদ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন।[১৪] যাঁহার দংষ্ট্রাগ্রদ্বারা বিধৃতা ধরণী সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছে, সেই বরাহরূপধারী দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন।[১৫] যিনি নখরূপ অঙ্কুশদ্বারা শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপী প্রভু কেশব, তোমার সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুন।[১৬] যিনি ক্ষণকালের মধ্যে আয়ুধশালী ত্রিবিক্রম হইয়া চরণদ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।[১৭] গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার গুহ্যদেশ ও জঠর রক্ষা করুন, জনার্দ্দন তোমার জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয় রক্ষা করুন।[১৮] অব্যাহত ঐশ্বর্য্যশালী অব্যয় নারায়ণ তোমার মুখ, বাহুদ্বয়, বাহুর নিম্নস্থান মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন।[১৯]

শার্ঙ্গ-চক্র-গদা-খড়্গ-শঙ্খনাদ-হতাঃ ক্ষয়ম্।
গচ্ছন্তু-প্রেত-কুষ্মাণ্ড-রাক্ষসা যে তবাহিতাঃ ॥২০॥
ত্বাং পাতু দিক্ষু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ।
হৃষীকেশোঽম্বরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ ॥২১॥
এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ।
শায়িতঃ শকটস্যাধো বালপর্য্যঙ্কিকাতলে ॥২২॥
তে চ গোপা মহদ্দৃষ্ট্বা পূতনায়াঃ কলেবরম্।
মৃতায়াঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥২৩॥

ইতিশ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রেত কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহারা তোমার অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিষ্ণুর চক্রদ্বারা গদাদ্বারা খড়্গ-দ্বারা ও শঙ্খধ্বনিদ্বারা ক্ষত ও বিলয় প্রাপ্ত হউক।[২০] গোবিন্দ তোমার চতুর্দ্দিকে রক্ষা করুন, মধুসূদন তোমার বিদিক্ সমুদায়ে রক্ষা করুন, হৃষীকেশ তোমাকে আকাশে রক্ষা করুন, মহীধর অনন্তদেব তোমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন।[২১]

নন্দ গোপ, এইরূপ স্বস্ত্যয়ন করিয়া বালক কৃষ্ণকে শকটের নিম্নে বালকের উপযুক্ত ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইতে লাগি-লেন।[২২] এ দিকে গোপগণ, মৃত পূতনার প্রকাণ্ড কলেবর অব-লোকন করিয়া সাতিশয় ত্রাস ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল।[২৩]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, পঞ্চম অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

কদাচিৎ শকটাধস্তাৎ শয়ানো মধুসূদনঃ।
চিক্ষেপ চরণাবূর্দ্ধং স্তন্যার্থী প্ররুরোদ চ ॥১॥
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডং বৈ বিপরীতং পপাত চ ॥২॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বো* গোপগোপীজনো দ্বিজ!।
আজগামাথ দদৃশে বালমুত্তানশায়িনম্ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, একদা মধুসূদন, শকটের নিম্নে শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে তিনি স্তন পানার্থ রোদন করিতে করিতে চরণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিলেন।[১] তাঁহার সেই পাদপ্রহারে শকট পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীত ভাবে পতিত হইল। শকটের উপরে যে সকল ভাণ্ড ও কুম্ভ ছিল, তৎসমুদায় ভগ্ন হইয়া গেল।[২] ব্রহ্মন্! অনন্তর গোপ ও গোপীগণ, সকলেই হাহাকার করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং দেখিল যে, বালক উত্তান (চিৎ) হইয়া শয়ন

---

১ ততো হাহাকৃতঃ সর্ব্ব ইতি বা পঠ্যতাম্। ৩

গোপাঃ কেনেতি কেনেদং শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
তত্রৈব বালকাশ্চোচুর্ব্বালেনানেন* পাতিতম্ ॥৪॥
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপ-তাড়িতম্।
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্যস্য চেষ্টিতম্ ॥৫॥
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ।
নন্দগোপোঽপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ ॥৬॥
যশোদা শকটারূঢ়-ভগ্নভাণ্ড-কপালিকাঃ।
শকটং চার্চ্চয়ামাস দধিপুষ্পফলাক্ষতৈঃ ॥৭॥
গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেব-প্রণোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারানকরোৎতয়োঃ ॥৮॥
জ্যেষ্ঠঞ্চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণঞ্চৈব তথাপরম্।

করিয়া রহিয়াছে।[৩] তখন গোপগণ বলিতে লাগিল যে, কোন্ ব্যক্তি এই শকট পরিবর্ত্তিত করিল? সেখানে যে সকল বালক ছিল। তাহারা কহিল, এই শিশু কৃষ্ণই এই সমুদায় ফেলিয়া দিয়াছে।[৪] আমরা দেখিয়াছি, এই শিশু রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে পদ নিঃক্ষেপ করিয়া শকটে আঘাত করাতে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অন্যের কার্য্য নহে।[৫] তখন গোপগণ অতীব বিস্মিত-হৃদয় হইল। নন্দগোপও অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইলেন।[৬] যশোদাও দধি পুষ্প ফল ও আতপতণ্ডুলদ্বারা শকটস্থিত সমুদায় ভগ্ন ভাণ্ড ও ভগ্ন সরাব এবং শকট পূজা করিতে লাগিলেন।[৭] অনন্তর বসুদেবের প্রার্থনানুসারে গর্গ, গোকুলে গমন করিয়া গোপগণেরও অজ্ঞাতসারে

১ বালকাঃ প্রোচুর্বালেনানেন ইতি বা পাঠনীয়ম্। ৪

গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্ মহামতিঃ ॥৯॥
স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে ।
ঘৃষ্টজানুকরৌ তৌ হি* বভূবতুরুভাবপি ॥১০॥
করীষ-ভস্ম-দিগ্ধাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ ।
ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী ॥১১॥
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ ।

প্রচ্ছন্নভাবে রাম ও কৃষ্ণের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার করিলেন।[৮] মহামতি গর্গ, নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের রাম ও কনিষ্ঠের কৃষ্ণ, এই নাম রাখিলেন।[৯]

অল্প কাল মধ্যেই ঐ বালকদ্বয় জানু ও কর ঘর্ষণ পূর্ব্বক ব্রজ-পুরীতে রিঙ্গমাণ হইয়া (হামাগুড়ি দিয়া) বেড়াইতে লাগিলেন।[১০] তাঁহারা শুষ্ক গোময় ও ভস্ম মাখিয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যশোদা ও রোহিণী, তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন না।[১১] তাঁহারা গোগৃহ মধ্যে ও বৎসগৃহ মধ্যে পুনঃপুনঃ প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া

---

* ঘৃষ্টজানুকরৌ তত্র ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ১০

৮। শুক বলিয়াছেন যে, এক সময় গর্গ গোকুলে আসিলে নন্দ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন, আপনি এই দুইটী বালকের নাম করণ করুন। তাহাতে গর্গ উত্তর করিলেন যে, আমি যদুকুলের আচার্য্য, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে, তুমি বসুদেবের প্রিয়তম সখা, পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল যে, দেবকীর গর্ভজাত সন্তান কংসকে বিনাশ করিবে এবং দেবকী-গর্ভজাত-কন্যা কংসকে বলিয়াছে যে, যাঁহার হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে, সেই বালক জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। ঈদৃশ অবস্থায় আমি যদুকুলের পুরোহিত হইয়া যদি এই বালকদ্বয়ের নামকরণ করি, তাহা হইলে কংস সন্দেহ করিবে যে, এই বালক দেবকীর গর্ভজাত পুত্র হইতে পারে। নন্দ, বন্ধুতার অনুরোধে দেবকী-পুত্রকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় পালন করিতেছেন, কংসের যদি এরূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবে। অনন্তর নন্দ কহিলেন, আপনি নামকরণ করুন, এ বিষয় আমার পুরবাসীরাও কেহ জানিতে পারিবে না। তখন গর্গ তাহাতে সম্মত হইয়া অতিগোপনে রাম ও কৃষ্ণের নামকরণ করিলেন।

তদহর্যাত-গোবৎস-পুচ্ছাকর্ষণ-তৎপরৌ ॥১২॥
যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্থানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ ॥১৩॥
যশোদা যষ্টিমাদায় কোপেনানুগতা চ তম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং তর্জ্জয়ন্তী রুষা তদা ॥১৪॥
দাম্না বদ্ধা তদা মধ্যে নিবধ্যাথ উদূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমাহ চেদমমর্ষিতা ॥১৫॥
যদি শক্নোষি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিত!।
ইত্যুক্ত্বা চ নিজং কর্ম্ম সা চকার কুটুম্বিনী ॥১৬॥
ব্যগ্রায়ামথ তস্যাং স কর্ষমাণ উদূখলম্।
যমলার্জ্জুনমধ্যেন জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭॥

করিতে করিতে সদ্যোজাত বৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেন।[১২] যখন একত্র বিচরণকারী ক্রীড়া-নিরত অতিচঞ্চল সেই বালকদ্বয়কে যশোদা নিবারণ করিতে সমর্থা হইলেন না,[১৩] তখন তিনি ক্রোধপূর্ব্বক এক গাছি যষ্টি গ্রহণ করিয়া পদ্ম-পলাশলোচন কৃষ্ণকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন।[১৪] পরে তিনি রজ্জুদ্বারা সেই অদ্ভুত-চরিত কৃষ্ণের কটিদেশ উদূখলে বন্ধন করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন,[১৫] তুমি অতিশয় চঞ্চল, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, এখন গমন কর। নন্দপত্নী যশোদা এই কথা বলিয়া স্বীয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত গমন করিলেন।[১৬] যশোদা যখন কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃতা হইলেন, তখন কমললোচন কৃষ্ণ উদূখল আকর্ষণ করিয়া যমলার্জ্জুনের অর্থাৎ অর্জ্জুন-বৃক্ষযুগলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।[১৭] কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া আকর্ষণ করা-তে উদূখল বক্রভাবে পতিত হইয়া বৃক্ষদ্বয়ে সংলগ্ন হইল। কৃষ্ণ৩

কর্ষতা বৃক্ষয়োর্ম্মধ্যে তির্য্যগ্‌গতমুদূখলম্।
ভগ্নাবুত্তুঙ্গশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥১৮॥
ততঃ কটকটাশব্দং সমাকর্ণ্য চ কাতরঃ* ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাদ্রুমৌ ॥১৯॥
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মহীতলে ।
নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু-সিতহাসঞ্চ বালকম্† ॥২০॥
তয়োর্মধ্যগতং বদ্ধং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে ।
ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ ॥২১॥
গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ ।
মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্না মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥২২॥
স্থানেনেহ ন নঃ কার্য্যং গচ্ছামোঽন্যন্মহাবনম্ ।

তখন তাহা আকর্ষণ করাতে প্রকাণ্ড শাখাবিশিষ্ট সেই অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হইল।[১৮] অনন্তর ব্রজবাসী গোপগণ, সেই বৃক্ষ ভঙ্গের কটকটা শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক দেখিল যে, মহাবৃক্ষদ্বয়[১৯] ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। বালক, নূতন উদ্গত কএকটিমাত্র দন্ত প্রকাশ করিয়া হাস্য করিতেছেন।[২০] তিনি সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে রজ্জুদ্বারা কটিদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ এইরূপে দামদ্বারা উদরে বদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি তিনি দামোদর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।[২১] অনন্তর নন্দপ্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণ, এই সকল আকস্মিক মহা উৎপাত দর্শনে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,[২২] আমাদের আর এ স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই। চল অা-

* ততঃ কটকটাশব্দ-সমাকর্ণন-কাতরঃ ইতি বা পাঠঃ। ১৯
† -স্মিতহাসঞ্চ বালকম্ ইতি পাঠান্তরম্। ২০

উৎপাতা বহবো হ্যত্র* দৃশ্যন্তে নাশহেতবঃ ॥২৩॥
পূতনায়া বিনাশশ্চ শকটস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বিনা বাতাদি-দোষেণ দ্রুময়োঃ পতনং তথা ॥২৪॥
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাৎ তস্মাদ্গচ্ছাম মা চিরম্।
যাবদ্ভৌমমহোৎপাত-দোষো নাভিভবেদ্ব্রজম্ ॥২৫॥
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে গমনে তে ব্রজৌকসঃ।
ঊচুঃ স্বং স্বং কুলং† শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥২৬॥
ততঃ ক্ষণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা।
যূথশো বৎসবালাংশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ ॥২৭॥
দ্রব্যাবয়বনির্ধূতং ক্ষণমাত্রেণ তৎ তথা।

মরা অন্য কোন অরণ্যে গমন করি, কারণ এ স্থানে পুনঃপুনঃ প্রাণ-নাশক উৎপাত উপস্থিত হইতেছে।[২৩] পূতনার বিনাশ, শকট-বিপর্য্যয় এবং বায়ু প্রভৃতি কারণ ব্যতিরেকেও বৃক্ষদ্বয়ের পতন, (এই সমুদায় উৎপাত এখানে ঘটিল।)[২৪] এই ব্রজে যে পর্য্যন্ত গোপগণ, বাস বিষয়ক মহাদোষে অভিভূত না হয়, তাহার মধ্যেই আমরা এ-স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে গিয়া বাস করি।[২৫] ব্রজবাসী গোপগণ, বৃন্দাবন গমনে এই রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব পরিবারগণকে কহিল, এস্থান হইতে চল, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।[২৬] অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যেই ব্রজবাসী জনগণ, শকটসমূহ ও গোধনসমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া বৎস ও বালকগণ সমেত দলে দলে গমন করিতে লাগিল।[২৭] ব্রহ্মন্! ক্ষণকাল মধ্যেই দধিপ্রভৃতি অবশিষ্ট দ্রব্য পতিত থাকাতে ব্রজস্থান কাক ও কাকীগণে সমাকীর্ণ হইল।[২৮]

* উৎপাতা বহবোঽপাত্র ইতি বা পাঠনীয়ম্। ২৩

† ঊচুঃ স্বস্ব কুলম্ ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে। ২৬

কাককাকী-সমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্দ্বিজ* ! ॥২৮॥
বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ।
শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমভীপ্সতা ॥২৯॥
ততস্তত্রাতিরুক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম ।
প্রাবৃট্কাল ইবোদ্ভূতং নবং শস্যং সমন্ততঃ ॥৩০॥
স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ ।
শকটীবাটপর্য্যন্তঃ চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ ॥৩১॥
বৎসপালৌ চ সংবৃত্তৌ রামদামোদরৌ ততঃ ।
একস্থানস্থিতৌ গোষ্ঠে চেরতুর্বাললীলয়া ॥৩২॥
বর্হিপত্র-কৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ ।

অনন্তর অদ্ভুত চরিত ভগবান্ কৃষ্ণ, গোগণের পুষ্টির নিমিত্ত, অন্তঃকরণদ্বারা বৃন্দাবনের শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন।[২৯] ব্রহ্মন্! যদিও সে সময় অতিদারুণ গ্রীষ্মকাল, তথাপি সেখানে চতুর্দ্দিকে বর্ষাকালের ন্যায় নূতন শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল।[৩০] এই রূপে সমুদায় ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে বাস করিল। প্রান্তভাগে শকটসমূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত হইল।[৩১]

কিছু দিন পরে রাম ও দামোদর, বৎস পালনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা দুই ভ্রাতা সর্ব্বদা একত্র হইয়া গোষ্ঠে বিচরণ ও বাল্যক্রীড়া করিতেন।[৩২] ময়ূরপুচ্ছ তাঁহাদের শিরোভূষণ এবং বন্য পুষ্প তাঁহাদের কর্ণভূষণ হইল। তাঁহারা গোপবেণুদ্বারা নির্ম্মিত মৃদঙ্গ ও পত্রদ্বারা নির্ম্মিত বাদ্য বাজাইতেন।[৩৩] সেই কাকপক্ষধারী

\+ ব্রজস্থানমভূৎ কিল তৎ, ইত্যন্যে পঠন্তি। ২৮

কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ইতি পাঠান্তরম্। ২৯

গোপবেণুকৃতাতোদ্য-পত্রবাদ্য-কৃতস্বনৌ ॥৩৩॥
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকী।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥৩৪॥
ক্বচিৎ হসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ তথাপরৈঃ।
গোপপুত্রৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥৩৫॥
কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে।
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥৩৬॥
প্রাবৃট্ কালস্ততোঽতীব মেঘৌঘ-স্থগিতাম্বরঃ।
বভূব বারিধারাভিরৈক্যং কুর্ব্বন্ দিশামিব ॥৩৭॥
প্ররূঢ়নবশস্যাঢ্যা শক্রগোপাচিতা মহী।
তদা মারকতীবাসীৎ* পদ্মরাগ-বিভূষিতা ॥৩৮॥

মহাবল বালকদ্বয়, হাস্য ও ক্রীড়া করিয়া অগ্নিসম্ভূত কার্ত্তিকেয়-দ্বয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।[৩৪] তাঁহারা কোন স্থানে উভয়ে হাস্য করিতেছেন, কোন স্থানে অপর গোপবালকের সহিত ক্রীড়ায় রত হইয়াছেন, এইরূপে বৎস চরাইয়া বিচরণ করিতেন।[৩৫] অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে সেই বালকদ্বয়, সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সমুদায় জগতের পালনকর্ত্তা হইয়াও বৎস পালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।[৩৬]

অনন্তর বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। মেঘগণ আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল।[৩৭] এরূপ মুষলধারে বৃষ্টি ধারা পতিত হইতে লাগিল, যেন দিক্ সকল একীভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।[৩৭] পৃথিবী, নবশস্যে পরিপূর্ণা ও শক্র-গোপ অর্থাৎ লোহিতবর্ণ ইন্দ্রকীটদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পদ্মরাগদ্বারা বিভূষিত মরকতমণিময় ভূমির ন্যায়

* যথা মারকতেবাসীৎ ইতি পাশ্চাত্ত্যসম্মতঃ পাঠঃ।৩৮

জগ্মুরুন্মার্গবাহীনি নিম্নগাম্ভাংসি সর্ব্বতঃ।
মনাংসি দুর্ব্বিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥৩৯॥
ন রেজেঽন্তরিতশ্চন্দ্রো নির্ম্মলো মলিনৈর্ঘনৈঃ।
সদ্বাক্যবাদো মূর্খাণাং প্রগল্ভাভিরিবোক্তিভিঃ॥৪০॥
নির্গুণেনাপি চাপেন শক্রস্য গগনেঽপদম্।
অবাপ্যতাবিবেকস্য নৃপস্যেব পরিগ্রহে ॥৪১॥
মেঘপৃষ্ঠে বলাকানাং ররাজ বিমলা ততিঃ।
দুর্বৃত্তে বৃত্তচেষ্টেব কুলীনস্যাতিশোভনা ॥৪২॥
ন ববন্ধাম্বরে স্থৈর্য্যং বিদ্যুদত্যন্তচঞ্চলা।
মৈত্রীব প্রবরে পুংসি দুর্জ্জনেন প্রয়োজিতা ॥৪৩॥
মার্গা বভুবুরস্পষ্টা নবশস্যচয়াবৃতাঃ।

শোভা পাইতে লাগিল।[৩৮] নূতন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগের চিত্ত যেপ্রকার কুপথগামী হয়, সেই প্রকার নিম্নগা-সমূহের সলিলরাশিও কুপথে ধাবমান হইতে লাগিল।[৩৯] শশাঙ্ক, অতি নির্ম্মল হইলেও মলিন মেঘমণ্ডলে আবৃত হইয়া মূর্খদিগের প্রগল্ভ উক্তিদ্বারা আচ্ছাদিত সাধুবাক্যের ন্যায় অপ্রকাশ হইয়া থাকিল।[৪০] গুণহীন পুরুষ যেপ্রকার বিবেকশূন্য নৃপতিদিগের নিকট পদ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ইন্দ্রধনুও সেই প্রকার নির্গুণ অর্থাৎ জ্যাশূন্য হইয়াও নভোমণ্ডলে পদ অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইল।[৪১] দুর্বৃত্ত পুরুষে সাধুদিগের অতিসুন্দর সরল ভাবের ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বকগণের নির্ম্মল শ্রেণী অতীব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল।[৪২] দুর্জ্জনের সহিত সাধু পুরুষের মিত্রতা যেরূপ অচির-স্থায়িনী হয়, তাহার ন্যায়, বিদ্যুৎ, বিস্তৃত নভোমণ্ডলেও স্থিরতা-শূন্য এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল।[৪৩] জড় ব্যক্তিদিগের বাক্য কার্য্য-

অর্থান্তরমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজড়ানামিবোক্তয়ঃ ॥৪৪॥
উন্মত্ত-শিখি-সারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে* ।
কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈশ্চেরতুঃ সহ ॥৪৫॥
ক্বচিদ্গোপৈঃ সমং রম্যং গেয়নৃত্য-রতাবুভৌ ।
চেরতুঃ ক্বচিদত্যর্থং শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ৌ ॥৪৬॥
ক্বচিৎ কদম্বস্রক্-চিত্রৌ ময়ূরস্রগ্ধরৌ ক্বচিৎ ।
বিচিত্রৌ ক্বচিদাস্যেতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ ॥৪৭॥
পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ ক্বচিন্নিদ্রান্তরেবিণৌ ।
ক্বচিদ্গর্জ্জতি জীমূতে হাহাকাররবাদৃতৌ ॥৪৮॥

ন্তর প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার অস্পষ্ট হয়, তাহার ন্যায় পথ সমু-শয়ও নব শস্যে আবৃত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া উঠিল।[৪৪] ময়ূর ও ষট্-পদগণের মত্ততা-জনক সেই মনোহর সময়ে, রাম ও কৃষ্ণ দুই জন মিলিত. হইয়া গোপালগণের সহিত প্রীত মনে বিপিনে বিহার করিতে লাগিলেন।[৪৫]

রাম ও কৃষ্ণ, কোন স্থানে গোপগণের সহিত অতি সুন্দর গান এবং নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেন, কোন স্থানে অত্যন্ত শীতল মহীরুহগণের ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেন।[৪৬] তাঁহারা কোন সময় বিচিত্র কদম্বের মালা ধারণ পূর্ব্বক সুশোভিত হইয়া থাকিতেন, কখনও বা ময়ূরপুচ্ছের মালা ধারণ করিতেন, কখনও বা বিচিত্র গৈরিক ধাতুদ্বারা চিত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন।[৪৭] তাঁহারা কোন সময় নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শয়ন করিয়া থাকিতেন, কখন আবার মেঘ-মণ্ডলের গভীর গর্জন শুনিয়া গোপ-শিশুগণের সহিত হো হো রব

* মহাবনে ইতি চ পাঠঃ।৪৫।

গায়তামন্যগোপানাং প্রশংসাপরমৌ ক্বচিৎ।
ময়ূরকেকানুগতৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥৪৯॥
ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুত্তমপ্রীতি-সংযুতৌ।
ক্রীড়াসক্তৌ বনে তস্মিন্ চেরতুঃ প্রীতমানসৌ* ॥৫০॥
বিকালে তু সমং গোভি-র্গোপবৃন্দ-সমন্বিতৌ † ।
আজগ্মতুঃ কৃষ্ণবলৌ গোপবেশধরাবুভৌ ॥৫১॥
বিকালে চ যথাজোষং ব্রজমেত্য মহাবলৌ।
গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥৫২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

করিতেন।[৪৮] তাঁহারা কোন সময় গোপবালকদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কখন বা ময়ূরধ্বনি শুনিতেন, কখন বা গোপদিগের বেণু বাজাইতেন।[৪৯]

পরস্পর প্রীতিযুক্ত রাম ও কৃষ্ণ, এই রূপে নানাবিধ ভাবদ্বারা ক্রীড়ানিবিষ্ট হইয়া সন্তুষ্ট মনে ঐ বিপিনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।[৫০] তাঁহারা উভয়ে অপরাহ্নে গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক গোগণে ও গোপগণে পরিবৃত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন।[৫১] মহাবল বলদেব ও কৃষ্ণ, উভয়ে অপরাহ্ণ সময়ে ব্রজে আগমন করিয়া দেবগণের ন্যায় বয়স্য গোপগণের সহিত যথাসুখে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।[৫২]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* চেরতুস্তুষ্টমানসৌ ইতি পাঠান্তরম্। ৫০
† গোপীবৃন্দসমন্বিতৌ ইতি পাঠান্তরম্। ৫১

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণো বৃন্দাবনং যযৌ।
বিচচার বৃতো গোপৈর্ব্বন্যপুষ্পস্রগুজ্জ্বলঃ ॥১॥
স জগামাথ কালিন্দীং লোল-কল্লোল-শালিনীম্।
তীর-সংলগ্ন-ফেনৌঘৈর্হসন্তীমিব সর্ব্বতঃ ॥২॥
তস্যাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্নি-শৃতবারিণম্*।

পরাশর কহিলেন; একদা কৃষ্ণ বলরামকে সমভিব্যাহারে না লইয়া একাকী বৃন্দাবনে গমন করিলেন। তিনি সেখানে বন্য পুষ্পের মালাদ্বারা উজ্জ্বল বেশধারণ করিয়া গোপগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।[১] অনন্তর তিনি কালিন্দী নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই কালিন্দীর চঞ্চলতর তরঙ্গমালায় ফেণপুঞ্জ তীরে সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন সর্ব্বতোভাবে হাস্য করিতেছে।[২] তিনি সেই কালিন্দী নদীতে অতি ভয়ঙ্কর কালিয় নাগের হ্রদ দেখিতে পাইলেন। এই নাগের বিষাগ্নিদ্বারা

---

* বিষাগ্নিশ্রিতবারিণম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

হ্রদং কালিয়-নাগস্য দদৃশেঽতীব ভীষণম্* ॥৩॥
বিষাগ্নিনা বিসরতা দগ্ধতীর-মহাতরুম্।
বাতাহতাম্বুবিক্ষেপ-স্পর্শ-দগ্ধ-বিহঙ্গমম্ ॥৪॥
তমতীব মহারৌদ্রং মৃত্যুবক্ত্রমিবাপরম্।
বিলোক্য চিন্তয়ামাস ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥৫॥
অস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা কালিয়োঽসৌ বিষায়ুধঃ।
যো ময়া নির্জ্জিতস্ত্যক্ত্বা দুষ্টো নষ্টঃ পয়োনিধিম্ ॥৬॥
তেনেয়ং দূষিতা সর্ব্বা যমুনা সাগরং গতা †।

সমুদায় জল উত্তপ্ত ও অতীব ভীষণ হইয়াছে।[৩] এই সর্পের বিষাগ্নি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়াতে তীরস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষগণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। পবনদ্বারা আহত ও পরিচালিত সলিল-স্পর্শে তীরস্থ বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইতেছে।[৪]

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন, দ্বিতীয় কৃতান্তের মুখস্বরূপ মহারৌদ্র সর্পরাজকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,[৫] সুতীক্ষ্ণ বিষবিশিষ্ট সেই দুষ্টাত্মা কালিয় এই স্থলে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে এই দুষ্ট আমার স্বরূপ গরুড় কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সমুদ্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল।[৬] ইহাদ্বারাই সাগরগামিনী যমুনার

* হ্রদং কালীয়নাগস্য ইতি কচিৎ পাঠঃ। ৩

† যমুনা সাগরাঙ্গনা ইতি বা পঠনীয়ম্। ৭

৬। বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপ গরুড়, সর্পগণকে পরাজয় করাতে তাহারা সমুদ্রমধ্যস্থিত রামণীয়ক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। গরুড় তাহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া অনেককেই বিনাশ করিল, এই কালিয় সর্প, কালিন্দীর জলে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। মৎস্যানুকম্পী মহর্ষি সৌভরির শাপানুসারে কালিন্দী হ্রদমধ্যে গরুড়ের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, তাহাতেই কালিয় সর্প নির্ভয়ে ঐ স্থলে বাস করিয়া ছিল।

ন গোপৈর্গোধনৈর্ব্বাপি* তৃষার্ত্তৈরুপযুজ্যতে ॥৭॥
হ্রদস্য নাগরাজস্য কর্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া।
নিস্ত্রাসাস্তু সুখং যেন চরেয়ুর্ব্রজবাসিনঃ ॥৮॥
এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্ অবতারো ময়া কৃতঃ।
যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তির্দুরাত্মনাম্ ॥৯॥
তদেনং নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনম্।
অধিরুহ্যোৎপতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিন্নলিনাশিনঃ ॥১০॥
পরাশর উবাচ।
ইত্থং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ।
নিপপাত হ্রদে তত্র সর্পরাজস্য বেগিতঃ ॥১১॥

সমুদয় জল দূষিত হইয়াছে। তৃষ্ণার্ত্ত গোগণ বা গোপগণ ইহার জল পান করিতে সমর্থ হয় না।[৭] এক্ষণে ব্রজবাসিগণ যাহাতে ভয়শূন্য হইয়া পরমসুখে এখানে বিচরণ করিতে পারে, তজ্জন্য এই নাগরাজকে ত বিনাশ করা কর্ত্তব্য।[৮] আমি এই জন্যই এই মনুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি যে, যে সকল দুরাত্মা কুপথ-গামী হইবে, তাহাদিগকে শাসন করিব।[৯] অতএব আমি এই সমীপবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই সর্পের হ্রদে পতিত হইব।[১০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ এই রূপ বিবেচনা করিয়া গাঢ়-রূপে পরিকর বন্ধনপূর্ব্বক অতিবেগে সেই সর্পরাজের হ্রদে নিপ-

* ন নরৈর্গোধনৈর্বাপি ইত্যপি পাঠঃ। ৭

১০ পুরাণান্তরে কথিত আছে, গরুড় যখন অমৃত আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করে, তখন এই কদম্ব বৃক্ষে উপবেশন করিয়াছিল, তাহাতেই কালিয়নাগের তীক্ষ বিষে এই বৃক্ষটি বিনষ্ট হয় নাই।

তেনাপি পততা তত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহ্রদঃ।
অত্যর্থং দূরজাতাংস্তু সর্পাসিঞ্চন্ মহীরুহান্ ॥১২॥
তে হি দুষ্টবিষজ্বালা-তপ্তাম্বুপবনোক্ষিতাঃ।
জজ্বলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাঃ।
আস্ফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহ্রদে ভুজম্ ॥১৩॥
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাশু নাগরাজোঽপ্যুপাগমৎ।
আতাম্রনয়নো দুষ্ট-বিষজ্বালাকুলৈঃ ফণৈঃ।
বৃতো মহাবিষৈশ্চান্যৈরুরগৈরনিলাশিভিঃ ॥১৪॥
নাগপত্ন্যশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ।
প্রকম্পিততনুক্ষেপ-চলৎকুণ্ডলকান্তয়ঃ ॥১৫॥

তিত হইলেন।[১১] কৃষ্ণ জলে পতিত হইবামাত্র সেই মহাহ্রদ বিক্ষোভিত হইল এবং তাহা হইতে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া সুদূরজাত বৃক্ষগণকে সিক্ত করিতে লাগিল।[১২] সেই দুষ্ট সর্পের বিষসমূহে উত্তপ্ত জল ও উত্তপ্ত পবনদ্বারা সংস্পৃষ্ট সেই সমুদায় বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার অগ্নিশিখাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। তখন কৃষ্ণ সেই হ্রদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন।[১৩] অনন্তর নাগরাজ, সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইল। ইহার নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, ইহার ফণা বিষরূপ অগ্নিশিখায় আকুলিত রহিয়াছে। অন্যান্য মহাবিষ পবনাশন সর্পগণ, ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।[১৪] মনোহর হারদ্বারা বিভূষিত শত শত নাগপত্নী, ইহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। ফণামণ্ডলের উৎক্ষেপদ্বারা তাহাদের প্রচলিত কুণ্ডল শোভমান হইতেছে।[১৫]

অনন্তর সর্পগণ, শরীরদ্বারা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া বিষাগ্নি-

ততঃ প্রবেশিতঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনম্ ।
দদংশুশ্চাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্বালাবিলৈর্মুখৈঃ ॥১৬॥
তং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা সর্পভোগনিপীড়িতম্ ।
গোপা ব্রজমুপাগম্য চুক্রুশুঃ শোকলালসাঃ ॥১৭॥
এষ মোহং গতঃ কৃষ্ণো মগ্নো বৈ কালিয়হ্রদে ।
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত পশ্যত ॥১৮॥
তং শ্রুত্বা তে তদা গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ ।
গোপ্যশ্চ ত্বরিতা জগ্মুর্যশোদাপ্রমুখা হ্রদম্ ॥১৯॥
হা হা ক্বাসাবিতি জনো গোপীনামতিবিহ্বলঃ ।
যশোদয়া স সম্ভ্রান্তো দ্রুতং প্রস্খলিতং যযৌ* ॥২০॥
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ।

বিলুণ্ঠিত ফণাদ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করিল।[১৬] গোপগণ কৃষ্ণকে কালিয়-হ্রদে পতিত, কুণ্ডলীকৃত-সর্পশরীরে পরি-বেষ্টিত ও নিপীড়িত দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে ব্রজে গমন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল [১৭] (এবং কহিতে লাগিল,) কৃষ্ণ, মোহাভিভূত হইয়া কালিয়-হ্রদে নিমগ্ন হই-য়াছেন, সর্পরাজ তাঁহাকে ভক্ষণ করিতেছে, তোমরা আসিয়া অবলোকন কর।[১৮] যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ ও গোপগণ বজ্রপাত-সদৃশ এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সেই হ্রদের নিকট গমন করিল।[১৯] হায়! কৃষ্ণ কোথায় গমন করিলেন! এই কথা বলিয়া গোপীগণ সাতিশয় বিহ্বল হইল। যশোদা ভীতা ও ত্রস্তা হইয়া দ্রুতপদে ও স্খলিতপদে হ্রদের নিকট গমন করিলেন।[২০] অদ্ভুত বিক্রমশালী রাম, নন্দগোপ ও অন্যান্য

* যশোদয়া সমং ভ্রান্তো দ্রুতপ্রস্খলিতং যযৌ ইতি বা পাঠঃ। ২০

ত্বরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥২১॥
দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবশং গতম্ ।
নিঃপ্রযত্নং কৃতং কৃষ্ণং* সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥২২
নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টো ন্যস্য পুত্রমুখে দৃশৌ †।
যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তম ! ॥২৩॥
গোপাস্ত্বন্যা রুদন্ত্যশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ ।
প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতর্য্যগদ্গদম্ ॥২৪॥
সর্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে ।
নাগরাজস্য, নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥২৫॥
দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা ?
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ ॥২৬॥

গোপগণ, কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া সত্বর গমনে যমুনার নিকট উপস্থিত হইলেন।[২১] তাঁহারা দেখিলেন, কৃষ্ণ সর্পশরীরে বেষ্টিত, সর্পরাজের বশীভূত ও চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন।[২২] মুনিশ্রেষ্ঠ ! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা পুত্রের মুখে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া এককালে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন ।[২৩] অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে ভয়ে বিহ্বল ও গদ্‌গদ বাক্যে প্রীতিপ্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণকে কহিতে লাগিল যে,[২৪] আমরা সকলে যশোদার সহিত এই নাগরাজের মহাহ্রদে প্রবিষ্ট হইব। আমরা আর ব্রজে গমন করিতে পারিব না।[২৫] সূর্য্য ব্যতিরেকে দিবস, চন্দ্র ব্যতিরেকে রজনী, বৃষভ ব্যতিরেকে গাভী ও কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজস্থান, কথনই শোভা পায় না।[২৬]

---

* নিঃপ্রযত্নীকৃতং কৃষ্ণম্ ইতি-পাঠান্তরম্ । ২২

† ন্যস্যাত্র মুখে দৃশম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ । ২৩

বিনা কৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্ ॥
অরণ্যং নাপি সেব্যঞ্চ* বারিহীনং যথা সরঃ ॥২৭॥
যত্র নেন্দীবরদল-প্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ।
তেনাপি মাতুর্ব্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ ॥২৮॥
উৎফুল্লপঙ্কজদল-স্পষ্টকান্তিবিলোচনম্।
অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ † ॥২৯॥
অত্যন্তমধুরালাপ হৃতাশেষমনোধনাঃ।
ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্ ॥৩০॥
ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজেন পশ্যত।
স্মিতশোভি মুখং গোপ্যঃ! কৃষ্ণস্যাস্মদ্বিলোকনে ॥৩১

আমরা বারিহীন সরোবরের ন্যায় কৃষ্ণ-বিরহিত হইয়া গোকুলে গমন করিব না, অরণ্যেও বিচরণ করিতে সমর্থ হইব না।[২৭] যেখানে ইন্দীবরদলের ন্যায় শ্যামকান্তি এই হরি নাই, সে স্থান মাতৃ-গৃহ হইলেও কাহারো সুখজনক নহে।[২৮] আমরা উৎফুল্ল-কমলদল-সদৃশ-লোচনযুগল-বিভূষিত হরিকে গোষ্ঠে না দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে কিরূপে জীবন ধারণ করিব।[২৯] যিনি অতীব রমণীয় মধুর আলাপদ্বারা সকলের হৃদয়রূপ ধন অপহরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকনয়ন কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে নন্দালয়ে গমন করিব না।[৩০] গোপীগণ! ঐ দেখ, কৃষ্ণ যদিও সর্পরাজ কর্তৃক ভোগ-দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, তথাপি আমাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টি-পাত করিয়া রহিয়াছেন, যেন মুখে ঈষৎ হাস্যের শোভা প্রকাশ-মান হইতেছে।[৩১]

* অরণ্যং নাপি সেব্যঞ্চ ইতি বা পঠ্যতাম্। ২৭।
† কথং গোষ্ঠী ভবিষ্যথ ইতি বা পঠনীয়ম্। ২৯

পরাশর উবাচ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
গোপাংশ্চ ত্রাসবিধুরান্ বিলোক্য স্তিমিতেক্ষণঃ ॥৩২
নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং ন্যস্তদৃষ্টিং সুতাননে।
মূর্চ্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংজ্ঞয়া ॥৩৩॥
কিমিদং দেবদেবেশ! ভাবোঽয়ং মানুষস্ত্বয়া।
ব্যজ্যতেঽত্যন্তমাত্মানং কিমনন্তং ন বেৎসি যৎ ॥৩৪
ত্বমস্য জগতো নাভিররাণামিব সংশ্রয়ঃ।
কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যে ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥৩৫॥
সেন্দ্ররুদ্রাশ্বিবসুভিরাদিত্যৈর্ম্মরুদগ্নিভিঃ।
চিন্ত্যসে ত্বমচিন্ত্যাত্মন্ সমস্তৈশ্চৈব যোগিভিঃ ॥৩৬

পরাশর কহিলেন। মহাবল রোহিণীনন্দন বলদেব, গোপীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে বিহ্বল দেখিয়া স্থির নেত্রে কৃষ্ণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।[৩২] তিনি, নন্দকে অত্যন্ত কাতর হইয়া কৃষ্ণের প্রতি অনিমিষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং যশোদাকে মূর্চ্ছাপন্না অবলোকন করিয়া সঙ্কেতদ্বারা কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন।[৩৩]

দেবদেবেশ! তুমি কিনিমিত্ত ঈদৃশ মানুষভাব প্রকাশ করিতেছ? তুমি আপনাকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিতেছ না?[৩৪] চক্রের নাভি যেমন অরসমূহের আশ্রয়, তাহার ন্যায় তুমি জগতের আশ্রয়স্বরূপ হইতেছ। তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তুমি জগতের সংহারকর্ত্তা। এই ত্রৈলোক্যের মধ্যে তুমিই ত্রয়ীময় অর্থাৎ বেদময়।[৩৫] অচিন্ত্যাত্মন্! ইন্দ্র, রুদ্রগণ,

---

৩৫। অর—চক্রের শলাকা। যাহাদ্বারা নাভি ও প্রান্তের সংযোগ হয়। ৮৭

জগত্যর্থং জগন্নাথ! ভারাবতরণেচ্ছয়া।
অবতীর্ণোঽত্র মর্ত্ত্যেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ ॥৩৭॥
মনুষ্যলীলাং ভগবন্ ভজতা ভবতা সুরাঃ।
বিড়ম্বয়ন্তস্ত্বল্লীলাং সর্ব্ব এব সমাসতে ॥৩৮॥
অবতার্য্য ভবান্ পূর্ব্বং গোকুলেঽত্র সুরাঙ্গনাঃ।
ক্রীড়ার্থমাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোঽসি শাশ্বতঃ ॥৩৯॥
অত্রাবতীর্ণা যে কৃষ্ণ! গোপা এব হি বান্ধবাঃ।
গোপ্যশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ ত্বং বন্ধূন্ সমুপেক্ষসে॥ ॥৪০॥
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচাপলম্।
তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ! দুরাত্মা দশনায়ুধঃ ॥৪১॥

অশ্বিনীকুমারযুগল, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, অগ্নিগণ, ও সমুদায় যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করিয়া থাকেন।[৩৬] জগন্নাথ! এই জগতের ভারাবতারণের নিমিত্ত ও জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমার অংশস্বরূপ ও তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[৩৭] ভগবন্! তুমি মনুষ্যলীলা অবলম্বন করাতে অন্যান্য দেবতার অংশ এই সমুদায় গোপগণ, সকল বিষয়েই তোমার অনুকরণ করিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।[৩৮] তুমি নিত্য হইয়াও আপনার ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রথমতঃ সুরাঙ্গনাগণকে এই গোকুলে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি দিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছ।[৩৯] কৃষ্ণ! যে সকল গোপগণ ও যে সকল গোপীগণ এই গোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তোমার পরম আত্মীয়। তুমি এই সমুদায় বন্ধুবান্ধবগণকে বিষণ্ণ হইতে দেখিয়াও কিজন্য উপেক্ষা করিতেছ।[৪০]

১ কস্মাদ্ বন্ধূন সমুপেক্ষসে ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে। ৪০

পরাশর উবাচ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠ-সংপুটঃ।
আস্ফোট্য মোচয়ামাস স্বদেহং ভোগবন্ধনাৎ ॥৪২॥
আনম্য চাপি হস্তাভ্যামুভাভ্যাং মধ্যমং ফণম্।
আরুহ্যাভুগ্নশিরসঃ প্রননর্ত্তোরুবিক্রমঃ ॥৪৩॥
ব্রণাঃ ফণেঽভবংস্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রি নিকুট্টনৈঃ।
যত্রোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননামাস্য ততঃ শিরঃ ॥৪৪॥
মূর্চ্ছামুপযযৌ ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্য রেচকৈঃ।
দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম রুধিরং বহু ॥৪৫॥
তন্নির্ভিন্নশিরোগ্রীবমাস্যেভ্যঃ স্রুতশোণিতম্ *।

কৃষ্ণ! তুমি বালকের ন্যায় চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছ, মানুষের ন্যায় স্বভাব দেখাইয়াছ, অতএব এক্ষণে ঐ দুরাত্মা দংষ্ট্রায়ুধ সর্পকে দমন কর।[৪১]

পরাশর কহিলেন, বলরাম এইরূপ স্মরণ করিয়া দিলে কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক সর্পশরীররূপ বন্ধন হইতে নিজ কলেবর মুক্ত করিলেন।[৪২] অনন্তর মহাবিক্রমশালী কৃষ্ণ, উভয় হস্তদ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা অবনত করিয়া ঈষৎ নম্র তদীয় মস্তকের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন।[৪৩] পরে কৃষ্ণের পাদক্ষেপদ্বারা নাগরাজের ফণা অঙ্কিত হইল। সর্পগণ (দংশন কালে) যে ফণা উন্নত করে, কৃষ্ণ তাহা নত করিয়া দিলেন।[৪৪] কৃষ্ণ ভ্রমণপূর্ব্বক নৃত্য করাতে সর্প মূর্চ্ছিত হইল। নৃত্যকালে তাঁহার রেচকনামক গতিবিশেষদ্বারা সর্পের মস্তকে যেন দণ্ড নিপতিত হইতে লাগিল সুতরাং তৎকালে সর্পরাজ ভূরি পরিমাণে রুধির বমন করিতে আরম্ভ করিল।[৪৫] নাগপত্নীগণ

* আস্যেভ্যঃ স্রুতশোণিতম্ ইত্যন্যো পাঠঃ।

বিলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যো মধুসূদনম্ ॥৪৬॥

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ সর্ব্বেশস্ত্বমনুত্তম।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যত্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৭॥
ন সমর্থাঃ সুরাস্তোতুং যমনন্যভবং প্রভুম্।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥৪৮॥
যস্যাখিলং মহী ব্যোম জলাগ্নি-পবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমল্পকাংশাংশস্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্ ॥৪৯॥
যতন্তো ন বিদুর্নিত্যং যৎস্বরূপমযোগিনঃ।
পরমার্থমণোরল্পং স্থূলাৎ স্থূলং নতাঃ স্ম তম্ ॥৫০॥

যখন দেখিল, সর্পরাজের মস্তক গ্রীবা ও মাংস নির্ভিন্ন হইয়া শোণিতধারা নিপতিত হইতেছে, তখন তাহারা সেই মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল।[৪৬]

নাগপত্নীগণ কহিল, দেবদেব! আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর, ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। যিনি অচিন্তনীয় পরমজ্যোতিঃ পরমেশ্বর, আপনি তাঁহারই অংশ।[৪৭] আপনি সকলের প্রভু, আপনকার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই। যখন দেবগণও আপনকার স্তব করিতে সমর্থ নহেন, তখন আমরা স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে আপনকার স্বরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ হইব।[৪৮] পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবন, এই পঞ্চভূতময় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সামান্য অংশস্বরূপ, তাঁহাকে আমরা কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব?[৪৯] যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নিরন্তর যত্নবান্ হইয়াও যাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন না, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যিনি অণু হইতেও অণু স্থূল হইতেও স্থূল, আমরা তাঁহাকে নম-

ন যস্য জন্মনে ধাতা যস্য নান্তায় চান্তকঃ ।
স্থিতিকর্ত্তা ন চান্যোঽস্তি যস্য তস্মৈ নমঃ সদা ॥৫১॥
কোপঃ স্বল্পোঽপি তে নাস্তি ক্ষিতিপালনমেব তে.* ।
কারণং কালিয়স্যাস্য দমনে শ্রূয়তামতঃ ॥৫২॥
স্ত্রিয়োঽনুকম্প্যাঃ সাধূনাং মূঢ়া দীনাশ্চ জন্তবঃ ।
যতস্ততোঽস্য দীনস্য ক্ষম্যতাং ক্ষমতাং বর ॥৫৩॥
সমস্ত-জগদাধারো ভবানল্পবলঃ ফণী † ।
ত্বয়া চ পীড়িতো জহ্যাৎ মুহূর্ত্তার্দ্ধেন জীবিতম্ ॥৫৪॥
ক্ব পন্নগোঽল্পবীর্য্যোঽয়ং ক্ব ভবান্ ভুবনাশ্রয়ঃ ।
প্রীতিদ্বেষৌ সমোৎকৃষ্ট-গোচরৌ চ যতোঽব্যয় ॥৫৫

স্কার করি।[৫০] ব্রহ্মা যাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, যম যাঁহাকে সং-হার করিতে পারেন না, যাঁহার অন্য কেহ পালনকর্ত্তা নাই, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদা নমস্কার করি।[৫১] (আমরা জানি আছি,) আপনকার অণুমাত্রও ক্রোধ নাই। আপনি নিরন্তর কেবল পৃথি-বী পালন করিয়াই থাকেন। অতএব আপনি কিজন্য যে এই কালিয় সর্পকে দমন করিতেছেন, তাহা জানি না।[৫২] সাধুগণ, অনভিজ্ঞ কাতর জীবগণের প্রতি ও স্ত্রীলোকের প্রতি অনু-কম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি যদিও ক্ষমতা-শালী, তথাপি এই কাতর সর্পকে ক্ষমা করুন।[৫৩] আপনি সমু-দায় জগতের আধারস্বরূপ, এই সর্প সামান্য বলবিশিষ্ট, আপনি পীড়ন করিলে এই সর্প অর্দ্ধমুহূর্ত্তের মধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে।[৫৪] এই দীন অল্পবীর্য্য সর্প, ও জগতের আশ্রয় অব্যয় পুরুষ আপনি, এ উভয়ের অনেক অন্তর। দেখুন, প্রীতি ও দ্বেষ, এই

* স্থিতিপালনমেব তে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ৫২

† ভবানপ্যগুরুঃ ফণী ইতি পাঠান্তরম্। ৫৪

ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্তৃভিক্ষাং প্রদীয়তাম্ ॥৫৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বস্য ক্লান্তদেহোঽপি পন্নগঃ।
প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥৫৭
তবাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং নাথ! স্বাভাবিকং বলম্।
নিরস্তাতিশয়ং যস্য তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৫৮॥
ত্বং পরস্ত্বং পরস্যাদ্যঃ পরং ত্বত্তঃ পরাত্মক।
পরস্মাৎ পরমো যস্ত্বং* তত্ত্বস্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৫৯

উভয় সমান ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিই নিরন্তর নিহিত হইয়া থাকে।[৫৫] জগৎস্বামিন্! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এই সর্প মৃতপ্রায় হইয়াছে, ইহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে, আপনি আমাদিগকে ভর্ত্তারূপ ভিক্ষা প্রদান করুন।[৫৬]

পরাশর কহিলেন, নাগপত্নীগণ যখন এই রূপ কহিল, তখন নাগরাজ যদিও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ কহিল, দেবদেব! প্রসন্ন হউন।[৫৭]

যাঁহার অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অসীম বল, আমি তাঁহার কি স্তব করিব।[৫৮] আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনি হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক। আপনা হইতে প্রকৃতি উৎপন্না হইয়াছে। আপনি প্রকৃতির পরিচালক, আপনি প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পুরুষ, অতএব আমি কিরূপে আপনকার স্তব করিতে সমর্থ হইব।[৫৯] যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্রগণ,

* পরস্মাৎ পরমেশস্ত্বম্ ইত্যপি পাঠঃ।৫৯

যস্মাৎ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রেন্দ্রমরুতোঽশ্বিনৌ।
বসবশ্চ সহাদিত্যৈস্তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬০॥
একাবয়বসূক্ষ্মাংশো যস্যৈতদখিলং জগৎ।
কল্পনাবয়বস্তেষু তং স্তোষ্যামি কথং ত্বহম্ ॥৬১॥
সদসদ্রূপিণো যস্য ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ।
পরমার্থং ন জানন্তি তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬২॥
ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চ্যতে দিব্যৈর্যশ্চ পুষ্পানুলেপনৈঃ।
নন্দনাদিসমুদ্ভূতৈঃ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৩॥
যস্যাবতাররূপাণি দেবরাজঃ সদার্চ্চতি।
ন বেত্তি পরমং রূপং সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৪॥
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য সর্ব্বাক্ষাণি চ যোগিনঃ।
সমর্চ্চয়ন্তি ধ্যানেন সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৫॥

চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, বসুগণ ও আদিত্যগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইব।[৬০] এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার এক অবয়বের একটি সূক্ষ্ম অংশস্বরূপ হইতেছে, তাঁহার সমুদায় শরীর কল্পনা করিয়া আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব।[৬১] যিনি কার্য্যকারণ স্বরূপ ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইব।[৬২] ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণ, কল্পবৃক্ষাদি হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করেন, আমি কিরূপে তাহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইব।[৬৩] দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা যাঁহার অবতার রূপের অর্চ্চনা করেন, ও যাঁহার প্রকৃত রূপ জানিতে সমর্থ হন না, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিব।[৬৪] যোগিগণ বিষয় হইতে সমুদায়

হৃদি সংকল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনার্চ্চন্তি যোগিনঃ ।
ভাবপুষ্পাদিনা নাথ !* সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৬॥
সোঽহং তে দেবদেবেশ ! নার্চ্চনায়াং স্তুতৌ ন চ† ।
সামর্থ্যবান্ কৃপামাত্র-মনোবৃত্তিঃ প্রসীদ মে ॥৬৭॥
সর্পজাতিরিয়ং ক্রূরা যস্যাং জাতোঽস্মি কেশব ।
তৎস্বভাবোঽয়মত্রাস্তি নাপরাধো মমাচ্যুত ॥৬৮॥
সৃজ্যতে ভবতা সর্ব্বং তথা সংহ্রিয়তে জগৎ ।
জাতিরূপস্বভাবাশ্চ সৃজ্যন্তে জগতাং ত্বয়া ॥৬৯॥
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর ।

ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত করিয়া ধ্যানদ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইব।[৬৫]

নাথ! যোগিগণ ধ্যানদ্বারা হৃদয়মধ্যে যাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া প্রীতিরূপ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইব।[৬৬] দেবদেব! উক্ত সমুদায় কারণে আমি আপনকার অর্চ্চনা বিষয়ে বা স্তব বিষয়ে সামর্থ্যহীন হইতেছি। আপনি একমাত্র কৃপা অবলম্বন করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[৬৭] কেশব! সর্পজাতি মাত্রেই ক্রূরস্বভাব। আমি সেই সর্পজাতিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, অতএব আমার স্বজাতি সুলভ ক্রূরস্বভাব হইয়াছে, অতএব অচ্যুত! এ বিষয়ে আমার অপরাধ নাই।[৬৮] আপনি সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। আপনি সমুদায় জগতের সংহার করিয়া থাকেন, সমুদায় জীবের জাতি রূপ ও স্বভাব, এ সমুদায় আপনা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।[৬৯]

---

* ধ্যানপুষ্পাদিভির্নাথ ! ইতি কচিৎ পাঠঃ । ৬৬

† নার্চ্চনাদৌ স্তবৌ ন চ ইতি বা পঠনীয়ম্ । ৬৭

স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥৭০॥
যদ্যন্যথা প্রবর্ত্তেয়ং* দেবদেব ততো ময়ি ।
ন্যায্যো দণ্ডনিপাতো বৈ তবৈব বচনং যথা ॥৭১॥
তথাপি যজ্জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ ময়ি ।
স সোঢ়োঽয়ং বরং দণ্ডস্ত্বত্তো নান্যত্র মে বরঃ ॥৭২॥
হতবীর্য্যো হতবিষো দমিতোঽহং ত্বয়াচ্যুত ।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥৭৩॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প কদাচিৎ যমুনাজলে ।

জগদীশ্বর ! আপনি আমাকে যে জাতিতে যে রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ স্বভাব ও তদনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি।[৭০] দেবদেব ! আমি যদি স্বভাবের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমি দণ্ডনীয় হইব, ইহা আপনিই ব্যক্ত করিয়াছেন।[৭১] আপনি জগতের ঈশ্বর হইয়া উক্ত সমুদায় কারণ সত্ত্বেও যে আমার প্রতি দণ্ডবিধান করিলেন, তাহা আমি অবশ্যই সহ্য করিব, কারণ আপনকার নিকট দণ্ডিত হওয়াও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি অন্যের নিকট বর প্রাপ্ত হওয়াও শ্রেয়স্কর নহে।[৭২] এক্ষণে আমি তেজোহীন হইয়াছি। আমার বিষও ক্ষয় হইয়াছে। আমাকে বিলক্ষণ শাসন করা হইল, অতএব অচ্যুত ! এক্ষণে আমাকে জীবনরূপ একটিমাত্র ভিক্ষা প্রদান করুন এবং কি করিতে হইবে আমাকে আজ্ঞা করুন।[৭৩]

ভগবান্ কহিলেন, সর্প ! তুমি কখনই এখানে এই যমুনার জলে

* যদন্যথা প্রবর্ত্তেয়ম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।৭১

সভৃত্যপরিবারস্ত্বং সমুদ্রসলিলং ব্রজ* ॥৭৪॥
মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি সাগরে।
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥৭৫॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সর্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ।
প্রণম্য সোঽপি কৃষ্ণায় জগাম পয়সাং নিধিম্ ॥৭৬॥
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ।
সমস্তভার্য্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্ ॥৭৭॥
ততঃ সর্ব্বে পরিষ্বজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্।
গোপা মূর্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥৭৮॥

অবস্থান করিতে পারিবে না। এক্ষণে তুমি পরিবারগণের সহিত ও ভৃত্যবর্গের সহিত সমুদ্রসলিলে গমন কর।৭৪ ভুজঙ্গম! সাগর-মধ্যে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া ভুজঙ্গমরিপু গরুড় তোমাকে বিনাশ করিবে না।৭৫

পরাশর কহিলেন, ভগবান্ হরি সর্পরাজকে এই কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সর্পরাজও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সমুদ্রে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।৭৬ ঐ ভুজঙ্গম সকলের সমক্ষেই সমুদায় ভৃত্য, সমুদায় বন্ধুগণ ও সমুদায় ভার্য্যাগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই হ্রদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক (গমন করিতে লাগিল)।৭৭ অনন্তর সমুদায় গোপগণ, কৃষ্ণকে পুনর্জীবিতের ন্যায় সমাগত দেখিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক নেত্রজলদ্বারা তাঁহার মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল।৭৮ অন্যান্য গোপালগণ কৃষ্ণকে এই অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে

* তৎ সমুদ্রসলিলং ব্রজ ইত্যপি পাঠঃ। ৭৪।

কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমন্যে বিস্মিতচেতসঃ।
তুষ্টুবুর্মুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্ ॥৭৯॥
গীয়মানঃ স গোপীভিশ্চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতঃ *।
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু কৃষ্ণো ব্রজমুপাগমৎ ॥৮০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

লাগিল এবং যমুনার জল উত্তম হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইল।৭৯ অনন্তর কৃষ্ণ ব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। গোপীগণ তাঁহার অদ্ভুত চরিত ও অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। গোপগণ তাঁহার স্তব করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, গমন করিতে আরম্ভ করিল।৮০

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, সপ্তম অধ্যায়
সমাপ্ত।

---

* চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতৈঃ ইতি পাঠান্তরম্। ৮০

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোহংশঃ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ* সহিতৌ বলকেশবৌ ॥১॥
ভ্রমমাণৌ বনে তস্মিন্ রম্যং তালবনং গতৌ।
তত্তু তালবনং দিব্যং ধেনুকো নাম দানবঃ।
মৃগমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ ॥২॥

পরাশর কহিলেন, অনন্তর একদা বলদেব ও কৃষ্ণ একত্র হইয়া গোচারণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই অরণ্যস্থিত রমণীয় তাল বনে উপস্থিত হইলেন।[১] গর্দ্দভের ন্যায় আকৃতি ধেনুক নামক কোন দানব অপূর্ব্ব সেই তালবনে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগমাংস আহার করিয়া কাল যাপন করিত।[২] এই তালবনের সমুদায় ফল পক্ক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া গোপগণ তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত

---

* গাঃ কালয়ন্তৌ চ পুনঃ ইতি পাঠান্তরম্।১

তত্ত্ব তালবনং পক্ক-ফলসংপৎসমন্বিতম্।
দৃষ্ট্বা স্পৃহান্বিতা গোপাঃ ফলাদানেঽব্রুবন্ বচঃ ॥৩॥
হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈষ রক্ষ্যতে।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাৎ পক্কানীমানি সন্তি বৈ ॥৪॥
ফলানি পশ্য তালানাং গন্ধামোদিতদিংশি চ।
বয়মত্ত্বভীপ্সামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচসে ॥৫॥
ইতি গোপকুমারাণাং শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণো বচঃ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস ভুবি তালফলানি বৈ ॥৬॥
ফলানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্য স দুরাসদঃ।
আজগাম সুদুষ্টাত্মা * কোপাদ্দৈতেয়গর্দ্দভঃ ॥৭॥
পদ্‌ভ্যামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং বলী বলম্।

স্পৃহান্বিত হইয়া কহিল, "অহে রাম! অহে কৃষ্ণ! ধেনুক নামক দৈত্য, এই স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে, এই জন্যই এই সমুদায় পক্ক তালফল এখানে রহিয়াছে।[৪] ঐ দেখ, ঐ সমুদায় তাল ফলের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে, আমরা ভক্ষণ করি। যদি তোমাদের মত হয়, পাড়া যাউক।[৫] বলরাম ও কৃষ্ণ, গোপবালকদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাল ফল পাড়িতে আরম্ভ করিলেন।[৬] দুর্দ্ধর্ষ দুরাত্মা গর্দ্দভাকৃতি দৈত্য, সেই সমুদায় পাত্যমান তালের শব্দ শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল।[৭] বলবান্ দৈত্য, আগমন করিয়াই পশ্চাৎ পদদ্বয়-দ্বারা বলপূর্ব্বক বলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল, বলদেবও তাহার সেই পদদ্বয় ধারণ করিলেন।[৮] তিনি সেই পদ-

---

* আজগাম কদুষ্টাত্মা ইতি বা পঠনীয়ম্।

জঘানোরসি তাভ্যাঞ্চ স চ তেনাপ্যগৃহ্যত ॥৮॥
গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব সোঽম্বরে গতজীবিতম্।
তস্মিন্নেব চ চিক্ষেপ বেগেন তৃণরাজনি ॥৯॥
ততঃ ফলান্যনেকানি তালাগ্রান্নিপতন্ খরঃ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোম্বুদানি চ * ॥১০॥
অন্যানপ্যস্য বৈ জ্ঞাতীনাগতান্ দৈত্যগর্দ্দভান্।
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে † বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥১১॥
ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পক্বৈস্তালফলৈস্তথা।
দৈত্যগর্দ্দভদেহৈশ্চ মৈত্রেয় শুশুভেঽধিকম্ ॥১২॥
ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিংস্তালবনে দ্বিজ।

স্কন্ধ ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আকাশেই তাহাকে জীবনহীন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে বেগপূর্ব্বক তালবৃক্ষে নিঃক্ষেপ করিলেন।[৯] মহাবায়ুদ্বারা মেঘ যেমন পরিচালিত হয়, তাহার ন্যায় সেই গর্দ্দভাকৃতি দৈত্য, তালবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে পতনকালে বহুসংখ্য তালফল পৃথিবীতে পাতিত করিল।[১০] অনন্তর গর্দ্দভাকৃতি দৈত্যের জ্ঞাতিগণ সেই স্থলে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েই অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে তালবৃক্ষে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[১১] মৈত্রেয়! ক্ষণকাল মধ্যে বহুসংখ্য পক্ব তাল ফলদ্বারা ও গর্দ্দভাকৃতি দৈত্যগণের দেহসমুদয় দ্বারা ধরাতল সাতিশয় শোভমান হইল।[১২] ব্রহ্মন্! সেই দিন অবধি

* মহাবাতেরিতানি বা ইতি কুচিৎ পাঠঃ ১০।
† কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ বলবান্ ইতি বা পাঠঃ ।১১

নবশষ্পং সুখং চেরুর্যন্ন ভুক্তমভূৎ পুরা ॥১৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
ধেনুকদৈত্যবধো নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গোগণ সেই তালবনে অবাধে বিচরণ করিয়া, যে সকল শষ্প পূর্ব্বে কখন ভক্ষণ করে নাই, তাহা পরম সুখে ভক্ষণ করিতে লাগিল।[১৩]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, ধেনুকবধ নামক অষ্টম
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তস্মিন্ রাসভ-দৈতেয়ে সানুগে বিনিপাতিতে।
সেব্যং গো-গোপ-গোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ।
ততস্তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ।
হত্বা ধেনুকদৈতেয়ং ভাণ্ডীর-বটমাগতৌ ॥২॥
ক্ষ্বেড়মানৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপাৎ*।
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, রাসভ দৈত্য ও তাহার অনুচরগণ নিপাতিত হইলে গোপগণ গোপীগণ ও গোগণ, সেই রমণীয় তালবনে পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল।১ রাম ও কৃষ্ণ, উক্ত ধেনুক নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া, পরম আহ্লাদিত চিত্তে ভাণ্ডীর নামক বট বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন।২ তাঁহারা উভয়ে কখন সিংহনাদ করেন, কখন গান করিতে প্রবৃত্ত হন, কখন গোচারণ করেন, কখন বৃক্ষারোহণ করিয়া দূরস্থিত গাভী অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, কখন বা কোন গাভীর নাম উচ্চারণ

* বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।৩

নির্যোগপাশস্কন্ধৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥৪॥
সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যাং তৌ তদা রূষিতাম্বরৌ ।
মহেন্দ্রায়ুধসংযুক্তৌ শ্বেতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥৫॥
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরিতরেতরম্ ।
সমস্তলোকনাথানাং* নাথভূতৌ ভুবং গতৌ ॥৬॥
মনুষ্যধর্ম্মাভিরতৌ মানয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্ † ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥৭॥
ততঃ স্বন্দোলিকাভিশ্চ নিযুদ্ধৈশ্চ মহাবলৌ ।

করিয়া আহ্বান করিতে থাকেন।[৩] এই রূপে তাঁহারা ক্ষুদ্রশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় (সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া) শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মা দুই ভ্রাতা, বনমালায় বিভূষিত হইয়া নির্যোগপাশ (ছাঁদন দড়ি) স্কন্ধে লইয়া শোভাধারণ করিলেন।[৪] উত্তমবর্ণ অঞ্জন ও চূর্ণদ্বারা তাঁহাদের বস্ত্র রঞ্জিত হওয়াতে তাঁহারা ইন্দ্রধনুঃসংযুক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণ মেঘদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।[৫] রাম ও কৃষ্ণ দুই ভ্রাতা সমুদায় লোকের ঈশ্বর হইয়াও পৃথিবীতে আসিয়া পরস্পর লোকপ্রসিদ্ধ ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৬] তাঁহারা আপনাদের মানুষতা প্রকাশের নিমিত্ত, মনুষ্যজাতির গুণ অবলম্বনপূর্ব্বক মনুষ্যের ব্যবহারে নিরত হইয়া লৌকিক ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।[৭] এই মহাবল ভ্রাতৃদ্বয়, কখন গোপবৃন্দের বাহুদ্বারা নির্ম্মিত দোলায় আরোহণ করিয়া, কখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া, কখনও বা

* সর্ব্বলোকস্য নাথানাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।৬
† শোভয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্ ইতি বা পাঠঃ ।৭

ব্যায়ামং চক্রতুস্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ ॥৮॥
তল্লিপ্সুরসুরস্তত্র উভয়োরমমাণয়োঃ।
আজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেশতিরোহিতঃ ॥৯॥
সোঽবগাহত নিঃশঙ্কঃ তেষাং মধ্যমমানুষঃ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥১০॥
তয়োশ্ছিদ্রান্তরং প্রেপ্সুরবিষহ্যমমন্যত*।
কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হন্তুং চক্রে মনোরথম্ ॥১১
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।

ক্ষেপণীয় প্রস্তরসমূহ নিঃক্ষেপ করিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিলেন।[৮]

অনন্তর একদা প্রলম্বনামক অসুর, কৃষ্ণ ও বলরামকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থলে উপস্থিত হইল।[৯] দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব, যদিও মনুষ্য নহে, তথাপি মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়াছিল বলিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[১০] এই দানব, কৃষ্ণ ও বলরামের ছিদ্রান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণকে দুর্দ্ধর্ষ দেখিয়া একাকী বলদেবকেই বিনাশ করিতে মানস করিল।[১১]

অনন্তর গোপবালকগণ হরিণাক্রীড়ন নামে বাল্যক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্লুতগতি অবলম্বন পূর্ব্বক এক কালে দুই দুইটী বালক ধাবমান হইতে প্রবৃত্ত হইল।[১২] কৃষ্ণ শ্রীদামের সহিত,

* ছিদ্রান্তরং প্রেপ্সুরিত্যত্র ছিদ্রান্তরাপ্রেপ্সুরিতি কচিৎ পাঠঃ।১১

১২। হরিণাক্রীড়ন,—ধাবমান দুইটী বালকের মধ্যে যে বালক, অগ্রে ভাণ্ডীর বটের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, সে জয়ী হইবে। যে বালক পরাজিত হইবে, সে জয়ী বালককে স্কন্ধে করিয়া ঐ ভাণ্ডীর বটের নিকট লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিবে।১২

প্রকুর্ব্বন্তো হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥১২
শ্রীদাম্না সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ।
গোপালৈরপরৈশ্চান্যে গোপালাঃ পুপ্লুবুস্ততঃ ॥১৩॥
শ্রীদামানং ততঃ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রোহিণীসুতঃ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপৈরন্যে পরাজিতাঃ ॥১৪॥
তে বাহয়ন্তস্ত্বন্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ।
পুনর্নিববৃতুঃ সর্ব্বে যে যৈশ্চাত্র পরাজিতাঃ ॥১৫॥
সঙ্কর্ষণং তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
ন তস্থৌ স জগামৈব* স চন্দ্র ইব বারিদঃ ॥১৬॥
অসহন্ রৌহিণেয়স্য স ভারং দানবোত্তমঃ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥১৭॥
সঙ্কর্ষণস্তু তং দৃষ্ট্বা দগ্ধশৈলোপমাকৃতিম্।

প্রলম্ব বলরামের সহিত, এবং অন্যান্য গোপবালকগণ অন্যান্য গোপবালকের সহিত ধাবমান হইতে লাগিলেন।[১৩] পরে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিণীনন্দন প্রলম্বকে, এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্যান্য গোপগণকে জয় করিল।[১৪] যাহারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহারা জয়ী বালককে স্কন্ধে বহন করিয়া ভাণ্ডীর বটের মূল-পর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইল।[১৫] প্রলম্বনামক দানব, রামকে স্কন্ধে লইয়াই চন্দ্রের সহিত প্রচলিত মেঘের ন্যায় দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, একবারও দণ্ডায়মান হইল না।[১৬] দানবরাজ, রোহিণীনন্দনের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড শরীর ধারণ করিল।[১৭] তখন রোহিণীনন্দন, দগ্ধশৈল সদৃশ বিক-

* ন তস্থৌ প্রজগামৈবম্ ইতি পাঠান্তরম্। ১৬

স্রগ্দামলম্বাভরণং মুকুটাটোপি-মস্তকম্ ॥১৮॥
রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং পাদন্যাস-চলৎক্ষিতিম্।
হ্রিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হ্রিয়াম্যেষ পর্ব্বতোদগ্রমূর্ত্তিনা।
কেনাপি পশ্য দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্মরূপিণা ॥২০॥
যদত্র সাম্প্রতং কার্য্যং ময়া মধুনিষূদন।
তৎ কথ্যতাং প্রয়াত্যেষ দুরাত্মা দানবাধমঃ* ॥২১॥

পরাশর উবাচ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা রৌহিণেয়স্য বলবীর্য্যপ্রমাণবিৎ ॥ ২২ ॥
কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে।

টাকার লম্বমান-মাল্যবিভূষিত, মুকুটযুক্তমস্তক দানবকে দেখিয়া (বিস্ময়ান্বিত হইলেন)।[১৮] এই দানবের চক্ষুঃ শকটচক্রের ন্যায়, ইহার শরীর অতীব ভয়ঙ্কর, ইহার পাদবিক্ষেপে পৃথিবী বিচলিত হইতেছে। বলদেব যখন এই দৈত্য কর্ত্তৃক হৃত হইতেছেন, তখন তিনি কৃষ্ণকে কহিলেন,[১৯] কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পর্ব্বতের ন্যায় ভয়ঙ্করমূর্ত্তি একটা দৈত্য প্রথমতঃ গোপবালক-বেশে অবস্থান পূর্ব্বক এক্ষণে আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।[২০] মধুসূদন! এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বল। এই দুরাত্মা দানব আমাকে লইয়া চলিল।[২১]

পরাশর কহিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণ, রোহিণীনন্দনের বল ও বীর্য্যের পরিমাণ জানিতেন, সুতরাং তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,[২২] সর্ব্বাত্মন্। এই জগতে তুমি সমুদায়-কার-

* দুরাত্মাতিত্বরান্বিতঃ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।২১

সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া ॥২৩॥
স্মরাশেষজগদ্বীজ-কারণং কারণাগ্রজম্।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ* জগত্যেকার্ণবে চ যৎ ॥২৪॥
কিন্ন বেৎসি যথাহঞ্চ ত্বঞ্চৈকং কারণং ভুবঃ।
ভারাবতারণার্থায় মর্ত্ত্যলোকমুপাগতৌ ॥২৫॥
নভঃ শিরস্তেঽম্বুময়ী চ মূর্ত্তিঃ
পাদৌ ক্ষিতির্বক্ত্রমনন্ত! বহ্নিঃ।
সোমো মনস্তে শ্বসিতং সমীরো
দিশশ্চতস্রোঽব্যয়! বাহবস্তে ॥২৬॥
সহস্রবক্ত্রো ভগবান্ মহাত্মা
সহস্রহস্তাঙ্ঘ্রি শরীরভেদঃ।

ণেরও কারণ। প্রলয়কালেও তোমার বিনাশ নাই। অতএব তুমি ঈদৃশ হইয়াও কিনিমিত্ত স্পষ্টরূপে মনুষ্যের স্বভাব অবলম্বন করিতেছ।[২৩] তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, সমুদায় জগতের বীজস্বরূপ যে সলিল, তুমি তাহারও বীজ। তোমার পরে সলিলের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি মনে করিয়া দেখ, জগতে যখন একার্ণব হয়, তখন তুমি একাকীই বিদ্যমান থাক।[২৪] তুমি কি জ্ঞাত হইতেছ না, যে তুমি এবং আমি, উভয়েই এই পৃথিবীর কারণ, এবং আমরা উভয়েই পৃথিবীর ভার বিমোচনের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি।[২৫] অব্যয় অনন্ত দেব! আকাশমণ্ডল তোমার মস্তকস্বরূপ, সলিল সমুদায় তোমার দেহস্বরূপ, ক্ষিতিতল তোমার চরণস্বরূপ, অগ্নি তোমার মুখস্বরূপ, চন্দ্র তোমার মনঃস্বরূপ, সমীরণ তোমার নিঃশ্বাসস্বরূপ, এবং চতুর্দ্দিক্ তোমার বাহুস্বরূপ।[২৬] তুমি

* আত্মানমেকং তদ্বরে ইতি বা পাঠঃ।২৪

সহস্রপদ্মোদ্ভবযোনিরাদ্যঃ
সহস্রশস্ত্বাং মুনয়ো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥
দিব্যং হি রূপং তব বেত্তি নান্যো
দেবৈরশেষৈরবতাররূপম্।
তবার্চ্চ্যতে, বেৎসি ন কিং, যদন্তে
ত্বয্যেব বিশ্বং লয়মভ্যুপৈতি ॥২৮॥
ত্বয়া ধৃতেয়ং ধরণী বিভর্ত্তি
চরাচরং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তে!।
কৃতাদিভেদৈরজ! কালরূপো
নিমেষপূর্ব্বো জগদেতদৎসি ॥২৯॥
অত্তং যথা বাড়ববহ্নিনাম্বু
হিমস্বরূপঞ্চ পরিগৃহ্য কাস্তম্।

ভগবান্ ও মহাত্মা, তোমার সহস্র বদন, সহস্র হস্ত, সহস্র পদ ও সহস্র শরীরাবয়ব। তুমি সকলের আদিপুরুষ সহস্রদল-কমল-সম্ভূত ব্রহ্মা। মহর্ষিগণ, এই কথা বলিয়া সহস্র সহস্র বার তোমার স্তব করিয়া থাকেন।[২৭] তোমার যে দিব্য শরীর, তাহা অন্যে কেহই জ্ঞাত নহে। সমুদায় দেবতা তোমার অবতার রূপেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি কি জ্ঞাত নহ যে, চরম অবস্থায় সমুদায় জগৎ তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে।[২৮] অনন্তমূর্ত্তে! তুমি এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছ এবং এই পৃথিবী সমুদায় চরাচর জগৎ ধারণ করিতেছে। তুমি নিমেষ কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালস্বরূপ হইয়া সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ ভেদে এই সমুদায় জগৎ গ্রাস করিয়া থাক।[২৯] যেমন বড়বাগ্নি, সমুদ্র জলকে গ্রাস করে এবং ঐ বড়বাগ্নিগত সূর্য্যরশ্মিদ্বারা জল নীত হইয়া হিমালয়ে হিমসংঘাতরূপে বিস্তারিত হয়, ঐ হিমসংঘাত, সূর্য্য-করসম্পর্কে পুন-

হিমাচলে ভানুমতোংশুসঙ্ঘা-
জলত্বমভ্যেতি পুনস্তদেব ॥ ৩০॥
এবং ত্বয়া সংহরণেহত্তমেতৎ
জগৎ সমস্তং পুনরপ্যবশ্যম্।
তবৈব সর্গায় সমুদ্যতস্য
জগত্ত্বমভ্যেত্যনুকল্পমীশ ॥৩১॥

ভবানহঞ্চ বিশ্বাত্মন্! একমেব হি কারণম্।
জগতোহস্য জগত্যর্থে ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩২॥
তৎ স্মর্য্যতামমেয়াত্মন্! ত্বয়াত্মা জহি দানবম্।
মানুষ্যমেবাবলম্ব্য বন্ধূনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥৩৩॥

পরাশর উবাচ।

ইতি সংস্মারিতো বিপ্র কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।
বিহস্য পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥৩৪॥

ধার জলাকারে নীত হয়, ৩০ সেই রূপ প্রলয়কালে তুমি (রুদ্র রূপে) ঐ জগৎ সংহার কর, এবং যখন সৃষ্টিকাল উপস্থিত হয়, তখন হিরণ্যগর্ভরূপে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাক, এবং বিরাট মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সমুদায় জগতের পরিণাম সম্পাদন কর। ৩১ বিশ্বাত্মন্! তুমি এবং আমি উভয়েই জগতের একমাত্র কারণ। পরন্তু এই জগতের রক্ষার নিমিত্তই আমরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিদ্বয় অবলম্বন করিয়াছি। ৩২ অমেয়াত্মন্! এই কারণে তুমি আপনাকে আপনি স্মরণ কর। তুমি মানুষ ভাব অবলম্বন করিয়াই, এই দৈত্যকে সংহারপূর্ব্বক বন্ধুগণের হিত সাধন কর। ৩৩

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! সুমহাত্মা কৃষ্ণ, এই প্রকার স্মরণ করিয়া দিলে বলবান্ বলদেব, ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রলম্বকে প্রপী-

মুষ্টিনা চাহনৎ মূর্দ্ধ্নি কোপসংরক্তলোচনঃ।
তেন চাস্য প্রহারেণ বহির্যাতে বিলোচনে ॥৩৫॥

সনিষ্কাশিতমস্তিষ্কো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ *।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্য্যো মমার চ ॥৩৬॥

প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥৩৭॥

সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু রামো দৈত্যে নিপাতিতে।
প্রলম্বে, সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে প্রলম্ববধো
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

ড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৩৪] তখন তিনি রোষভরে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া দৈত্যের মস্তকে একটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। এই মুষ্টি প্রহারদ্বারা তাহার চক্ষু দুইটী বহিষ্কৃত হইল।[৩৫] তাহার মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। দৈত্যরাজ তখন ভূতলে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।[৩৬] অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন বলদেব যখন প্রলম্বকে বিনাশ করিলেন, তখন গোপবালকগণ তাহা অবলোকন করিয়া সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।[৩৭]

এই রূপে প্রলম্বাসুর নিহত হইলে বলদেব ও কৃষ্ণ গোপগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গোকুলে প্রতিগমন করিলেন।[৩৮]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, প্রলম্ববধ নামক নবম
অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ মুখাচ্ছোণিতমুদ্বহন্ ইতি বা পাঠ্যতাম্। ৩৬
২ সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু ইতি বা পঠনীয়ম্। ৩৮

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

তয়োর্বিহরতোস্তত্র রামকেশবয়োর্ব্রজে।
প্রাবৃট্ ব্যতীতা বিকসৎ-সরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥১॥
অবাপুস্তাপমত্যর্থং সফর্য্যঃ পল্বলোদকে।
পুত্রক্ষেত্রাদিসক্তেন মমত্বেন যথা গৃহী ॥২॥
ময়ূরা মৌনিনস্তস্থুঃ পরিত্যক্তমদা বনে।
অসারতাং পরিজ্ঞায় সংসারস্যেব যোগিনঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। রাম ও কৃষ্ণ, ব্রজে এই রূপ বিহার করিতেছেন, ইতিমধ্যে বর্ষাকাল অতীত হইল। শরৎকালের আবির্ভাব দেখা যাইতে লাগিল। পঙ্কজসমূহ বিকসিত হইল।[১] গৃহস্থ ব্যক্তি, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনে ও ক্ষেত্রপ্রভৃতি বিষয়সমুদায়ে মমতা নিবন্ধন যেমন সন্তাপ ভোগ করে, তাহার ন্যায় পল্বলস্থিত সফরীবৃন্দ সাতিশয় সন্তপ্ত হইতে লাগিল।[২] যোগিগণ সংসারের অসারতা অবগত হইয়া যেমন আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনী হইয়া অবস্থান করেন, তাহার ন্যায় অরণ্যস্থিত ময়ূরগণ, আমোদ ও নৃত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মৌনী

উৎসৃজ্য জলসর্ব্বস্বং নির্ম্মলাঃ সিতমূর্ত্তয়ঃ।
তত্যজুশ্চাম্বরং মেঘা গৃহং বিজ্ঞানিনো যথা ॥৪॥
শরৎসূর্য্যাংশু-তপ্তানি যযুঃ শোষং সরাংসি চ।
বহ্বালম্বি-মমত্বেন* হৃদয়ানীব দেহিনাম্ ॥৫॥
কুমুদৈঃ শরদম্ভাংসি যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ।
অববোধৈর্মনাংসীব সম্বন্ধমমলাত্মনাম্ ॥৬॥
তারকাবিমলে ব্যোম্নি ররাজাখণ্ডমণ্ডলঃ।
চন্দ্রশ্চরমদেহাত্মা যোগী সাধুকুলে যথা ॥৭॥
শনকৈঃ শনকৈস্তীরং তত্যজুশ্চ জলাশয়াঃ।
মমত্বং ক্ষেত্রপুত্রাদি রূঢ়মুচ্চৈর্যথা বুধাঃ ॥৮॥

হইয়া থাকিল।[৩] জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল অন্তঃকরণ ও প্রশান্তমূর্ত্তি হইয়া অম্বর (বস্ত্র) পরিত্যাগ করেন, তাহার ন্যায় মেঘগণ জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ও শুভ্রমূর্ত্তি হইয়া অম্বর (আকাশ) পরিত্যাগ করিল।[৪] অনেক ব্যক্তির প্রতি স্নেহ নিবদ্ধ হইলে মনুষ্যের হৃদয় যেমন শুষ্ক হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় সরোবর সমুদায় শরৎকালীন সূর্য্য-কিরণসমূহে সন্তপ্ত হইয়া শুষ্ক হইতে লাগিল।[৫] বীতরাগ ব্যক্তিদিগের নির্ম্মল মন যেমন নির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞানের সহিত মিলিত হয়, তাহার ন্যায় শরৎকালীয় নির্ম্মল জলসমূহ, নির্ম্মল কুমুদের সহিত মিলিত হইল।[৬] বিদ্যা আচার প্রভৃতিদ্বারা বিখ্যাত নির্ম্মল বংশে, তত্ত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন সাধু পুরুষ যেমন জন্ম গ্রহণ করিয়া শোভা পান, তাহার ন্যায় তারকাবলী-বিরাজিত আকাশে অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্র শোভা পাইতে লাগিল।[৭] জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ও

* বিশ্বস্থানি মমত্বেন ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

পূর্ব্বত্যক্তৈঃ সরোহম্ভোভির্হংসা যোগং* পুনর্যযুঃ।
ক্লেশৈঃ কুযোগিনোঽশেষৈরন্তরায়হতা ইব ॥৯॥
নিভৃতোঽভবদত্যর্থং সমুদ্রঃ স্তিমিতোদকঃ।
ক্রমাবাপ্ত-মহাযোগো নিশ্চলাত্মা যথা যতিঃ ॥১০॥
সর্ব্বত্রাতিপ্রসন্নানি সলিলানি তদাভবন্ †।
জ্ঞাতে সর্ব্বগতে বিষ্ণৌ মনাংসীব সুমেধসাম্ ॥১১॥
বভূব নির্ম্মলং ব্যোম শরদা ধ্বস্ততোয়দম্।
যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশৌঘং যোগিনামিব মানসম্ ॥১২॥
সূর্য্যাংশুজনিতং তাপং নিন্যে তারাপতিঃ সমম্।

ক্ষেত্রাদি বিষয়ের প্রতি চিরপ্ররূঢ় মমতা, ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, তাহার ন্যায় জলাশয়সমূহ ক্রমে ক্রমে তীর পরিত্যাগ করিতে লাগিল।[৮]

বিঘ্নাভিভূত যোগভ্রষ্ট যোগিগণ যেমন পূর্ব্বপরিত্যক্ত তাবৎ ক্লেশের সহিত পুনর্ব্বার যোগপ্রাপ্ত হন, তাহার ন্যায় পূর্ব্বপরিত্যক্ত জলাশয়-জলের সহিত হংসগণ পুনর্ব্বার যোগপ্রাপ্ত হইল।[৯] যিনি ক্রমশঃ মহাযোগ অভ্যাস করিয়াছেন, তাদৃশ যতি ব্যক্তি যেমন প্রশান্ত হন, তাহার ন্যায় নিশ্চল-জলবিশিষ্ট সমুদ্র, সাতিশয় প্রশান্ত হইল।[১০] সর্ব্বগত বিষ্ণু হৃদয়াসনে আসীন হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মন যেমন সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, তাহার ন্যায় সমুদায় জল সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইল।[১১] যোগাগ্নি-দ্বারা ক্লেশরাশি দগ্ধ হইলে যোগীদিগের মন যেমন নির্ম্মল হয়, তাহার ন্যায় শরৎকালে মেঘ না থাকাতে আকাশমণ্ডল সাতিশয় নির্ম্মল হইল।[১২] তত্ত্বজ্ঞান যেমন অহঙ্কার-জনিত দুঃখ সমুদায় সং-

* পূর্ব্বত্যক্তৈঃ সরোহম্ভোভির্হংসা যোগম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।৯
† যথা ভবন ইতি পাঠান্তরম্।১১

অহঙ্কারোদ্ভবং দুঃখং বিবেকঃ সুমহানিব ॥১৩॥
নভসোঽভ্রান্ ভুবঃ পঙ্কান্ কালুষ্যং চাম্ভসঃ শরৎ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রত্যাহার ইবাহরৎ ॥১৪॥
প্রাণায়াম ইবাম্ভোভিঃ সরসাং কৃতপূরকৈঃ ।
অভ্যস্যতেঽনুদিবসং রেচকাকুম্ভকাদিভিঃ ॥১৫॥
বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো ব্রজম্ ।
দদর্শেন্দ্রমহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকসঃ ॥১৬॥
কৃষ্ণস্তানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা গোপানুৎসবলালসান্ ।

কার করে, তাহার ন্যায় নিশাপতি, সূর্য্যাংশু-জনিত তাপ অপনয়ন করিতে লাগিল।[১৩] প্রত্যাহার যেমন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে, তাহার ন্যায়, শরৎকাল আকাশ হইতে মেঘগণকে, পৃথিবী হইতে পঙ্কসমুদায়কে, জল হইতে আবিলতাকে অপনয়ন করিল।[১৪] সরোবরের জল সমুদায় পূরক, কুম্ভক, ও রেচক প্রভৃতি দ্বারা প্রতিদিবস যেন প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে লাগিল।[১৫]

অনন্তর একদা যখন আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইল, চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রপুঞ্জ উদিত হইতে লাগিল, সেই সময়, কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, ব্রজবাসিগণ সকলেই শক্রোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে।[১৬] মহামতি কৃষ্ণ, প্রবীণ ব্রজবাসীদিগকে উৎসবনিরত ও উৎসুক দেখিয়া কৌতূহল প্রযুক্ত এই বাক্য

১৪। প্রত্যাহার—বিষয়েন্দ্রিয়-বিয়োজন-প্রযত্ন।

১৫। পূরক, কুম্ভক রেচক—পূরণের নাম পূরক। কোন এক স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম কুম্ভক। বহির্নিঃসারণের নাম রেচক। শরৎকালে কোন স্থানে জল আনীত, কোন স্থানে জল স্থাপিত ও কোথাও হইতে জল নিঃসারিত হওয়াতে প্রাণায়ামের সহিত সাদৃশ্য সংলগ্ন হইতেছে।

কৌতূহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্ মহামতিঃ ॥১৭॥
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ।
প্রাহ তং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥১৮॥
মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
তেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুময়ং রসম্ ॥১৯॥
তদ্বৃষ্টিজনিতং শস্যং বয়মন্যে চ দেহিনঃ।
বর্ত্তয়ামোপযুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ* দেবতাঃ ॥২০॥
ক্ষীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ।
তেন সংবর্দ্ধিতৈঃ শস্যৈঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ ॥২১॥
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ।

কহিলেন যে,[১৭] আপনারা শক্রোৎসব উপলক্ষে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। এই শক্রোৎসবের কারণ কি? তখন নন্দগোপ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন,[১৮] দেবরাজ ইন্দ্র, মেঘ ও জলের অধীশ্বর। মেঘগণ তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াই পৃথিবীতে জল বর্ষণ করে।[১৯] সেই বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে শস্য উৎপন্ন হয়। আমরা এবং অন্যান্য প্রাণিগণ, সেই শস্য ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করি ও যাগাদিদ্বারা দেবগণকে প্রীত করিয়া থাকি।[২০] এই গাভী সমুদায় ও বৎস সমুদায়, সেই শস্য ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট ও নির্বৃত হইতেছে। বিশেষতঃ ঐ শস্য হইতেই গাভী সকল দুগ্ধবতী হইয়া থাকে।[২১] মেঘগণ যেখানে যেখানে জল বর্ষণ করে, সেখানে এমন ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় না, যে শস্য ও তৃণদ্বারা সুশোভিত না হয়। যেখানে শস্য ও তৃণ জন্মে, সেখানে এরূপ মনুষ্য নাই যে, ক্ষুধায় কাতর হয়।[২২]

---

* বর্ত্তয়ামোপভুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ ইতি বা পাঠঃ। ২৭

দৃশ্যন্তে, যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥২২॥
ভৌমমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্ত বারিদঃ।
পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥২৩॥
তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সর্ব্বে শক্রং মুদা যুতাঃ।
মহৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ মানবাঃ ॥২৪॥

পরাশর উবাচ।

নন্দগোপস্য বচনং শ্রুত্বেত্থং শক্রপূজনে।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রস্য প্রাহ দামোদরস্তদা ॥২৫॥
ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বাণিজ্যাজীবিনো ন চ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং তাত! বয়ং বনচরা যতঃ* ॥২৬
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা।

রাজ ইন্দ্র, সূর্য্য কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত সকল স্থানে বর্ষণ করেন।[২৩] এই নিমিত্ত শরৎ-কালে সমুদায় রাজা প্রীতিযুক্ত হইয়া মহোৎসবদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং সেই রূপ অন্যান্য লোক এবং আমরাও সেই দেবরাজের অর্চ্চনা করিয়া থাকি।[২৪]

দামোদর, শক্রোৎসব বিষয়ে নন্দগোপের এই বাক্য শ্রবণ করি-য়া দেবরাজকে কুপিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন,[২৫] পিতঃ! আমরা কৃষিজীবী নহি, বাণিজ্যজীবীও নহি। আমরা বনচর। গাভীই আমাদের দেবতা।[২৬] আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কবিদ্যা, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদ, দণ্ডনীতি অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র, এবং বার্ত্তাশাস্ত্র, বিদ্যা এই চারি প্রকার। এই বিদ্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে বার্ত্তাশাস্ত্র যাহাকে

* বয়ং চক্রচরা যতঃ ইতি বা পাঠনীয়ম, ২৬

বিদ্যাচতুষ্টয়ং ত্বেতৎ বার্ত্তামত্র শৃণুষ্ব মে ॥২৭॥
কৃষির্ব্বণিজ্যা তদ্বত্তু তৃতীয়ং পশুপালনম্ ।
বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ ! বার্ত্তা বৃত্তিত্রয়াশ্রয়াঃ ॥২৮॥
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্ ।
অস্মাকং গাঃ পরা বৃত্তির্বার্ত্তাভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ ॥২৯
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য সা দৈবতং মহৎ ।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিকা ॥৩০॥
যোঽন্যস্য ফলমশ্নন্ বৈ পূজয়ত্যপরং নরঃ ।
ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩১
কৃষ্যন্তাঃ প্রথিতাঃ সীমাঃ সীমান্তঞ্চ পুনর্ব্বনম্* ।

বলে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।[২৭] মহাভাগ! কৃষি বাণিজ্য ও পশুপালন, এই ত্রিবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই বার্ত্তাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[২৮] যাহারা কৃষক, কৃষিই তাহাদের বৃত্তি। যাহারা পণ্যজীবী বাণিজ্যই তাহাদের বৃত্তি। আমাদিগের গাভী প্রভৃতি পশুপালনই একমাত্র বৃত্তি! বার্ত্তাশাস্ত্র এই রূপে তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে।[২৯] ইহাঁর মধ্যে যাঁহারা যে বিদ্যা ও যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহাদের দেবতা, তাহাই তাঁহাদের মান্য, তাহাই তাঁহাদের পূজনীয়, ও তাহাই তাঁহাদের উপকারক।[৩০] পিতঃ! যে ব্যক্তি একের ফলভোগী হইয়া অপরের পূজা করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয় না।[৩১] যে স্থলে কৃষি কার্য্য হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। সাধারণ-প্রচার ভূমি ক্ষেত্রের সীমা। বন, সাধারণ-প্রচার ভূমির সীমা। পর্ব্বত, সমুদায় বনের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই পর্ব্বতই আমা-

* সীমান্তে চ পুনর্ব্বনম্ ইতি কচিৎ পাঠঃ । ৩২

বনান্তা গিরয়ঃ সর্ব্বে তে চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥৩২
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
সুখিনঃ সকলে লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥৩৩॥
শ্রূয়ন্তে গিরয়শ্চামী বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় রমন্তে স্বেষু সানুষু ॥৩৪॥
যদা চৈতেঽপরাধ্যন্তে তেষাং যে কাননৌকসঃ।
তদা সিংহাদিরূপৈস্তান্ ঘাতয়ন্তি মহীধরাঃ ॥৩৫॥
গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাৎ গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৬॥
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ*।

দের একমাত্র আশ্রয় অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা ক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছি।৩২ আমাদের দ্বার রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কবাটাদি বা প্রাচীর নাই, এবং আমাদের নিয়মিত গৃহ ও ক্ষেত্রাদিও নাই। আমরা যত্রসায়ংগৃহ মুনির ন্যায় সকল স্থানেই সকল সময় সুখে কাল যাপন করিয়া থাকি।৩৩ আমরা শুনিয়াছি, এই সমুদায় অরণ্যস্থিত কামরূপী পর্ব্বত, বিবিধ রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব গুহাতে বিচরণ করেন।৩৪ যখন বনচারী কোন মনুষ্য, ইঁহাদের নিকট অপরাধী হন, তখন ইঁহারা সিংহাদি রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করেন।৩৫ অতএব গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করুন। গোযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। মহেন্দ্র হইতে আমাদের কি উপকার হইতে পারে, কারণ গোগণ ও পর্ব্বতগণই আমাদের দেবতা।৩৬ ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্ত্রযজ্ঞ অর্থাৎ মন্ত্রোক্ত দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা কৃষিজীবী,

---

* সীরযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ ইতি পাঠান্তরম্। ৩৭।

গিরি-গো-যজ্ঞশীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ* ॥৩৭॥
তস্মাদ্‌গোবর্দ্ধনঃ শৈলো ভবদ্ভির্ব্বিবিধার্হণৈঃ ।
অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হত্বা বিধানতঃ ॥৩৮॥
সর্ব্বঘোষস্য সন্দোহো গৃহ্যতাং মা বিচার্য্যতাম্ ।
ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বিপ্রাস্তথা যে চাভিবাঞ্ছকাঃ ॥৩৯
সমর্চ্চিতে কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু ।
শরৎপুষ্পকৃতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্তু গোগণাঃ ॥৪০॥
এতন্মম মতং গোপাঃ ! সংপ্রত্যাদ্রিয়তে যদি ।
ততঃ কৃতা ভবেৎ প্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥৪১॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ ।

তাঁহারা সীতাযজ্ঞ অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতির পূজা করেন। আমরা পর্ব্বতাশ্রিত ও বনবাসী। আমাদের পক্ষে গিরিযজ্ঞ ও গোযজ্ঞ করাই শ্রেয়ঃ।[৩৭] অতএব আপনাদের কর্ত্তব্য এই যে, বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ও পবিত্র পশুবলিদ্বারা যথাবিধানে গোবৰ্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনা করেন।[৩৮] অতএব সমুদায় ঘোষপল্লীতে যত দুগ্ধ হয়, সমুদায় সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এবং যাহারা ক্ষুধার্ত্ত তাহাদিগকে ভোজন করাউন, এ বিষয়ে বিচার করিবেন না।[৩৯] অতএব আপনারা পূজা ও হোম সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গোগণকে শরৎকালজাত কুসুমমালাদ্বারা অলঙ্কৃত করুন।[৪০] গোপালগণ! এক্ষণে আমার এই মত যদি গ্রহণ কর, তাহা হইলে পর্ব্বত ও গোগণ প্রীত হইবেন এবং আমিও সন্তুষ্ট হইব।[৪১]

ব্রহ্মন্! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ, কৃষ্ণের এই বাক্য

---

* বয়মদ্রিবনৌকসঃ ইত্যপি পাঠঃ। ৩৭

প্রাভূৎফুল্লমুখা বিপ্র ! সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥৪২॥
শোভনং তে মতং বৎস ! যদেতদ্ভবতোদিতম্ ।
তৎ করিষ্যামহে সর্ব্বং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্* ॥৪৩॥

পরাশর উবাচ ।

তথা চ কৃতবন্তস্তে গিরিযজ্ঞং ব্রজৌকসঃ ।
দধি-পায়স-মাংসাদ্যৈর্দদুঃ শৈলবলিং ততঃ ॥৪৪॥
দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
অন্যানপ্যাগতানিত্থং কৃষ্ণেনোক্তং যথা পুরা ॥৪৫॥
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুশ্চার্চ্চিতাস্তাঃ প্রদক্ষিণম্ ।
ঋষভাশ্চাপি নর্দ্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব ॥ ৪৬ ॥

শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হইলেন এবং সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।[৪২] (পরে সকলেই একবাক্য হইয়া কহিলেন,) বৎস ! তুমি উত্তম মত প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যাহা কহিলে, আমরা সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে গিরি-যজ্ঞ আরম্ভ করা যাউক।[৪৩]

পরাশর কহিলেন। ব্রজবাসিগণ, কৃষ্ণের উপদেশানুসারে গিরি-যজ্ঞ আরম্ভ করিল। দধি পায়স ও মাংসাদিদ্বারা তাহারা পর্ব্ব-তের অর্চ্চনা করিতে লাগিল।[৪৪] পরে কৃষ্ণ যেরূপ বলিয়া-ছিলেন, তদনুসারে শতসহস্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে লাগিল। অন্য যে সকল লোক সেই স্থলে উপস্থিত হইল, তাহাদিগকেও ভোজন করাইতে ত্রুটী করিল না।[৪৫] অনন্তর, গোগণ অর্চ্চিত হইয়া শৈল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ঋষভগণ, সজল জলধরসমূহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।[৪৬]

* গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম ইতি কচিৎ পাঠঃ।৪৩

গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহু তদা গোপবর্য্যাহিতং দ্বিজ ॥৪৭॥
অন্যেন কৃষ্ণো রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ।
অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্ ॥৪৮॥
অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্ গোপা লব্ধা ততো বরান্।
কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযযুঃ পুনঃ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
শক্রোৎসবপ্রতিষেধো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিজ! কৃষ্ণ পর্ব্বত শিখরে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, আমি শৈল, এই কথা বলিয়া গোপগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন সমুদায় ভোজন করিলেন।[৪৭] তিনি অন্য রূপদ্বারা গোপগণের সহিত পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।[৪৮] অনন্তর পর্ব্বতরূপিণী কৃষ্ণের দ্বিতীয়মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে, গোপগণ বরলাভ করিয়া পর্ব্বত-মহোৎসব সমাপনানন্তর গোষ্ঠে প্রতিনিবৃত্ত হইল।[৪৯]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, দশম অধ্যায়

সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

মহে প্রতিহতে শক্রো মৈত্রেয়াতিরুষান্বিতঃ †।
সংবর্ত্তকং নামগণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥১॥
ভো ভো মেঘাঃ! নিশম্যৈতৎ বচনং বদতো মম।
আজ্ঞানন্তরমেবাশু ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥২॥
নন্দগোপঃ সুদুর্ব্বুদ্ধির্গোপৈরন্যৈঃ সহায়বান্।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্মাতো মহভঙ্গমচীকরৎ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! কৃষ্ণ কর্তৃক শক্রোৎসব নিবা-রিত হইলে, দেবরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া সংবর্ত্তক প্রভৃতি জলদ-গণকে কহিলেন।[১] ভো ভো জলদগণ! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি আজ্ঞা করিবামাত্র তোমরা বিচার না করি-য়াই তাহা সম্পাদন করিবে।[২] দুর্ব্বুদ্ধি নন্দগোপ এবং তৎসহ-চর অন্যান্য গোপগণ, সাতিশয় প্রশানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা কৃষ্ণের আশ্রয়রূপ বলে স্ফীত হইয়া আমার মহোৎসব

† মৈত্রেয়াতিরুষান্বিতঃ ইত্যপি পাঠঃ।

আজীবো যঃ পরস্তেষাং যাশ্চ গোপত্বকারণম্।
তা গাবো বৃষ্টিবাতেন পীড্যন্তাং বচনান্মম ॥৪॥
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভং তুঙ্গমারুহ্য বারণম্।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বার্য্যম্বুৎসর্গযোজিতম্ ॥৫॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমুচুস্তে বলাহকাঃ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজ !* ॥৬॥
ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোঽম্বরমেব চ।
একং ধারামহাসার পূরণেনাভবন্মুনে ॥৭॥
বিদ্যুল্লতাকশাঘাতত্রস্তৈরিব ঘনৈর্ঘনম্।
নাদাপূরিতদিক্‌চক্রৈর্দ্ধারাসারমপাত্যত ॥৮॥

রহিত করিয়াছে।[৩] যে সকল গাভী সেই গোপগণের উপজীবিকা, যে গোগণ হইতে তাহারা গোপ-নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার বাক্যানুসারে সেই সমুদায় গোগণকে বৃষ্টিদ্বারা ও বায়ুদ্বারা প্রপীড়িত কর।[৪] আমিও পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাঝড় ও মহাবৃষ্টি সম্পাদন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করিব।[৫]

পরাশর কহিলেন। দ্বিজ ! দেবরাজ, এই রূপ আজ্ঞা করিলে, মেঘগণ, গোগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অতি ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল।[৬] মহর্ষে ! মূষলধারে জলধারা নিপতিত হওয়াতে, পৃথিবী, দিক্ ও আকাশ একীভূত হইয়া গেল।[৭] মেঘগণ, বিদ্যুল্লতারূপ কশাঘাতদ্বারা ভীত হইয়াই যেন মহাশব্দদ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রপূরিত করিয়া স্থূলধারে জলবর্ষণ করিতে লাগিল।[৮]

---

* অভবায় গবাং দ্বিজ ! ইতি বা পাঠনীয়ম্।৬

অন্ধকারীকৃতে লোকে বর্ষদ্ভিরনিশং ঘনৈঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ জগদাপ্যমিবাভবৎ ॥৯॥
গাবিস্তু তেন পততা* বর্ষবাতেন বেগিনা।
ধুতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সন্ন-ত্রিক-সক্‌থি-শিরোধরাঃ ॥১০
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্থুরন্যা মহামুনে।
গাবো বিবৎসাশ্চ কৃতা বারিপূরেণ চাপরাঃ ॥১১॥
বৎসাশ্চ দীনবদনাঃ পবনাকম্পি-কন্ধরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যল্পশব্দাঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্ত্তকাঃ ॥১২॥
ততস্তদ্গোকুলং সর্ব্বং গো-গোপী-গোপ-সংকুলম্।
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥১৩॥

মেঘগণ নিরন্তর জলবর্ষণ করাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হইল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল, ঊর্দ্ধ অধঃ ও চতুর্দ্দিক্ সমুদায়ই যেন জলময় হইয়াছে।[৯]

তৎকালে গোগণ বেগে পতিত জলধারাদ্বারা ও প্রবল বায়ুদ্বারা কম্পিত ও মূর্চ্ছিত হইল। তাহাদের কটিদেশ, উরুদেশ ও গ্রীবা সমুদায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।[১০] মহর্ষে! কোন কোন গাভী, ক্রোড়দ্বারা বৎসগণকে রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিল। কোন কোন গাভীর বৎস জলস্রোতে ভাসিয়া গেল।[১১] বৎসগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া মস্তক কম্পিত করাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা কাতর হইয়া কৃষ্ণকে, রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই বাক্য বলিতেছে।[১২] মৈত্রেয়! কৃষ্ণ গোকুলবাসী সমুদায় গোপী, গোপ ও গোগণকে একান্ত কাতর দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,[১৩] আমি শক্রোৎসব রহিত করাতে দেবরাজ কুপিত হইয়াই এই

* গাবস্তু তেন পবতা ইতি পাঠান্তরম্।১০

এতৎ কৃতং মহেন্দ্রেণ মখভঙ্গবিরোধিনা।
তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুনা ময়া ॥১৪॥
ইমমদ্রিমহং ধৈর্য্যাদুৎপাট্যোরুশিলাঘনম্।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্য পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥১৫॥

পরাশর উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণো গোবর্দ্ধন-মহীধরম্।
উৎপাট্যৈককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৬॥
গোপাংশ্চাহ জগন্নাথঃ* সমুৎপাটিতভূধরঃ।
বিশধ্বমত্র ত্বরিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥১৭॥
সুনির্ব্বাতেষু দেশেষু যথাজোষমিহাস্যতাম্ † ।
প্রবিশ্যতাং ন ভেতব্যং গিরিপাতস্য নির্ভয়ৈঃ ॥১৮॥

কার্য্য করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সমুদায় গোষ্ঠ রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।[১৪] এক্ষণে আমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, বৃহৎ প্রস্তরসমূহদ্বারা কঠিন এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরিভাগে প্রকাণ্ড ছত্রের ন্যায় ধারণ করিব।[১৫]

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উন্মূলন পূর্ব্বক এক হস্তে ধারণ করিলেন।[১৬] জগন্নাথ কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গোপগণকে কহিলেন, তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া ইহার নিম্নে প্রবেশ কর। ইহাতেই তোমাদের বৃষ্টি নিবারণ হইবে।[১৭] ইহার মধ্যে যেখানে প্রবল বায়ু নাই, সেই স্থলে তোমরা যথাসুখে অবস্থান কর।[১৮] তোমরা পর্ব্বতপতনের ভয় করিও না। নির্ভয় চিত্তে

* গোগোপাংশ্চ জগন্নাথঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।১৭

† সুনির্বাতেষু দেশেষু যথাযোগ্যমিহাস্যতাম্ ইতি বা পাঠঃ।১৮

ইত্যুক্তাস্তে ততো গোপ্যা বিবিশুর্গোধনৈঃ সহ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যশ্চাসারপীড়িতাঃ ॥১৯॥
কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্।
ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥২০॥
গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতেক্ষণৈঃ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥২১॥
সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে।
ইন্দ্রেণ চোদিতা বিপ্র! গোপানাং নাশকারিণঃ ॥২২
ততো ধৃতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলভিদ্বারয়ামাস তান্ ঘনান্ ॥২৩

ইহার মধ্যে প্রবেশ কর।[১৮] জলধারায় প্রপীড়িত গোপী ও গোপগণ, কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাণ্ডপূর্ণ শকটসমূহ লইয়া গোধনের সহিত সেই স্থানে প্রবেশ করিল।[১৯] কৃষ্ণও সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া থাকিলেন। পর্ব্বত একবারের নিমিত্তও বিচলিত হইল না। ব্রজবাসিগণ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।[২০] গোপগণ ও গোপীগণ, পরমহৃষ্ট হৃদয়ে প্রীতি হেতু বিস্ফারিত-নয়ন হইয়া কৃষ্ণ-চরিত বিষয়ক স্তব করিতে লাগিল। কৃষ্ণও পর্ব্বত ধারণ করিয়াই থাকিলেন।[২১] দ্বিজবর! দেবরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত মহা-মেঘগণ, গোপগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত গোকুলে নন্দালয়ে সপ্ত রাত্রি ক্রমাগত বর্ষণ করিল।[২২] কৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া থাকিলেন, ও গোকুল যখন পরিরক্ষিত হইল, তখন ইন্দ্রের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হওয়াতে তিনি মেঘগণকে জল বর্ষণে নিবারণ করিলেন।[২৩]

ব্যভ্রে নভসি দেবেন্দ্রে বিতথাত্মবচস্যথ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং সর্ব্বং স্বস্থানে পুনরাগমৎ ॥২৪॥
মুমোচ কৃষ্ণোঽপি তদা গোবর্দ্ধনমহাচলম্।
স্বস্থানে বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টস্তৈস্তু ব্রজৌকসৈঃ* ॥২৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণো নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই রূপে যখন আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য হইল, ইন্দ্রের বাক্য নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন গোকুলস্থ গোপগণ ও গোপীগণ সকলেই পর্ব্বতাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে আগমন করিল।[২৪] কৃষ্ণও তখন গোবর্দ্ধন নামক সেই মহাশৈল যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ব্রজবাসিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।[২৫]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ
নামক একাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

---

* স্বস্থানং বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টস্তৈস্তু বনৌকসৈঃ ইতি পাঠান্তরম্। ২৫

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোংশঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্য দর্শনং পাকশাসনঃ ॥১॥
সোঽধিরুহ্য মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥২॥
চারয়ন্তং মহাবীর্য্যং গাবো গোপবপুর্দ্ধরম্।
কৃষ্ণঞ্চ জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া গোপগণকে গোপীগণকে ও গোগণকে রক্ষা করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন।[১] শত্রুনাশক সেই ত্রিদশনাথ, ঐরাবত নামক মহাগজে আরোহণ করিয়া গোবর্দ্ধন গিরিতে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন।[২] দেবরাজ (যখন দর্শন করেন) তখন মহাবীর্য্য কৃষ্ণ, জগতের পালনকর্ত্তা হইয়াও গোপকুমারসমূহে পরিবৃত হইয়া গোপ বেশ অবলম্বন পূর্ব্বক গোপালন ও গোচারণ করিতেছেন।[৩] ব্রহ্মন্! দেবরাজ

গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজ।।
কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্॥৪॥
অবরুহ্য স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্।
শক্রঃ সস্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥৫॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ! শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ।
ত্বৎসমীপং মহাভাগ! নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা ॥৬॥
ভারাবতারণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্।
অবতীর্ণোঽখিলাধারস্ত্বমেব পরমেশ্বর ॥৭॥
মখভঙ্গবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ।
সমাদিষ্টা মহামেঘাস্তৈশ্চেদং কদনং কৃতম্ ॥৮॥
ত্রাতাস্তাত! ত্বয়া গাবঃ সমুৎপাট্য মহাগিরিম্।
তেনাহং তোষিতো বীর! কর্ম্মণাত্যদ্ভুতেন তে ॥৯॥

(দেখিলেন যে) পক্ষিরাজ গরুড় অন্তর্হিত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক হরির মস্তকে ছায়া প্রদান করিতেছে।[৪] তখন দেবরাজ ঐরাবত হইতে অবরোহণ করিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানস্থিত মধুসূদনকে কহিলেন,[৫] মহাভাগ! কৃষ্ণ! আমি যে জন্য এখানে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। এ বিষয় অন্যথা ভাবিও না।[৬] পরমেশ্বর! তুমি জগতের আধার। তুমি পৃথিবীর ভার অপনয়নের নিমিত্ত পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।[৭] গোপগণ শক্রোৎসব রহিত করাতেই আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে মহামেঘদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম। সেই জন্যই মহামেঘগণ ঈদৃশ ক্লেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।[৮] বীর! তুমি মহাগিরি উৎপাটন পূর্ব্বক এই সমুদায় গোগণকে রক্ষা করিয়াছ। আমি

সাধিতং কৃষ্ণ! দেবানামহং মন্যে প্রয়োজনম্।
ত্বয়ায়মদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন যদ্ধৃতঃ ॥১০॥
গোভিশ্চ চোদিতঃ কৃষ্ণ! ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
ত্বয়া ত্রাতাভিরত্যর্থং যুষ্মৎসৎকারকারণাৎ ॥১১॥
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ।
উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥১২॥
অথোপবাহ্যাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥১৩॥
ক্রিয়মাণেঽভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্য তৎক্ষণাৎ।
প্রস্রবোদ্ভূত-দুগ্ধার্দ্রাং সদ্যশ্চক্রুর্বসুন্ধরাম্ ॥১৪॥
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদ্দেবেন্দ্রো বৈ জনার্দ্দনম্।

তোমার এই অদ্ভুত কার্য্যদ্বারা সাতিশয় প্রীত হইলাম।[৯] কৃষ্ণ! তুমি যে এক হস্তদ্বারা এই মহাশৈল ধারণ করিয়াছ, ইহাতে আমারি বোধ হইতেছে যে, তোমাদ্বারা দেবতাদিগের মহৎ প্রয়োজন সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।[১০] কৃষ্ণ! তুমি গোগণকে রক্ষা করিয়াছ, তজ্জন্যই আমি গোগণকর্ত্তৃক তোমার নিকট প্রেরিত হইয়া তোমার সৎকারের নিমিত্তই এই স্থানে উপস্থিত হইলাম।[১১] এক্ষণে আমি গোগণের বাক্যানুসারে তোমাকে উপেন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিব। তুমি গোগণের ইন্দ্র ও গোবিন্দ নামে বিখ্যাত হইবে।[১২]

অনন্তর দেবরাজ স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে একটি ঘণ্টা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা পবিত্র জলে পরিপূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন।[১৩] দেবরাজ যে সময় কৃষ্ণের অভিষেক করেন, সেই সময়েই গোগণ দুগ্ধস্রাব করিয়া পৃথিবী সিক্ত করিল।[১৪] শচী-

প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥১৫॥
গবামেতৎ কৃতং বাক্যং তথান্যদপি মে শৃণু ।
যদ্ব্রবীমি মহাভাগ ! ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥১৬॥
মমাংশঃ পুরুষব্যাঘ্র ! পৃথায়াং পৃথিবীতলে ।
অবতীর্ণোঽর্জ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা ॥১৭॥
ভারাবতরণে সাহ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাত্মা মধুসূদন ॥১৮॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাত্মজম্ ।
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে* ॥১৯॥
যাবন্ মহীতলে শক্র ! স্থাস্যাম্যহমরিন্দম ! ।

পতি ইন্দ্র গোগণের বাক্যানুসারে কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন,[১৫] মহাভাগ ! আমি গোগণের বাক্যানুসারে ইহা করিলাম। এক্ষণে পৃথিবীর ভারাপনয়নে অভিলাষী হইয়া আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।[১৬] পুরুষব্যাঘ্র ! এই পৃথিবীতে কুন্তির গর্ভে আমার অংশ অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।[১৭] মধুসূদন ! এই বীর পৃথিবীর ভারাবতারণ বিষয়ে তোমার সাহায্য করিবে। তুমি আপনার ন্যায় সর্ব্বদা ইহাকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে।[১৮]

শ্রীভগবান্ কহিলেন। ভরতবংশে কুন্তির গর্ভজাত তোমার পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, ইহা আমি জ্ঞাত আছি। আমি যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে থাকিব, সে পর্য্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিব।[১৯]

* যাবৎ স্থাস্যামি ভূতলে ইতি বা পঠনীয়ম্ ।১৯

ন তাবদর্জ্জুনং কশ্চিদ্দেবেন্দ্র যুধি জেষ্যতি ॥২০॥
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোঽরিষ্টস্তথাপরঃ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥২১॥
হতেষ্বেতেষু দেবেন্দ্র! ভবিষ্যতি মহাহবঃ।
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ! ভারাবতরণং কৃতম্ ॥২২॥
স ত্বং গচ্ছ ন পুত্রার্থে সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥২৩॥
অর্জ্জুনার্থে ত্বহং সর্ব্বান্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যা দাস্যাম্যবিক্ষতান্ ॥২৪॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সংপরিষ্বজ্য দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
আরুহ্যৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥২৫॥

শত্রুসন্তাপক দেবরাজ! আমি যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিব, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না।[২০] মহাবাহো! দৈত্য কংস, অরিষ্ট, কেশী, ও নরক প্রভৃতি অন্যান্য দৈত্যগণ,[২১] ইহারা বিনষ্ট হইলে, পরিশেষে একটি মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে। দেবরাজ! সেই যুদ্ধেই পৃথিবীর সমুদায় ভার অপনীত হইতে পারিবে।[২২] অতএব তুমি গমন কর। পুত্রের নিমিত্ত পরিতাপ করিও না। আমার সম্মুখে অর্জ্জুনের কোন শত্রুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।[২৩] আমি কেবল অর্জ্জুনের নিমিত্ত এত দূর করিব যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে অক্ষত শরীরে কুন্তির নিকট সমর্পণ করিব।[২৪]

দেবরাজ কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

কৃষ্ণোঽপি সহিতো গোভি-র্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজম্।
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনা ॥২৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
কৃষ্ণাভিষেকো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বক ঐরাবতে আরূঢ় হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করি-লেন।[২৫] এ দিকে কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টিদ্বারা পবিত্রীকৃত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গোগণের সহিত ও গোপালগণের সহিত পুনর্ব্বার ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন।[২৬]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, কৃষ্ণাভিষেক-
নামক দ্বাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
উচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্॥১॥
বয়মস্মান্মহাবাহো! ভবতা মহতো ভয়াৎ।
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা॥২॥
বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতৎ? তাত! কথ্যতাম্॥৩॥

পরাশর কহিলেন। দেবরাজ গমন করিলে গোপগণ অদ্ভুত-কার্য্যকারী কৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন দেখিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিল,[১] মহাবাহো! তুমি আমাদিগকে মহদ্ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছ। তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করাতে গোগণ রক্ষা পাই-য়াছে।[২] ভ্রাতঃ! তোমার এই বাল্যক্রীড়াই অতীব অদ্ভুত। দেখ, গোপবালকত্ব অতীব সামান্য, তোমার কর্ম্ম সমুদায় অতীব আশ্চর্য্য। ইহার কারণ কি? বল।[৩] তুমি সলিল মধ্যে কালিয়দমন করিয়াছ, প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, এবং সম্প্রতি গোক-

কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥৪॥
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম।
যথা ত্বদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্*॥৫॥
প্রীতিঃ সস্ত্রী-কুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥৬॥
বালত্বং চাতিবীর্য্যঞ্চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্! শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥৭॥
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে ॥৮॥

র্দ্ধন ধারণ করিলে। ইহাতে আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।[৪] অসীম-পরাক্রমশালিন্! আমরা হরির পাদপদ্ম স্পর্শ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, তোমার পরাক্রম দেখিয়া আমরা তোমাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করি না।[৫] কেশব! কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, ব্রজবাসী সকলেই তোমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ তুমি যে সকল কর্ম্ম কর, তাহা সম্পাদন করা দেবগণেরও সাধ্য নহে।[৬] অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আমাদের গোকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বাল্যাবস্থায় এতদূর বীরত্ব কখনই সম্ভাবিত নহে। এই সকল চিন্তাদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণে শঙ্কার উদয় হইতেছে।[৭] তুমি দেবতা বা দানব বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবে। অথবা আমাদের এতদ্বিষয়ক বিচারে প্রয়োজন কি। তুমি আমাদের বন্ধু বলিয়া আমরা তোমাকে নমস্কার করি।[৮]

---

* ন ত্বা মন্যামহে নরম্ ইতি পাঠান্তরম্।*

পরাশর-উবাচ।

ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্।
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈঃ কৃষ্ণোঽপ্যাহ মহামুনে! ॥৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে।
শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্ ॥১০॥
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি।
তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি* ॥১১॥
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্ত্যমতোঽন্যথা ॥১২

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং বদ্ধমৌনাস্ততো বনম্।

পরাশর কহিলেন। মহর্ষে! কৃষ্ণ, গোপবালকগণ কর্ত্তৃক এই রূপ কথিত হইয়া, ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন।[৯]

[শ্রীভগবান্ কহিলেন।] ভো ভো গোপগণ! আমার সহিত বন্ধুতা থাকাতে যদি তোমাদের লজ্জা বোধ না হয়, ও যদি আমি তোমাদের শ্লাঘ্যই হই, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক বিচারে তোমাদের কি প্রয়োজন।[১০] যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, ও তোমরা আমাকে শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমাকে বন্ধুসদৃশ বিবেচনা করিবে।[১১] আমি দেবতা নহি, গন্ধর্ব্ব নহি, যক্ষ নহি, দানবও নহি। আমি তোমাদের এক জন বন্ধু। এ বিষয়ে তোমরা অন্য কিছু মনে করিও না।[১২]

* তদস্তা বন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।১১

ধয়ুর্গোপা মহাভাগ ! তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥১৩॥
কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্ ।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ ॥১৪॥
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্ ।
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥১৫॥
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্ ।
জগৌ কলপদং সৌরির্নানাতন্ত্রী-কৃত-ব্রতম্ ॥১৬॥
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা ।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥১৭॥
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্ * ।

পরাশর কহিলেন, মহাভাগ ! কৃষ্ণ প্রণয়কোপ-প্রকাশ পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে, গোপগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বনে গমন করিল।[১৩] অনন্তর কৃষ্ণ দেখিলেন যে, নির্ম্মল আকাশে শরচ্চন্দ্রিকা শোভা বিস্তার করিতেছে। কুমুদিনী বিকসিতা হইয়া (সৌগন্ধ দ্বারা) চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছে।[১৪] চতুর্দ্দিকে ভ্রমরগণ শব্দ করাতে বনশ্রেণী অতীব মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণ এই সমুদায় অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইলেন।[১৫] অনন্তর তিনি রামের সহিত রমণীগণের প্রিয় অতীব সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। নানা তন্ত্রী দ্বারা মধুরাস্ফুট স্বরের নিয়ম রক্ষিত হইতে লাগিল।[১৬] অনন্তর গোপীগণ সুমধুর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থানে কৃষ্ণ আছেন, সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল।[১৭] কোন কোন গোপী, কৃষ্ণের সহিত তাললয়ের সংযোজন

* কাচিৎ তস্য লয়ানুগা ইতি বা পাঠঃ।১৮

দুত্তাবিধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ॥১৮॥
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥১৯॥
কাচিদাবসথস্যান্তঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্*।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥২০॥
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা†।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ-বিলীনাশেষপাতকা ॥২১॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥২২॥

কারয়া শনৈঃ শনৈঃ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। কোন গোপী বা সঙ্গীত বিষয়ে একমনা হইয়া হৃদয় মধ্যে কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিল।[১৮] কোন গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক লজ্জামন্থরা হইয়া অবস্থান করিল। কেহ বা প্রেমান্ধা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের নিকট গমন করিল।[১৯] কোন গোপী গৃহের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল, গৃহের বাহিরে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনকে দেখিয়া, বহির্গতা হইতে পারিল না। পরন্তু তন্ময়ী হইয়া, নয়ননিমীলন পূর্ব্বক কৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে লাগিল।[২০] কৃষ্ণকে চিন্তা করাতে তাহার যে অসীম হর্ষোদয় হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার সমুদায় পুণ্যপুঞ্জ পরিক্ষীণ হইল। কৃষ্ণকে না পাওয়াতে তৎকালে তাহার অন্তঃকরণে যে মহাদুঃখ উদিত হইল, তদ্দ্বারা তাহার সমুদায় পুণ্যপুঞ্জ ক্ষয় হইয়া গেল।[২১] এই রূপে কোন গোপকন্যা একাগ্র-হৃদয়া হইয়া জগতের কারণ পর-

* স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্ ইতি বা পাঠঃ।২০।

† ক্ষীণপুণ্যচয়া তদা ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।২১।

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্ ।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥২৩॥
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণ-চেষ্টাস্বায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্ ॥২৪॥
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্ ।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ ।
অন্যা ব্রবীতি, কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্* ॥২৫॥
দুষ্ট কালিয় ! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা ।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥২৬॥

ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিল।[২২]

অনন্তর কৃষ্ণ, শরচ্চন্দ্র দ্বারা মনোহর সেই রজনীতে গোপীগণে পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভ রূপ রসাস্বাদনে সমুৎসুক হইলেন।[২৩] তৎকালে গোপীগণের শরীর, কৃষ্ণের চেষ্টার আয়ত্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা অন্যস্থান-স্থিত কৃষ্ণকে প্রাপ্ত না হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।[২৪] গোপীগণ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া পরস্পর এই রূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, আমি কৃষ্ণ, আমি গমন করিতেছি, আমার গতি অবলোকন কর। কোন গোপী কহিল, আমি কৃষ্ণ, আমার সঙ্গীত শ্রবণ কর।[২৫] কোন গোপী, কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়া বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক কহিল, আমি কৃষ্ণ, দুষ্ট কালিয় সর্প ! পলায়ন করিও না।[২৬] অন্য

---

* কৃষ্ণস্য মমগীতির্নিশাম্যতাম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।২৫

° রাস—বহুসংখ্য স্ত্রীলোক, এক বা বহুসংখ্য পুরুষের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ পূর্ব্বক যে নৃত্য ও গীত দ্বারা আমোদ প্রমোদ করা হয়, তাহার নাম রাসক্রীড়া ।২৩

অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥২৭॥
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা* কৃষ্ণলীলানুকারিণী ॥২৮॥
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু-রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥২৯॥
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী † গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥৩০॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাজ্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥৩১॥

গোপী কহিল, অহে গোপগণ! তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এই স্থানে অবস্থান কর, বৃষ্টির ভয় করিও না। এই আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি।[২৭] অন্য এক গোপী কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, এই আমি ধেনুক নামক দৈত্যকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। এক্ষণে সকলে যথা ইচ্ছা বিচরণ কর।[২৮]

তৎকালে গোপীগণ এই রূপ নানাপ্রকার কৃষ্ণ চেষ্টানুকরণে ব্যগ্র হইয়া বৃন্দাবন নামক রমণীয় বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল।[২৯] কোন গোপী পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়া উৎফুল্লনয়নে ও রোমাঞ্চিতশরীরে বলিতে আরম্ভ করিল,[৩০] সখি! এই দেখ কতকগুলি পদচিহ্নে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম অঙ্কিত রহিয়াছে। যাঁহার গমন, লীলাদ্বারা শোভমান, ইহা সেই কৃষ্ণেরই পদচিহ্ন।[৩১]

---

* চৈবান্যা ইতি পাঠান্তরম্।২

† বিলোক্যৈকাং ভুবং প্রাহ গোপ্যঃ ইত্যন্যে পঠন্তি।৩০

কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ ॥৩২॥
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥৩৩॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া ॥৩৪॥
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্যতাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥৩৫॥
অনুযানেঽসমর্থান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥৩৬॥

মদালসা পুণ্যগতি কোন রমণী কৃষ্ণের সহিত গমন করিতেছে। কৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত ঘন ও ক্ষুদ্র এই পদচিহ্নগুলি কৃষ্ণ সহ-চারিণী সেই রমণীরই হইতে পারে।[৩২] দামোদর কৃষ্ণ এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চশাখাস্থিত পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কারণ সেই মহাত্মার চরণচিহ্নের অগ্রভাগমাত্র এখানে লক্ষিত হইতেছে।[৩৩] কৃষ্ণ এই স্থানে বসিয়া কুসুমসমূহদ্বারা সেই কামিনীকে বিভূষিতা করিয়াছেন। এই রমণী পূর্ব্বজন্মে সর্ব্ব-ময় বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিল।[৩৪] কৃষ্ণ পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত করাতে বোধ হয় তাহার মনে অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল। তাহাতেই বোধ করি, নন্দনন্দন কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পথে গমন করিয়াছেন, অবলোকন কর।[৩৫] (দেখ কৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত আর কোন কামিনীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। এই পদচিহ্নের অগ্রভাগ নিম্ন, ইহাদ্বারা অনুমিত হইতেছে যে) নিতম্বভরমন্থরা কোন কামিনী গন্তব্য স্থানে কৃষ্ণের সহিত গমনে অসমর্থা হইয়া

হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥৩৭॥
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥৩৮॥
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥৩৯॥
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥৪০॥
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ॥ ৪১॥

পাদাগ্রে নির্ভর পূর্ব্বক দ্রুতগমনে যত্নবতী হইয়াছিল।[৩৬] সখি! আমার বোধ হইতেছে, এই স্থানে কৃষ্ণ সেই রমণীর হস্তধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কারণ, এই রমণী-পদচিহ্ন স্বায়ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না।[৩৭] ধূর্ত্ত কৃষ্ণ, এই রমণীর হস্তধারণ করিয়াই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ঐ রমণী নিরাশা হইয়া মন্দ গমন অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। এই দেখ, এই স্থান হইতে তাহার বিপরীত পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে।[৩৮] 'তুমি, এই স্থানে অবস্থান কর। আমাকে শীঘ্র যাইতে হইবে। আমি শীঘ্রই তোমার নিকট আসিতেছি' কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া কোন রমণীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতগমন করিয়াছেন। এই দেখ, তাঁহার ত্বরিত পদবিন্যাস-চিহ্ন রহিয়াছে।[৩৯] এই স্থানে কৃষ্ণ নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারাতে এই দেখ, তাঁহার পদচিহ্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আইস ফিরিয়া যাই।[৪০]

ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্ ।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্য-গোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্ ॥৪২॥
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ* ॥৪৩॥
কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্ ।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥৪৪॥
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা ।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥৪৫॥
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিৎ ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ† ।
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৪৬॥

অনন্তর গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শনে নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। পরে তাহারা যমুনাতীরে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত-বিষয়ক গান করিতে আরম্ভ করিল।[৪১] পরে তাহারা দেখিতে পাইল। ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অদ্ভুতচরিত কৃষ্ণ আগমন করিতেছেন। তাঁহার মুখকমল বিকসিত রহিয়াছে।[৪২] কোন গোপী, গোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়াই সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! এই কথামাত্র উচ্চারণ করিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না।[৪৩] কোন গোপী, (প্রণয় কোপবশতঃ) ভ্রূ ভঙ্গদ্বারা ললাটফলক আকুঞ্চিত করিয়া নেত্ররূপ ভৃঙ্গদ্বারা কৃষ্ণের মুখপদ্ম পান করিতে লাগিল।[৪৪] কোন গোপী কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নিমীলিতনয়না হইয়া তাঁহারই রূপ ধ্যান করিতে করিতে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।[৪৫] অনন্তর কৃষ্ণ, কোন কোন গোপীকে প্রিয়বাক্যদ্বারা, কোন কোন গোপীকে

* নান্যদুদীরয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।৪৩
† ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ ইতি বা পাঠঃ ।৪৬

তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভি-র্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদারচরিতো হরিঃ॥৪৭॥
রাসমণ্ডল-বন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা। *
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥৪৮॥
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শ-নিমীলিতদৃশং হরিঃ॥৪৯॥
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়-নিস্বনঃ।
অনুযাত-শরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ॥৫০॥

ভ্রূভঙ্গ পূর্ব্বক দর্শনদ্বারা কোন কোন গোপীকে করস্পর্শদ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।[৪৬] গোপীগণ যখন প্রসন্নচিত্ত হইল, তখন উদারচরিত কৃষ্ণ, সমাদর পূর্ব্বক তাহাদিগকে রাসসম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।[৪৭] অনন্তর গোপী-গণের মধ্যে কেহই কৃষ্ণের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইল না। কৃষ্ণ-প্রেমবশতঃ সকলেই এক স্থানে স্থির হইয়া রহিল। সুতরাং রাসক্রীড়া হওয়া দূরে থাকুক, রাসবন্ধও হইয়া উঠিল না।[৪৮] অনন্তর কৃষ্ণ এক এক গোপীকে হস্তধারণ পূর্ব্বক এক এক স্থানে রাখিয়া রাসমণ্ডলী নির্ম্মাণ করিলেন। কৃষ্ণ যে সময় যাহার কর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাহার সাত্ত্বিক ভাব উদিত হওয়াতে নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল[৪৯] অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। গোপীদিগের বলয় প্রচলিত হওয়াতে (সুমধুর) শব্দ হইতে লাগিল। গোপীরা সকলেই শরৎকাল বর্ণনাবিষয়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিল।[৫০] কৃষ্ণ, কৌমুদী কুমুদ ও শরচ্চন্দ্র অবলম্বন

* কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা ইতি কচিৎ পাঠঃ।৪৮

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।*
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ ॥৫১॥
পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥৫২॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ † পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্ ॥৫৩॥
গোপী-কপোল-সংশ্লেষম্ অভিপত্য হরেভুর্জৌ।
পুলকোদ্গম-শস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ ॥৫৪॥
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥৫৫॥

করিয়া গান করিলেন। গোপীরা পুনঃ পুনঃ একমাত্র কৃষ্ণ নাম গান করিতে লাগিল।[৫১] কোন গোপী ভ্রমণজনিত শ্রমদ্বারা (ক্লান্তা হইয়া) প্রচলিত বলয়ধ্বনি-বিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে অর্পণ করিল।[৫২] কোন গোপিকা কৃষ্ণের গীত শ্রবণ করিয়া প্রশংসা করিবার ছলে বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল।[৫৩] (কোন গোপিকা প্রীতিপূর্ব্বক কৃষ্ণের করতল চুম্বন করিল।) কৃষ্ণের হস্ত, গোপীর কপোলদেশের সংসর্গপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতে পুলকরূপ শস্যের উৎপাদনের নিমিত্ত স্বেদজলবিশিষ্ট মেঘরূপ ধারণ করিল।[৫৪] যখন কৃষ্ণ ঐ রাসমধ্যে গান করিতে লাগিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ সাধু, কৃষ্ণ সাধু, এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক অতিতারতরধ্বনি দ্বিগুণতর উচ্চারিত হইতে লাগিল।[৫৫]

---

* কৌমুদী কুমুদাকরম্ ইতি পাঠান্তরম্। ৫১

† কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্। ৫৩

গতেতু গমনং চক্রুর্বলনে সংমুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং* ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্॥৫৬
স তথা সহ গোপীভী-ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ † ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ॥৫৭॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ‡॥৫৮॥
সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ¶॥৫৯॥
তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।

কৃষ্ণ যখন গমন করেন, তখন গোপীগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যখন আবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। এই রূপ অনুলোম ও প্রতিলোম উভয়বিধ গমনেই গোপাঙ্গনারা হরিকে ভজনা করিয়াছিল।[৫৬]

কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত ঈদৃশ রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহা ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও কোটি বৎসরের সমান বোধ হইয়াছিল।[৫৭] রতিপ্রার্থিনী গোপরমণীরা পতি কর্ত্তৃক পিতা কর্ত্তৃক ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও রাত্রিতে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া রসে প্রবৃত্তা হইয়াছিল।[৫৮] যিনি শত্রুপক্ষ সংহার করিয়াছেন, সেই অমেয়াত্মা মধুসূদন, বাল্যকাল-সুলভ ক্রীড়া-পরায়ণতা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত (সমবয়স্কা) গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ প্রমোদে রত হইয়াছিলেন।[৫৯]

---

* প্রতিলোমানুলোমেন ইতি বা পঠনীয়ম্। ৫৬
† যথাব্দকোটিপ্রতিমঃ ইত্যপি পাঠঃ। ৫৭
‡ রময়ন্তি প্রিয়াঃ অতাঃ ইতি কৈচিৎ পাঠঃ। ৫৮
¶ ক্ষপাসু ক্ষপিতা হিতাঃ ইতি পাঠান্তরম্। ৫৯

আত্মস্বরূপ-রূপোঽসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ॥৬০॥
যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্‌।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥৬১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে কৃষ্ণ-
চরিতে রাসক্রীড়া নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

আত্মস্বরূপ সেই ঈশ্বর কৃষ্ণ গোপীগণের ভর্ত্তাতে, সমুদায় গোপীগণে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন।[৬০] যেমন আকাশ, তেজঃ, পৃথিবী, জল, ও বায়ু, সমস্ত প্রাণীতে অবস্থান করিতেছে, সেই রূপ সকলের আত্মা সেই কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতেই অবস্থিতি করেন।[৬১]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, কৃষ্ণচরিত, গোপীক্রীড়ন
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥১॥
সতোয়-তোয়দচ্ছায়-স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ।
খুরাগ্রপাতৈরত্যর্থং দারয়ন্ বসুধাতলম্ * ॥২॥
লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়োষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ।
সংরম্ভাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ ॥৩॥

এক দিবস সন্ধ্যার পর, কৃষ্ণ রাসে আসক্ত আছেন, এমন সময় সাতিশয় গর্ব্বিত অরিষ্টনামক বৃষভাকৃতি দৈত্য গোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া সকলেরই অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মাইয়া দিল।[১] এই দৈত্যের আকার সজল জলধরের ন্যায়, শৃঙ্গদ্বয় অতীব তীক্ষ্ণ, লোচনদ্বয় সূর্য্যের ন্যায়। এই দানব (আগমন কালে) ক্ষুরাগ্রপাত দ্বারা বসুধাতল বিদীর্ণ করিতে লাগিল।[২] তখন এই দানব ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পেষিত করিয়া জিহ্বাদ্বারা অবহেলন করিতেছে। ক্রোধ ভরে লাঙ্গুল উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার স্কন্ধ ও সন্ধিস্থান

---

* ধারয়ন্ বসুধাতলম্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।২

উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্ দুরতিক্রমঃ।
বিমূত্র-লিপ্তপৃষ্ঠাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ ॥৪॥
প্রলম্বকণ্ঠোঽতিমুখ-স্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান্ দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্।
সূদয়ংস্তাপসানুগ্রো বনান্যটতি যঃ সদা ॥৫॥
ততস্তমতিঘোরাক্ষম্ অবেক্ষ্যাতিভয়াতুরাঃ।
গোপা গোপস্ত্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চুক্রুশুঃ ॥৬॥
সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ গোবিন্দাভিমুখং যযৌ ॥৭॥
অগ্রন্যস্ত-বিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকুক্ষি-কৃতেক্ষণঃ।

অতীব কঠিন।[৩] ইহার ককুদ উন্নত ও বিস্তীর্ণ। এই বৃষভাকার দানব এতদূর উচ্চ যে, কোন প্রাণীই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার পৃষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গ মলমূত্রদ্বারা লিপ্ত। ইহাকে দেখিলেই গোগণ ভয়ে বিহ্বল হয়।[৪] ইহার কণ্ঠদেশ সুদীর্ঘ। মুখ অতীব প্রকাণ্ড। ইহার মুখে বৃক্ষাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। বৃষভরূপ-ধারী এই দৈত্য, (রবদ্বারা) গোগণেরও গর্ভপাত করিতেছে। এই উগ্রমূর্ত্তি দানব তপোধনগণকে বিনাশ করিয়া নিরন্তর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাকে।[৫]

অনন্তর গোপগণ ও গোপাঙ্গনাগণ অতীব ভয়ঙ্কর দর্শন এই দৈত্যকে অবলোকন করিবামাত্র ভয়বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।[৬] অনন্তর কৃষ্ণ, করতালি প্রদান পূর্ব্বক সিংহনাদ করিলেন। দানব সেই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তদভিমুখে ধাবমান হইল।[৭] এই দুরাত্মা বৃষভাকৃতি দানব, কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করিয়া শৃঙ্গদ্বয়ের

অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা কৃষ্ণং বৃষভদানবঃ ॥৮॥
আয়ান্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো মহাবলঃ।
ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিত-লীলয়া ॥৯॥
আসন্নং চৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুসূদনঃ।
জঘান জানুনা কুক্ষৌ বিষাণগ্রহণাচলম্ ॥১০॥
তস্য দর্পবলং ভঙ্ক্ত্বা গৃহীতস্য বিষাণয়োঃ।
অপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিন্নমিবাম্বরম্ ॥১১॥
উৎপাট্য শৃঙ্গমেকন্তু তেনৈবাতাড়য়ৎ ততঃ।
মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ * ॥১২॥
তুষ্টুবুর্নিহতে তস্মিন্ দৈত্যে গোপা জনার্দ্দনম্।

অগ্রভাগ অগ্রসর করণ পূর্ব্বক কৃষ্ণাভিমুখেই ধাবমান হইল।৮ মহাবল মধুসূদন, দৈত্যকে আগমন করিতে দেখিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে এক পাও অন্যত্র গমন করিলেন না।৯ দৈত্য যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন কুম্ভীরাদির ন্যায় তাহাকে ধরিলেন। কৃষ্ণ, শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করাতে দৈত্য এক পাও চলিতে সমর্থ হইল না। পরে তিনি জানুদ্বারা তাহার কুক্ষিতে আঘাত করিলেন।১০ কৃষ্ণ, এই দৈত্যের শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া প্রথমতঃ তাহার বল ও দর্প চূর্ণ করিলেন। পরে তিনি তাহার কণ্ঠদেশ ধরিয়া আর্দ্র বসনের ন্যায় নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন।১১ পরে তিনি তাহার একটী শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তাহাদ্বারাই তাহাকে এরূপ প্রহার করিতে লাগিলেন, যে সেই প্রহারেই দৈত্য মুখদ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।১২ পূর্ব্বকালে জম্ভাসুর হত

* মুখাচ্ছোণিতমুদ্বহন্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।১২

জম্ভে হতে সহস্রাক্ষং পুরা দেবগণা যথা ॥১৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
অরিষ্টবধো নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হইলে দেবগণ যেমন দেবরাজের স্তব করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় ঐ দৈত্য বিনষ্ট হইলে গোপগণ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল।[১৩]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, অরিষ্টবধ নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোঽংশঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে ধেনুকে বিনিপাতিতে।
প্রলম্বে নিহতে বীরে ধৃতে গোবর্দ্ধনাচলে ॥১॥
দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গতরুদ্বয়ে।
হতায়াং পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্ত্তিতে ॥২॥
কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ।
যশোদাদেবকীগর্ভ-পরিবর্ত্তাদ্যশেষতঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। এই রূপে যখন অরিষ্ট নামক বৃষভাকৃতি দৈত্য বিনষ্ট হইল। প্রলম্বনামক অসুর প্রাণত্যাগ করিল, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন।[১] কালিয় সর্প শাসিত হইল, উচ্চ বৃক্ষ-দ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল, পূতনা জীবন বিসর্জ্জন করিল, শকট পরি-বর্ত্তিত হইল,[২] তখন নারদ কংসের নিকট গমন করিয়া এই সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তিনি যশোদা ও দেবকী গর্ভজাত বালক বালিকার পরিবর্ত্তের বিষয়ও সম্পূর্ণ রূপে বলিয়াছিলেন।[৩] দুর্মতি কংস, তত্ত্বদর্শী নারদের মুখে এই

শ্রুত্বা তৎ সকলং কংসো নারদাৎ দেবদর্শনাৎ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপং চক্রে সুদুর্মতিঃ ॥৪॥
সোঽতিকোপাদুপালভ্য সর্ব্বযাদবসংসদি।
জগর্হ যাদবাংশ্চৈব কার্য্যঞ্চৈতদচিন্তয়ৎ ॥৫॥
যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রামকৃষ্ণৌ সুবালকৌ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যাবূঢ়যৌবনৌ ॥৬॥
চানূরোঽত্র মহাবীর্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ।
এতাভ্যাং মল্লযুদ্ধেন ঘাতয়িষ্যামি দুর্ম্মদৌ ॥৭॥
ধনুর্মহ-মহাযাগ-ব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি যাস্যেতে সংক্ষয়ং যথা ॥৮॥

সমুদায় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইল।[৪] পরে সে সমুদায় যাদবগণের সমক্ষে সাতিশয় কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া যাদবগণের নিন্দা করিতে লাগিল। পরে এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল।[৫] (পরিশেষে কংস স্থির করিল যে,) রাম ও কৃষ্ণ ইহারা এক্ষণে অতীব শিশু। ইহারা যে পর্য্যন্ত বলবান্ না হইতেছে, তাহার মধ্যেই ইহাদিগকে বিনাশ করা আমার কর্ত্তব্য। ইহারা যখন প্ররূঢ়যৌবন হইবে, তখন ইহাদিগকে বধ করা আমার অসাধ্য হইয়া উঠিবে।[৬] মহাবল চানূর ও মহাবীর্য্য মুষ্টিক, এই দুইজন মল্ল যোদ্ধাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। আমি ইহাদের সহিত মল্লযুদ্ধদ্বারা ঐ দুই বালককে সংহার করিব।[৭] আমি ধনুর্ম্মহ নামক মহাযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া সেই উপলক্ষে ঐ দুই বালককে ব্রজস্থান হইতে আনয়ন করিব। পরে যাহাতে ইহারা বিনষ্ট হয়, সেই সেই উপায়দ্বারা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব।[৮]

শ্বফল্কতনয়ং সোঽহমক্রূরং যদুপুঙ্গবম্ ।
তয়োরানয়নার্থায় প্রেষয়িষ্যামি গোকুলম্ ॥৯॥
বৃন্দাবনচরং ঘোরমাদেক্ষ্যামি চ কেশিনম্ ।
তত্রৈবাসাবতিবলস্তাবুভৌ ঘাতয়িষ্যতি ॥ ১০ ॥
গজঃ কুবলয়াপীড়ো মৎসমীপমুপাগতৌ ।
ঘাতয়িষ্যতি বা গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥১১॥

পরাশর উবাচ ।

ইত্যালোচ্য স দুষ্টাত্মা কংসো রামজনার্দ্দনৌ ।
হন্তুং কৃতমতির্বীরমক্রূরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১২॥

কংস উবাচ ।

ভো ভো দানপতে! বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীতয়ে মম ।
ইতঃ স্যন্দনমারুহ্য গম্যতাং নন্দগোকুলম্ ॥১৩॥

এক্ষণে আমি রাম ও কৃষ্ণের আনয়নের নিমিত্ত যদুবংশীয় শ্রেষ্ঠ সফল্কতনয় অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিব।[৯] কেশী নামে অতীব বলবান্ বৃন্দাবনচারী ঘোররূপ দানবকে এই রূপ আজ্ঞা করিব যে, সে ঐ বৃন্দাবন মধ্যেই ঐ দুইটী বালককে বিনাশ করে।[১০] অথবা কুবলয়াপীড় নামে যে আমার (মত্ত) হস্তী আছে, তাহাকে এই রূপ শিক্ষা দিব যে, ঐ গোপবেশধারী বসুদেব-তনয়দ্বয় যখন আমার নিকট আসিবে তখন তাহাদিগকে বিনাশ করে।[১১]

পরাশর কহিলেন। দুরাত্মা কংস এই রূপ আলোচনা পূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বীর অক্রূরকে কহিতে লাগিল।[১২] [কংস কহিল।] দানপতে! আমি যাহা বলিতেছি, আমার সন্তোষের নিমিত্ত, তাহা কর। তুমি রথে আরোহণ পূর্ব্বক এস্থান হইতে গোকুলে নন্দালয়ে গমন কর।[১৩] সে-

বসুদেবস্থতৌ তত্র বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবৌ।
নাশায় কিল সম্ভূতৌ মম দুষ্টৌ প্রবর্দ্ধতঃ ॥১৪॥
ধনুর্ম্মহো মমাপ্যত্র চতুর্দ্দশ্যাং ভবিষ্যতি।
আনেয়ৌ ভবতা গত্বা মল্লযুদ্ধায় তাবুভৌ ॥১৫॥
চানূরমুষ্টিকৌ মল্লৌ নিযুদ্ধকুশলৌ মম :
তাভ্যাং সহানয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকোঽত্র পশ্যতু ॥১৬
নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহানত্র-প্রচোদিতঃ।
স বা নিহংস্যতে পাপৌ বসুদেবাত্মজৌ শিশূ ॥১৭॥
তৌ হত্বা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্ম্মতিম্।
হনিষ্যে পিতরং চৈনমুগ্রসেনং সুদুর্ম্মতিম্ ॥১৮॥
ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্যখিলান্যহম্।

খানে বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত দুষ্টাত্মা দুইটী বসুদেবনন্দন আমার বিনাশ নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া প্রবর্দ্ধিত হইতেছে।[১৪] আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে আমি ধনুর্ম্মহ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। তুমি নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত সেই কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিবে।[১৫] চানূর ও মুষ্টিক নামে নিযুদ্ধ-কুশল দুই জন মল্ল আছে। এই মল্লদ্বয়ের সহিত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ের যুদ্ধ হইবে, সকলেই দর্শন করিবে।[১৬] কুবলয়াপীড়নামক আমার মহানাগ আছে। এখানে মাহুতের ইঙ্গিত ক্রমে সেই নাগ পাপাত্মা শিশু ঐ বসুদেবতনয়দ্বয়কে বিনাশ করিবে।[১৭] এই দুই বালক বিনষ্ট হইলে আমি দুর্ম্মতি বসুদেবকে নন্দগোপকে এবং দুরাত্মা পিতা উগ্রসেনকে বিনাশ করিব।[১৮] পরে যে সকল দুরাত্মা আমার বধ কামনা করিয়াছে, তাহাদের সমুদায় ধন এবং গোপগণের সমুদয় গোধন আমি হরণ করিব।[১৯] দানপতে! একমাত্র তুমি

বিত্তং চাপি হরিষ্যামি * দুষ্টানাং মদ্বৈষিণাম্॥১৯

ত্বাহুতে যাদবাশ্চৈতে দুষ্টা দানপতে ময়ি।
এতেষাঞ্চ বধায়াহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ॥২০॥

ততো নিষ্কণ্টকং সর্ব্বং রাজ্যমেতদযাদবম্।
প্রশাসিষ্যে ত্বয়া তস্মান্মৎপ্রীত্যা বীর! গম্যতাম্॥২১

যথা চ মাহিষং সর্পির্দধি বাপ্যুপহার্য্য বৈ।
গোপাঃ সমানয়ন্ত্বাশু ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা॥২২॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদাক্রূরো মহাভাগবতো দ্বিজ।
প্রীতিমানভবৎ কৃষ্ণং শ্বো দ্রক্ষ্যামীতি সত্বরঃ॥২৩॥

তথেত্যুক্ত্বা চ রাজানং রথমারুহ্য শোভনম্।

ব্যতীত সমুদয় যাদবগণই আমার নিকট অপরাধী আমি ক্রমশঃ ইহাদিগের বিনাশ বিষয়ে যত্নবান্ হইব।[২০] বীর! এই রূপে যাদবগণ উন্মূলিত হইলে আমি সমুদায় রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিব। অতএব আমার প্রীতির নিমিত্ত তুমি গমন কর।[২১] তুমি সেখানে গমন করিয়া গোপগণকে এইরূপ কথা বলিবে যে, তাহারা মাহিষ ঘৃত ও দধি উপহার লইয়া অবিলম্বে এখানে আগমন করে।[২২]

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! মহাভাগবত অক্রূর, এই রূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, কল্য কৃষ্ণকে দেখিবেন, মনে করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং গমন করিবার নিমিত্ত ত্বরা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।[২৩] মধুবংশীয়দিগের প্রিয় অক্রূর, রাজা কংসের নিকট

* বিত্তং চাপহরিষ্যামি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।১৯

নিশ্চক্রাম ততঃ পুর্য্যা মথুরায়া মধুপ্রিয়ঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
অক্রুরপ্রেষণং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া রমণীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরা নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।[২৪]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, অক্রূরপ্রেষণ
নামক পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোহংশঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূত-প্রণোদিতঃ* ।
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী বৃন্দাবনমুপাগমৎ ॥১॥
স ক্ষুরক্ষতভূপৃষ্ঠঃ † সটাক্ষেপধুতাম্বুদঃ।
প্লুতবিক্রান্তচন্দ্রার্ক-মার্গো গোপানুপাদ্রবৎ ॥২॥
তস্য হ্রেষিতশব্দেন ‡ গোপালা দৈত্যবাজিনঃ।

পরাশর কহিলেন, ঐ দিকে কংসদূত কর্ত্তৃক প্রেরিত বলোদ্ধত কেশী নামে দানব, কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল।[১] ইহার ক্ষুরদ্বারা মহীতল ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। কেশরকম্পন দ্বারা মেঘগণ চালিত হইল। এই দৈত্য, লম্ফপ্রদান দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের পথ অবরোধ করিতে করিতে গোপগণের প্রতি ধাবমান হইল।[২] অশ্বরূপধারী এই দৈত্যের হ্রেষা শব্দদ্বারা গোপগণ ও গোপীগণ ভীত হইয়া গোবিন্দের শরণাপন্ন

---

* কংসদূতপ্রবোধিতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।১

† স্বখুরক্ষতভূপৃষ্ঠঃ ইত্যপি পাঠঃ। ২

‡ তস্য হ্রেষিতশব্দেন ইতি বা পঠনীয়ম্। ৩

গোপাশ্চ ভয়সংবিগ্না গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥৩॥
ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দঃ শ্রুত্বা তেষাং তদা বচঃ।
সতোয়-জলদধ্বান-গম্ভীরমিদমুক্তবান্ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অলং ত্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃ কিং ভয়াতুরৈঃ।
ভবদ্ভির্গোপজাতীয়ৈর্বীরবীর্য্যং * বিলোপ্যতে ॥৫॥
কিমনেনাল্পসারেণ হ্রেষিতাটোপকারিণা।
দৈতেয়বলবাহ্যেন বল্গতা দুষ্টবাজিনা ॥৬॥
এহ্যেহি দুষ্ট কৃষ্ণোঽহং পুষ্ণস্ত্বিব পিনাকধৃক্ †।
পাতয়িষ্যামি দশনান্ বদনাদখিলাংস্তব ॥৭॥

হইল।° তাহারা কেবল রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথা বলিতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সজল জলদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে কহিলেন।° [শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন।] গোপালগণ! ভীত হইও না। কেশীকে দেখিয়া তোমরা কিজন্য ভয়ে বিহ্বল হইয়াছ। তোমরা গোপজাতীয় হইয়া কিজন্য আমার বীর্য্যের অবমাননা করিতেছ?° হ্রেষারবরূপ আড়ম্বরকারী এই দুষ্ট অশ্ব তোমাদের কি করিবে? ইহার বল অতীব সামান্য। (আমি যে সকল দৈত্যকে বিনাশ করিয়া থাকি) এইঅশ্ব সেই সকল দৈত্যের বাহন মাত্র। ইহার বল্গিত-(গতিবিশেষ) দর্শনে (তোমরা ভীত হইও না)।° দুষ্ট অশ্ব আগমন কর। আমি কৃষ্ণ, মহাদেব যেমন সূর্য্যের দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় আমি তোমার মুখ হইতে সমুদায় দন্তগুলি পাতিত করিব।°

---

* বীরবীর্য্যাঃ ইতি পাঠান্তরম্।
† বিষ্ণোরিব পিনাকধৃক্ ইতি বা পাঠনীয়ম্।

ইত্যুক্ত্বাস্ফোট্য গোবিন্দঃ কেশিনঃ সংমুখং যযৌ ।
বিবৃতাস্যস্তু সোহপ্যেনং দৈতেয়শ্চাপ্যুপাদ্রবৎ ॥৮॥
বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে তস্য জনার্দ্দনঃ ।
প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো দুষ্টবাজিনঃ ॥৯॥
কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহুনা ।
শাতিতা দশনাঃ পেতুঃ সিতাভ্রাবয়বা ইব ॥১০॥
কৃষ্ণস্য ববৃধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজ ।
বিনাশায় যথা ব্যাধিরাসম্ভূতেরুপেক্ষিতঃ ॥১১॥
বিপাটিতোষ্ঠো বহুলং সফেনং রুধিরং বমন্ ।
সোহক্ষিণী বিবৃতে চক্রে নিঃসৃতে মুক্তবন্ধনে ॥১২॥
জঘান ধরণীং পাদৈঃ শকৃন্মূত্রং সমুৎসৃজন্ ।

কৃষ্ণ এই বাক্য বলিয়া আস্ফোটন পূর্ব্বক কেশীর সম্মুখে গমন করিলেন। দৈত্য কেশীও মুখব্যাদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল।[৮] কৃষ্ণ, বাহু বিস্তারিত করিয়া দুষ্ট অশ্ব কেশীর মুখে প্রবেশিত করিলেন।[৯] কৃষ্ণের বাহু যেমন তাহার মুখে প্রবেশ করিল, অমনি শুক্লবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় তাহার দন্তগুলি পতিত হইল।[১০] কোন ব্যক্তির পীড়া উৎপন্ন হইলে যদি তাহাতে প্রথম অবধিই উপেক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সেই শরীরগত ব্যাধি যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে বিনাশের কারণ হয়, তাহার ন্যায়, কৃষ্ণের বাহু কেশীর শরীরস্থ হইয়া তাহার বিনাশের নিমিত্তই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।[১১] অনন্তর কেশীর ওষ্ঠ বিদারিত হইল; সে বহুল ফেন ও রুধির বমন করিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় পরিবর্ত্তিত ও মুক্তবন্ধন হইয়া নির্গত হইয়া পড়িল।[১২] কেশী পাদদ্বারা পৃথিবীতে আঘাত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে

স্বেদার্দ্রগাত্রঃ শ্রান্তশ্চ নির্যত্নঃ সোঽভবৎ ততঃ ॥১৩॥
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা।
নিপপাত দ্বিধাভূতো বৈদ্যুতেন দ্রুমো যথা ॥১৪॥
দ্বিপাদ-পৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধ-শ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে।
কেশিনস্তে দ্বিধাভূতে সকলে দ্বে বিরেজতুঃ ॥১৫॥
হত্বা তু কেশিনং কৃষ্ণো গোপালৈর্মুদিতৈর্বৃতঃ।
অনায়স্ততনুঃ স্বস্থো হসংস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥১৬॥
ততো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ হতে কেশিনি বিস্মিতাঃ
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষম্ অনুরাগ-মনোরমম্ ॥১৭॥
অথাহান্তরিতো বিপ্রো নারদো জলদে স্থিতঃ।
কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥১৮॥

লাগিল। শ্রান্তিবশতঃ তাহার গাত্র স্বেদদ্বারা আর্দ্র হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে এই দৈত্য নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল।[১৩] বজ্রপাতে-দ্বারা বৃক্ষ যেমন বিদীর্ণ হইয়া পড়ে, তাহার ন্যায় মহারৌদ্র এই অসুর কৃষ্ণের বাহুদ্বারা দ্বিধাকৃত হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক নিপতিত হইল।[১৪] কেশীর শরীর দ্বিধাকৃত হইলে প্রত্যেক খণ্ডে দুই চরণ অর্দ্ধপৃষ্ঠ অর্দ্ধপুচ্ছ একটী চক্ষু ও একটী নাসিকা থাকাতে তাহা শোভা পাইতে লাগিল।[১৫] এই রূপে কৃষ্ণ কেশীকে বিনাশ পূর্ব্বক প্রমুদিত গোপগণে পরিবৃত হইয়া অশ্রান্ত ও সুস্থ শরীরে হাস্য করিতে করিতে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগি-লেন।[১৬] পরে গোপগণ ও গোপীগণ কেশীকে নিহত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে অনুরাগের সহিত পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল।[১৭] তৎকালে মহর্ষি নারদ কেশীকে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় পরিতুষ্ট-হৃদয় হইয়া মেঘমালার অন্তরাল

সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত।
নিহতোঽয়ং ত্বয়া কেশী* ক্লেশদস্ত্রিদিবৌকসাম্॥১৯॥
যুদ্ধোৎসুকোঽহমত্যর্থং নরবাজি-মহাহবম্।
অবৃত্তপূর্ব্বমন্যত্র দ্রষ্টুং স্বর্গাদুপাগতঃ॥২০॥
সুকর্ম্মাণ্যবতারে তে কৃতানি মধুসূদন।
যানি তৈর্ব্বিস্মিতং চেত-স্তোষমেতেন মে গতম্॥২১॥
তুরঙ্গস্যাস্য শক্রোঽপি কৃষ্ণ! দেবাশ্চ বিভ্যতি।
ধুতকেশরজালস্য হ্রেষতোঽভ্রাবলোকিনঃ॥২২॥
যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।

হইতে কহিলেন,[১৮] জগন্নাথ! আপনি অবলীলাক্রমে যে কেশীকে বিনাশ করিলেন, ইহা দেবগণের পক্ষেও সাতিশয় কষ্টকর। অতএব আপনি ধন্য, আপনিই ধন্য।[১৯] মনুষ্য ও অশ্ব উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ পূর্ব্বে কখনই হয় নাই। আমি এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি।[২০] মধুসূদন! আপনি অবতীর্ণ হইয়া যে সকল উত্তম উত্তম কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতে আমি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি, এবং ইহাতে যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না।[২১] কৃষ্ণ! এই অশ্বরূপী দৈত্য যখন কেশরজাল কম্পিত করিয়া হ্রেষারব করিতে করিতে আকাশ পানে দৃষ্টিপাত করিত, তখন দেবগণ এবং দেবরাজও ভীত হইতেন।[২২] মধুসূদন! আপনি যে এই দুরাত্মা কেশীকে বিনাশ করিলেন, তজ্জন্য ইহলোকে কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন।[২৩] কেশিনিসূদন! আপনকার

---

* নিহতোঽয়ং তথা কেশী ইতি বা পঠনীয়ম্। ১৯

তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি*॥২৩॥
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেঽধুনা পুনঃ।
পরশ্বোঽহং সমেষ্যামি ত্বয়া কেশিনিসূদন ॥২৪॥
উগ্রসেনসুতে কংসে সানুগে বিনিপাতিতে।
ভারাবতারকর্ত্তা ত্বং পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধর ॥২৫॥
তত্রানেকপ্রকারাণি যুদ্ধানি পৃথিবীক্ষিতাম্‌।
দ্রষ্টব্যানি ময়া যুষ্মৎপ্রণীতানি জনার্দ্দন ॥২৬॥
সোঽহং যাস্যামি গোবিন্দ! দেবকার্য্যং মহৎ কৃতম্‌।
ত্বয়া সভাজিতশ্চায়ং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্‌ ॥২৭॥

পরাশর উবাচ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ।

মঙ্গল হউক। আমি পরশ্ব কংসযুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমন করিব, এবং সেই স্থলে আপনকার সহিত মিলিত হইব।[২৪] পৃথিবীপালক! উগ্রসেনতনয় কংস, অনুজগণের সহিত বিনষ্ট হইলে, আপনকার পৃথিবীর ভার অপনয়ন করা হইবে।[২৫] জনার্দ্দন! সেই কংসালয়ে আমি আপনকার সহিত রাজগণের নানাপ্রকার যুদ্ধ সন্দর্শন করিব।[২৬] গোবিন্দ! এইরূপে আপনি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিলে, আমি আপনা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া (দেবলোকে) গমন করিব। এক্ষণে আপনকার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম।[২৭]

পরাশর কহিলেন। নারদ (এই কথা বলিয়া) গমন করিলে,

---

* লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি ইত্যপি পাঠঃ। ২৩

* পরশ্বোঽহং গমিষ্যামি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ২৪

বিবেশ গোকুলং গোপী-নেত্রপানৈকভাজনঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
কেশিবধো নাম
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণ, অবিস্মিত-হৃদয় হইয়া গোপগণের সহিত গোকুলে প্রবেশ করিলেন। গোপীগণ, নেত্ররূপ পাত্রদ্বারা তাঁহাকে পান করিতে লাগিল। ।২৮

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, কেশিমথন
নামক ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্ ।

পঞ্চমোঽংশঃ ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর উবাচ ।

অক্রূরোঽপি বিনিষ্ক্রম্য স্যন্দনেনাশুগামিনা ।
কৃষ্ণসন্দর্শনায়ৈকঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥১॥
চিন্তয়ামাস চাক্রূরো নাস্তি ধন্যতরো ময়া ।
যোঽহমংশাবতীর্ণস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ ॥২॥
অদ্য মে সফলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা ।
যদুন্নিদ্রাব্জপত্রাক্ষং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥৩॥
অদ্য মে সফলে নেত্রে অদ্য মে সফলা গিরঃ ।

পরাশর কহিলেন। এ দিকে অক্রূর একাকী কংসালয় হইতে বহির্গত হইয়া কৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত দ্রুতগামী রথদ্বারা নন্দালয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১] তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আমিই ধন্য। আমার সদৃশ আর কেহই নাই। কারণ আমি অংশাবতীর্ণ বিষ্ণুর মুখকমল সন্দর্শন করিব।[২] আজ আমার জন্ম সফল হইবে। অদ্য আমার পক্ষেই রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে। কারণ অদ্য আমি প্রফুল্লকমলসদৃশ বিষ্ণুর মুখ সন্দর্শন করিব। অদ্য আমার নয়নদ্বয় সফল হইবে।

যুষ্মে পুরস্পরালাপো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং ভবিষ্যতি ॥৪॥*

পাপং হরতি যৎ পুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্।
তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥৫॥

নির্জগ্মুশ্চ যতো বেদা বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
দ্রক্ষ্যামি তৎ পরং ধাম ধাম্নাং ভগবতো মুখম্ ॥৬॥

যজ্ঞেষু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে যোঽখিলাধারস্তং দ্রক্ষ্যামি জগৎপতিম্ † ॥৭॥

ইষ্ট্বা যমিন্দ্রো যজ্ঞানাং শতেনামররাজতাম্।
অবাপ তমনন্তাদিমহং দ্রক্ষ্যামি কেশবম্ ॥৮॥

অদ্য আমার বাক্য চরিতার্থ হইবে, কারণ অদ্য আমি বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিব।[৪] বিষ্ণুর যে মুখ-কমল, কল্পনা করিয়া স্মরণ করিলেও লোকের পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয়, অদ্য আমি সেই, পুণ্ডরীকসদৃশ-নয়নযুগল-সুশোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব।[৫] যাহা হইতে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ নিঃসৃত হইয়াছে, যাহা সূর্য্যপ্রভৃতি সমুদায় তেজঃ-পদার্থেরও তেজঃস্বরূপ, অদ্য সেই ভগবানের মুখ দর্শন করিব।[৬] মনুষ্যগণ যে যজ্ঞপুরুষ পুরুষোত্তমের উদ্দেশে যাগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি নিখিল জগতের আধার, অদ্য সেই জগদীশ্বরকে অবলোকন করিব।[৭] দেবরাজ শতক্রতু, যাঁহার উদ্দেশে শত-সংখ্য যাগানুষ্ঠান করিয়া দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অনাদি ও অনন্ত কেশবকে অদ্য আমি সন্দর্শন করিব।[৮] ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্-

* স পরস্পরালাপো দৃষ্ট্বা কিঞ্চ ভবিষ্যতি ইতি পাঠান্তরম্। ৪

† তং দ্রক্ষ্যামি চ কেশবম্ ইতি বা পাঠঃ। ৭

ন ব্রহ্মা নেন্দ্ররুদ্রাশ্বি-বস্বাদিত্যমরুদ্গণাঃ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃক্ষ্যত্যঙ্গং স মে হরিঃ ॥৯॥
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বভূতেষবস্থিতঃ।
যো বিতত্যাব্যয়ো ব্যাপী স বক্ষ্যতি ময়া সহ ॥১০॥
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাশ্ব-সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতিম্।
চকার জগতো যোহজঃ সোহদ্য মামালপিষ্যতি ॥১১॥
সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদি স্থিতম্।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ ॥১২॥
যোহনন্তঃ পৃথিবীং ধত্তে শেখরস্থিতিসংস্থিতাম্।
সোহবতীর্ণো জগত্যর্থে মামক্রূরেতি বক্ষ্যতি ॥১৩॥

গণ, ইঁহারাও যাঁহার স্বরূপ অবগত নহেন, সেই হরি অদ্য আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন।[৯] যিনি সকলের আত্মাস্বরূপ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বভূতে বিস্তাররূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অব্যয় সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমার সহিত কথা কহিবেন।[১০] যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, অশ্ব, সিংহপ্রভৃতি রূপ অবলম্বন করিয়া জগতের রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার জন্ম নাই, তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন।[১১] জগতের স্বামী সেই অব্যয় পুরুষ এক্ষণে স্বীয়হৃদয়স্থিত কার্য্যবিশেষ সাধনের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে দেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যরূপী হইয়াছেন।[১২] যিনি অনন্ত রূপ অবলম্বন করিয়া এই পৃথিবীকে মস্তকের শেখর রূপে ধারণ করিতেছেন, তিনি এক্ষণে জগতের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং তিনি অদ্য আমাকে অক্রূর বলিয়া সম্বোধন করিবেন।[১৩] ইনি আমার পিতা, ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার সুহৃৎ, ইনি আমার ভ্রাতা, ইনি

পিতৃপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ-মাতৃবন্ধুময়ীমিমাম্।
যন্মায়াং নালমুত্তর্ত্তুং জগৎ তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৪॥
তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥১৫॥
যজ্বিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ। *
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তম্॥১৬
যথা তত্র জগদ্ধাম্নি ধাতর্য্যেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
সদসৎ তেন সত্যেন ময্যসৌ যাতু সৌম্যতাম্ † ॥১৭॥
স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥১৮॥

আমার মাতা, ইনি আমার বন্ধু, ইত্যাদিময়ী যদীয় মায়াকে এই জগতীতলস্থ কোন ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, সেই জগদীশ্বরকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।[১৪] যিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিলে, যোগিগণ মায়া হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন, তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপ, সেই অপরিমেয় ঈশ্বরকে নমস্কার করি।[১৫] যিনি যাগশীল পুরুষ কর্ত্তৃক যজ্ঞপুরুষ, সাধকগণ কর্ত্তৃক বাসুদেব, বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে নমস্কার করি।[১৬] তিনি যেমন জগতের আধার ও জগতের তেজঃস্বরূপ, তাঁহাতে যেমন নিত্যানিত্য সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই রূপ সেই সত্য অনুসারে তিনি আমার প্রতি সৌম্যদর্শন হউন, অর্থাৎ আমি কংসের দূত বলিয়া তিনি যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধি না করেন।[১৭] যাঁহাকে স্মরণ করিলে মানবগণ সমু-

* বাসুদেবশ্চ সাত্বতঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।১৬
† ময্যসৌ পাতু সৌম্যতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।১৭

পরাশর উবাচ।

ইত্থং সংচিন্তয়ন্ বিষ্ণুং ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ।
অক্রূরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সূর্য্যে বিরাজতি॥১৯
স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্।
বৎসমধ্যগতং-ফুল্ল-নীলোৎপল-দলচ্ছবিম্॥২০॥
অস্পাষ্টপদ্মপত্রাক্ষং ‡ শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।
প্রলম্ববাহুমায়ামি-তুঙ্গোরঃস্থলমুন্নসম্॥২১॥
সবিলাসস্মিতাধারং বিভ্রাণং মুখপঙ্কজম্।
তুঙ্গরক্তনখং পদ্ভ্যাং ধরণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্॥২২॥
বিভ্রাণং বাসসী পীতে বন্যপুষ্পবিভূষিতম্।

দায় কল্যাণের আস্পদ হয়, সেই অজ ও নিত্য হরির শরণাপন্ন হই-লাম।[১৮]

পরাশর কহিলেন। অক্রূর ভক্তিদ্বারা নম্রহৃদয় হইয়া এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে গোকুলে উপস্থিত হইলেন।[১৯] তিনি সেখানে দেখিলেন, প্রফুল্ল-নীল-কমলদল সদৃশ শ্যামবর্ণ হরি, গোদোহন স্থানে বৎসগণ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।[২০] তাঁহার নয়ন ঈষন্মীলিত পদ্মপত্রের ন্যায়। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে। তাঁহার বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত, ও নাসিকা উন্নত। তাঁহার বক্ষঃ-স্থল বিস্তীর্ণ ও উন্নত।[২১] তাঁহার মুখকমল বিলাস ও ঈষৎ হাস্যে সুশোভিত রহিয়াছে। পদদ্বয়স্থিত সাতিশয় রক্তবর্ণ নখসমুদায়, পৃথিবীর শোভা বিস্তার করিতেছে।[২২] তিনি পীতবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার শরীর বন্যপুষ্পে বিভূষিত

‡ প্রস্পাষ্টপদ্মপত্রাক্ষম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্।২১

সাদ্রনীললতাহস্তং সিতাম্ভোজাবতংসকম্ ॥২৩॥
হংসকুন্দেন্দুধবলং নীলাম্বরধরং দ্বিজ।
তস্যানু বলভদ্রঞ্চ দদর্শ যদুনন্দনঃ *॥২৪॥
প্রাংশুমুন্নতবাহ্বংসং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
মেঘমালা-পরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥২৫॥
তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্বক্ত্র-সরোজঃ স মহামতিঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ-স্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে ॥২৬॥
এতৎ তৎ পরমং ধাম তদেতৎ পরমং পদম্।
ভগবদ্বাসুদেবাংশো দ্বিধা সোঽয়মবস্থিতঃ ॥২৭॥

রহিয়াছে। তাঁহার হস্তে আর্দ্র নীললতা, এবং কর্ণে শ্বেতপদ্ম অবতংসস্বরূপ রহিয়াছে।[২৩]

তিনি কৃষ্ণের নিকটে যদুনন্দন বলভদ্রকেও দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মন্! এই বলদেবের শরীর হংসের ন্যায়, কুন্দপুষ্পের ন্যায় ও নিশাকরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। তিনি নীলাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন।[২৪] তিনি দীর্ঘকায়। তাঁহার স্কন্ধ উন্নত ও বাহুদ্বয় সুদীর্ঘ। তাঁহার মুখকমল সর্ব্বদা প্রফুল্ল রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে মেঘমালাদ্বারা পরিবৃত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হয়।[২৫]

মহর্ষে! মহামতি অক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রফুল্লবদন ও সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইলেন[২৬] এবং কহিতে লাগিলেন। ইনি পরমপদ, ইনি পরমতেজঃস্বরূপ, ইনি ভগবান্ বাসুদেবের অংশ। ইনি সেই বিষ্ণু, শরীরদ্বয় ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।[২৭] জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিষ্ণুকে দেখিয়া অদ্য আমার

---

* দদর্শ যদুনন্দনম্ ইতি পাঠান্তরম্। ২৪

সাফল্যমক্ষ্ণোর্যুগমেতদত্র
দৃষ্টে জগদ্ধাতরি যাতমুচ্চৈঃ।
অপ্যঙ্গমেতদ্ভগবৎপ্রসাদাৎ
দত্তেঽঙ্গসঙ্গে ফলবন্মম স্যাৎ ॥২৮

অপ্যেষ পৃষ্ঠে মম হস্তপদ্মং
করিষ্যতি শ্রীমদনন্তমূর্ত্তিঃ।
যস্যাঙ্গুলিস্পর্শ-হতাখিলাঘৈ-
রবাপ্যতে সিদ্ধিরনাশদোষা ॥২৯

যেনাগ্নি-বিদ্যুদ্রবিরশ্মিমালা-
করালমত্যুগ্রমপাস্য চক্রম্।
চক্রং ঘ্নতা দৈত্যপতের্হৃতানি
দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নাঞ্জনানি ॥৩০॥

যত্রাম্বু বিন্যস্য বলির্মনোজ্ঞান্
অবাপ ভোগান্ বসুধাতলস্থঃ।

নয়নযুগল সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। এই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া যদি আমার অঙ্গের সহিত অঙ্গ সংযুক্ত করেন, তাহা হইলেই আমার অঙ্গ সফল হইবে।[২৮] এই অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ করকমলদ্বারা কি আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিবেন। এই করকমলের অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা সমুদায় পাপক্ষয় হইয়া অক্ষয় সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়।[২৯] এই ভগবান্ এই করকমলদ্বারা অগ্নি বিদ্যুৎ ও সূর্য্য-রশ্মি-মালা হইতেও অতীব উগ্র ও করাল চক্র নিক্ষেপ করিয়া কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যপতিদিগকে সংহার পূর্ব্বক দৈত্যকামিনীদিগের নয়ন অঞ্জন শূন্য করিয়াছেন।[৩০] বলি যাঁহাকে (দান করিবার নিমিত্ত) জল নিক্ষেপ করিয়া পাতালতলে গমন পূর্ব্বক মনোহর

তথামরত্বং ত্রিদশাধিপত্যং
মন্বন্তরং পূর্ণমপেতশত্রুঃ ॥৩১॥
অপ্যেষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
দোষাস্পদীভূতমদোষদুষ্টম্ ।
কর্ত্তাবমানোপহতং ধিগস্তু
তজ্জন্ম নঃ সাধুবহিষ্কৃতং যৎ* ॥৩২॥
জ্ঞানাত্মকস্যামল-সত্ত্বরাশে-
রপেতদোষস্য সদা স্ফুটস্য ।
কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসাম্
অজ্ঞাতমস্যাস্তি হৃদি স্থিতস্য ॥৩৩॥
তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রচেতা
ব্রজামি সর্ব্বেশ্বরমীশ্বরাণাম্ ।

ভোগ্যবস্তু ভোগ করিতেছেন, সম্পূর্ণ মন্বন্তর কালপর্য্যন্ত অমরত্ব ও দেবগণের উপরি আধিপত্য নিষ্কণ্টকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।[৩১] যদিও আমার কোন দোষ নাই তথাপি কংসের অনুগত বলিয়া কি ইনি আমাকে অবমাননা করিবেন? যদি এরূপ করেন, তাহা হইলে, আমি অসাধুমধ্যে গণনীয় হইলাম, সুতরাং আমার ঈদৃশ জন্মেই ধিক্।[৩২] যিনি জ্ঞানময়, যিনি শুদ্ধসত্ত্বময়, যিনি অজ্ঞানের অধীন নহেন, যিনি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত সর্ব্বদা সমুদায় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যিনি হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহার পক্ষে এই জগতের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির কোন্ কার্য্য অবিদিত থাকিতে পারে।[৩৩] অতএব আমি ভক্তিদ্বারা নম্রহৃদয় হইয়া

* তজ্জন্ম তৎ সাধুবহিষ্কৃতো যঃ ইত্যন্যে পঠন্তি । ৩২

অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য
অনাদিমধ্যান্তময়স্য বিষ্ণোঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
অক্রূরাগমনং নাম সপ্ত-
দশোঽধ্যায়ঃ।

সমুদায় ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর আদি মধ্য ও অন্তবিহীন পুরুষো-
ত্তম বিভুর অংশাবতারের সমীপবর্ত্তী হই।৩৪

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অক্রূর-গমন-নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দমুপাগম্য স যাদবঃ।
অক্রূরোঽস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ॥১॥
সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জ-কৃতচিহ্নেন পাণিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে॥২॥
কৃতসংবাদনৌ তেন যথাবদ্বলকেশবৌ।
ততঃ প্রবিষ্টৌ সংহৃষ্টৌ তমাদায়াত্মমন্দিরম্॥৩॥

পরাশর কহিলেন। যদুবংশসম্ভূত অক্রূর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবনত মস্তকে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া; আমি অক্রূর, এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন।[১] কৃষ্ণও ধ্বজবজ্র ও কমল চিহ্নিত করকমলদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে আকর্ষণপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।[২] অক্রূর এই রূপে কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়কে প্রণাম করিলে তাঁহারা অক্রূরকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে নিজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।[৩] অনন্তর অক্রূরের সহিত রাম ও কৃষ্ণের নানাপ্রকার কথোপকথন হইলে অক্রূর ভোজন করি-

সহ তাভ্যাং তদাক্রূরঃ কৃতসংবাদনাদিকঃ।
ভুক্তভোজ্যো যথান্যায়মাচচক্ষে ততস্তয়োঃ ॥৪॥
যথা নির্ভৎর্স্যতে তেন কংসেনানকদুন্দুভিঃ।
যথা চ দেবকী দেবী দানবেন দুরাত্মনা ॥৫॥
উগ্রসেনে যথা কংসঃ সুদুরাত্মা চ বর্ত্ততে।
যং চৈবার্থং সমুদ্দিশ্য স কংসেন বিসর্জ্জিতঃ ॥৬॥
তৎ সর্ব্বং বিস্তরাৎ শ্রুত্বা ভগবান্ কেশিসূদনঃ।
উবাচাখিলমপ্যেতৎ জ্ঞাতং দানপতে ময়া ॥৭॥
করিষ্যে চ মহাভাগ যদত্রৌপয়িকং মতম্।
বিচিন্ত্যং নান্যথৈতৎ তে বিদ্ধি কংসং হতং ময়া ॥৮॥
অহং রামশ্চ মথুরাং শ্বোযাস্যামঃ সমং ত্বয়া।
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাস্যন্তি আদায়োপায়নং বহু ॥৯॥

লেন। পরে তিনি ঐ উভয়ের নিকট যথারীতি বলিতে লাগিলেন যে, দুরাত্মা দানব কংস, বসুদেবকে যার পর নাই তাড়না করিয়া থাকে এবং দেবী দেবকীকেও ভর্ৎসনা করে।[৫] এই দুরাত্মা কংস উগ্রসেনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, এবং যে কার্য্য উপলক্ষে সে অক্রূরকে পাঠাইয়াছে, (অক্রূর তাহাও বিস্তারিত রূপে কহিলেন)।[৬] ভগবান্ কেশব, এই সমুদায় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দানপতে! তুমি যাহা কহিলে, এতৎ-সমুদায় আমি জ্ঞাত আছি।[৭] মহাভাগ! এ বিষয়ে যে উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব। ইহা তুমি অন্যথা বিবেচনা করিও না। তুমি এইরূপ মনে কর, যে কংস নিহতই হইয়াছে।[৮] কল্য বলরাম এবং আমি তোমার সহিত মথুরায় গমন করিব। বৃদ্ধ গোপগণও ভূরি পরিমাণে উপায়ন লইয়া যাইবে।[৯]

নিশেয়ং নীয়তাং বীর! ন চিন্তাং কর্তুমর্হসি।
ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে কংসং হনিষ্যামি সহানুগম্ ॥১০॥

পরাশর উবাচ।

সম্যাদিশ্য ততো গোপান্ অক্রূরোঽপি সকেশবঃ।
সুষ্বাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে সুখম্ ॥১১॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃষ্ণরামৌ মহাদ্যুতী।
অক্রূরেণ সমং গন্তুমুদ্যতৌ মথুরাং প্রতি ॥১২॥
দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ সাস্রঃ শ্লথদ্বলয়বাহুকঃ।
নিশ্বস্য চাতিদুঃখার্ত্তঃ প্রাহ চেদং পরস্পরম্ ॥১৩॥
মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্যতি।
নাগরস্ত্রী-কলালাপ-মধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি ॥১৪॥

বীর! তুমি অদ্য রাত্রিতে এখানে অবস্থান কর, কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি ত্রিরাত্রির মধ্যেই কংসকে ও তাহার অনুজগণকে সংহার করিব।[১০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, বলদেব ও অক্রূর, গোপগণকে যথাবিধানে আদেশ করিয়া নন্দগোপগৃহে পরম সুখে শয়ন করিলেন।[১১] পরে যখন রজনী প্রভাতা হইল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া আসিল, তখন মহামতি রাম ও কৃষ্ণ, অক্রূরের সহিত মথুরা গমনে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।[১২] গোপীগণ, কৃষ্ণ ও বলরামকে গমনোন্মুখ দেখিয়া অতিদুঃখার্ত্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। (দুঃখাবেগে ক্ষীণতা হেতু) তাহাদের হস্তস্থিত বলয় বিশ্লথ হইয়া পড়িল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে,[১৩] এই গোবিন্দ মথুরায় গমন করিয়া যে পুনর্ব্বার এখানে ফিরিয়া আসিবেন, এমত

বিলাসি-বাক্যপানেষু নাগরীণাং কৃতাস্পদম্।
চিত্তমস্য কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি ॥১৫॥
সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্।
প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা ॥১৬॥
ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ।
নাগরীণামতীবৈতৎ কটাক্ষেক্ষিতমেব চ ॥১৭॥
গ্রাম্যো হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগড়ৈর্যুতঃ।
ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি ॥১৮॥

বোধ হয় না। কারণ ইনি সেখানে নগররমণীদিগের মধুর-বাক্যরূপ মধু শ্রোত্রদ্বারা পান করিবেন।[১৪] ইঁহার চিত্ত যখন নাগরীদিগের বিলাসপূর্ণ বচনামৃতপানের আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তখন কি আর তাহা গ্রাম্য গোপীদিগের প্রতি পুনর্ব্বার ধাবমান হইবে?[১৫]

নির্ঘৃণ দুরাত্মা বিধাতা আমাদিগের সমস্ত গোষ্ঠের সারস্বরূপ এই কৃষ্ণকে হরণ করিয়া গোপীগণকেই নষ্ট করিল।[১৬] নাগরীদিগের ভাবগর্ভ মধুর হাস্য, বিলাসদ্বারা মনোহর গমন ও কটাক্ষদ্বারা অবলোকন,[১৭] এই সমুদায় বিলাসময় নিগড় দ্বারা, গ্রাম্য এই হরি বদ্ধ হইলে, কোন্ যুক্তি অনুসারে তোমাদের নিকট পুনর্ব্বার আসিবেন।[১৮] ঐ দেখ, হরি রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। ক্রূর অক্রূর, আমাদিগকে প্রতারণাপূর্ব্বক নিরাশ করি-

---

১৮। উদ্বোধক বস্তু দর্শনদ্বারা যে মানসিক বিকার হয় তাহার নাম ভাব। ভাব অধিক পরিমাণে হইলে, তাহাকে রস বলা যায়। নেত্রের ভঙ্গবিশেষের নাম বিলাস। অঙ্গ অবয়বের ভঙ্গীবিশেষের নাম বিভ্রম। কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথমসমুদ্ভূত বিকারের নাম ভাব। প্রিয় জনকে দেখিয়া গমন উপবেশন ও মুখনেত্রাদির যে ভঙ্গীবিশেষ, তাহার নাম বিলাস।

এবৈষ রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ।
ক্রূরেণাক্রূরকেণাত্র নিরাশেন প্রতারিতঃ ॥১৯॥
কিং ন বেত্তি নৃশংসোঽত্র অনুরাগপরং জনম্।
যেনেমমক্ষ্ণোরাহ্লাদং নয়ত্যন্যত্র নো হরিম্ ॥২০॥
এষ রামেণ সহিতঃ প্রয়াত্যত্যন্তনির্ঘৃণঃ।
রথমারুহ্য গোবিন্দস্ত্বর্য্যতামস্য বারণে ॥২১॥
গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীষি ন নঃ ক্ষমম্।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা ॥২২॥
নন্দগোপমুখা গোপা গন্তুমেতে সমুদ্যতাঃ।
নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিদ্ গোবিন্দ-বিনিবর্ত্তনে ॥ ২৩॥
সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্।
পাস্যন্ত্যচ্যুতবক্ত্রাব্জং যাসাং নেত্রালিপংক্তয়ঃ ॥২৪॥

ল।[১৯] এই নৃশংস কি জ্ঞাত নহে যে, আমরা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত! এই নিষ্ঠুর আমাদের নয়নের আহ্লাদজনক হরিকে অন্যত্র লইয়া চলিল।[২০] এই নির্ঘৃণ গোবিন্দও রামের সহিত একত্র হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিতেছে! এক্ষণে শীঘ্র উহাকে নিবারণ কর।[২১] গুরুজনের সমক্ষে কোন কথা বলা উচিত নহে, ইহা তুমি কিরূপে কহিতেছ। আমরা বিরহাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া গেলে, পরিশেষে গুরুগণ কি প্রতিবিধান করিবেন?[২২] ঐ দেখ, নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ সকলেই গমন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছে, কিন্তু কৃষ্ণকে ফিরাইবার নিমিত্ত কেহই চেষ্টা করিতেছে না।[২৩] মথুরাবাসী রমণীগণের পক্ষে অদ্য রজনী সুপ্রভাতা হইল। কারণ তাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরশ্রেণী অদ্য কৃষ্ণের মুখকমল পান করিবে।[২৪] যাহারা কৃষ্ণের সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে, যাহারা কৃষ্ণ

ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্ত্যনিবারিতাঃ।
উদ্বহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকাঞ্চিতম্ ॥২৫॥
মথুরানগরী-পৌর-নয়নানাং মহোৎসবঃ।
গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাদ্য ভবিষ্যতি ॥২৬॥
কো নু স্বপ্নঃ সুভাগ্যাভি-দৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজম্।
বিস্তারি-কান্তিনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতম্ ॥২৭॥
অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিম্।
উদ্ধৃতান্যত্র নেত্রাণি বিধাত্রাকরুণাত্মনা ॥২৮॥
অনুরাগেণ শৈথিল্যমস্মাসু ব্রজতা হরেঃ।
শৈথিল্যমুপযান্ত্যাশু করেষু বলয়ান্যপি ॥২৯॥
অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্।
এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু ঘৃণা কস্য ন জায়তে ॥৩০॥

সমভিব্যাহারে পথিগমনে নিবারিত হইতেছে না, তাহারাই ধন্য। তাহারাই কৃষ্ণকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত শরীর ধারণ করিবে।[২৫] অদ্য গোবিন্দের অবয়ব অবলোকন করিয়া মথুরানগরীস্থিত জনগণের নয়নের অতীব মহোৎসব হইবে।[২৬] মথুরাবাসিনী সৌভাগ্যবতী রমণীরা এমন কি সুস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিল যে, তাহারা রমণীয় নয়নদ্বারা অদ্য কৃষ্ণকে অবাধে সন্দর্শন করিবে।[২৭] বিধাতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তিনি এই সমুদায় গোপীকে, এই মহানিধি দেখাইয়া, পরিশেষে বোধ হয় চক্ষুই উৎপাটিত করিলেন।[২৮] এই দেখ, কৃষ্ণ, আমাদের প্রতি অনুরাগ শিথিল করিয়া গমন করাতে, হস্তস্থিত বলয় পর্য্যন্তও শিথিল হইয়া পড়িতেছে।[২৯] অক্রূরের হৃদয় অতীব ক্রূর। দেখ, ঐ অক্রূর, অশ্বগণকে শীঘ্র চালনা করিতেছে। আমাদের ন্যায় অবলাগণ কাতর

হা হা কৃষ্ণরথস্যোচ্চৈ-শ্চক্ররেণুর্নিরীক্ষ্যতাম্।
দূরীকৃতো হরির্যেন সোঽপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ॥৩১॥
ইত্যেবমতিহার্দ্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ।
তত্যাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ ॥৩২॥
গচ্ছন্তৌ জবিতাশ্বেন * রথেন যমুনা তটম্।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রূরজনার্দ্দনাঃ ॥৩৩॥
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো ভবদ্ভ্যাং তাবদাস্যতাম্।
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহ্নিকার্হণমম্ভসি ॥৩৪॥
তথেত্যুক্তে ততঃ স্নাতঃ স্বাচান্তঃ স মহামতিঃ।
দধ্যৌ ব্রহ্ম পরং বিপ্র প্রবিশ্য যমুনাজলে ॥৩৫॥

হইলে, কাহার না দয়া উপস্থিত হয়।[৩০] (হায় এক্ষণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না) কৃষ্ণরথের রেণু অবলোকন কর। হায়! পূর্ব্বে যে রেণুর আধিক্যবশতঃ তন্মধ্যস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এক্ষণে সে রেণুও আর লক্ষিত হইতেছে না।[৩১]

রাম ও কৃষ্ণ এই রূপে গোপীজন কর্ত্তৃক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে নিরীক্ষিত হইয়া, ব্রজভূমির সীমা পরিত্যাগ করিলেন।[৩২] বল, কৃষ্ণ ও অক্রূর, বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথদ্বারা গমন করিতে করিতে, মধ্যাহ্নসময়ে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন।[৩৩] তখন, অক্রূর কৃষ্ণকে কহিলেন, তোমরা দুই জনে রথে অবস্থান কর। আমি কালিন্দীর জলে স্নান ও আহ্নিক সমাপন করিয়া লই।[৩৪] ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ ও বলদেব তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলে, মহামতি অক্রূর যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া আচমনানন্তর পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে

---

* গচ্ছন্তো সুবমাশ্বেন ইতি বা পাঠঃ।৩৩

ফণাসহস্রমালাঢ্যং * বলভদ্রং দদর্শ সঃ।
কুন্দমালাঙ্গমুন্নিদ্র-পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥৩৬॥
বৃতং বাসুকিরম্ভাদ্যৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভিঃ।
সংস্তূয়মানং গন্ধর্ব্বৈর্বনমালাবিভূষিতম্ ॥৩৭॥
দধানমসিতে বস্ত্রে চারুপদ্মাবতংসকম্।
চারুকুণ্ডলিনং মত্তমন্তর্জলতলে স্থিতম্ ॥৩৮॥
তস্যোৎসঙ্গে † ঘনশ্যামমাতাম্রায়তলোচনম্।
চতুর্ব্বাহুমুদারাঙ্গং চক্রাদ্যায়ুধভূষণম্ ॥৩৯॥
পীতে বসানং বসনে চিত্রমাল্য-বিভূষণম্।

লাগিলেন।[৩৫] (তিনি ধ্যান করিতে করিতে) কুন্দমালার ন্যায় শ্বেতবর্ণ, প্রফুল্লকমলসদৃশ, অরুণনয়ন-সুশোভিত বলদেবকে অনন্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।[৩৬] এই অনন্তের সহস্রফণা বিরাজিত রহিয়াছে।[৩৬] বাসুকি রম্ভপ্রভৃতি মহাকায় সর্পগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতেছে। তাঁহার শরীর বনমালাদ্বারা বিভূষিত।[৩৭]

তিনি কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। শিরোভূষণ পদ্ম, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। (কর্ণে) পরমরমণীয় কুণ্ডল রহিয়াছে। তিনি মদদ্বারা মত্ত হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।[৩৮] তাঁহার ক্রোড়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু রহিয়াছেন। এই বিষ্ণু শ্যামবর্ণ, চক্ষুর্দ্বয় আয়ত ও ঈষত্তাম্রবর্ণ, অবয়ব অতীব ঔদার্য্যযুক্ত।[৩৯] ইনি পীতবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া বিচিত্র মাল্যে বিভূষিত থাকাতে ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুন্মালা

---

* ফণাসহস্রমালোক্য ইতি বা পঠনীয়ম্। ৩৬

† অন্যোৎসঙ্গে ইতি বা পঠনীয়ম্। ৩৯

শক্রচাপতড়িন্মালা-বিচিত্রমিব তোয়দম্ ॥৪০॥
শ্রীবৎসবক্ষসং চারু-কেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলম্।
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্ট-পুণ্ডরীকাবতংসকম্* ॥৪১॥
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্মষৈঃ।
বিচিন্ত্যমানং তত্রস্থৈর্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ ॥৪২॥
বলকৃষ্ণৌ তথাক্রূরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ।
সোঽচিন্তয়দ্রথাৎ শীঘ্রং কথমত্রাগতাবিতি ॥৪৩॥
বিবক্ষোঃ স্তম্ভয়ামাস বাচং তস্য জনার্দ্দনঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্রথমভ্যাগতঃ পুনঃ ॥৪৪॥

দ্বারা চিত্রিত মেঘ বলিয়া বোধ হইতেছে।[৪০] ইঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, ভুজচতুষ্টয়ে কেয়ূর ও মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট শোভা বিস্তার করিতেছে। পদ্ম ইঁহার অবতংসস্বরূপ রহিয়াছে। অক্রূর, অদ্ভুতকার্য্যকারী কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ দেখিতে পাইলেন।[৪১] সনন্দন প্রভৃতি যোগসিদ্ধ নিষ্পাপ মহর্ষিগণ, সেই স্থানে থাকিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার সেই রূপ ধ্যান করিতেছেন।[৪২]

অনন্তর, অক্রূর, সেই দুই জনকে বলদেব ও কৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই বলদেব ও কৃষ্ণ, রথ হইতে এত শীঘ্র কিরূপে এখানে আসিলেন।[৪৩] অক্রূর এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ঈদৃশ সময়ে জনার্দ্দন তাঁহার বাক্যস্তম্ভ করিলেন। তখন, তিনি জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া রথের নিকট আগমন করিলেন,[৪৪] এবং দেখিলেন, মনুষ্যশরীর-ধারী রাম ও কৃষ্ণ উভ-

* দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্টং পুণ্ডরীকাবতংসকম্ ইতি পাঠান্তরম্। ৪১।

দদর্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্যোপর্য্যধিষ্ঠিতৌ ।
রামকৃষ্ণৌ যথাপূর্ব্বং মনুষ্যবপুষান্বিতৌ ॥৪৫॥
নিমগ্নশ্চ ততস্তোয়ে স দদর্শ তথৈব তৌ ।
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্ব্ব-মুনিসিদ্ধমহোরগৈঃ ॥৪৬॥
ততো বিজ্ঞাতসদ্ভাবঃ স তু দানপতিস্তর্থা ।
তুষ্টাব সর্ব্ববিজ্ঞান-ময়মচ্যুতমীশ্বরম্ ॥৪৭॥

অক্রূর উবাচ ।

সন্মাত্ররূপিণেঽচিন্ত্য-মহিম্নে পরমাত্মনে ।
ব্যাপিনে নৈকরূপৈক-স্বরূপায় নমো নমঃ ॥৪৮॥
সত্ত্বরূপায় তেঽচিন্ত্য ।* হবির্ভূতায় তে নমঃ ।
নমোঽবিজ্ঞেয়রূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥৪৯॥

য়েই পূর্ব্বের ন্যায় রথে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন।[৪৫] অক্রূর পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইয়া গন্ধর্ব্বগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও মহোরগগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান সেই মূর্ত্তিদ্বয় পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলেন।[৪৬] দানপতি, তখন তাঁহাদের উভয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বিজ্ঞানময় ঈশ্বর অব্যয় কৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।[৪৭]

অক্রূর কহিলেন। তুমি নিত্যস্বরূপ, তোমার মহিমা অচিন্ত্য। তুমি পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি অনেকরূপী হইয়াও অদ্বিতীয়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।[৪৮] হে অচিন্ত্য! তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি যজ্ঞীয় হবিঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। প্রভো! তোমার অন্ত কেহই জানিতে পারে না। তুমি প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।[৪৯] তুমি ভূতাত্মা অর্থাৎ

* সত্যরূপায় তেঽচিন্ত্য ! ইতি বা পাঠনীয়ম্।

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্ ।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥৫০॥
প্রসীদ সর্ব্ব ! সর্ব্বাত্মন্ ! ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ ॥৫১॥
অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্ অনাখ্যেয়প্রয়োজন ।
অনাখ্যেয়াভিধানং ত্বাং নতোঽস্মি পরমেশ্বর* ॥৫২॥
ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ ॥৫৩॥
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্ত-বিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড্যতে ॥৫৪॥

মহাভূতস্বরূপ, তুমি ইন্দ্রিয়াত্মা অর্থাৎ সমুদায় ইন্দ্রিয়স্বরূপ, তুমি প্রধানাত্মা অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ, তুমি আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠিত পুরুষস্বরূপ, তুমি পরমাত্মা অর্থাৎ নিরুপাধি পুরুষস্বরূপ, তুমি এক হইয়াও এই পঞ্চরূপে অবস্থান করিতেছ।[৫০] সর্ব্বাত্মন্ ! তুমি এই জগৎ প্রপঞ্চস্বরূপ, তুমি নিত্য ও অনিত্য, তুমি সকলেরই ঈশ্বর। কেহ তোমাকে ব্রহ্মা, কেহ তোমাকে বিষ্ণু, কেহ তোমাকে মহেশ্বর কল্পনা করিয়া থাকেন।[৫১] পরমেশ্বর ! কোন ব্যক্তিই তোমার স্বরূপ, স্বভাব, প্রয়োজন ও নাম বলিতে সমর্থ নহে। আমি তোমাকে নমস্কার করি।[৫২] নাথ ! তোমাতে নাম রূপ, জাতি প্রভৃতি কল্পনা করা যায় না। তুমি সেই নিত্য বিকাররহিত জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ।[৫৩] এই জগতে কল্পনা ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই উপলব্ধি হয় না, (এই নিমিত্ত লোকে তোমার রূপ কল্পনা করিয়া) কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত ও বিষ্ণু

* নতোঽস্মি পরমেশ্বরম্, ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।৫২

সর্ব্বার্থাস্ত্বমজ বিকল্পনাভিরেতৎ
দেবাদ্যং জগদখিলং ত্বমেব বিশ্বম্।
বিশ্বাত্মংস্ত্বমিতি বিকারভাবহীনঃ
সর্ব্বস্মিন্ ন হি ভবতোঽস্তি কিঞ্চিদন্যৎ ॥৫৫॥
ত্বং ব্রহ্মা পশুপতিরর্য্যমা বিধাতা
ধাতা ত্বং ত্রিদশপতিঃ সমীরণোঽগ্নিঃ।
তোয়েশো ধনপতিরন্তকস্ত্বমেকো-
ভিন্নার্থৈর্জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ ॥৫৬॥
বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপো
বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ।
রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যৎ
জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥৫৭॥

প্রভৃতি নামদ্বারা স্তব করিয়া থাকে।[৫৪] হে অজ! তুমি সমুদায় অভিধেয় বস্তু; বিকল্পনানুসারে তুমি দেবপ্রভৃতি সমুদায় লোক ও সমুদায় বিশ্ব। বিশ্বাত্মন্! তোমার বিকার নাই, পরিণাম নাই। এই জগতে তোমা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না।[৫৫]

তুমি ব্রহ্মা, তুমি পশুপতি, তুমি সূর্য্য, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি ইন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি কুবের, তুমি যম, তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তিদ্বারা এই জগৎ পালন করিতেছ।[৫৬] হে অজ! তুমি সূর্য্যকিরণ রূপে জলবর্ষণ করিয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছ। উৎপত্তি নাশ ও পরিণামবিশিষ্ট যে এই প্রপঞ্চ, ইহাই বিশ্বশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। তোমার নাশ নাই, সুতরাং একমাত্র

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে।
প্রদ্যুম্নায় নমস্তুভ্য-মনিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তুমি সৎ (নিত্য) এই পদের অভিধেয়। তুমি জ্ঞান স্বরূপ ও অব্যয়। তোমাকে নমস্কার করিতেছি।৫৭ তুমি ভগবান্ বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সংকর্ষণ তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রদ্যুম্ন, তোমাকে নমস্কার। তুমিই অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার।৫৮

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, অষ্টাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমোহংশঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

এবমন্তর্জলে বিষ্ণুমভিষ্টূয় স যাদবঃ।*
অর্চ্চয়ামাস সর্ব্বেশং পুষ্পৈধূপৈর্মনোরমৈঃ† ॥১॥
পরিত্যক্তান্যবিষয়ং মনস্তত্র নিবেশ্য সঃ।
ব্রহ্মরূপশ্চিরংস্থিত্বা ‡ বিররাম সমাধিতঃ ॥২॥
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামতিঃ।

পরাশর কহিলেন। যাদব অক্রূর, জলমধ্যে এইরূপে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিয়া পুষ্পদ্বারা ধূপদ্বারা ও অন্যান্য মনোহর উপকরণদ্বারা পূজা করিলেন।[১] তিনি অনন্যহৃদয় হইয়া বিষ্ণুতে মনঃসমাধান পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরে সমাধি হইতে বিরত হইলেন।[২] এই মহামতি অক্রূর, আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া যমুনাজল হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার রথে আগমন করিলেন।[৩] তিনি, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ

* অভিষ্টূয় স যাদবঃ ইতি বা পঠ্যতাম্। ১
† মনোময়ৈঃ ইত্যপি পাঠঃ। ১
‡ ব্রহ্মভূতশ্চিরং স্থিত্বা ইতি বা পঠনীয়ম্। ২

আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাম্ভসঃ ॥৩॥
রামকৃষ্ণৌ চ দদৃশে যথাপূর্ব্বং রথে স্থিতৌ।
বিস্মিতাক্ষস্তদাক্রূরস্তঞ্চ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত ॥৪॥
নূনং তে দৃষ্টমাশ্চর্য্যমক্রূর যমুনাজলে।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ ॥৫॥

অক্রূর উবাচ।

অন্তর্জ্জলে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তত্র ময়াচ্যুত।
তদত্রাপি হি পশ্যামি মূর্ত্তিমৎ পুরতঃ স্থিতম্ ॥৬॥
জগদেতন্মহাশ্চর্য্যং রূপং যস্য মহাত্মনঃ।
তেনাশ্চর্য্যবরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ ॥৭॥
তৎ কিমেতেন মথুরাং ব্রজামো মধুসূদন।
বিভেমি কংসাদ্ধিগ্ জন্ম পরপিণ্ডোপজীবিনাম্ ॥৮॥

রথে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন, "অক্রূর! তোমার নয়নদ্বয় বিস্ময় দ্বারা উৎফুল্ল হইয়াছে। আমার বোধ হয়, তুমি যমুনাজলে কোন আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া থাকিবে।"

অক্রূর কহিলেন, অচ্যুত! আমি জল মধ্যে যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, এখানেও সম্মুখেই তাহা মূর্ত্তিমান্ দেখিতেছি। এই মহাশ্চর্য্যময় জগৎ যে মহাত্মার একটি মূর্ত্তি, তুমিই সেই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ, আমি তোমার সহিত একত্র হইয়াছি। মধুসূদন! আর এসমুদায় কথায় প্রয়োজন নাই। চল এক্ষণে মথুরায় যাওয়া যাউক; আমি কংস হইতে ভীত হইতেছি। যাহারা পরপিণ্ডোপজীবী তাহাদিগকে ধিক্। অক্রূর এই কথা বলিয়া, বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্বগণকে চালনা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি,

ইত্যুক্ত্বা নোদয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ ।
সংপ্রাপ্তশ্চাতিসায়াহ্নে সোঽক্রূরো মথুরাং পুরীম্ ॥৯

বিলোক্য মথুরাং কৃষ্ণং রামঞ্চাহ স যাদবঃ ।
পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীর্য্যৌ রথেনৈকো বিশাম্যহম্ ॥১০॥

গন্তব্যং বসুদেবস্য ভবদ্ভ্যাং ন তথা গৃহম্ ।
যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ স কংসেন নিরস্যতে ॥১১॥

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সোঽক্রূরো মথুরাং পুরীম্ ।
প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গমুপাগতৌ ॥১২॥

স্ত্রীভির্নরৈশ্চ সানন্দং লোচনৈরভিবীক্ষিতৌ ।
জগ্মতুর্লীলয়া বীরৌ দৃপ্তৌ বালগজাবিব* ॥১৩॥

সন্ধ্যার সময় মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।[৯] অনন্তর যাদব অক্রূর, রাম ও কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন। তোমরা দুই জন মহাবীর একত্র হইয়া পদব্রজে গমন কর। আমি রথারোহণ পূর্ব্বক পুরীতে প্রবেশ করিতেছি।[১০] তোমরা প্রথমতঃ বসুদেবের গৃহে প্রবেশ করিও না, কারণ কংস তোমাদের নিমিত্তই সেই নিরপরাধ বৃদ্ধকে তাড়না করিয়া থাকে।[১১]

পরাশর কহিলেন। অক্রূর এই কথা বলিয়া একাকী মথুরায় প্রবেশ করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ রাজপথ অবলম্বন করিয়া তথায় গমন করিতে লাগিলেন।[১২] মথুরাস্থিত স্ত্রী পুরুষ সকলেই, আনন্দের সহিত তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকে অবলোকন করিতে লাগিল। বীর ভ্রাতৃদ্বয়ও দৃপ্ত মাতঙ্গপোতের ন্যায় লীলাগতি অবলম্বন পূর্ব্বক চলিলেন।[১৩] প্রফুল্লবদন রাম ও কৃষ্ণ গমন করিতে

* [illegible] বালগজাবিব ইতি পাঠান্তরম্ ।১৩

ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্‌।
অযাচেতাং স্বরূপাণি বাসাংসি রুচিরাননৌ ॥১৪॥
কংসস্য রজকঃ সোঽথ প্রসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ।
বহূন্যাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈরামকেশবৌ ॥১৫॥
ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাস কোপেন রজকস্য শিরো ভুবি ॥১৬॥
হত্বাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ।
কৃষ্ণরামৌ মুদা যুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥১৭॥
বিকাশি-নেত্রযুগলো মালাকারোঽতিবিস্মিতঃ।
এতৌ কস্য কুতো বৈতৌ মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥১৮
পীতনীলাম্বরধরৌ তৌ দৃষ্ট্বাতিমনোহরৌ।

করিতে দেখিলেন, বস্ত্র-রঞ্জনকারী রজক গমন করিতেছে। তখন, তাঁহারা ঐ রজকের নিকট উত্তম বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন।[১৪] এই ব্যক্তি কংসের রজক, কংস ইহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে, বিলক্ষণ গর্ব্বিত হইয়াছিল, সুতরাং সে রাম ও কৃষ্ণকে যার পর নাই তিরস্কার করিতে লাগিল।[১৫] তখন কৃষ্ণ রোষপরতন্ত্র হইয়া প্রহারদ্বারা সেই দুরাত্মার মস্তক ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।[১৬] রাম ও কৃষ্ণ রজকের প্রাণনাশ পূর্ব্বক, নীল ও পীত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া উভয়ে পরিধান করিলেন। পরে, তাঁহারা পরিতুষ্ট-হৃদয় হইয়া মালাকারের গৃহে উপস্থিত হইলেন।[১৭] মৈত্রেয়! মালাকার তাঁহাদের উভয়কে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হৃদয়ে প্রীতিপ্রফুল্ল-নয়নে, ইঁহারা কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিল।[১৮] মালাকার তাঁহাদিগকে নীল ও পীত বসনধারী ও মনোহর রূপযুক্ত দেখিয়া

স তর্কয়ামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতৌ ॥১৯॥
বিকাশিমুখপদ্মাভ্যাং তাভ্যাং পুষ্পাণি যাচিতঃ।
ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পস্পর্শ শিরসা মহীম্ ॥২০॥
প্রসাদপরমৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ।
ধন্যোঽহমর্চ্চয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মাল্যজীবকঃ ॥২১॥
ততঃ প্রহৃষ্টবদনঃ তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ।
চারূণ্যেতান্যথৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্ ॥২২॥
পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারো নরোত্তমৌ।
দদৌ পুষ্পাণি চারূণি গন্ধবন্ত্যমলানি চ ॥২৩॥
মালাকারায় কৃষ্ণোঽপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান্।

মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, ইহাঁরা দেবতা, এক্ষণে পৃথিবীতে আসিয়াছেন।[১৯] এই মালাকার, প্রফুল্লবদন রাম ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুষ্প ও মাল্য যাচিত হওয়াতে ভুজদ্বয় দ্বারা পৃথিবী আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক ভূতলে নত করিয়া (অষ্টাঙ্গে) প্রণাম করিল[২০] পরে, সেই মাল্যজীবী কহিল, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আমি ধন্য, অদ্য আমি আপনাদের অর্চ্চনা করিব।[২১] অনন্তর, মালাকার প্রফুল্লবদন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে নানাপ্রকার রমণীয় পুষ্প প্রদান করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল, এই পুষ্প ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই পুষ্প ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।[২২] এইরূপে মালাকার, পুরুষোত্তম রাম ও কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নানাপ্রকার মনোহর, নির্ম্মল ও সুগন্ধ পুষ্প সমুদায় প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতে লাগিল।[২৩] তখন কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন, ও কহিলেন; ভদ্র! লক্ষ্মী আমার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন,

শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র! ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি*॥২৪

বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিস্তথৈব চ।

যাবদ্দিনানি তাবচ্চ ন নশিষ্যতি সন্ততিঃ ॥২৫॥

ভুক্ত্বা চ বিপুলান্ ভোগাংস্ত্বমন্তে মৎপ্রসাদজম্।

মমানুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যং লোকমবাপ্স্যসি ॥২৬॥

ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র! সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।

যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥২৭॥

নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ।

সংপ্রাপ্স্যতি মহাভাগ! যাবৎ সূর্য্যো ধরিষ্যতি॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তদ্গৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।

তিনি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না।[২৪] সৌম্য! তোমার কখনও বলহানি বা ধনহানি হইবে না এবং তোমার বংশ চির-কাল এই পৃথিবীতে থাকিবে।[২৫] তুমিও বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া, পরিশেষে আমার অনুগ্রহে আমাকে স্মরণ করিয়া দেব-লোকে গমন করিবে।[২৬] ভদ্র! তোমার মন চিরকালই ধর্ম্মপথে থাকিবে; যাহারা তোমার বংশে উৎপন্ন হইবে, তাহারা সুদীর্ঘ পরমায়ু ভোগ করিবে।[২৭] মহাভাগ! যে পর্য্যন্ত দিবাকর অবস্থান করিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পাইবে না।[২৮]

পরাশর কহিলেন। মহর্ষে! বলদেব ও কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া,

* ন কদাচিৎ ত্যজিষ্যতি ইতি কচিৎ পাঠঃ।২৪

নির্জ্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠ। মালাকারেণ পূজিতঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
মথুরাপ্রবেশো নাম
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মালাকার কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।[২৯]

বিষ্ণুপুরাণ-পঞ্চমাংশ মথুরাগমন নামক
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্।
দদর্শ কুব্জামায়ান্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥১॥
তামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্যেদমনুলেপনম্।
ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে! ॥২॥
সকামেনেব সা প্রোক্তা সানুরাগা হরিং প্রতি।
প্রাহ সা ললিতং কুব্জা তদ্দর্শনবলাৎ কৃতা ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর, কৃষ্ণ রাজপথে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, নবযৌবন-সম্পন্না কুব্জা চন্দন প্রভৃতি অনুলপনের পাত্র হস্তে লইয়া গমন করিতেছে।[১] কৃষ্ণ তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন, পদ্মলোচনে! কাহার নিমিত্ত এই অনুলেপন লইয়া যাইতেছ, সত্য করিয়া বল।[২] কৃষ্ণ সানুরাগ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে কুব্জা তাঁহার রূপ দর্শনে আকৃষ্টহৃদয়া ও সকামা হইয়া মধুর বাক্যে কহিল।[৩] নাথ! আপনি কি জানেন না,

---

সকামেনৈব সা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।৩

কান্ত কস্মান্ন জানাসি কংসেনাভিনিযোজিতাম্।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্ম্মণি ॥৪॥
নান্যপিষ্টং হি কংসস্য প্রীতয়ে হ্যনুলেপনম্।
ভবত্যহমতীবাস্য প্রসাদধনভাজনম্ ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সুগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥৬॥

পরাশর উবাচ।

শ্রুত্বৈতদাহ সা কুব্জা গৃহ্যতামিতি সাদরম্।
অনুলেপনঞ্চ প্রদদৌ* গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ ॥৭॥
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ।

আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের অনুলেপন সম্পাদনে নিযুক্তা আছি।" অন্য কোন রমণী অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া দিলে, কংসের মনোনীত হয় না, এই জন্য তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, সুমুখি! এই মনোহর সুগন্ধ অনুলেপন রাজা ভোগ করিয়া থাকেন, অতএব আমাদের গাত্রের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ অনুলেপন প্রদান কর।"

পরাশর কহিলেন, কুব্জা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্ব্বক কহিল, আপনাদের যাহা আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করুন। পরে কুব্জা রাম ও কৃষ্ণের গাত্রের উপযুক্ত বর্ণানুরূপ অনুলেপন প্রদান করিল।" যখন গাত্রে অনুলেপন প্রদত্ত হয়, তখন, পুরুষ-

* অনুলেপনঞ্চ দদৌ ইতি বা পঠনীয়ম্।

স্বেন্দ্রচাপৌ বিরাজেতাং সিতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥৮॥
ততস্তাং চিবুকে শৌরিরুল্লাপনবিধানবিৎ।
উৎপাট্য তোলয়ামাস ব্যঙ্গুষ্ঠেনাগ্রপাণিনা* ॥৯॥
চকর্ষ পদ্ভ্যাঞ্চ তথা ঋজুত্বং কেশবোঽনয়ৎ।
ততঃ সা ঋজুতাং প্রাপ্তা যোষিতামভবদ্বরা ॥১০॥
বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ভভরালসম্।
বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ ॥১১॥
আয়াস্যে ভবতীগেহমিতি তাং প্রহসন্ হরিঃ।
বিসসর্জ্জ জহাসোচ্চৈ-রামস্যালোক্য চাননম্ ॥ ১২॥

শ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণের কপোল, বক্ষঃস্থল ও ভুজপ্রভৃতি অঙ্গবিশেষে কুঙ্কুম চন্দন প্রভৃতি দ্বারা পত্রভঙ্গী বিরচিত হইলে, তাঁহারা ইন্দ্রচাপের সহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮ অনন্তর, ঋজুকর্ম্মবিধানজ্ঞ কৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণ করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিলেন ৯ এবং পদদ্বয় দ্বারা তাহার নিম্নদেশ আকর্ষণ করিয়া তাহার শরীর সরল করিয়া দিলেন। কুব্জা, তখন সরল শরীর প্রাপ্ত হইয়া রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইল। ১০ পরে, কুব্জা কটাক্ষবীক্ষণ প্রভৃতি বিলাস ও প্রেম দ্বারা মন্থরতা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের বস্ত্র ধরিয়া কহিল, এক্ষণে আপনি আমার গৃহে চলুন। ১১ কৃষ্ণ, হাস্য করিয়া কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ পরে তোমার গৃহে আসিব। কৃষ্ণ, এই কথা বলিয়া কুব্জাকে বিদায় করিয়া বলদেবের মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য

---

* অঙ্গুলেনাগ্রপাণিনা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ নীলপীতাম্বরৌ চ তৌ।
ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপশোভিতৌ ॥১৩॥
আযোগঞ্চ ধনূরত্নং* তাভ্যাং পৃষ্টৈশ্চ রক্ষিভিঃ।
আখ্যাতে সহসা কৃষ্ণো গৃহীত্বাপূরয়দ্ধনুঃ ॥১৪॥
ততঃ পূরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ।
চকার সুমহাশব্দং মথুরা যেন পূরিতা ॥ ১৫॥
অনুযুক্তৌ ততস্তৌ তু ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ।
রক্ষিসৈন্যং নিকৃত্যোভৌ নিষ্ক্রান্তৌ কার্ম্মুকালয়াৎ ॥১৬॥
অক্রূরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ।

করিতে লাগিলেন।[১২] কুঙ্কুম চন্দনাদিকৃত পত্ররচনা দ্বারা অনুলিপ্তশরীর নীল ও পীত বসনধারী বিচিত্র পুষ্পমালা সুশোভিত কৃষ্ণ ও বলদেব ধনুঃশালাতে গমন করিলেন।[১৩] তাঁহারা রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কোন্ উৎকৃষ্ট শরাসনের পূজা ও মহোৎসব হইবে। রক্ষকগণ উৎকৃষ্ট শরাসন দেখাইয়া দিল; কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা যোজনা করিলেন।[১৪] পরে তিনি, সেই শরাসনে জ্যা যোজনা করিয়া তাহা বলপূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন, ধনুর্ভঙ্গ কালে, একটী মহাশব্দ উৎপন্ন হইয়া মথুরানগরীস্থিত সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।[১৫] কৃষ্ণ ধনুর্ভঙ্গ করিবামাত্র রক্ষকগণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। যে সমুদায় সৈন্য রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কৃষ্ণ তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া কর্ম্মুকাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।[১৬]

এ দিকে, কংস যখন শুনিতে পাইল যে, অক্রূর আসিয়াছেন,

* আযোগাঞ্চ ধনূরত্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।১৪

ভগ্নং শ্রুত্বাথ কংসোঽপি প্রাহ চানূরমুষ্টিকৌ ॥১৭॥

কংস উবাচ।

গোপালদারকৌ প্রাপ্তৌ ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাগ্রতঃ।
মল্লযুদ্ধেন হন্তব্যৌ মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥১৮॥
নিযুদ্ধে তদ্বিনাশেন ভবদ্ভ্যাং তোষিতো হ্যহম্।
দাস্যাম্যভিমতান্ কামান্ নান্যথৈতন্মহাবলৌ ॥১৯॥
ন্যায়তোঽন্যায়তো বাপি ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাহিতৌ*।
হন্তব্যৌ তদ্বধাদ্রাজ্যং সামান্যং নো ভবিষ্যতি ॥২০॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য স তৌ মল্লৌ ততশ্চাহূয় হস্তিপম্।
প্রোবাচোচ্চৈস্ত্বয়া মেঽদ্য সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ ॥২১॥

ও কৃষ্ণও ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছেন, তখন তিনি চানূর ও মুষ্টিক নামক দৈত্যদ্বয়কে কহিলেন। ১৭

(কংস কহিলেন) যাহারা আমার প্রাণ বিনাশ করিবে, সেই গোপবালকদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমারা দুই জনে আমার সম্মুখেই মল্লযুদ্ধ দ্বারা তাহাদের উভয়কে বিনাশ কর। ১৮ মহাবল চানূর! ও মহাবল মুষ্টিক! মল্লযুদ্ধ দ্বারা তোমরা ঐ গোপকুমারদ্বয়কে যখন বধ করিবে, তখন, আমি তোমাদিগের প্রতি এইরূপ পরিতুষ্ট হইব যে, যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। ১৯ এই দুইটী বালক আমার শত্রু, তোমরা ন্যায় যুদ্ধেই পার, বা অন্যায় যুদ্ধেই পার, যে রূপে হউক, ইহাদের দুই জনকে বধ কর। তোমরা ইহাদিগকে বিনাশ করিলে, রাজ্যের অর্দ্ধাংশভাগী হইবে। ২০ কংস মল্লদ্বয়কে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া মাহুতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, অদ্য তুমি আমার সভাভবনের দ্বারে, কুবলয়াপীড়

* ভবদ্ভ্যাং তৌ সমাহিতৌ ইতি বা পাঠান্তরম্। ২০

স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়স্তেন তৌ গোপদারকৌ।
ঘাতনীয়ৌ নিযুদ্ধায় রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ ॥২২॥
তমথাজ্ঞাপ্য* দৃষ্ট্বা চ মঞ্চান্ সর্ব্বানুপাকৃতান্।
আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥২৩॥
ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ।
রাজমঞ্চেষু চারূঢ়াঃ সহামাত্যৈর্ম্মহীভৃতঃ ॥২৪॥
মল্লপ্রাশ্নিকবর্গশ্চ রঙ্গমধ্যসমীপতঃ।
কৃতঃ কংসেন কংসোঽপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ ॥২৫॥

নামক প্রকাণ্ড হস্তীকে রাখিবে। যখন ঐ গোপকুমারদ্বয়, মল্ল যুদ্ধের নিমিত্ত রঙ্গ দ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন তুমি হস্তীদ্বারা উঁহাদিগকে বিনাশ করিবে।[২২] কংস মাহুতের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (উপবেশনের নিমিত্ত) মঞ্চ সমুদায় কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। (সে জানিতে পারিল না যে) তাহার মৃত্যুকাল নিকট বর্ত্তী হইয়াছে।[২৩]

অনন্তর, নগরবাসী জনগণ মঞ্চ সমুদায়ে উপবেশন করিল। রাজগণও অমাত্যগণের সহিত রাজোপযুক্ত মঞ্চ সমুদায়ে আরূঢ় হইলেন।[২৪] যাঁহারা মল্লযুদ্ধের ন্যায় অন্যায় ও ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন, কংস তাঁহাদিগকে সকলের অগ্রে বসাইল। কংস স্বয়ং একটী উচ্চ মঞ্চে উপবেশন করিল।[২৫] অন্তঃপুরচারিণী রমণীদিগের নিমিত্ত যে একটী স্বতন্ত্র মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। একটী মঞ্চে প্রধান প্রধান

---

* তমপাজ্ঞাপ্য ইতি বা পাঠান্তরম্। ২৩

অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ তথান্যে পরিকল্পিতাঃ।
অন্যে চ বারমুখ্যানামন্যে নাগরযোষিতাম্॥২৬॥
নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষ্বন্যেষ্ববস্থিতাঃ।
অক্রূরবসুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ॥২৭॥
নাগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগৃদ্ধিনী।
অন্তকালেঽপি পুত্রস্য দ্রক্ষ্যামি রুচিরং মুখম্॥২৮॥
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু চানূরে চাপি বল্গতি।
হাহাকারপরে লোকে আস্ফোটয়তি মুষ্টিকে॥২৯॥
হত্বা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রণোদিতম্।
মদাসৃগনুলিপ্তাঙ্গৌ গজদন্তবরায়ুধৌ॥ ৩০॥
মৃগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্ব্বলীলাবলোকিতৌ।

বরনারীগণ ও অপর একটী মঞ্চে নগরীস্থ অবরোধগণ অবস্থিতি করিল।[২৬] নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ অন্য একটী মঞ্চে আরূঢ় হইলেন। অক্রূর ও বসুদেব মঞ্চের এক প্রান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।[২৭] নগরবাসিনী কামিনীদিগের মধ্যে দেবকী পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর মুখকমল দেখিয়া লই।[২৮]

অনন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। মত্ত বলবান্ চানূর ও মুষ্টিক, যখন বাহ্বাস্ফোটন করিতে আরম্ভ করিল, তখন চতুর্দ্দিকেই হাহা শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।[২৯] অনন্তর বলদেব ও কৃষ্ণ হস্তিপ কর্ত্তৃক প্রেরিত কুবলয় নামক হস্তীকে বিনাশ করিয়া তদীয় মদ ও রক্তে লিপ্ত শরীর হইয়া প্রকাণ্ড গজদন্ত রূপ আয়ুধ ধারণ

* চানূরে চ বলাভিগে ইতি বা পাঠঃ।

প্রবিষ্টৌ সুমহারঙ্গং বলভদ্রজনার্দ্দনৌ ॥৩১॥
হাহাকারো মহান্ যজ্ঞে সর্ব্বমঞ্চেষ্বনন্তরম্।
কৃষ্ণোঽয়ং বলভদ্রোঽয়মিতি লোকস্য বিস্ময়ঃ ॥৩২॥
সোঽয়ং যেন হতা ঘোরা পূতনা সা নিশাচরী।
ক্ষিপ্তঞ্চ শকটং যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ ॥৩৩॥
সোঽয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্ত্তারুহ্য বালকঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সপ্তরাত্রং মহাগিরিঃ ॥ ৩৪॥
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী লীলয়ৈব মহাত্মনা।
নিহতা যেন দুর্বৃত্তা দৃশ্যতাং সোঽয়মচ্যুতঃ ॥৩৫॥
অয়ঞ্চাস্য মহাবাহুর্ব্বলভদ্রোঽগ্রজোঽগ্রতঃ।

পুষ্পক মৃগমধ্যে যেমন সিংহ প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় গর্ব্ব ও লীলার সহিত চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে করিতে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন।[৩১] কৃষ্ণ ও বলদেব, রঙ্গমধ্যে আগমন করিবামাত্র সমুদায় মঞ্চেই হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। ইনি কৃষ্ণ, ইনিই বলভদ্র, এই বলিয়া প্রায় সকলেই বিস্ময় পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।[৩২] যিনি পূতনা নাম্নী ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছিলেন, ইনিই সেই কৃষ্ণ। যিনি শকট উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, ইনিই সেই কৃষ্ণ। যিনি যমলার্জ্জুন ভগ্ন করিয়াছিলেন (ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ)[৩৩] যে বালক কালিয় নামক নাগরাজের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, যিনি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত মহাগিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ।[৩৪] যে মহাত্মা অবলীলাক্রমে দুর্বৃত্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ, দর্শন কর।[৩৫] ইঁহার সম্মুখে যে মহাবাহু রহিয়াছেন, ইনি ইঁহার জ্যেষ্ঠ-

প্রয়াতি লীলয়া যোষিন্মনোনয়ননন্দনঃ ॥৩৬॥
অয়ং স কথ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ পুরাণার্থাবলোকিভিঃ।
গোপালো যাদবং বংশং মগ্নমভ্যুদ্ধরিষ্যতি* ॥৩৭॥
অয়ং স সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরখিলজন্মনঃ।
অবতীর্ণো মহীমংশো নূনং ভারহরো ভুবঃ ॥৩৮॥
ইত্যেবং বর্ণিতে পৌরৈ-রামে কৃষ্ণে চ তৎক্ষণাৎ।
উরস্তুতাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্নুতপয়োধরম্ ॥৩৯॥
মহোৎসবমিবাসাদ্য পুত্রাননবিলোকনম্।
যুবেব বসুদেবোঽভূদ্বিহায়াভ্যাগতাং জরাম্ ॥৪০॥
বিস্তারিতাক্ষিযুগলো রাজান্তঃপুরযোষিতাম্।

ভ্রাতা, ইঁহার নাম বলভদ্র। এই বলভদ্র রমণীগণের মন ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিয়া লীলাপূর্ব্বক গমন করিতেছেন।[৩৬] পৌরাণিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই গোপালই (ক্লেশ সাগরে) মগ্ন যদুবংশ উদ্ধার করিবেন।[৩৭] ইনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর অবতার। ইনি পৃথিবীর ভার অপনয়নের নিমিত্ত অংশ দ্বারা মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।[৩৮] পৌরগণ রাম ও কৃষ্ণ বিষয়ে এই রূপ বর্ণনা করিলে, দেবকীর হৃদয় পরিতাপযুক্ত হইল এবং স্নেহপ্রযুক্ত তাহাতে স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।[৩৯] বসুদেব, পুত্রমুখদর্শনজনিত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াই জরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুবার ন্যায় বল ধারণ করিলেন।[৪০] রাজাদিগের অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা এবং নগরবাসী স্ত্রীগণ, নয়ন বিস্তার পূর্ব্বক কৃষ্ণকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা নিমেষমাত্রও দর্শনে বিরত হইল না।[৪১] (তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল)

* মগ্নমপ্যুদ্ধরিষ্যতি ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।৩৭

নাগরস্ত্রীসমূহশ্চ দ্রষ্টুং ন বিররাম তম্ ॥৪১॥
সখ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য মুখমত্যরুণেক্ষণম্।
গজযুদ্ধকৃতায়াস-স্বেদাম্বুকণিকাচিতম্ ॥৪২॥
বিকাশি-শরদম্ভোজমবশ্যায়জলোক্ষিতম্।
পরিভূয় স্থিতং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশোঃ ॥৪৩॥
শ্রীবৎসাঙ্কং মহদ্ধাম বালস্যৈতদ্বিলোক্যতাম্।
বিপক্ষক্ষপণং বক্ষো ভুজযুগ্মঞ্চ ভামিনি ॥৪৪॥
কিন্ন পশ্যসি কুন্দেন্দু-মৃণালধবলাননম্।
বলভদ্রমিমং নীলপরিধানমুপাগতম্ ॥৪৫॥
বল্গতা মুষ্টিকেনৈতচ্চানূরেণ তথা সখি।
ক্রিয়তে বলভদ্রস্য হাস্যমীষদ্বিলোক্যতাম্ ॥৪৬॥
সখ্যঃ পশ্যত চানূরং নিযুদ্ধার্থময়ং* হরিম্।

সখীগণ! অরুণনয়ন-সুশোভিত কৃষ্ণের মুখকমল দর্শন কর। গজের সহিত যুদ্ধ করাতে ইঁহার যে পরিশ্রম হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঘর্ম্মকণা নির্গত হওয়াতে ঐ মুখ কেমন সুন্দর হইয়াছে।[৪২] হিমকণাদ্বারা অলঙ্কৃত শরৎকালীন প্রফুল্ল কমলও ঐ মুখের নিকট পরাজিত হইতেছে। (এক্ষণে ঐ মুখ অবলোকন করিয়া) জন্ম সফল ও নয়ন চরিতার্থ কর।[৪৩] সখি! এই বালকের শ্রীবৎস চিহ্নিত ও লক্ষ্মীর আশ্রয় বক্ষঃস্থল অবলোকন কর। শত্রুপক্ষ বিনাশক ইঁহার বাহুযুগলও কেমন দেখ।[৪৪] তোমরা কি দেখিতেছ না, কুন্দ, চন্দ্র ও মৃণালের ন্যায় ধবলমুখ, নীল বসন পরিধান বলভদ্রও ঐ ইঁহার সহিত আসিয়াছেন।[৪৫] সখি! মুষ্টিক ও চানূর এই

* "চানূরো নিযুদ্ধার্থময়ম্" ইতি কেচিৎ বদন্তি।

সমুপৈতি ন সন্ত্যত্র কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ ॥৪৭॥
ক্ব যৌবনোন্মুখীভূত-সুকুমারতনুর্হরিঃ।
ক্ব বজ্রকঠিনাভোগি-শরীরোঽয়ং মহাসুরঃ ॥৪৮॥
ইমৌ সুললিতৌ রঙ্গে বর্ত্তেতে নবযৌবনৌ।
দৈতেয়মল্লাশ্চাণূর-প্রমুখাস্ত্বতিদারুণাঃ ॥৪৯॥
নিযুদ্ধ-প্রাশ্নিকানান্তু মহানেষ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বালবলিনোর্যুদ্ধং মধ্যস্থৈঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥৫০॥

পরাশর উবাচ।

ইত্থং পুরস্ত্রীলোকস্য বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্।
ববল্গ বদ্ধকক্ষোঽন্তর্জ্জনস্য ভগবান্ হরিঃ ॥৫১॥

দৈত্যাধম, শরীর আস্ফালন করাতে, বলদেবের ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইতেছে, দর্শন কর।[৪৬] সখি! ঐ দেখ, চাণূর মল্লযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। এখানে কি ন্যায়-কারী কোন বৃদ্ধ উপস্থিত নাই?[৪৭] যৌবনোন্মুখ সুকুমার-শরীর কৃষ্ণ এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন-শরীর মহাসুর চাণূর. এই উভয়ে কি কখনও পরস্পর সমকক্ষ হইতে পারে?[৪৮] এই রঙ্গস্থলে নব-যৌবন-সম্পন্ন সুকুমার-শরীর রাম ও কৃষ্ণ এক দিকে, এবং চাণূর প্রভৃতি অতিদারুণ দৈত্য মল্লগণ এক দিকে, ইহা কি ন্যায়ানুগত হইয়াছে?[৪৯] যাঁহারা মল্লযুদ্ধের ন্যায় অন্যায় বিচার করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ত্রুটী ও অন্যায় হইতেছে, কারণ তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া কি প্রকারে বালকের সহিত বলবান্‌কে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিতেছেন।[৫০]

পরাশর কহিলেন। পুরস্ত্রীগণ এইরূপ বলিতেছে, ঈদৃশ সময়ে ভগবান্ হরি, বদ্ধপরিকর হইয়া ঈদৃশ আস্ফোটন ও মুত্য করিতে

বলভদ্রোঽপি চাস্ফোট্য ববল্গ ললিতং যদা*।
পদে পদে তদা ভূমির্যন্ন শীর্ণা তদদ্ভুতম্ ॥৫২॥
চানূরেণ তদা কৃষ্ণো যুযুধেঽমিতবিক্রমঃ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈত্যো বলভদ্রেণ মুষ্টিকঃ ॥৫৩॥
সন্নিপাতাবধূতৈস্তু চানূরেণ সমং হরিঃ।
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব কীলবজ্রনিপাতনৈঃ।
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘাতৈস্তথা বাহুবিঘট্টিতৈঃ।
পাদোদ্ধূতৈঃ প্রসৃষ্টৈশ্চ তয়োর্যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥৫৪॥
অশস্ত্রমতিঘোরং তৎ তয়োর্যুদ্ধং সুদারুণম্।
বলপ্রাণবিনিষ্পাদ্যং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৫৫॥

লাগিলেন যে, তাহাতে পৃথিবী বিচলিত হইল।[৫১] বলভদ্রও সেই সময়ে আস্ফালন পূর্ব্বক ঈদৃশ নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন যে, পৃথিবী তখন তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে যে শীর্ণ হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্য।[৫২] অসীম-পরাক্রমশালী কৃষ্ণ চানূরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মল্লযুদ্ধ-কুশল মুষ্টিক নামক দৈত্যও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।[৫৩] চানূর ও কৃষ্ণ পরস্পর সংশ্লেষ দ্বারা, নিম্ন-পাতন দ্বারা, আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষেপণ দ্বারা, মুষ্ট্যাঘাতদ্বারা, বজ্রপাত সদৃশ কীল প্রহারদ্বারা, প্রস্তরাঘাতসদৃশ জানুর আঘাতদ্বারা, বাহুবিঘট্টন দ্বারা, চরণযোগে উৎক্ষেপদ্বারা, ও সর্ব্বাবয়ব সংশ্লেষদ্বারা মহা-যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৫৪] এই সমাজোৎসবে, চানূর ও কৃষ্ণ শস্ত্ররহিত, অতীব ভীষণ বীরত্বসাধ্য ও বলসাধ্য অতি ঘোর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।[৫৫] চানূর কৃষ্ণের সহিত যতবার যে বিষয়ে

---

* ললিতং পদা ইতি বা পঠনীয়ম্।৫২

যাবদ্যাবচ্চ চানূরো যুযুধে হরিণা সহ।
প্রাণহানিমবাপাগ্র্যাং তাবত্তাবল্লবাল্লবম্ ॥৫৬॥
কৃষ্ণোঽপি যুযুধে তেন লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ।
খেদাচ্চালয়তা কোপাৎ নিজশেখরকেসরম্ ॥৫৭॥
বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা চানূরকৃষ্ণয়োঃ।
বারয়ামাস তূর্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ॥৫৮॥
মৃদঙ্গাদিষু তূর্য্যেষু প্রতিষিদ্ধেষু তৎক্ষণাৎ।
খে সঙ্গতান্যবাদ্যন্ত দেবতূর্য্যাণ্যনেকশঃ ॥৫৯॥
জয় গোবিন্দ! চানূরং জহি কেশব! দানবম্।
ইত্যন্তর্দ্ধানগা দেবাস্তদোচুরতিহর্ষিতাঃ ॥৬০॥
চানূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ।

যুদ্ধ করিল, তত্তাবৎ সেই বিষয়েই তাহার কিছু কিছু বলক্ষয় হইতে লাগিল।[৫৬] জগন্ময় কৃষ্ণ, চানুরের সহিত অবলীলাক্রমে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। চানূর ক্রমশ ক্লান্ত হওয়াতে তাহার শেখর স্থিত কেশর কম্পিত হইতে লাগিল।[৫৭] অনন্তর কংস যখন দেখিল যে, কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি ও চানুরের বলক্ষয় হইতেছে, তখন ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া রণতূর্য্য বাজাইতে নিবারণ করিল।[৫৮] এদিকে যে সময় কংসকর্ত্তৃক মৃদঙ্গ প্রভৃতি তূর্য্যধ্বনি নিবারিত হইল, সেই সময়েই আকাশপথে বহুসংখ্য দেব-দুন্দুভি বাজিতে আরম্ভ হইল।[৫৯] এই সময়ে দেবগণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া অন্তরালে থাকিয়াই কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও, কেশব! তুমি ঐ চানূরনামক দৈত্যকে বিনাশ কর।[৬০] পরে মধুসূদন কৃষ্ণ চানূরের সহিত অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিয়া বিনাশ করিবার অভিলাষে তাহাকে

উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বধায় কৃতোদ্যমঃ ॥৬১॥
ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ।
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥৬২॥
ভূমাবাস্ফোটিতস্তেন চানূরঃ শতধা ব্রজৎ।
রক্তস্রাব-মহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুবম্ ॥৬৩॥
বলদেবোঽপি তৎকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ।
যুযুধে দৈত্যমল্লেন চানূরেণ যথা হরিঃ ॥৬৪॥
সোঽপ্যেনং মুষ্টিনা মূর্দ্ধি বক্ষস্যাহত্য জানুনা।
পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়ুষম্ ॥৬৫॥
কৃষ্ণস্তোসলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্।
বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৬৬॥

উত্তোলন করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন।[৬১] পরে সেই শত্রু-বিজেতা কৃষ্ণ, এই দৈত্যমল্লকে শতবার ভ্রমণ করাইয়া আকাশপথেই গতায়ু করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলেন।[৬২] চানূর ভূমিতে নিঃক্ষিপ্ত হইবামাত্র শতধা বিদীর্ণ হইল। তাহার শোণিতস্রাবদ্বারা তত্রত্য ভূমি পঙ্কময় হইয়া গেল।[৬৩]

এই সময় মহাবল বলদেবও কৃষ্ণ যেমন চানূরের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহার ন্যায় মুষ্টিক নামক দৈত্য মল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৬৪] তিনি মুষ্টি দ্বারা মুষ্টিকের মস্তকে প্রহার করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানুদ্বারা আঘাত করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক জীবন শেষ করিলেন।[৬৫] তৎপরে কৃষ্ণ, তোসলক নামে মহাবল মল্লরাজকে যুদ্ধার্থ আসিতে দেখিয়া বামমুষ্টি প্রহারদ্বারাই তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন।[৬৬] এই রূপে যখন মহামল্ল চানূর বিনিহত হইল,

চানূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে বিনিপাতিতে।
নীতে ক্ষয়ং তোসলকে* সর্ব্বে মল্লাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৬৭
ববল্গতুস্তদা রঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ।
সমানবয়সো গোপান্ বলাদাকৃষ্য হর্ষিতৌ ॥৬৮॥
কংসোঽপি কোপরক্তাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যাপৃতান্ নরান্।
গোপাবেতৌ সমাজৌঘান্নিঃকাশ্যেতাং বলাদিতঃ ॥৬৯
নন্দোঽপি গৃহ্যতাং পাপো নিগড়ৈরায়সৈরিহ।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বসুদেবোঽপি বধ্যতাম্ ॥৭০॥
বল্গন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুরঃ।
গাবো হ্রিয়ন্তামেতেষাং যচ্চাস্তি বসু কিঞ্চন ॥৭১॥

মুষ্টিক জীবন ত্যাগ করিল, তোসলকও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তখন সমুদায় মল্লই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ৬৭ অনন্তর, কৃষ্ণ ও বলরাম সাতিশয় আনন্দিত হইয়া রঙ্গমধ্যে সমবয়স্ক গোপগণকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ৬৮ তখন কংস ক্রোধভরে আরক্তলোচন হইয়া সমীপস্থিত অনুজীবী জনগণকে উচ্চৈঃস্বরে কহিল যে, এই সমাজস্থান হইতে ঐ দুইটি গোপবালককে বলপূর্ব্বক এখনই বাহির করিয়া দাও। ৬৯ ঐ পাপাত্মা নন্দকে ধরিয়া লৌহময় নিগড়দ্বারা বদ্ধ কর। বৃদ্ধেরা যদিও বধদণ্ডের যোগ্য নহে, তথাপি বসুদেবকে ধরিয়া এখনই বিনাশ কর। ৭০ যে সকল গোপগণ কৃষ্ণের সহিত একত্র হইয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের যাহা কিছু গোধন বা অন্য কোন ধন আছে, তাহা কাড়িয়া লও। ৭১

---

* গতে ক্ষয়ং তোসলকে ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ৬৭

এবমাজ্ঞাপয়ানঞ্চ প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উৎপত্যারুহ্য তং মঞ্চং কংসং জগ্রাহ বেগতঃ* ॥৭২
কেশেষ্বাকৃষ্য বিগলৎ-কিরীটমবনীতলে।
কংসং স পাতয়ামাস তস্যোপরি পপাত চ ॥৭৩॥
নিঃশেষ-জগদাধার-গুরুণা পততোপরি।
কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণানুগ্রসেনাত্মজো নৃপঃ ॥৭৪॥
মৃতস্য কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ।
চকর্ষ দেহং কংসস্য রঙ্গমধ্যে মহাবলঃ ॥৭৫॥
গৌরবেণাতিমহতা পরিখা তেন কৃষ্যতা।
কৃতা কংসস্য দেহেন বেগেনেব মহাম্ভসঃ ॥৭৬॥

কংস এইরূপ আজ্ঞা করিতেছে, ঈদৃশ সময়ে মধুসূদন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বেগে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক মঞ্চে আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন।[৭২] কৃষ্ণ কংসকে আকর্ষণ করিবামাত্র তাহার মস্তক হইতে কিরীট নিপতিত হইল। তখন তিনি তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে মঞ্চ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং আপনিও তাহার উপর পড়িলেন।[৭৩] সমুদায় জগতের আধার মহাগুরুত্বশালী কৃষ্ণ উগ্রসেন-তনয় রাজা কংসের উপর পতিত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ জীবন বিসর্জন করিল।[৭৪] তখন মহাবল মধুসূদন সেই মৃত কংসের কেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে রঙ্গমধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন।[৭৫] কৃষ্ণ, মহাগুরুত্বশালী কংসের দেহ বেগে আকর্ষণ করাতে সেই স্থল কৃষ্ট হইয়া বহুজল-বিশিষ্ট একটী পরিখার ন্যায় প্রস্তুত হইল।[৭৬] কৃষ্ণ যে সময় কংসকে গ্রহণ করিলেন, সে সময়

* কংসং জগ্রাহ বেগিত ইতি পাঠান্তরম্ ।৭২

কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদ্ভ্রাতাভ্যাগতো রুষা।
সুমালী বলভদ্রেণ* লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥৭৭॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বমাসীৎ তদ্রঙ্গমণ্ডলম্।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥৭৮॥
কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ।
দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্ব্বলভদ্রসহায়বান্ ॥৭৯॥
উত্থাপ্য বসুদেবস্তং দেবকী চ জনার্দ্দনম্।
স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতৌ ॥৮০॥

বসুদেব উবাচ।

প্রসীদ সীদতাং নাথ! দেবানাং বরদ প্রভো!।
তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতোদ্ধারশ্চ কেশব! ॥৮১॥

সুমালী নামে কংসের ভ্রাতা ক্রোধপূর্ব্বক আগমন করিতেছিল, বলদেব অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন।[৭৭] অনন্তর, সকলে যখন দেখিল যে, কৃষ্ণ অনায়াসে মথুরানাথ কংসকে বিনষ্ট করিলেন, তখন রঙ্গের চতুর্দ্দিকেই হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।[৭৮]

অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ ও বলদেব উভয়ে ত্বরান্বিত হইয়া বসুদেব ও দেবকীর চরণ বন্দনা করিলেন।[৭৯] বসুদেব ও দেবকী তাঁহাদের উভয়কে উত্থাপন করিলেন, এবং কৃষ্ণ জন্মকালে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহারাই (মনে মনে) প্রণাম করিতে লাগিলেন।[৮০] বসুদেব কহিলেন, প্রভো! প্রসন্ন হও, দেবগণ অবসন্ন হইতে ছিলেন, তুমি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলে। কেশব!

* সুনামা বলভদ্রেণ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

আরাধিতো যদ্ভগবানবতীর্ণো গৃহে মম।
দুর্বৃত্তনিধনার্থায় তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥৮২॥
ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ।
প্রবর্ত্ততে সমস্তাত্মন্! ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী ॥৮৩॥
যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত!।
ত্বমেব যজ্ঞো যষ্টা চ যজ্ঞানাং পরমেশ্বর ॥৮৪॥
সাপহ্নবং মম মনো যদেতৎ ত্বয়ি জায়তে।
দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা তদত্যন্তবিড়ম্বনা ॥৮৫॥
ক্ব কর্ত্তা সর্ব্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্।
ক্ব মে মনুষ্যকস্যৈষা জিহ্বা পুত্রেতি বক্ষ্যতি ॥৮৬॥

তোমার অনুগ্রহে আমাদিগেরও উদ্ধার হইল।[৮১] ভগবন্! আমি তোমার আরাধনা করাতে, তুমি দুর্বৃত্ত দমনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহাতেই আমার কুল পবিত্র হইয়াছে।[৮২] সর্ব্বাত্মন্! তুমি সর্ব্বভূতের সংহারকর্ত্তা, তুমি সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছ, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় বস্তুরই সৃষ্টিকর্ত্তা।[৮৩] অচ্যুত! মহর্ষিগণ যজ্ঞদ্বারা নিরন্তর তোমারই আরাধনা করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বদেবময়, তুমি যজ্ঞ ও তুমিই যাগকর্ত্তা। তুমি সকলের ঈশ্বর।[৮৪] তুমি পুত্র বলিয়া দেবকীর ও আমার অন্তঃকরণ যে তোমার প্রতি ভ্রান্তিসংকুল হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ তোমার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।[৮৫] সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি অনন্ত বিষ্ণুস্বরূপ তুমি কোথায়, এবং মাদৃশ সামান্য মনুষ্যের জিহ্বা যে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাই বা কোথা। এ উভয়ের অনেক অন্তর।[৮৬] জগন্নাথ! যাঁহা হইতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি কোন্ যুক্তি অনুসারে আমা হইতে উৎপন্ন হইলেন! ইহা তোমার

জগদেতজ্জগন্নাথ সম্ভূতমখিলং যতঃ।
কয়া যুক্ত্যা বিনা মায়াং সোঽস্মত্তঃ সংভবিষ্যতি॥৮৭

যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
স কোষ্ঠোৎসঙ্গশয়নো মানুষাজ্জায়তে কথম্॥৮৮॥

স ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর পাহি বিশ্বম
অংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ।
আব্রহ্মপাদপময়ং জগদেতদীশ!
ত্বং নো বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাত্মন্॥৮৯॥

মায়া বিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি
কংসাদ্ভয়ং কৃতমপাস্তভয়াতিতীব্রম্।
নীতোঽসি গোকুলমিতোঽতিভয়াকুলস্য
বৃদ্ধিং গতোঽসি মম নাস্তি মমত্বমীশ*॥৯০॥

ভ্রম আর কিছুই নয়।[৮৭] স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি কিরূপে গর্ভ-শয্যায় শয়ান হইয়া মনুষ্য হইতে জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন।[৮৮] পরমেশ্বর! এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। তুমি যে অংশদ্বারা অবতীর্ণ হইয়াছ, তদ্দ্বারা সমুদায় বিশ্ব রক্ষা কর। ঈশ্বর! তুমি আমার পুত্র নহ, তোমা হইতেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব পরমাত্মন্! তুমি আমাকে কি জন্য মুগ্ধ করিতেছ।[৮৯] ঈশ্বর! আমি মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া তোমাকে পুত্র বোধ করিয়া কংস হইতে ভীত হইয়াছিলাম। পরে সেই শত্রু হইতে ভয়হেতু অকুতোভয়ে তোমাকে এই স্থান হইতে গোকুলে লইয়া যাই। সেই স্থানেই তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে

* মম চাস্তি মমত্বমীশ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

কর্ম্মাণি রুদ্রমরুদশ্বিশতক্রতূনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি *
ত্বং বিষ্ণুরীশ জগতামুপকারহেতোঃ
প্রাপ্তোঽসি নঃ পরিগতো বিগতো হি মোহঃ ॥২১

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
কংসবধো নাম
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আমার সেই মায়া দূর হইয়াছে।২০ ঈশ্বর! রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যে কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন, তোমাকে সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে দেখিলাম। তুমি জগতের উপকারের নিমিত্ত আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি জানিতে পারিয়াছি যে তুমিই বিষ্ণু। এক্ষণে আমার মোহ অপনীত হইল।২১

বিষ্ণুপুরাণ-পঞ্চমাংশ কংসবধ নামক
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* নিরীক্ষ্যতানি ইতি কেচিৎ বদন্তি।২১

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ

তৌ সমুৎপন্নবিজ্ঞানৌ ভগবৎকর্ম্মদর্শনাৎ।
দেবকীবসুদেবৌ তু দৃষ্ট্বা মায়াং পুনর্হরিঃ॥
মোহায় যদুচক্রস্য বিততান স বৈষ্ণবীম্॥১॥
উবাচ চাম্ব! ভোস্তাত! চিরাদুৎকণ্ঠিতেন মে।
ভবন্তৌ কংসভীতেন দৃষ্টৌ সঙ্কর্ষণেন চ॥২॥
কুর্ব্বতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্।
তৎখণ্ডমায়ুষো ব্যর্থং সাধূনামুপজায়তে॥৩॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর, কৃষ্ণ স্বীয় অসাধারণ কর্ম্ম দর্শনে, দেবকী ও বসুদেবকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের ও যদুবংশীয় সকলের মোহ সম্পাদনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার বৈষ্ণবীমায়া বিস্তার করিলেন।[১] অনন্তর তিনি, পিতা মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! পিতঃ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব আপনাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কংসের ভয়ে এত কাল দর্শন করিতে পারেন নাই।[২] সাধু ব্যক্তিরা যত দিন পিতা মাতার সেবা না করে, তাহাদের পরমায়ুর সেই অংশ ব্যর্থ

গুরুদেব-দ্বিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
কুর্ব্বতাং সফলং জন্ম দেহিনাং তাত ! জায়তে ॥৪॥
তৎ ক্ষন্তব্যমিদং সর্ব্বমতিক্রমকৃতং পিতঃ !।
কংসপ্রতাপবীর্য্যাভ্যামার্ত্তয়োঃ পরবশ্যয়োঃ ॥৫॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাথ প্রণম্যোভৌ যদুবৃদ্ধাননুক্রমাৎ।
যথাবদভিপূজ্যাথ চক্রতুঃ পৌরমাননম্ ॥৬॥
কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতং ভুবি।
বিলেপুর্ম্মাতরশ্চাস্য দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ ॥৭॥
বহুপ্রকারমত্যর্থং* পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৮॥

হইয়া যায়।[৩] পিতঃ! যে সকল মনুষ্য, গুরু, দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতা-মাতার পূজা করে, তাহাদের জন্ম সার্থক হয়।[৪] অতএব, পিতঃ! আমাদের দ্বারা যে নিয়মাতিক্রম হইয়াছে, তৎসমুদায় আপনাকে ক্ষমা করিতে হইবে। কারণ, এত দিন আমরা কংসের প্রতাপে ও কংসের বীর্য্যে আর্ত্ত ও পরবশ হইয়াছিলাম।[৫] কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক যদুবংশীয় বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিয়া পৌরগণের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন।[৬] অনন্তর, কংসের মাতৃগণ ও কংসের পত্নীগণ দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া মৃত ও ভূতলে পতিত কংসকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল।[৭] তখন কৃষ্ণ যারপর নাই পশ্চাৎ তাপ প্রকাশ পূর্ব্বক কাতর হইয়া স্বয়ং অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে কংসের পত্নী ও মাতৃগণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।[৮] পরে সেই মধুসূদন,

* বহুপ্রকারমস্বস্থাঃ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।৮

উগ্রসেনং ততো বন্ধান্মুমোচ মধুসূদনঃ।
অভ্যসিঞ্চৎ তথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাত্মজম্ ॥৯॥
রাজ্যাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেণ যদুসিংহঃ সুতস্য সঃ।
চকার প্রেতকার্য্যাণি যে চান্যে তত্র ঘাতিতাঃ ॥১০॥
কৃতৌর্দ্ধদেহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ।
উবাচাজ্ঞাপয় বিভো যৎ কার্য্যমবিশঙ্কিতঃ ॥১১॥
যযাতিশাপাদ্বংশোঽয়মরাজ্যার্হোঽপি সাম্প্রতম্।
ময়ি ভৃত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ ॥১২॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা সোঽস্মরদ্বায়ুমাজগাম স তৎক্ষণাৎ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমানুষঃ ॥১৩॥

উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পুত্র বিনষ্ট হওয়াতে তদীয় নিজরাজ্যে তাঁহাকেই অভিষিক্ত করিলেন।[৯] যদুবংশীয় প্রধান উগ্রসেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কংস ও যে যে ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের প্রেতকার্য্য করিলেন।[১০] উগ্রসেন ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কহিলেন। প্রভো! এক্ষণে যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞা করুন।[১১] যযাতির শাপ অনুসারে এই যদুবংশ যদিও রাজ্যভাগী নহে, তথাপি আমি যখন আপনকার ভৃত্য উপস্থিত আছি, তখন রাজগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণের প্রতিও আপনি আজ্ঞা প্রদান করিতে পারেন।[১২] কার্য্য সাধনের নিমিত্ত মনুষ্য-দেহধারী ভগবান্ কেশব এই কথা বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিলেন। বায়ু তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন।[১৩] বায়ো!

গচ্ছেন্দ্রং ব্রূহি বায়ো! ত্বমলং গর্ব্বেণ বাসব!।
দীয়তামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা॥১৪॥
কৃষ্ণো ব্রবীতি রাজার্হমেতদ্রত্নমনুত্তমম্।
সুধর্ম্মাখ্যা সভাযুক্তমস্যাং যদুভিরাসিতুম্॥১৫॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গত্বা সর্ব্বমাহ শচীপতিম্।
দদৌ সোঽপি সুধর্ম্মাখ্যাং সভাং বায়োঃ পুরন্দরঃ॥১৬
বায়ুনোপকৃতাং দিব্যাং* সভাং তে যদুপুঙ্গবাঃ।
বুভুজুঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভুজসংশ্রয়াৎ॥১৭॥
বিদিতাখিল-বিজ্ঞানৌ সর্ব্বজ্ঞানময়াবপি।
শিষ্যাচার্য্যক্রমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদূত্তমৌ॥১৮॥

তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন কর, এবং তাহাকে বল, হে বাসব! এক্ষণে আর গর্ব্ব করিও না, সুধর্ম্মা নামে যে তোমার সভা আছে, তাহা উগ্রসেনকে প্রদান কর।[১৪] কৃষ্ণ বলিতেছেন, এই সুধর্ম্মা নামক উত্তম সভা পরম রত্নস্বরূপ ও রাজার প্রাপ্য। অতএব এই সভায় সমাসীন হওয়া যদুবংশীয়দিগেরই উপযুক্ত হইতেছে।[১৫]

পরাশর কহিলেন। পবন এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কহিলেন। দেবরাজ পুরন্দরও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মাখ্য সভা প্রদান করিলেন।[১৬] এইরূপে কৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয়ে যদুবংশীয়েরা বায়ুকর্ত্তৃক আনীত সর্ব্বরত্ন সমন্বিত দিব্য সভা ভোগ করিতে লাগিলেন।[১৭] যদুবংশীয় শ্রেষ্ঠ বীর রাম ও কৃষ্ণ যদিও অখিল বিজ্ঞানে পারদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞানময় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আচার্য্য ও শিষ্যের ক্রম

* বায়ুনা চাহৃতাং দিব্যাম্ ইতি বা পাঠঃ।১৭

ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্।
অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলদেব-জনার্দ্দনৌ ॥১৯॥
তস্য শিষ্যত্বমভ্যেত্য গুরুবৃত্তপরৌ হি তৌ।
দর্শয়াংচক্রতুর্বীরাবাচারমখিলে জনে ॥২০॥
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ ॥২১॥
সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষম্।
বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্রদিবাকরৌ ॥২২
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্রমবাপ্য তৌ।
উচতুর্ব্রিয়তাং যা তে দাতব্যা গুরুদক্ষিণা ॥২৩॥

ও রীতি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত,[১৮] অস্ত্রশিক্ষার অভিপ্রায়ে, বারাণসী-সমুৎপন্ন অবন্তীপুর নিবাসী সন্দীপনি নামক আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন।[১৯] এই বীর বলদেব ও জনার্দ্দন, সন্দীপনির শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক গুরুচর্য্যা-পরায়ণ হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই আচার সমুদায় লোকে প্রকাশ করিলেন।[২০] ব্রহ্মন্! চতুঃষষ্টি দিবারাত্রির মধ্যে তাঁহারা মন্ত্রের সহিত ও প্রয়োগের সহিত সমুদায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল।[২১] আচার্য্য সন্দীপনি, রাম ও কৃষ্ণের অলৌকিক ও অসম্ভব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া মনে করিলেন যে, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নিকট শিষ্য হইয়া আসিয়াছেন।[২২] রাম ও কৃষ্ণ উপদেশ মাত্রে সমুদায় অস্ত্রশিক্ষা করিয়া কহিলেন গুরো! এক্ষণে আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি প্রদান করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।[২৩] মহামতি সান্দীপনি রাম ও কৃষ্ণের অতীন্দ্রিয় অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, প্রভাস নামক

সোঽপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কর্ম্ম মহামতিঃ।
অযাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে ॥২৪॥
গৃহীতাস্ত্রৌ ততস্তৌ তু সার্ঘ্যপাত্রো মহোদধিঃ* ।
উবাচ ন ময়া পুত্রো হৃতঃ সান্দীপনেরিতি ॥২৫॥
দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শঙ্খরূপঃ স বালকম্।
জগ্রাহ সোঽস্তি সলিলে মমৈবাসুরসূদন ॥২৬॥
ইত্যুক্তোঽন্তর্জ্জলং গত্বা হত্বা পঞ্চজনং খলম্।
কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্যাস্থি-প্রভবং শঙ্খমুত্তমম্ ॥২৭॥
যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিরজায়ত।
দেবানাং ববৃধে তেজো যাতাধর্ম্মশ্চ সংক্ষয়ম্ ॥২৮॥
তং পাঞ্চজন্যমাপূর্য্য গত্বা যমপুরীং হরিঃ।
বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমং ॥২৯॥

স্থানে লবণ সমুদ্রে আমার পুত্র যে (জলমগ্ন হইয়া) প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে আনিয়া দাও।[২৪] রাম ও কৃষ্ণ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সমুদ্রের নিকট গমন করিলে, সমুদ্র অর্ঘ্যপাত্র লইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল, সন্দীপনির পুত্রকে আমি হরণ করি নাই।[২৫] অসুরসূদন! আমার সলিলের মধ্যে পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপধারী এক দৈত্য আছে।[২৬] কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চজন নামক দুরাত্মা দৈত্যকে বিনাশ করিলেন, এবং তাহার অস্থিদ্বারা উত্তম শঙ্খ নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন।[২৭] এই শঙ্খের শব্দদ্বারা দৈত্যদিগের বলহানি, দেবগণের তেজোবৃদ্ধি ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইতে লাগিল।[২৮]

অনন্তর বলবান্ বলদেব ও কৃষ্ণ যমপুরীতে গমনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্য

* সার্ঘ্যহস্তো মহোদধি ইতি বা পাঠ্যতাম্ ।২৫

তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বশরীরিণম্।
পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণো বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥৩০॥
মথুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগ্রসেনেন পালিতাম্।
প্রহৃষ্টপুরুষস্ত্রীকাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥৩১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
অস্ত্রশিক্ষা নাম
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রেতরাজকে পরাজয় করিলেন।[২৯] ব্রাহ্মণকুমার নরকে যাতনা ভোগ করিতেছিল, মহাবল বলদেব ও কৃষ্ণ (মায়াবলে তাহাকে পূর্ব্বশরীর প্রদান করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক) তাহার পিতার নিকট সমর্পণ করিলেন।[৩০] পরে, রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন) এবং দেখিলেন, উগ্রসেন রাজ্যশাসন করিতেছেন, স্ত্রীপুরুষ সকলেই পরমসুখে রহিয়াছে।[৩১]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অস্ত্রশিক্ষা নামক
একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

জরাসন্ধসুতে কংস উপযেমে মহাবলঃ।
অস্তিং প্রাপ্তিঞ্চ মৈত্রেয়! তয়োর্ভর্তৃহণং হরিম্ ॥১॥
মহাবলপরীবারো মগধাধিপতির্ব্বলী।
হন্তুমভ্যাযযৌ কোপাৎ জরাসন্ধঃ স যাদবম্ ॥২॥
উপেত্য মথুরাং সোঽথ রুরোধ মগধেশ্বরঃ।
অক্ষৌহিণীভিঃ সৈন্যস্য ত্রয়োবিংশতিভির্ব্বৃতঃ ॥৩

পরাশর কহিলেন। জরাসন্ধের দুইটী কন্যা ছিল, একটীর নাম অস্তি, একটীর নাম প্রাপ্তি, মহাবল কংস এই দুইটী কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছিল। কৃষ্ণ অস্তি ও প্রাপ্তির স্বামীকে বিনাশ করিতে,[১] মগধাধিপতি মহাবল জরাসন্ধ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক সাতিশয় বলশালী সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যাদবগণের সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল।[২] মগধাধিপতির সহিত ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল। মগধরাজ মথুরায় উপস্থিত হইয়া নগরী অবরোধ করিল।[৩] বলবান্ রাম ও কৃষ্ণ অল্পমাত্র সৈন্যের সহিত বহির্গত হইয়া সেই বলবান্ সৈন্যের সহিত

নিষ্ক্রম্যাল্পপরীবারাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ।
যুযুধাতে সমস্তস্য বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥৪॥
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ চক্রাতে মতিমুত্তমাম্ *।
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসত্তম ॥৫॥
অনন্তরং হরেঃ শার্ঙ্গং তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
আকাশাদাগতৌ বীর! তথা কৌমোদকী গদা ॥৬॥
হলঞ্চ বলভদ্রস্য গগনাদাগতং করে†।
মনসোঽভিমতং বিপ্র! সৌনন্দং মুষলং তথা ॥৭॥
ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সসৈন্যং মগধাধিপম্।
পুরীং বিবিশতুর্বীরাবুভৌ রামজনার্দ্দনৌ ॥৮॥
জিতে তস্মিন্ সুদুর্বৃত্তে জরাসন্ধে মহামুনে ‡।
জীবমানে গতে কৃষ্ণস্তং নামন্যত নির্জ্জিতম্ ॥৯॥

সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪] মুনিশ্রেষ্ঠ! বলদেব ও কৃষ্ণ স্বস্ব পুরাতন অস্ত্র গ্রহণ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন।[৫] বিদ্বন্! তখন আকাশ হইতে হরির সার্ঙ্গ নামক ধনুঃ অক্ষয় তূণীর ও কৌমোদকী নামক গদা আসিয়া উপস্থিত হইল।[৬] ব্রহ্মন্! এই সময় বলদেবও পূর্ব্বকার অস্ত্র চিন্তা করাতে, হল সুনন্দ নামক মুষল আকাশ হইতে তাঁহার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।[৭] অনন্তর মহাবীর রাম ও জনার্দ্দন উভয়ে সসৈন্য মগধরাজকে পরাজয় করিয়া নগরীতে প্রবেশ করিলেন।[৮] মহামুনে! দুর্বৃত্ত জরাসন্ধ যদিও পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি সে জীবন লইয়া পলায়ন করিয়া-

---

* মতিঞ্চক্রে মহাবলঃ ইতি বা পাঠঃ।৫

† গগনাদাগতং জ্বলৎ ইতি গগনাদাগতং করে ইতি বা পাঠঃ।৬

‡ মহামুনে ইতি বা পাঠান্তরম্।৯

পুনরপ্যাজগামাথ জরাসন্ধো বলান্বিতঃ।
জিতশ্চ রামকৃষ্ণাভ্যামপক্রান্তো দ্বিজোত্তম!॥১০॥
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানেবমত্যন্তদুর্ম্মদঃ।
যদুভির্ম্মাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ॥১১॥
সর্ব্বেষ্বেতেষু যুদ্ধেষু যাদবৈঃ স পরাজিতঃ।
অপক্রান্তো জরাসন্ধঃ স্বল্পসৈন্যৈর্ব্বলাধিকঃ॥১২॥
তদ্বলং যাদবানাং তৈরর্জ্জিতং যদনেকশঃ।
তত্তু সন্নিধিমাহাত্ম্যং বিষ্ণোরংশস্য চক্রিণঃ॥১৩॥
মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥১৪॥
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং* সংহারঞ্চ করোতি যঃ।

ছিল বলিয়া কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত বলিয়া বোধ করিলেন না।[৯] দ্বিজোত্তম! অনন্তর বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আগমন করিয়া কৃষ্ণ ও রাম কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।[১০] সাতিশয় দুর্দ্দান্ত মগধেশ্বর জরাসন্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণের সহিত এইরূপে অষ্টাদশ বার সংগ্রাম করিয়াছিল।[১১] জরাসন্ধের যদিও বহুসংখ্য সৈন্য ও কৃষ্ণের অল্পমাত্র সৈন্য ছিল, তথাপি প্রত্যেক যুদ্ধেই জরাসন্ধ যাদবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।[১২] যাদব-সৈন্যগণ অল্পসংখ্য হইয়াও যে বহুসংখ্য প্রবলশত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই, তাহার কারণ বিষ্ণুর অংশ কৃষ্ণের সন্নিধান মাহাত্ম্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।[১৩] কৃষ্ণ যে শত্রুর প্রতি নানাবিধ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া-

* সংসৈব জগৎসৃষ্টিম্ ইতি পাঠান্তরম্।১৫

তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ ॥১৫॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ॥১৬॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচ্চিদেব পলায়নম্ ॥১৭॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলাজগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥১৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
জরাসন্ধবিজয়ো নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়।

ছিলেন, তাহা মনুষ্যধর্ম্মশীল সেই জগদীশ্বরের লীলামাত্র![১৪] নতুবা যিনি মনে করিলেই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি ও সমুদায় জগৎ সংহার করিতে পারেন, বিপক্ষ পক্ষ সংহারের নিমিত্ত তাঁহার ঈদৃশ উদ্যোগ করিবার আবশ্যক কি।[১৫] কৃষ্ণ যদিও মনে করিলেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তিনি মনুষ্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রবল রাজার সহিত সন্ধি ও হীনবল রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।[১৬] তিনি কোথাও সাম, কোথাও দাম, কোথাও ভেদ, কোথাও দণ্ডবিধান প্রয়োগ করিতেন। স্থানবিশেষে পলায়ন-পরায়ণও হইতেন।[১৭] তিনি এইরূপে মনুষ্যদেহধারী ব্যক্তিদিগের চেষ্টা ও কার্য্যের অনুসরণ করিতেন। এই জগদীশ্বরের ইচ্ছানুসারেই এইরূপ লীলা সকল অবলম্বিত হইয়াছিল।[১৮]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ জরাসন্ধবিজয় নামক
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গার্গ্যং গোষ্ঠে দ্বিজং শ্যালঃ ষণ্ড ইত্যুক্তবান্ দ্বিজ!।
যদূনাং সন্নিধৌ সর্ব্বে জহসুঃ সর্ব্বযাদবাঃ॥১॥
ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাব্ধিমুপেত্য সঃ।
সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্॥২॥
আরাধয়ন্ মহাদেবং সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ।
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোঽস্মৈ বৎসরে দ্বাদশে হরঃ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! এক দিবস গার্গ্য-গোষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময় তদীয় শ্যালক যাদবগণের সমক্ষে তাঁহাকে ষণ্ড এই কথা বলিয়া পরিহাস করিলেন। এতৎ শ্রবণে যাদবগণ সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।[১] তখন গার্গ্য কোপাবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ সাগরে গমন পূর্ব্বক সমুদায় যাদবগণের ভয়জনক একটী পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।[২] তিনি ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া (এত বিশেষ অবলোকন পূর্ব্বক) লৌহচূর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।[৩]

সভাজয়ামাস চ তং যবনেশো হ্যনাত্মজঃ।
তদ্যোবিৎ সঙ্গমাচ্চাস্য পুত্ত্রোঽভূদলিসন্নিভঃ ॥৪॥
তং কালযবনং নাম রাজ্যে স্বে যবনেশ্বরঃ।
অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাগ্রকঠিনোরসম্ ॥৫॥
স তু বীর্য্যমদোন্মত্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্।
পপ্রচ্ছ নারদস্তস্মৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥৬॥
ম্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ* ।
গজাশ্বরথপত্ত্যোঘৈশ্চকার † পরমোদ্যমম্ ॥৭॥
প্রযযৌ চাব্যবচ্ছিন্নং ছিন্নযানো দিনে দিনে।

যবনরাজের সন্তান ছিল না। (তিনি জানিতে পারিলেন যে, গার্গ্য মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রোৎপাদন করিবার বর প্রাপ্ত হইয়াছেন), তখন তিনি গার্গ্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। গার্গ্য যবনরাজের মহিষীতে উপগত হইয়া ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন।[৪] এই পুত্রের নাম কালযবন, ইহার বক্ষঃস্থল বজ্রের ন্যায় কঠিন, যবনরাজ এই পুত্রকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বন গমন করিলেন।[৫] মহাবীর্য্য মদোন্মত্ত এই কালযবন পৃথিবীতে কে কে প্রবল রাজা আছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। নারদ তাহাকে কহিলেন, এক্ষণে যাদবগণই পৃথিবীর মধ্যে প্রবল।[৬] (কালযবন এই কথা শ্রবণ করিয়া) অশ্ব রথ গজ ও পদাতি রূপ সহস্র সহস্র কোটী ম্লেচ্ছসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল।[৭] মৈত্রেয়! কালযবন যাদবগণের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক

---

* সহস্রৈঃ সোঽভিসংবৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

† গজাশ্বরথসংঘাতৈশ্চকার ইতি [illegible] পাঠঃ।

যাদবান্ প্রতি সামর্ষো মৈত্রেয় মথুরাংপুরীম্ ॥৮॥
কৃষ্ণোঽপি চিন্তয়ামাস ক্ষয়িতং যাদবং বলম্ ॥
যবনেন রণে গম্যাং মাগধস্য ভবিষ্যতি ॥৯॥
মাগধস্য বলং ক্ষীণং স কালযবনো বলী।
হন্তা তদিদমায়াতং যদূনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥১০॥
তস্মাৎ দুর্গং করিষ্যামি যদূনামতিদুর্জ্জয়ম্।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুদ্ধেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ* ॥১১॥
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবসিতে তথা।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্ব্বন্ পরযোধিকাঃ ॥১২॥

নূতন নূতন যানে আরোহণ করিয়া অবিচ্ছিন্ন গতি অবলম্বন পূর্ব্বক অবিশ্রামে মথুরায় গমন করিল।[৮] কৃষ্ণ তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যবনেরা সংগ্রাম করিয়া যদি যাদবসৈন্য ক্ষয় করে তাহা হইলে মগধরাজ আক্রমণ করিয়া অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে।[৯] যদি অগ্রে মগধরাজের সহিত সংগ্রাম করি, তাহা হইলেও অনেক সৈন্য ক্ষয় হইবে। সুতরাং প্রবল শত্রু কালযবন অনায়াসে যাদবগণকে বিনাশ করিতে পারিবে। (এইরূপে মগধেশ্বর ও কালযবন এককালে উভয় দিক্ হইতে আক্রমণ করাতে) যাদবগণের দুই দিকেই মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।[১০] অতএব আমি ঈদৃশ শঙ্কট স্থলে একটী দুর্জ্জয় দুর্গ নির্ম্মাণ করি, এই দুর্গে অবস্থান করিয়া যদুবংশীয় যোদ্ধাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাদবমহিলাগণ সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে।[১১] বিশেষতঃ এরূপ দুর্গ নির্ম্মাণ করিলে আমি যদিও মত্ত, প্রমত্ত, নিদ্রিত বা প্রবাসগত হই তথাপি ঐ সকল দুষ্ট যোদ্ধারা যাদবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না।[১২] কৃষ্ণ এইরূপ বিবেচনা করিয়া

* কিং পুনর্যদুপুঙ্গবাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।১১

ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্।
যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নির্ম্মমে ॥১৩॥
মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগশতশোভিতাম্* ।
প্রাকারগৃহসংবাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১৪॥
মথুরাবাসিনো লোকাং-স্তত্রানীয় জনার্দ্দনঃ।
আসন্নে কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥১৫॥
বহিরাবাসিতে সৈন্যে মথুরায়া নিরায়ুধঃ†।
নির্জ্জগাম স গোবিন্দো দদৃশে যবনেশ্বরম্‡ ॥১৬॥
স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ।
অনুযাতো মহাযোগি-চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন যঃ ॥১৭

সমুদ্রের নিকট দ্বাদশ যোজন ভূমি প্রার্থনা করিলেন, এবং সেই স্থলেই দ্বারকা পুরী নির্ম্মিত হইল।[১৩] এই দ্বারকা পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রাকার বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে উত্তম উদ্যান, উৎকৃষ্ট শত শত সৌধ, গৃহ ও প্রাকার পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া সন্নিবেশিত হওয়াতে, ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।[১৪] কৃষ্ণ মথুরাবাসী সমুদায় লোককেই দ্বারকায় আনিয়া বাস করাইলেন। পরে যখন কালযবন মথুরার নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি যুদ্ধার্থ স্বয়ং বহির্গত হইলেন।[১৫] তিনি সৈন্যগণকে মথুরার বাহিরে সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং নিরস্ত্র হইয়া যবনরাজের শিবির দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন।[১৬] কালযবন কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন। মহাযোগিগণ মনোদ্বারাও যাঁহাকে ধারণ করিতে না

* তড়াগশতশোভিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।১৪

† মথুরায়াং নিরায়ুধ ইতি বা পাঠঃ।১৬

‡ দদৃশে যবনশ্চ তম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।১৬

তেনানুযাতঃ কৃষ্ণোঽপি প্রবিবেশ মহাগুহাম্।
যত্র শেতে মহাবীর্য্যো মুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥১৮॥
সোঽপি প্রবিশ্য যবনো দৃষ্ট্বা শয্যাগতং নরম্।
পাদেন তাড়য়ামাস মত্বা কৃষ্ণং সুদুর্ম্মতিঃ ॥১৯॥
দৃষ্টমাত্রস্তু তেনাসৌ জজ্বাল যবনোঽগ্নিনা।
তৎক্রোধজেন মৈত্রেয় ভস্মীভূতশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥২০
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে গতো জিত্বা মহাসুরান্।
নিদ্রার্ত্তঃ সুমহৎকালং* নিদ্রাং বব্রে বরং সুরান্ ॥২১

পারেন, সেই কৃষ্ণকে ধরিবার নিমিত্ত কালযবন একমাত্র বাহুরূপ প্রহরণ সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল।[১৭] কৃষ্ণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। অনন্তর কৃষ্ণ একটী পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিলেন। মহাবীর্য্য মুচুকুন্দ নামক রাজা এই গুহায় শয়ন করিয়াছিলেন।[১৮] দুর্ম্মতি কালযবন গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, একটী মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন সে এই মনুষ্যকে কৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিল।[১৯] মৈত্রেয়! এই শয়ান মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার ক্রোধ-জনিত অগ্নিদ্বারা যবনরাজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই তাহার সর্ব্ব শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল।[২০]

যে সময় দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সময়ে, মুচুকুন্দ অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক ক্লান্ত ও নিদ্রাভিলাষী হইয়া দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সুদীর্ঘকাল নিদ্রা

নিদ্রার্ত্তঃ সুমহৎকালম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।২১

প্রোক্তশ্চ দৈবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি ॥২২॥
এবং দগ্ধ্বা স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্।
কস্ত্বমিত্যাহ সোঽপ্যাহ জাতোঽহং শশিনঃ কুলে।
বসুদেবস্য তনয়ো যদুবংশসমুদ্ভবঃ ॥২৩॥
মুচুকুন্দোঽপি তত্রাসৌ বৃদ্ধগর্গবচোঽস্মরৎ*।
সংস্মৃত্য প্রণিপত্যৈনং সর্ব্বভূতেশ্বরং হরিম্।
প্রাহ জ্ঞাতো ভবান্ বিষ্ণোরংশস্ত্বং পরমেশ্বরঃ†॥২৪

থাইবার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিলেন।[২১] (দেবতারা তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিয়া) পরিশেষে কহিলেন, তুমি নিদ্রাভিভূত হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে জাগরিত করিবে, সে তৎক্ষণাৎ তোমার শরীরসম্ভূত অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।[২২]

মুচুকুন্দ এইরূপে পাপাত্মা যবনরাজকে দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ করিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার পিতার নাম বসুদেব।[২৩] (পূর্ব্বে বৃদ্ধ গর্গ মুচুকুন্দের নিকট কহিয়াছিলেন যে, বিষ্ণু যদুবংশে অবতীর্ণ হইবেন) এক্ষণে সেই বৃদ্ধ গর্গের বাক্য মুচুকুন্দের স্মৃতিপথে উদিত হইল। পরে তিনি সমুদায় চিন্তা করিয়া সর্ব্বভূতেশ্বর হরিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর।[২৪]

---

* বৃদ্ধগর্গবচঃ স্মরন্ ইতি বা পাঠান্তরম্।২৪

† ভবান্ বিষ্ণুঃ পূর্ণস্ত্বং পরমেশ্বর ইতি কেচিৎ পঠন্তি।২৪

পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরেৰ্জ্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি ॥২৫॥
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্ত্যানামুপকারকৃৎ।
তথাহি সুমহৎ তেজো নালং সোঢুমহং তব ॥২৬॥
তথাহি সজলাম্ভোদ-নাদধীরতরং তব।
বাক্যং, নমতি চৈবোর্ব্বী যস্য পাদপ্রপীড়িতা ॥২৭॥
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যসৈন্যে মহাভটাঃ।
ন শেকুৰ্ম্মম তত্তেজস্ত্বত্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥২৮॥
সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্।
স প্রসীদ প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা হর মমাশুভম্ ॥২৯॥

পূর্ব্বে গর্গ আমাকে কহিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশতিতম যুগে যখন দ্বাপরের অবসান হইবে, তখন ভগবান্ হরি যদুবংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন।[২৫] আমি বিবেচনা করি তুমি সেই বিষ্ণু; তুমি মানবগণের উপকারের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, আমি তোমার সুমহত্তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না।[২৬] বিশেষতঃ তোমার বাক্য সজল জলধর ধ্বনি সদৃশ গম্ভীর, এবং তোমার পাদবিক্ষেপে পৃথিবী-প্রপীড়িতা হইয়া নত হইতেছে।[২৭] যখন দেবগণের সহিত অসুরগণের মহাসংগ্রাম হয়, তখন মহাবীর দৈত্যসৈন্যগণ আমার তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আমি তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।[২৮] যে সকল প্রাণী সংসার সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে তুমিই একমাত্র আশ্রয় ও উদ্ধারকর্ত্তা। তুমি আশ্রিত ব্যক্তির দুঃখ দূর করিয়া থাক। এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও, ও আমার সমুদায় অমঙ্গল দূর কর।[২৯] তুমি সমুদায় সমুদ্র, তুমি

ত্বং পয়োধিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতস্ত্বং বনানি চ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোঽগ্নিস্ত্বং তথা মনঃ ॥৩০॥
বুদ্ধিরব্যাকৃতং প্রাণাঃ প্রাণেশস্ত্বং তথা পুমান্।
পুংসঃ পরতরং যচ্চ ব্যাপ্যজন্ম-বিকারি যৎ ॥৩১॥
শব্দাদিহীনমজরমমেয়ং ক্ষয়বর্জ্জিতম্।
অবৃদ্ধিনাশং তদ্ব্রহ্ম ত্বমাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ॥৩২॥
ত্বত্তোঽমরাঃ সপিতরো যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্ত্বত্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥৩৩॥
সরীসৃপা মৃগাঃ সর্ব্বে ত্বত্তঃ সর্ব্বে মহীরুহাঃ।
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যঞ্চ কিঞ্চিদত্র চরাচরম্ ॥৩৪॥

সমুদায় মহীধর, তুমি সমুদায় নদ নদী, তুমি মেদিনী, তুমি গগন তুমি বায়ু, তুমি জল, তুমি অগ্নি এবং তুমি সকলের অন্তঃকরণ, ৩০ তুমি প্রকৃতি, তুমি মহত্তত্ত্ব, তুমি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, তুমি প্রাণের অধিষ্ঠাতা পুরুষস্বরূপ, যিনি পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি নিখিল জগমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যাঁহার জন্ম নাই, বিকার নাই, তুমি সেই ঈশ্বর। ৩১ তুমি শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ রহিত, তুমি অজর ও অক্ষয়, তোমার বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, কালানুসারে বা দেশানুসারে তোমার আদি নাই ও অন্ত নাই। তুমি অপরিমেয় ব্রহ্মস্বরূপ। ৩২ দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, কিন্নরগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ মনুষ্যগণ পশুগণ, সকলেই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ৩৩ এবং সরীসৃপগণ, মৃগগণ, মহীরুহগণ ও আর আর যে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম জীব এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বা করিবে, তৎসমুদায়ও তোমা হইতে উৎ-পন্ন। ৩৪ তুমি সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। মূর্ত্তিবিশিষ্ট বা মূর্ত্তি-

অমূর্ত্তং মূর্ত্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং স্থিতম্* ।
তৎসর্ব্বং ত্বং জগৎকর্ত্তর্নাস্তি কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা†॥৩৫
ময়া সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা ভগবন্ সদা।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ ক্বচিৎ ॥৩৬॥
দুঃখান্যেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণাজলাশয়াঃ।
তথা নাথ! গৃহীতানি তানি তাপায় চাভবন্ ॥৩৭॥
রাষ্ট্রমুর্ব্বী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্তথাত্মজাঃ।
ভার্য্যা ভৃত্যজনা যে চ শব্দাদ্যা বিষয়াঃ প্রভো ॥৩৮॥
সুখবুদ্ধ্যা ময়া সর্ব্বং গৃহীতমিদমব্যয়।
পরিণামে তদেবেশ তাপাত্মকমভূন্মম ॥৩৯॥

হীন, স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে কোনটীই তোমা ভিন্ন উৎপন্ন হয় নাই।৩৫

ভগবন্! আমি এই সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) এই তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়াছি। আমি কখনও কোথাও নির্ব্বৃতি লাভ করিতে পারি নাই।৩৬ ভগবন্! মৃগগণ যেমন তৃষ্ণাতুর হইয়া জলভ্রমে মরীচিকার প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় আমি দুঃখকে সুখ বোধ করিয়া তাহার সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু পরিশেষে সেই সুখই আমার সাতিশয় পরিতাপের কারণ হইতেছে।৩৭ প্রভো! রাজ্য, পৃথিবী, সৈন্য, ধনাগার, মিত্র, সপক্ষ জনগণ, পুত্রগণ, ভার্য্যা, ভৃত্যগণ, এই সমুদায় এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দপ্রভৃতি যে সমুদায় ভোগ্য বস্তু আছে,৩৮ আমি সুখজ্ঞানে তৎসমুদায়েরই

* সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং স্থিতমিতি কেচিৎ পঠন্তি।৩৫
† জগৎকর্ত্তা নাস্তি কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা ইতি পাঠান্তরম্।৩৫

দেবলোকমিমং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোঽপ্যয়ম্।
মত্তঃ সাহায্যকামোঽভূচ্ছাশ্বতী কুত্র নির্বৃতিঃ ॥৪০॥
ত্বামনারাধ্য জগতাং সর্ব্বেষাং প্রভবাস্পদম্।
শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর! নির্বৃতিঃ ॥৪১॥
ত্বন্মায়ামূঢ়মনসো জন্মমৃত্যুজরাদিকান্।
অবাপ্য তাপান্ পশ্যন্তি প্রেতরাজাননং নরাঃ ॥৪২॥
ততো নিজক্রিয়াসূতিং নরকেষ্বতিদারুণম্।
প্রাপ্নুবন্তি নরা দুঃখমস্বরূপবিদস্তব ॥ ৪৩ ॥
অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়য়া।
মমত্বগর্ব্বগর্ত্তান্তভ্রমামি পরমেশ্বর ॥ ৪৪ ॥

সেবা করিয়াছি। অব্যয় দেবদেব! পরিশেষে ঐ সমুদায় ভোগ্য বস্তুই আমার পরিতাপের কারণ হইয়াছে।[৩৯] নাথ! সমুদায় দেবগণ দেবলোকে অবস্থান করিয়াও আমা হইতে সাহায্য কামনা করিয়াছিলেন। অতএব প্রকৃত নির্বৃতি ত কোথাও দেখিতেছি না।[৪০] পরমেশ্বর! সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সমুদায় জগতের আশ্রয় স্বরূপ তোমাকে আরাধনা না করিয়া কোন রূপেই নিত্য সুখ ও নিত্য নির্বৃতি লাভ করিতে পারা যায় না।[৪১] মনুষ্যগণ তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি কষ্ট সমুদায় ভোগ পূর্ব্বক প্রেতরাজের মুখ অবলোকন করিতেছে।[৪২]

মনুষ্যগণ তোমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া নিজকার্য্য জনিত পাপানুসারে নরকস্থ হইয়া অতি দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।[৪৩] পরমেশ্বর! আমিও বিষয়সমূহে সাতিশয় মগ্ন ও তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া, মমতা-জনিত অহঙ্কাররূপ

সোঽহং ত্বাং শরণমপারমীশমীড্যং
সংপ্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ।
সংসারাশ্রমপরিতাপতপ্তচেতা*
নির্ব্বাণে পরিণতধাম্নি সাভিলাষঃ॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
কালযবননাশনং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

গহ্বরে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছি।[৪৪] তুমি সকলের ঈশ্বর ও তুমি সকলের পূজ্য, তুমি পরমপদস্বরূপ, এই জগতে তোমা ব্যতীত কোন বস্তুই নাই। আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম জনিত পরিতাপে সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া পরিপক্ক যোগীদিগের প্রাপ্য নির্ব্বাণ মুক্তিতে সাভিলাষ হওয়াতে তোমার শরণাপন্ন হইলাম।[৪৫]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশে কালযবন বিনাশ নামক
ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* সংসারাশ্রয়পরিতাপতপ্তচেতা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।৪৫

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা।
প্রাহেশঃ সর্ব্বভূতানামনাদির্ভগবান্ হরিঃ ॥ ১ ॥
যথাভিবাঞ্ছিতান্ দিব্যান্ গচ্ছ লোকান্ নরেশ্বর।
অব্যাহতপরৈশ্বর্য্যো মৎপ্রসাদোপবৃংহিতঃ ॥২॥
ভুক্ত্বা ভোগান্ মহাদিব্যান্ ভবিষ্যসি মহাকুলে।
জাতিস্মরো মৎপ্রসাদাৎ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, ধীমান্ মুচুকুন্দ এইরূপ স্তব করিলে, সর্ব্ব ভূতের ঈশ্বর অনাদি ভগবান্ হরি কহিলেন,[১] রাজন্! তুমি এক্ষণে যথাভিলষিত দিব্যলোকে গমন কর। আমার অনুগ্রহে তোমার অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য অব্যাহত হইবে।[২] তুমি আমার অনুগ্রহে, এক্ষণে স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু সমুদায় উপভোগ করিয়া পরিশেষে জাতিস্মর হইয়া উত্তম সদ্বংশে জন্মপরিগ্রহ করিবে এবং সেই জন্মেই তোমার মুক্তিলাভ হইবে।[৩]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর মুচুকুন্দ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ।
গুহামুখাদ্বিনিষ্ক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান্ নরান্ ॥৪
ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং নৃপস্তপঃ।
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণোঽপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্।
জগ্রাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বস্যন্দনোজ্জ্বলম্ ॥ ৬ ॥
আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাং ন্যবেদয়ৎ।
পরাভিভবনিঃশঙ্কং বভূব চ যদোঃ কুলম্ ॥৭॥
বলদেবোঽপি মৈত্রেয় প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ।

জগদীশ্বর কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দেখিলেন যে, মনুষ্যের আকার অতীব ক্ষুদ্র। ৪ তখন তিনি কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করিলেন। ৫ এদিকে কৃষ্ণ কৌশলদ্বারা শত্রু বিনাশ করিয়া মথুরায় আগমন পূর্ব্বক হস্তী অশ্ব ও রথদ্বারা সমাকীর্ণ সেই সমুদায় শত্রু-সৈন্য গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর তিনি সেই সমুদায় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক উগ্রসেনের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে যাদবগণ নিঃশঙ্ক হইলেন।৭

মৈত্রেয়! এইরূপে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ প্রশান্ত হইল, তখন এক দিবস বলদেব জ্ঞাতিগণকে দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া

জ্ঞাতিসংদর্শনোৎকণ্ঠঃ* প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥৮॥
ততো গোপীশ্চ গোপাংশ্চ যথাপূর্ব্বমমিত্রজিৎ।
তথৈবাভ্যবদৎ প্রেম্না বহুমানপুরঃসরম্॥ ৯ ॥
কৈশ্চাপি সংপরিষক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষস্বজে।
হাস্যঞ্চক্রে সমং কৈশ্চিদ্ গোপৈর্গোপীজনৈস্তথা॥১০
প্রিয়াণ্যনেকান্যবদন্ গোপাস্তত্র হলায়ুধম্।
গোপ্যশ্চ প্রেমকুপিতাঃ প্রোচুঃ সের্ষ্যমথাপরাঃ ॥১১
গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণশ্চলৎপ্রেমলবাত্মকঃ॥ ১২॥
অস্মচ্চেষ্টামুপহসন্ কচ্চিন্ন পুরযোষিতাম্†।

গোকুলে নন্দালয়ে গমন করিলেন।[৮] শত্রুবিজয়ী বলদেব পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির সহিত ও বহুসম্মানের সহিত, গোপীগণকে ও গোপগণকে প্রণাম করিলেন।[৯] কোন কোন গোপ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। তিনিও কোন কোন গোপকে আলিঙ্গন করিলেন। কোন কোন গোপ ও গোপীর সহিত তিনি হাস্য পরিহাস করিলেন।[১০] গোপগণ ও গোপীগণ এই বলরামকে নানাবিধ প্রিয় বাক্য কহিতে লাগিল। কতকগুলি গোপী প্রণয়কুপিতা হইয়া ঈর্ষ্যা-যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল।[১১] কোন কোন গোপী জিজ্ঞাসা করিল, যাঁহার প্রেম অতীব চঞ্চল, সেই নগরবাসিনী রমণীদিগের প্রিয় কৃষ্ণ ত সুখে আছেন?[১২] আমরা গ্রাম্য রমণী, অস্থির-প্রেম কৃষ্ণ ত এক্ষণে আমাদের চেষ্টা ও বাক্যে উপহাস করিয়া নাগরী রমণীদিগের সৌভাগ্য-জনিত মান বৃদ্ধি করিতেছেন![১৩] আমরা যে কৃষ্ণের

---

* জ্ঞাতিদর্শনসোৎকণ্ঠ ইতি বা পঠনীয়ম্।৮
† কচ্চিৎ স পুরযোষিতাম্ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।১৩

সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি ক্ষণসৌহৃদঃ ॥১৩॥
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কলম্।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অথবা কিং তদালাপৈরপরা ক্রিয়তাং কথা।
তস্যাস্মাভির্বিনা তেন বিনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥১৫॥
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্ত্তা বন্ধুজনশ্চ কিম্।
ন ত্যক্তস্তৎকৃতেঽস্মাভিরকৃতজ্ঞধ্বজো হি সঃ ॥১৬॥
তথাপি কচ্চিদালাপমিহাগমনসংশ্রয়ম্।
করোতি কৃষ্ণো বক্তব্যং ভবতা কৃষ্ণ নানৃতম্ ॥১৭॥
দামোদরাসৌ গোবিন্দঃ* পুরস্ত্রীন্যস্তমানসঃ।
অপেতপ্রীতিরস্মাসু দুর্দ্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮ ॥

সহিত মিলিত হইয়া মধুর সঙ্গীত করিয়াছিলাম, তাহা কি তাঁহার স্মরণ আছে? তিনি মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত কি একবারও আসিবেন না?[১৪] অথবা কৃষ্ণের কথায় আবশ্যক নাই, অন্য কথা কহা যাউক। আমরা ব্যতিরেকে কৃষ্ণের চলিতেছে, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতিরেকেও আমাদের দিন যাইবে।[১৫] আমরা কৃষ্ণের নিমিত্ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও সমুদায় বন্ধুজন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। (আর কি বলিব) কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞদিগের একটী প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।[১৬] বলদেব! কৃষ্ণ এখানে আগমন বিষয়ে কখন কোন কথা বলেন? এ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহিও না, সত্য করিয়া বল।[১৭] দামোদর! সেই গোবিন্দ এক্ষণে নগর-রমণীর প্রতি আসক্ত-হৃদয় হইয়াছেন। আমাদের প্রতি এক্ষণে আর তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি নাই। অতএব আর যে কখনও তাঁহার দর্শন পাইব, এমত বোধ হয় না।[১৮]

* দামোদরৌঽসৌ গোবিন্দঃ ইত্যেবং পাঠঃ সর্ব্বেষ্বেব পুস্তকেষু দৃশ্যতে পরন্তু দামোদরঃ ইতি প্রথমান্ত পাঠে পরশ্লোকেন বিরোধঃ স্যাৎ।

পরাশর উবাচ।

আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনর্দ্দামোদরেতি চ।
জহসুঃ সুস্বরং গোপ্যো হরিণা হৃতচেতসঃ ॥১৯॥
সন্দেশৈঃ সামমধুরৈঃ প্রেমগর্ব্বৈরগর্ব্বিতৈঃ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমনোহরৈঃ ॥২০॥
গোপৈশ্চ পূর্ব্ববদ্রামঃ পরিহাসমনোরমাঃ।
কথাশ্চকার রেমে চ সহ তৈর্ব্রজভূমিষু ॥২১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
রামব্রজাগমনং নাম
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর কহিলেন। এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃত-হৃদয়া হইয়া বলদেবকে প্রথমত কৃষ্ণ পরে দামোদর বলিয়া সম্বোধন করাতে নিজ নিজ মতিভ্রম হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। [১৯]

অনন্তর বলদেব, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর সন্দেশ দ্বারা ও গর্ব্ব-পরিশূন্য প্রেমগর্ভ মনোহর বাক্যসমূহ দ্বারা গোপীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। [২০] অনন্তর বলদেব গোপগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার মনোহর পরিহাস বাক্য কহিতে লাগিলেন এবং ঐ ব্রজভূমিতেই তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [২১]

বিষ্ণুপুরাণ-পঞ্চমাংশ রামব্রজাভিগমন নামক
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

বনে বিচরতস্তস্য সহ গোপৈর্ম্মহাত্মনঃ।
মানুষচ্ছদ্মরূপস্য শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥১॥
নিষ্পাদিতোরুকার্য্যস্য কার্য্যেণোর্ব্বীবিচারিণঃ।
উপভোগার্থমত্যর্থং বরুণঃ প্রাহ বারুণীম্ ॥২॥
অভীষ্টা সর্ব্বদা যস্য মদিরে ত্বং মহৌজসঃ।
অনন্তস্যোপভোগায় তস্য গচ্ছ মুদে শুভে! *॥৩॥

পরাশর কহিলেন। মনুষ্যরূপধারী ধরণীধর মহাত্মা অনন্ত, এই রূপে গোপগণের সহিত সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। [১] তিনি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহার উপভোগের নিমিত্ত বরুণ বারুণীকে কহিলেন, [২] শুভলক্ষণে মদিরে! তুমি সর্ব্বদা যে মহাত্মার অত্যন্ত প্রিয়তমা ছিলে, সেই অনন্ত দেবের উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হও। [৩] বারুণী বরুণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবন-

---

* তস্য গচ্ছ মুদে শুভে! ইতি বিতিয়ঃ পাঠঃ।৩।

ইত্যুক্তা বারুণী তেন সন্নিধানমথাকরোৎ।
বৃন্দাবনবনোৎপন্ন-কদম্বতরুকোটরে ॥৪॥
বিচরন্ বলদেবোঽপি মদিরাগন্ধমুত্তমম্।
আঘ্রায় মদিরাতর্ষমবাপাথ পুরাতনম্ ॥৫॥
ততঃ কদম্বাৎ সহসা মদ্যধারাং স লাঙ্গলী।
পতন্তীং বীক্ষ্য মৈত্রেয়! প্রযযৌ পরমাং মুদম্ ॥৬॥
পপৌ চ গোপগোপীভিঃ সমবেতো মুদান্বিতঃ।
উপগীয়মানো ললিতং গীতবাদ্যবিশারদৈঃ ॥৭॥
সমন্তোৎপন্ন-ঘর্ম্মাম্ভঃ-কণিকা-মৌক্তিকোজ্জ্বলঃ।
আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ ॥ ৮॥
তস্য বাচং নদী সা চ মত্তোক্তামবমন্য বৈ।

বনজাত কদম্ব বৃক্ষের কোটর মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।[৪] বলদেবও ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত মদিরাপানে অভিলাষী হইলেন।[৫] মৈত্রেয়! অনন্তর সেই হলধর সহসা দেখিতে পাইলেন যে, কদম্ব বৃক্ষ হইতে মদ্যধারা নিপতিত হইতেছে। তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।[৬] পরে তিনি গোপ ও গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে সেই মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা গীত বাদ্যে বিশারদ, তাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার স্তুতিবিষয়ক গান করিতে লাগিল।[৭] তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্ম-কণিকা রূপ মুক্তাসমূহ দ্বারা উজ্জ্বল হইল। তিনি বিহ্বল অন্তঃকরণে কহিলেন, যমুনে! আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি।[৮]

যমুনা বলদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মত্ত বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া

নাজগাম, ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী ॥৯॥
গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ষ মদবিহ্বলঃ।
পাপে! নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়াত্মনঃ ॥১০॥
সা কৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলভদ্রোঽসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্ ॥১১॥
শরীরিণী তথোৎপত্য ত্রাসবিহ্বললোচনা।
প্রসীদেত্যব্রবীদ্রামং মুঞ্চ মাং মুষলায়ুধ ॥১২॥
সোঽব্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলে যদি।
সোঽহং ত্বাং হলপাতেন বিনেষ্যামি সহস্রধা ॥১৩॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তয়াতিসংত্রাসাৎ তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ।

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন না। তখন সেই হলধর ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন।[৯] তিনি মত্ততা প্রযুক্ত বিহ্বল অন্তঃকরণে যমুনাকে তটদেশে গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন (ও কহিলেন,) পাপে! তুমি আসিতেছ না, আসিতেছ না, এখন ক্ষমতা থাকে যথা ইচ্ছা গমন কর।[১০] যমুনা বলভদ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যেখানে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বন প্লাবিত করিলেন।[১১] অনন্তর তিনি শরীর ধারণ পূর্ব্বক উত্থিতা হইয়া ভয়বিহ্বল লোচনে মুষলধারি রামকে কহিলেন, প্রসন্ন হউন, আমাকে ছাড়িয়া দিউন।[১২] বলদেব কহিলেন, যদি তুমি আমার শৌর্য্য বিষয়ে ও বল বিষয়ে অবমাননা কর, তাহা হইলে এই লাঙ্গলপ্রহার দ্বারা তোমাকে সহস্রধা বিদীর্ণ করিব।[১৩]

পরাশর কহিলেন। যমুনা এই কথা শ্রবণ করিয়া ভয়হেতু তাহা-

ভূভাগে প্লাবিতে তস্মিন্ মুমোচ যমুনাং বলঃ ॥১৪॥
ততঃ স্নাতস্য বৈ কান্তিরাজগাম মহাত্মনঃ।
অবতংসোৎপলং চারু গৃহীত্বৈকঞ্চ কুণ্ডলম্ ॥১৫॥
বরুণপ্রহিতাং চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥১৬॥
কৃতাবতংসঃ স তদা চারুকুণ্ডলভূষিতঃ।
নীলাম্বরধরঃ স্রগ্বী শুশুভে কান্তিসংযুতঃ ॥১৭॥
ইত্থং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তথা ব্রজে।
মাসদ্বয়েন যাতশ্চ পুনঃ স দ্বারকীং পুরীম্ ॥১৮॥
রেবতীং নাম তনয়াং রৈবতস্য মহীপতেঃ।

কে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন সেই স্থান নদী-জলে প্লাবিত হইল, তখন বলদেবও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।[১৪] অনন্তর সেই মহাত্মা যখন স্নান করিলেন, তখন লক্ষ্মী তাঁহার এক কর্ণের ভূষণ কুণ্ডল ও অপর কর্ণের ভূষণ মনোহর পদ্ম লইয়া উপস্থিত হইলেন,[১৫] এবং তিনি বরুণ কর্তৃক প্রেরিত, চিরকান্তি, কমল দ্বারা গ্রথিত মালা ও সমুদ্রসদৃশ নীলবর্ণ বসনযুগল সেই হলধরকে প্রদান করিলেন।[১৬]

অনন্তর বলদেব নীল বর্ণ বসনযুগল ও মাল্য ধারণ করিয়া মনোহর অবতংস ও কুণ্ডল দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।[১৭] তিনি সেই ব্রজ স্থানে এই রূপ অলঙ্কৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দুই মাস অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার দ্বারকায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।[১৮] পরে তিনি রৈবত নামক রাজার কন্যা

উপযেমে বলস্তস্যাং জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ ॥১৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
বলবিলাসো নাম
পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রেবতীর পাণিগ্রহণ করেন, এই রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামক দুইটী পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৯

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চমাংশ, বলবিলাস নামক
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েঽভবৎ।
রুক্মী তস্যাভবৎ পুত্রো রুক্মিণী চ বরাঙ্গনা ॥ ১ ॥
রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।
ন দদৌ যাচতে চৈনাং রুক্মী দ্বেষেণ চক্রিণে ॥২॥
দদৌ চ শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রচোদিতঃ।
ভীষ্মকো রুক্মিণা সার্দ্ধং রুক্মিণীমুরুবিক্রমঃ *॥৩॥

পরাশর কহিলেন। বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্মী নামে এক পুত্র ও রুক্মিণী নামে পরমসুন্দরী এক কন্যা হইয়াছিল।[১] চারুহাসিনী রুক্মিণী কৃষ্ণকে, এবং কৃষ্ণও রুক্মিণীকে বিবাহার্থ কামনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন কন্যা প্রার্থনা করেন, তখন রুক্মী বিদ্বেষ বশত তাঁহাকে দান করিতে সম্মত হইলেন না।[২] পরে মহাবিক্রমশালী রুক্মী ও ভীষ্মক, জরাসন্ধের আদেশানুসারে রুক্মিণীকে শিশুপালের হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন।[৩] অনন্তর শিশুপালের

---

* জরাসন্ধপ্রচোদিত ইতি বা পাঠঃ।

বিবাহার্থং ততঃ সর্ব্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ।
ভীষ্মকস্য পুরং জগ্মুঃ শিশুপালপ্রিয়ৈষিণঃ ॥৪॥
কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রাদ্যৈর্যাদবৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ।
প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহঞ্চৈব ভূভৃতঃ ॥৫॥
শ্বোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান্ হরিঃ।
বিপক্ষভারমাসজ্য রামাদ্যেষ্বথ বন্ধুষু ॥৬॥
ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দন্তবক্রো বিদূরথঃ
শিশুপালজরাসন্ধ-শাল্বাদ্যাশ্চ মহীভৃতঃ ॥৭॥
কুপিতাস্তে হরিং হন্তুং চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্
নির্জ্জিতাশ্চ সমাগম্য রামদ্যৈর্যদুপুঙ্গবৈঃ ॥৮॥
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহত্বা যুধি কেশবম্।

হিতাভিলাষী জরাসন্ধ প্রভৃতি ভূপালগণ, তদীয় বিবাহ সম্পাদনের নিমিত্ত ভীষ্মক রাজার নগরীতে উপস্থিত হইলেন। [৪] কৃষ্ণও বলভদ্র প্রভৃতি বহুসংখ্য যাদবগণে পরিবৃত হইয়া শিশুপালের বিবাহদর্শনার্থ কুণ্ডিন নগরে গমন করিলেন। [৫] অনন্তর কৃষ্ণ বিবাহের পূর্ব্ব দিবস বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণের প্রতি বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবার ভার অর্পণ করিয়া সেই কন্যাকে হরণ করিলেন। [৬] অনন্তর শ্রীমান্ পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি ভূপালগণ, [৭] কুপিত হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। যখন, যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন, তখন রাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান যাদবগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা পরাজিত হইলেন। [৮] অনন্তর রুক্মী প্রতিজ্ঞা করিলেন, কৃষ্ণকে সংগ্রামে সংহার না করিয়া কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না। তিনি এই রূপ

কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং রুক্মী চ হন্তুং কৃষ্ণমভিদ্রুতঃ ॥৯॥
হত্বা বলং সনাগাশ্ব-পত্তিস্যন্দনসংকুলম্।
নির্জ্জিতঃ পাতিতশ্চোর্ব্ব্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণা ॥১০
হন্তুং কৃতমতিঃ কৃষ্ণো রুক্মিণং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
প্রণম্য যাচিতো ব্রহ্মন্ রুক্মিণ্যা ভগবান্ হরিঃ ॥১১॥
এক এব মম ভ্রাতা ন হন্তব্যস্ত্বয়াধুনা।
কোপং নিয়ম্য দেবেশ* ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥১২
ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রুক্মী ভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসৎ তদা ॥১৩॥
নির্জ্জিত্য রুক্মিণং সম্যগুপযেমে স রুক্মিণীম্।
রাক্ষসেন বিবাহেন সংপ্রাপ্তাং মধুসূদনঃ ॥ ১৪॥

প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন।[৯] কৃষ্ণ, তাঁহার নাগ অশ্ব রথ পদাতি দ্বারা সমাকীর্ণ সৈন্য সংহার করিয়া তাঁহাকে পরাজয় পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।[১০] ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরি যখন যুদ্ধ বিষয়ে দর্পশালী রুক্মীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন রুক্মিণী প্রণাম করিয়া যাচ্ঞা করিলেন যে,[১১] গোবিন্দ! আমার একটীমাত্র ভ্রাতা। তুমি ইহাকে বিনাশ করিও না। তুমি ক্রোধ পরিহার করিয়া আমাকে ভ্রাতারূপ ভিক্ষা প্রদান কর।[১২] রুক্মিণী এই কথা বলিবামাত্র কঠোরকর্ম্মা কৃষ্ণ রুক্মীকে পরিত্যাগ করিলেন, রুক্মীও (নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া) ভোজকট নামক নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।[১৩]

---

* কোপং নিযচ্ছ দেবেশ ইতি বা পাঠঃ।১২

তস্যাং জজ্ঞেঽথ প্রদ্যুম্নো মদনাংশঃ স বীর্য্যবান্।
জহার শম্বরো যং বৈ যো জঘান চ শম্বরম্ ॥১৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
রুক্মিণীপরিণয়ো নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

এদিকে মধুসূদন, রাজা রুক্মীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষস বিধানানুসারে রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিলেন। ১৪ এই রুক্মিণীর গর্ভে মদনাংশ-সমুৎপন্ন বীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শম্বর নামক দৈত্য এই প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়াছিল। প্রদ্যুম্নও সেই দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৫

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ রুক্মিণী পরিণয় নামক
ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কেষুচিৎ পুস্তকেষু শম্বরশব্দে দন্ত্যসকারো দৃশ্যতে।১৫

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

শম্বরেণ হৃতো বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ স কথং মুনে।
শম্বরশ্চ মহাবীর্য্যঃ প্রদ্যুম্নেন কথং হতঃ ॥১॥

পরাশর উবাচ।

ষষ্ঠেঽহ্নি জাতমাত্রন্তু প্রদ্যুম্নং সূতিকাগৃহাৎ।
মমৈষ হন্তেতি মুনে হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥২॥
হৃত্বা চিক্ষেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে।
কল্লোলজনিতাবর্ত্তে সুঘোরে মকরালয়ে ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন। (মহর্ষে! শম্বর নামক দৈত্য কিরূপে মহাবীর প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়াছিল, এবং প্রদ্যুম্নও কিরূপে মহাবীর্য্যশালী শম্বরকে সংহার করিয়াছিলেন, (অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।)১

পরাশর কহিলেন, প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র কাল স্বরূপ শম্বর জানিতে পারিল যে, এই বালক আমাকে বিনাশ করিবে। পরে সে ষষ্ঠ দিবসে সূতিকাগৃহ হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ২. শম্বর এইরূপে হরণ করিয়া তাহাকে ভীষণ জলজন্তু-সমাকুল কল্লোল ও আবর্ত্ত বিশিষ্ট মকরসমূহের আবাস

পতিতং তত্র চৈবৈকো মৎস্যো জগ্রাহ বালকম্।
ন মমার চ তস্যাপি জঠরেঽনলদীপিতঃ ॥৪॥
মৎস্যবন্ধৈশ্চ মৎস্যোঽসৌ মৎস্যৈরন্যৈঃ সহ দ্বিজ।
ঘাতিতো ঽসুরবর্য্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ ॥৫॥
তস্য মায়াবতী নাম পত্নী সর্ব্বগৃহেশ্বরী।
কারয়ামাস সূদানামাধিপত্যমনিন্দিতা ॥৬॥
দারিতে মৎস্যজঠরে সা দদর্শাতিশোভনম্।
কুমারং মন্মথতরোর্দ্দগ্ধস্য প্রথমাঙ্কুরম্ ॥৭॥
কোঽয়ং কথময়ং মৎস্যজঠরং সমুপাগতঃ।
ইত্যেবং কৌতুকাবিষ্টাং তাং তন্বীং প্রাহ নারদঃ ॥৮॥

অতীব ভীষণ লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল।[৩] বালক সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র একটী মৎস্য তাহাকে ভক্ষণ করিল।[৪] প্রদ্যুম্ন যদিও তাহার জঠরানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তথাপি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন নাই।[৪]

অনন্তর মৎস্যজীবিগণ, অন্যান্য মৎস্যের সহিত (যে মৎস্যের উদরে প্রদ্যুম্ন ছিলেন) সেই মৎস্যটিকেও জালে বন্ধন করিয়া বিনাশ করিল। পরে তাহারা ঐ সমস্ত মৎস্য দৈত্যরাজ শম্বরকে প্রদান করে।[৫] মায়াবতী নামে শম্বরের এক পত্নী ছিলেন। ঐ পত্নী সমুদয় সংসারের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্তা থাকিতেন, সুতরাং তিনি পাচক পাচিকাদিগের উপরেও আধিপত্য করিতেন।[৬] যে সময় ঐ মৎস্যের উদর বিদারিত হইল, তখন মায়াবতী দেখিলেন যে, দগ্ধ মন্মথরূপ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর স্বরূপ একটি সুকুমার কুমার তন্মধ্যে রহিয়াছে।[৭] তন্বী মায়াবতী যখন কুতূহলাক্রান্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন যে, এই বালক কে? কিরূপেই বা মৎস্যজঠরে প্রবিষ্ট হইল, তখন নারদ

অয়ং সমস্তজগতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণ-তনয়ঃ* সূতিকাগৃহাৎ ॥৯॥
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ।
নররত্নমিদং সুভ্রু বিস্রব্ধা পরিপালয় ॥১০॥

পরাশর উবাচ

নারদেনৈবমুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥১১॥
স যদা যৌবনাভোগ-ভূষিতোঽভূন্মহামুনে।
সাভিলাষা তদা সাপি বভূব গজগামিনী ॥১২॥

আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, [৮] যিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন; এইটি সেই কৃষ্ণের তনয়। শম্বর সূতিকাগৃহ হইতে ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে।[৯] পরে যখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, তখন এই মৎস্য ইহাকে ভক্ষণ করিয়াছিল, সুভ্রু! এক্ষণে এই বালক তোমার বশতাপন্ন হইয়াছে। এইটী মনুষ্যের মধ্যে রত্ন-স্বরূপ, তুমি অতিগোপনে ইহাকে প্রতিপালন কর। [১০]

পরাশর কহিলেন। মায়াবতী নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শিশুর নিরুপম রূপে মোহিত হইয়া তাহার বাল্যাবস্থাবধি সাতি-শয় অনুরাগের সহিত তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন।[১১] মহর্ষে! যে সময় ঐ বালক যৌবনপথে পদার্পণ করিল তখন ঐ গজগামিনী মায়াবতী তাহার প্রতি সাভিলাষা হইলেন।[১২] মায়াবতী অতিশয়

---

* শম্বরেণ হৃতো বিষ্ণুতনয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।

মায়াবতী দদৌ চাস্মৈ মায়াঃ সর্ব্বা মহাত্মনে।
প্রদ্যুম্নায়াতিরাগান্ধা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥১৩॥
প্রসক্তাস্তু তামাহ* স কার্ষ্ণিঃ কমলেক্ষণাম্।
মাতৃভাবমপাহায় কিমেবং বর্ত্তসেঽন্যথা ॥১৪॥
সা চাস্মৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্ত্বং মমেতি বৈ।
তনয়ং ত্বাময়ং বিষ্ণোর্হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥১৫॥
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যস্য সংপ্রাপ্তো জঠরান্ময়া।
সা তু রোদিতি তে মাতা কান্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা ॥১৬

অনুরাগে অন্ধপ্রায়া হইয়া ঐ মহাত্মা প্রদ্যুম্নের প্রতি হৃদয় ও দৃষ্টি অর্পণ করিলেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে সমুদায় আসুরী মায়াও শিখাইয়া দিলেন।[১৩]

কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন কমললোচনা মায়াবতীকে তাঁহার প্রতি প্রসক্তা দেখিয়া কহিলেন, তুমি কিনিমিত্ত মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ঈদৃশ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিতেছ, [১৪] মায়াবতী কহিলেন, তুমি আমার পুত্র নহ। তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর তনয়, কালস্বরূপ শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল।[১৫] পরে শম্বর তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে আমি মৎস্যের জঠর মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। নাথ! অতিস্নেহবতী তোমার মাতা অদ্যাপি তোমার নিমিত্ত রোদন করিতেছেন।[১৬]

পরাশর কহিলেন। প্রদ্যুম্ন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্বরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ক্রোধভরে তাঁহার মন আকুলীকৃত

---

*প্রসক্তাস্তু তামাহ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।১৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শম্বরং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নঃ স সমাহ্বয়ৎ।
ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুধে চ মহাবলঃ ॥১৭॥
হত্বা সৈন্যমশেষন্তু তস্য দৈত্যস্য মাধবিঃ।
সপ্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং সংযুযুজেঽষ্টমীম্ ॥১৮॥
তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়য়া কালশম্বরম্।
উৎপত্য চ তয়া সার্দ্ধমাজগাম পিতুর্গৃহম্ ॥১৯॥
অন্তঃপুরে নিপতিতং মায়াবত্যা সমন্বিতম্।
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণসংকল্পা বভূবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ॥২০॥
রুক্মিণী চাবদৎ প্রেম্না সাশ্রুদৃষ্টিরনিন্দিতা।
ধন্যায়াঃ খল্বয়ং পুত্রো বর্ত্ততে নবযৌবনে ॥২১॥

হইল। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সুতরাং অনায়াসে শম্বরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[১৭] কৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন দৈত্যের সমুদায় সৈন্য নিঃশেষ করিয়া, সপ্ত মায়া অতিক্রম পূর্ব্বক অষ্টম মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।[১৮] তিনি এই অষ্টম মায়া দ্বারা কালস্বরূপ দৈত্যরাজ শম্বরকে সংহার করেন। অনন্তর তিনি মায়াবতীর সহিত আকাশপথে উত্থিত হইয়া পিতৃগৃহে আগমন করিলেন।[১৯] পরে মায়াবতীর সহিত প্রদ্যুম্ন যখন কৃষ্ণের অন্তঃপুরে নিপতিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া, কৃষ্ণের মহিষীগণ, আপনাদের ভর্ত্তাস্বরূপ কৃষ্ণ বোধ করিতে লাগিলেন।[২০] নিরুপম-রূপবতী রুক্মিণী স্নেহ ভরে সজললোচনা হইয়া কহিলেন, যে রমণীর এই পুত্র নবযৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই রমণীই ধন্য।[২১] আমার পুত্র প্রদ্যুম্ন যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ বয়ঃক্রম হইত।

অস্মিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রদ্যুম্নো যদি জীবতি।
সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ॥২২॥
অথবা যাদৃশস্নেহো মম যাদৃগ্বপুস্তব।
হরেরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥২৩॥

পরাশর উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রুক্মিণীং প্রাহ হর্ষয়ন্ ॥২৪॥
এষ তে তনয়ঃ সুভ্রু ! হত্বা শম্বরমাগতঃ।
হৃতো যেনাভবদ্বালো ভবত্যাঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥২৫॥
ইয়ং মায়াবতী ভার্য্যা তনয়স্যাস্য তে সতী।

বৎস ! তোমার জননী কে, জানি না। তিনি পরমভাগ্যবতী। তুমি তাঁহার ক্রোড়ের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছ।[২২] অথবা বৎস ! তোমার প্রতি আমার যাদৃশ স্নেহ এবং তোমার যেরূপ শরীরের অবয়ব, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সন্তান হইবে।[২৩]

পরাশর কহিলেন, রুক্মিণী এইরূপ কহিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে কৃষ্ণ ও নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা অন্তঃপুরচারিণী দেবী রুক্মিণীকে আহ্লাদিতা করিয়া কহিলেন,[২৪] সুভ্রু ! এইটি তোমারি পুত্র। যে শম্বর নামক দৈত্য তোমার সূতিকাগৃহ হইতে এই বালককে করিয়া, লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে বিনাশ করিয়া, এক্ষণে তোমার এই কুমার এই উপস্থিত হইয়াছে।[২৫]

এই পতিব্রতা মায়াবতী তোমার এই পুত্রেরই ভার্য্যা। ইনি শম্বর নামক দৈত্যের ভার্য্যা নহেন। এ বিষয়ের কারণ বলিতেছি,

শম্বরস্য ন ভার্য্যেয়ং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥২৬॥
মন্মথে তু গতে নাশং তদুদ্ভবপরায়ণা।
শম্বরং মোহয়ামাস মায়ারূপেণ রূপিণী ॥২৭॥
বিবাহাদ্যুপভোগেষু রূপং মায়াময়ং শুভম্।
দর্শয়ামাস দৈত্যস্য তস্যেয়ং মদিরেক্ষণা ॥ ২৮॥
কামোঽবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তস্যেয়ং দয়িতা রতিঃ।
বিশঙ্কা নাত্র কর্ত্তব্যা স্নুষেয়ং তব শোভনা ॥ ২৯ ॥
ততো হর্ষসমাবিষ্টা রুক্মিণী কেশবস্তথা।
নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধ্বিত্যভাবত ॥৩০॥
চিরনষ্টেন পুত্রেণ সংযুক্তাং প্রেক্ষ্য রুক্মিণীম্*।

শ্রবণ কর। [২৬] মদন যখন বিনষ্ট হইয়াছিল, তখন তদায় ভার্য্যা, এই রূপবতী রমণী মদনের পুনরুৎপত্তি বিষয়ে একাগ্র-হৃদয়া হইয়া মায়াকৃত রূপ দ্বারা শম্বর নামক দৈত্যকে মোহিত করিয়াছেন। [২৭] যাঁহার দৃষ্টি মদিরার ন্যায় মত্ততার কারণ, সেই এই কন্যা দৈত্যের নিকট সম্ভোগাদি বিষয়ে মায়াময় উত্তম রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। [২৮] এক্ষণে মদন তোমার পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই এই মদনের ভার্য্যা রতি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না। এইটী তোমারই পুত্রবধূ। [২৯]

অনন্তর রুক্মিণী ও কৃষ্ণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সমুদায় নগরবাসিনী রমণীরা প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। [৩০] যে পুত্র বহুকাল নিরুদ্দেশ হইয়াছে, রুক্মিণীকে সেই পুত্রের

---

*সক্তাং প্রেক্ষ্য রুক্মিণীম্ ইতি পাঠান্তরম্। ৩১

অবাপ বিস্ময়ং সর্ব্বো দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥৩১॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া দ্বারকাবাসী সমুদায় জনগণ সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল। ৩১

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ সপ্তবিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ চারুদেহঞ্চ বীর্য্যবান্।
সুষেণং চারুগুপ্তঞ্চ ভদ্রচারুং তথাপরম্ ॥১॥
চারুবিন্দুং সুচারুঞ্চ চারুঞ্চ বলিনাং বরম্।
রুক্মিণ্যজনয়ৎ পুত্রান্ কন্যাং চারুমতীং তথা ॥২॥
অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। (রুক্মিণীর গর্ভে আর নয়টী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের নাম) চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, বীর্য্যবান্ সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, [1] চারুবিন্দ, সুচারু, ও পরমবলবান্ চারু, রুক্মিণী এই নয়টী পুত্র এবং চারুমতী নামে এক কন্যা প্রসব করেন। [2] কৃষ্ণের আর অনেকগুলি ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে সাতটী প্রধানা মহিষী। (ইঁহাদের নাম) কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতের কন্যা সত্যা। [3] দেবী জাম্ববতী, এই জাম্ববতীর আর একটী নাম

দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা ॥৪॥
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী।
ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ ॥৫॥
প্রদ্যুম্নোঽপি মহাবীর্য্যো রুক্মিণস্তনয়াং শুভাম্।
স্বয়ংবরস্থাং জগ্রাহ সা চ তং তনয়ং হরেঃ ॥৬॥
তস্যামস্যাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বীর্য্যোদধিররিন্দমঃ ॥৭॥
তস্যাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং বরয়ামাস কেশবঃ।
দৌহিত্রায় দদৌ রুক্মী তাং স্পর্দ্ধন্নপি শৌরিণা ॥৮॥
তস্যা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ।
রুক্মিণো নগরং জগ্মুর্নাম্না ভোজকটং দ্বিজ ॥৯॥

রোহিণী। ইনি কামরূপিণী ছিলেন। মদ্ররাজের কন্যা অতিসুশীলা সুশীলা।[৪] সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা, এবং মনোহর হাস্যকারিণী লক্ষ্মণা। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ভার্য্যা ছিল।[৫] মহাবীর্য্য প্রদ্যুম্ন, রাজা রুক্মীর কন্যাকে স্বয়ম্বর স্থলে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বরপবতী রুক্মিতনয়াও তাঁহাকে বরণ করেন।[৬] এই রুক্মিতনয়ার গর্ভে প্রদ্যুম্নের একটী পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। এই অনিরুদ্ধ মহাবল পরাক্রান্ত ও অসীম বীর্য্যশালী ছিলেন। তিনি অনায়াসে শত্রুদিগকে দমন করিতেন।[৭] কৃষ্ণ রাজা রুক্মির পৌত্রীর সহিত নিজ পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দিলেন। রুক্মী যদিও কৃষ্ণের বিপক্ষ ছিলেন. তথাপি দৌহিত্রকে পৌত্রী দান করিলেন।[৮] যে সময় রুক্মির পৌত্রীর সহিত অনিরু-

বিবাহে তত্র নির্বৃত্তে প্রাদ্যুম্নেঃ সুমহাত্মনঃ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা রুক্মিণং বাক্যমব্রুবন্ ॥১০॥
অনক্ষজ্ঞো হলী দ্যূতে তথাস্য ব্যসনং মহৎ।
ন জয়ামো বলং কস্মাৎ দ্যূতেনৈনং মহাদ্যুতে ॥১১॥

পরাশর উবাচ।

তথেতি তানাহ নৃপান্ রুক্মী বলসমন্বিতঃ।
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যূতঞ্চ বৈ তদা॥১২॥
সহস্রমেকং নিষ্কাণাং রুক্মিণা বিজিতো বলঃ।
দ্বিতীয়েঽপি পণে চান্যৎ সহস্রং রুক্মিণা জিতম্[1] ॥১৩

দ্ধের বিবাহ হয়, সেই সময় কৃষ্ণ বলরাম ও সমুদায় যাদবগণ রাজা রুক্মির অধিকৃত ভোজকট নামক নগরে গমন করিলেন। ৯

মহাত্মা প্রদ্যুম্নের বিবাহ সম্পন্ন হইলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি ভূপালগণ রুক্মীকে কহিলেন, মহাদ্যুতে! ১০ বলদেব যদিও দ্যূতক্রীড়া বিষয়ে অনভিজ্ঞ তথাপি তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি আছে, অতএব আইস আমরা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা ইঁহাকে পরাজয় করি। ১১

পরাশর কহিলেন। রুক্মী সেই সমুদায় রাজগণের নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া সভায় উপবেশন পূর্ব্বক বল দেবের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১২

যখন প্রথম এক বাজি খেলা হইল, তখন রুক্মী এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা জিতিলেন। দ্বিতীয় পণের সময়ে আর এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা জয় করেন। ১৩ অনন্তর তৃতীয় পণে বলদেব দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা

---

[1] সহস্রঞ্চ রুক্মিণা জিতঃ ইতি পাঠান্তরম্। ১৩

ততো দশসহস্রাণি নিষ্কাণাং পণমাদদে।
বলভদ্রোঽজয়ত্তানি রুক্মী দ্যূতবিদাং বরঃ ॥১৪॥
ততো জহাস স্বনবৎ কলিঙ্গাধিপতির্দ্বিজ।
দন্তানি দর্শয়ন্ মূঢ়ো রুক্মী চাহ মদোদ্ধতঃ ॥১৫॥
অবিজ্ঞোঽয়ং ময়া দ্যূতে বলদেবঃ পরাজিতঃ।
মুধৈবাক্ষাবলেপান্ধো যঃ স্বং মেনেঽক্ষকোবিদম্ ॥১৬
দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজং তং প্রকাশদশনাননম্।
রুক্মিণঞ্চাপি দুর্ব্বাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১৭॥
ততঃ কোপপরীতাত্মা নিষ্ককোটিং হলায়ুধঃ।
গ্লহং জগ্রাহ রুক্মী চ তদর্থেঽক্ষানপাতয়ৎ ॥১৮॥
অজয়দ্বলদেবস্তং প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া।
ময়েতি রুক্মী প্রাহোচ্চৈরলীকোক্তৈরলং বল ॥১৯

ধরিলেন। এবারেও রুক্মী তৎসমুদায় জয় করেন।[১৪] ব্রহ্মন্! অনন্তর কলিঙ্গরাজ দন্ত প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। মদমত্ত মূর্খ রুক্মীও কহিলেন,[১৫] এই বলদেব দ্যূতক্রীড়া বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এই দেখ, আমি ইঁহাকে পরাজয় করিলাম। ইনি দ্যূত ক্রীড়ার অহঙ্কারে বৃথাই গর্ব্ব করেন। ইনি দ্যূতক্রীড়া বিষয়ে বৃথাই আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন।[১৬] তখন বলদেব কলিঙ্গ-রাজকে দন্ত প্রকাশ পূর্ব্বক হাসিতে দেখিয়া, এবং রুক্মীর দুর্ব্বাক্য শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।[১৭] অনন্তর তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পণে ধরিয়া দিলেন। রুক্মীও তন্নিমিত্তে অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন।[১৮] এই পণে বলদেব জয়ী হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রুক্মীকে কহিলেন, আমি জয়ী হইয়াছি, রুক্মী কহিলেন, বলদেব! মিথ্যা কথা কহিও না, আমিই জিতিয়াছি।[১৯] তুমি

ত্বয়োক্তোঽয়ং গ্লহঃ সত্যং ন মৱৈষোঽনুমোদিতঃ।
এবং ত্বয়া চেদ্বিজিতং ময়াপি বিজিতং কথম্ ॥২০॥
অথান্তরিক্ষে বাগুচ্চৈঃ প্রাহ গম্ভীরনাদিনী।
বলদেবস্য তৎকোপং বর্দ্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ ॥২১॥
জিতং বলেন ধর্ম্মেণ রুক্মিণো ভাষিতং মৃষা।
অনুক্ত্বাপি বচঃ কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কর্ম্মণা ॥২২॥
ততো বলঃ সমুত্থায় কোপসংরক্তলোচনঃ।
জঘানাষ্টাপদেনৈব রুক্মিণং সুমহাবলঃ* ॥২৩॥
কলিঙ্গরাজঞ্চাদায় বিস্ফুরন্তং বলাদ্বলঃ।
বভঞ্জ দন্তান্ কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ ॥২৪

এই পণ রাখিয়াছ সত্য বটে, কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে অনুমোদন করি নাই। এ বিষয়ে তুমি যদি জয়ী হও, আমি কেন না জয়ী হইব। [২০]

অনন্তর মহাত্মা বলদেবের কোপপ্রবর্দ্ধনার্থ অত্যুচ্চ গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হইল যে, [২১] বলদেব ধর্ম্মানুসারে জয়ী হইয়াছেন। রুক্মী যাহা কহিতেছেন, তাহা মিথ্যা। বাক্য দ্বারা স্বীকার না করিয়াও কার্য্য দ্বারা স্বীকার করা হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ পণ যদি রুক্মীর স্বীকার করা না হইত তাহা হইলে তিনি কদাচ অক্ষপাত করিতেন না। [২২] অনন্তর মহাবল বলদেব ক্রোধ দ্বারা আরক্ত-লোচন হইয়া উত্থান পূর্ব্বক সুবর্ণময় অক্ষফলক দ্বারা রুক্মীকে প্রহার করিলেন। [২৩] এবং কুপিতহৃদয়ে বলপূর্ব্বক কলিঙ্গরাজকে ধরিয়া, তিনি, যে দন্ত প্রকাশ পূর্ব্বক হাসিয়াছিলেন, সেই দন্তগুলি ভাঙ্গিয়াদিলেন। [২৪] পরে তিনি পুনর্ব্বার ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া

---

* রুক্মিণন্তু মহাবলঃ ইতি পাঠান্তরম্ বি৹

আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ।
জঘান যেঽন্যে তৎপক্ষা ভূভৃতঃ কুপিতো বলাৎ ॥২৫॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরং দ্বিজ*।
তদ্রাজমণ্ডলং সর্ব্বং বভূব কুপিতে বলে ॥২৬॥
বলেন নিহতং শ্রুত্বা রুক্মিণং মধুসূদনঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৈত্রেয় রুক্মিণীবলয়োর্ভয়াৎ ॥২৭॥
ততোঽনিরুদ্ধমাদায় কৃতোদ্বাহং দ্বিজোত্তম
দ্বারকামাজগামাথ যদুচক্রং সকেশবম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অনিরুদ্ধবিবাহো নাম অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সুবর্ণময় মহাস্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক রুক্মিপক্ষীয় ভূপতিগণকে বলদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন [২৫] ব্রহ্মন্! এইরূপ বলদেব কুপিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল, সমুদায় রাজগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। [২৬] মৈত্রেয়! কৃষ্ণ যখন শুনিলেন যে, বলদেব রুক্মাকে প্রহার করিয়াছেন, তখন তিনি রুক্মিণী ও বলদেব উভয়ের ভয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না। [২৭] ব্রহ্মন্! অনন্তর কৃষ্ণ ও যাদবগণ বিবাহিত অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন। [২৮]।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ অনিরুদ্ধ বিবাহ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* পলায়নপরায়ণম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।২৬

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

দ্বারবত্যাং ততঃ শৌরিং শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আজগামাথ মৈত্রেয় মত্তৈরাবতপৃষ্ঠগঃ॥ ১॥
প্রবিশ্য দ্বারকাং সোঽথ সমেত্য হরিণা ততঃ।
কথয়ামাস দৈত্যস্য নরকস্য বিচেষ্টিতম্॥ ২॥
ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যত্বেঽপি তিষ্ঠতা।
প্রশমং সর্ব্বদুঃখানি নীতানি মধুসূদন॥ ৩॥

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! অনন্তর ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র কৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত মত্ত ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিলেন।[১] তিনি দ্বারকায় প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক নামক দৈত্যের কার্য্য সমুদায় নিবেদন করিলেন,[২] (এবং কহিলেন) মধুসূদন! তুমি দেবগণের নাথস্বরূপ, তুমি যদিও মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া আছ, তথাপি আমাদের সমুদায় দুঃখ দূর করিতেছ।[৩] অরিষ্ট, ধেনুক, চাণূর, মুষ্টিক ও কেশী, এই সমুদায় দানব, তপস্বিদিগকে বিনাশ করিতেছিল, তুমি তাহা-

তপস্বি-জননাশায় সোঽরিষ্টো ধেনুকস্তথা।
চানূরো মুষ্টিকঃ কেশী* তে সর্ব্বে নিহতাস্ত্বয়া ॥৪॥
কংসঃ কুবলয়াপীড়ঃ পূতনা বালঘাতিনী।
নাশং নীতাস্ত্বয়া সর্ব্বে যেঽন্যে জগদুপদ্রবাঃ ॥৫॥
যুষ্মদ্দোর্দ্দণ্ড-সদ্বুদ্ধি-পরিত্রাতে জগত্ত্রয়ে।
যজ্বিযজ্ঞাংশ-সংপ্রাপ্ত্যা তৃপ্তিং যান্তি দিবৌকসঃ ॥৬॥
সোঽহং সাম্প্রতমায়াতো যন্নিমিত্তং জনার্দ্দন।
তৎ শ্রুত্বা তৎপ্রতীকার-প্রযত্নং কর্ত্তুমর্হসি ॥৭॥
ভৌমোঽয়ং নরকো নাম্না প্রাগ্জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ†।
করোতি সর্ব্বভূতানামুপঘাতমরিন্দম ॥৮॥
দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনার্দ্দন।

দের সংহার করিয়াছ। ৪ কংস, কুবলয়াপীড় বালঘাতিনী পূতনা, এবং আর আর যাহারা জগতে উপদ্রব করিতেছিল, তুমি তাহাদের সকলকেই সংহার করিয়াছ। ৫ তোমার দোর্দণ্ড ও সদ্বুদ্ধি দ্বারা ত্রিলোক রক্ষিত হওয়াতে দেবগণ, যাগশীল ব্যক্তিগণের যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। ৬ জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে যে নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যাহাতে তাহার প্রতিকার হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। ৭ অরিন্দম! ভূমিতনয় নরক নামক অসুর প্রাগ্জ্যোতিষপুরে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রাণীকে কষ্ট প্রদান করিতেছে। ৮ জনার্দ্দন! এই অসুর, সুরগণ অসুরগণ সিদ্ধগণ ও রাজগণের কন্যাদিগকে হরণ

* প্রলম্বোঽথ তথা কেশী ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ।৪।
† প্রাগ্জ্যোতিষপুরেঽসুর ইতি বা পাঠঃ।৮।

হৃত্বা হি সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে ॥ ৯ ॥
ছত্রং যৎ সলিলস্রাবি তজ্জহার প্রচেতসঃ।
মন্দরস্য তথা শৃঙ্গং হৃতবান্ মণিপর্ব্বতম্ ॥ ১০ ॥
অমৃতস্রাবিণী দিব্যে মন্মাতুঃ কৃষ্ণ কুণ্ডলে।
জহার সোঽসুরো দিত্যা বাঞ্ছত্যৈরাবতং গজম্ ॥ ১১ ॥
দুর্নীতমেতদ্গোবিন্দ ময়া তস্য তবোদিতম্।
যদত্র প্রতিপত্তব্যং তৎ স্বয়ং প্রবিমৃশ্যতাম্ ॥ ১২ ॥

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্তস্থৌ বরাসনাৎ ॥ ১৩ ॥
চিন্তয়ামাস চ বিভুর্মনসা পন্নগাশনম্।

পূর্ব্বক নিজ মন্দিরে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে।[৯] বরুণের সলিল-স্রাবী যে ছত্র ছিল, তাহা, মন্দরপর্ব্বতের শৃঙ্গ এবং মণিপর্ব্বত এই সমুদায় এই দৈত্য হরণ করিয়াছে।[১০] কৃষ্ণ! আমার মাতা দিতির কর্ণে যে অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় ছিল; তাহাও এই অসুর অপহরণ করিয়া লইয়াছে; এক্ষণেও ঐরাবত নামক মদীয় হস্তী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।[১১] গোবিন্দ! এই নরকাসুরের যে সমুদায় অন্যায় কার্য্য, তাহা আমি তোমার নিকট নিবেদন করিলাম। এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তুমি স্বয়ং বিবেচনা কর।[১২]

পরাশর কহিলেন। এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ভগবান্ দেবকী-নন্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া দেবরাজের হাত ধরিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন।[১৩] পরে এই ভগবান্ পন্নগাশন গরুড়কে চিন্তা করিবামাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে তিনি সত্য-

সংচিন্তিতমুপারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্।
সত্যভামাং সমারোপ্য যযৌ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ॥১৪
আরুহ্যৈরাবতং নাগং শক্রোঽপি ত্রিদিবালয়ম্।
ততো জগাম মৈত্রেয় পশ্যতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥১৫॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্যাসীৎ সমন্তাচ্ছতযোজনম্।
আচিতা মৌরবৈঃ পাশৈঃ ক্ষুরান্তৈর্ভূর্দ্বিজোত্তম ॥১৬
তাংশ্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ষিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্।
ততো মুরুঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ ॥ ১৭॥
মুরোশ্চ তনয়ান্ সপ্ত সহস্রাংস্তাংস্ততো হরিঃ।
চক্রধারাগ্নিনির্দগ্ধাংশ্চাকার শলভানিব ॥ ১৮ ।

ভামাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়ারোহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে গমন করিলেন। [১৪] মৈত্রেয়! অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রও ঐরাবত নামক হস্তিতে আরোহণ করিয়া সুরপুরীতে যাত্রা করিলেন। দ্বারকাবাসী জনগণ এই সমুদায় বিষয় অবলোকন করিতে লাগিল। [১৫]

দ্বিজবর! প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের চতুর্দ্দিকে শত যোজন পর্য্যন্ত মুরু নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ক্ষুরধারার ন্যায় তীক্ষ্ণ পাশ-সমূহ দ্বারা পরিবৃত ছিল। [১৬] অনন্তর হরি সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ দ্বারা সেই সমুদায় পাশচ্ছেদন করিলেন। পরে মুরু নামক রাক্ষস উত্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিলেন। [১৭] অনন্তর সপ্ত সহস্র সংখ্যা মুরুতনয় রাক্ষসগণ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ শলভের ন্যায় তাহাদিগকে চক্রধারা রূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলেন। [১৮] ব্রহ্মন! ধীমান্ কৃষ্ণ এইরূপে মুরু, হয়গ্রীব ও পঞ্চজন নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরে প্রবেশ

হত্বা মুরুং হয়গ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজ।
প্রাগ্জ্যোতিষ পুরং ধীমাংস্ত্বরাবান্ সমুপাগতঃ* ॥১৯
নরকেণাস্য তত্রাভূন্মহাসৈন্যেন সংযুগঃ।
কৃষ্ণস্য, যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈত্যান্ সহস্রশঃ ॥২০
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং ভৌমং তং নরকং বলী।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রেণ দৈত্যচক্রহা ॥২১॥
হতে তু নরকে ভূমির্গৃহীত্বা দিতিকুণ্ডলে।
উপতস্থে জগন্নাথং বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ॥ ২২ ॥
যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা।
ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্র-স্তদায়ং মহ্যজায়ত ॥ ২৩ ॥
সোঽয়ং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।

করিলেন। [১৯] নরক নামক অসুর মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণও সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। [২০] দৈত্যচক্রবিনাশক চক্রধর বলবান্ কৃষ্ণ, ভূমিসুত নরককে অস্ত্র ও শস্ত্র বর্ষণ করিতে দেখিয়া চক্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। [২১] এইরূপে যখন নরকাসুর নিহত হইল, তখন ভূমি, দিতির কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই জগন্নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, [২২] নাথ! তুমি বরাহমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া যে সময় আমাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলে? সেই সময় তোমারই পাদস্পর্শ দ্বারা আমার এই পুত্র নরক উৎপন্ন হইয়াছিল। [২৩] পূর্ব্বে তুমিই এই পুত্রটি প্রদান করিয়াছিলে, এক্ষণে তুমিই ইহাকে বিনষ্ট করিলে। অতএব তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়

---

* ত্বরাবান্ সমুপাগবং ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।১৯

গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্য চ সন্ততিম্ ॥ ২৪ ॥
ভারাবতারণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্* ।
অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো ॥২৫॥
ত্বং কর্ত্তা ত্বং বিকর্ত্তা চ† সংহর্ত্তা প্রভবোঽপ্যয়ঃ ।
জগতাং ত্বং জগদ্রূপঃ স্তূয়তেঽচ্যুত কিং তব ॥২৬॥
ব্যাপী ব্যাপ্যঃ ক্রিয়া কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ ভগবান্ যদা ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য স্তূয়তে তব কিং তদা ॥২৭॥
পরমাত্মা চ ভূতাত্মা মহাত্মা‡ চাব্যয়ো ভবান্ ।
যদা তদা স্তুতির্নাস্তি কিমর্থা তে প্রবর্ত্ততে ॥২৮॥
প্রসীদ সর্ব্বভূতাত্মন্ নরকেণ কৃতং হি যৎ ।

গ্রহণ কর এবং নরকের পুত্রগণকে রক্ষা কর।[২৪] প্রভো! তুমি ভগবান্, অর্থাৎ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমারই ভার অবতরণের নিমিত্ত অংশ দ্বারা ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ।[২৫] তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। তুমি জগতের উপাদান কারণ এবং প্রলয় কালে তোমাতেই জগৎ লীন হইয়া থাকেই অচ্যুত, অধিক কি তোমার স্তব করিব, তুমি সমুদায় জগৎস্বরূপ।[২৬] তুমি যখন ব্যাপ্য ও ব্যাপক, তুমি যখন কর্ম্ম কর্ত্তা ও ক্রিয়া, তুমি যখন সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্, তখন তোমার আর কি স্তব করিব।[২৭] তুমি পরমাত্মা ও জীবাত্মা, তুমি সকলের মহাত্মা ও অব্যয়, অতএব তোমার স্তুতি বাক্য কিছুই নাই, কি বলিয়াই বা তোমার স্তব করা হইতে পারে।[২৮] হে সর্ব্বভূতাত্মন্! প্রসন্ন হও,

---

* মমৈব ভগবানয়ম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।২৫
† ধ্রুবং কর্ত্তা চ বিকর্ত্তা চ ইতি বা পাঠঃ ।২৬
‡ পরমাত্মা মহাত্মা চ ভূতাত্মা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।২৮

তৎ ক্ষন্তাতামদোষায় ত্বৎসুতঃ স নিপাতিতঃ ॥২৯॥

পরাশর উবাচ।

তথেতি চোক্ত্বা ধরণীং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্রাহ মুনিসত্তম ॥৩০॥
কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে ॥৩১॥
চতুর্দ্দন্তান্ গজান্ চোগ্রান্ ষট্ সহস্রান্ স দৃষ্টবান্।
কাম্বোজানাং তথাশ্বানাং নিযুতান্যেকবিংশতিম্ ॥৩২
কন্যাস্তাশ্চ তথা নাগাং-স্তানশ্বান্ দ্বারকাং পুরীম।
প্রেষয়ামাস গোবিন্দঃ সদ্যো নরককিঙ্করৈঃ ॥৩৩॥
দদৃশে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম।

নরকাসুর যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা ক্ষমা কর, অধুনা দোষ শান্তির নিমিত্ত তোমার পুত্রকে তুমিই বিনাশ করিলে।[২৯]

পরাশর কহিলেন, মহর্ষে! ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ, ধরণীর নিকট তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া নরকালয় হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন।[৩০] মহামতে! অনন্তর অতুল বিক্রমশালী কৃষ্ণ, কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ষোড়শ সহস্র এক শত কন্যা দর্শন করিলেন।[৩১] পরে, তিনি ছয় সহস্র উগ্র চতুর্দন্ত গজ এবং এক বিংশতি লক্ষ কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব দেখিতে পাইলেন।[৩২] পরে সেই গোবিন্দ নরকাসুরের কিঙ্করসমূহ দ্বারা সেই শতাধিক ষোড়শ সহস্র কন্যা, ষট্ সহস্র চতুর্দ্দন্ত হস্তী এবং সেই সমুদায় অশ্ব তৎক্ষণাৎ দ্বারকা পুরীতে প্রেরণ করিলেন।[৩৩] পরে তিনি বরুণের ছত্র এবং মণিময়

জগ্রাহ মধুসূদনঃ ইতি বা পাঠান্তরম্। ৩০

আরোপয়ামাস হরির্গরুড়ে পন্নগাশনে ॥৩৪॥
আরুহ্য চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামা-সহায়বান্ ।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
নরকবধো নাম
ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

পর্ব্বত দেখিয়া পন্নগাশন গরুড়ের পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইলেন।[৩৪] পরে তিনি সত্যভামার সহিত স্বয়ং সেই গরুড়ে আরোহণ করিয়া অদিতিকে তদীয় কুণ্ডল প্রদান করিবার নিমিত্ত ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।[৩৫]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশে নরকবধ নামক একোন-
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

গরুড়ো বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
সভার্য্যঞ্চ হৃষীকেশং লীলয়ৈব বহন্ যযৌ ॥১॥
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীৎ স্বর্গদ্বারং গতো হরিঃ।
উপতস্থুস্ততো দেবাঃ সার্ঘ্যপাত্রা জনার্দ্দনম্ ॥২॥
স দেবৈরর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাতুর্নিবেশনম্।
সিতাভ্রশিখরাকারং প্রবিশ্য দদৃশেঽদিতিম্ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর গরুড় বারুণ ছত্র, মণিময় পর্ব্বত ও সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বহন করিয়া অবলীলাক্রমে (আকাশ পথে) গমন করিতে লাগিল।[১] কৃষ্ণ স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিবামাত্র দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন।[২] কৃষ্ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া শ্বেতবর্ণ মেঘের শিখরের সদৃশ দেবমাতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দিতিকে দেখিতে পাইলেন।[৩] তিনি দেবরাজের সহিত একত্র হইয়া দেবমাতা দিতিকে প্রণাম করিয়া তদীয় কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে প্রদান

স তাং প্রণম্য শক্রেণ সহ তে কুণ্ডলোত্তমে।
দদৌ নরকনাশঞ্চ শশংসাস্যৈ জনার্দ্দনঃ ॥৪॥
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্।
তুষ্টাবাদিতিরব্যগ্রা কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ ॥৫॥

অদিতিরুবাচ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
সনাতনাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ ভূতাত্মন্ ভূতভাবন ॥৬॥
প্রণেতা মনসো বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণাং গুণাত্মক।
ত্রিগুণাতীত নির্দ্বন্দ্ব শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি স্থিত ॥৭॥
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষ-কল্পনাপরিবর্জ্জিত।
জন্মাদিভিরসংস্পৃষ্ট স্বপ্নাদিপরিবর্জ্জিত ॥৮॥

পূর্ব্বক নরকাসুরের বধ বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। ৪ অনন্তর জগন্মাতা দিতি সাতিশয় প্রীতা হইয়া অব্যগ্র ও ঐকান্তিক অন্তঃকরণে জগতের পালনকর্ত্তা সেই হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫

দিতি কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি ভক্তগণের অভয়দাতা, তুমি সনাতন. তুমি সকলের আত্মাস্বরূপ, তুমি সর্ব্বভূতের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও সর্ব্বভূতময় তোমাকে নমস্কার। ৬ তুমি ত্রিগুণাত্মক হইয়া মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়া থাক। তুমি গুণত্রয়ের অতীত, সুখ দুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্ব রহিত ও শুদ্ধ সত্ত্বময়, তুমি যোগিদিগের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক। ৭ শুক্ল, কৃষ্ণ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব প্রভৃতি রূপ বা আকারাদি দ্বারা তোমার স্বরূপ কল্পনা করিতে পারা যায় না। তুমি জন্মাদিরহিত তোমার স্বপ্ন, জাগরণ প্রভৃতি অবস্থান্তর ঘটে না। ৮ অচ্যুত! তুমি সন্ধ্যা,

সন্ধ্যা রাত্রিরহোভূমির্গগনং বায়ুরম্বু চ।
হুতাশনো মনো বুদ্ধির্ভূতাদিস্ত্বং তথাচ্যুত ॥৯॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং কর্ত্তা কর্ত্তৃপতির্ভবান্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাখ্যাভিরাত্মমূর্ত্তিভিরীশ্বর ॥১০॥
দেবা যক্ষাস্তথা দৈত্যা রাক্ষসাঃ সিদ্ধপন্নগাঃ।
কুষ্মাণ্ডাশ্চ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা মনুজাস্তথা ॥১১॥
পশবো মৃগমাতঙ্গাঃ* তথৈব চ সরীসৃপাঃ।
বৃক্ষগুল্মলতাবল্লী-সমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ ॥১২॥
স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মাঃ স্থূলসূক্ষ্মতরাশ্চ যে।
দেহভেদা ভবান্ সর্ব্বে যে কেচিৎ পুদ্গলাশ্রয়াঃ ॥১৩

তুমি রাত্রি, তুমি দিবা, তুমিই ভূমি, তুমি আকাশ, তুমি বায়ু, তুমিই জল, তুমি অগ্নি, তুমি মন, তুমিই বুদ্ধি, তুমি ভূতাদি অর্থাৎ অহঙ্কার-তত্ত্ব।[৯] ঈশ্বর! তুমি হিরণ্যগর্ভরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়া থাক। তুমি বিষ্ণুরূপে জগতের পালন কর, তুমিই মহেশ্বর রূপে সমুদায় সংহার করিতে প্রবৃত্ত হও। যাঁহারা অবান্তর সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি তাঁহা-দিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা।[১০] দেবগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, সিদ্ধগণ, পন্নগগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মনুষ্যগণ,[১১] পশুগণ মৃগগণ, পতঙ্গগণ, সরীসৃপগণ, বৃক্ষ গুল্ম লতা বল্লী তৃণ প্রভৃতি স্থাবর জীবগণ,[১২] স্থূল মধ্যম ও সূক্ষ্ম যে সকল পদার্থ আছে এবং স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ এবং মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যবিধ দেহ ও যাহারা দেহ কিম্বা পরমাণু আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, এ সমুদায়ও তোমা হইতে ভিন্ন নহে।[১৩] অত্যন্ত মোহজনক তোমার মায়ার

---

* পশবো মৃগাঃ পতঙ্গাশ্চ ইতি বা পাঠঃ।১২

মায়া তবেয়মজ্ঞাত-পরমার্থাতিমোহিনী।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং যয়া মূঢ়োঽনুরুধ্যতে ॥১৪॥
অহং মমেতি ভাবোঽত্র যৎ পুংসামভিজায়তে।
সংসারমাতুর্মায়ায়া-স্তবৈতন্নাথ চেষ্টিতম্ ॥১৫॥
যৈঃ স্বধর্ম্মপরৈর্নাথ নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্মবিমুক্তয়ে ॥১৬॥
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ মনুষ্যাঃ পশবস্তথা।
বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তে মোহান্ধতমসাবৃতাঃ ॥১৭॥
আরাধ্য ত্বামভীপ্সন্তে কামানাত্মভবক্ষয়ম্।
যদেতে পুরুষা মায়া সৈবেয়ং ভগবংস্তব ॥১৮॥
ময়া ত্বং পুত্রকামিন্যা বৈরিপক্ষক্ষয়ায় চ।

প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না, এই মায়া হইতেই আত্মভিন্ন পদার্থে আত্মজ্ঞান হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা এই মায়ার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।[১৪] নাথ! তোমার মায়া সংসারের মাতৃস্বরূপ। এই মায়া হইতে মনুষ্যগণের "আমি, আমার" ইত্যাকার অভিমান হয়।[১৫] নাথ! যে সকল মনুষ্য স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই সমুদায় মায়া অতিক্রম করিয়া মুক্তি পদের অধিকারী হন।[১৬] ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর মায়ারূপ মহা আবর্ত্তে পতিত হইয়া মোহরূপ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত আছেন।[১৭] ভগবন্! এই যে যোগিগণ তোমার আরাধনা করিয়া, যাহাতে সংসারে পুনর্জন্ম না হয়, এইরূপ কামনা করেন, তাহাও তোমার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।[১৮] আমি পুত্র কামনায় ও শত্রুপক্ষের ক্ষয় প্রার্থনায় তোমার আরাধনা করিয়াছি।

আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলম্বিতং হি তৎ ॥১৯॥
কৌপীনাচ্ছাদনপ্রায়া বাঞ্ছা কল্পদ্রুমাদপি।
জায়তে যদপুণ্যানাং সোঽপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥২০॥
তৎ প্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয়।
অজ্ঞানং জ্ঞানসদ্ভাবভূতং ভূতেশ নাশয় ॥২১॥
নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ।
গদাহস্তায় তে বিষ্ণো শঙ্খহস্তায় তে নমঃ ॥২২॥
এতৎ পশ্যামি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপলক্ষিতম্।
ন জানামি পরং যত্তে প্রসীদ পরমেশ্বর ॥২৩॥

মোক্ষ কামনায় তোমার আরাধনা করি নাই, তাহাও তোমার মায়ারই প্রভাব।[১৯] (উত্তম পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া) কৌপীন আচ্ছাদনের ন্যায় পুণ্যবিহীন ব্যক্তিরা যে (তোমাকে ত্যাগ করিয়া) কল্পবৃক্ষের নিকট অভিলষিত দ্রব্য কামনা করে, তাহা তাহাদের নিজ দোষের ফল।[২০]

অব্যয়! তুমি সমুদায় জগৎ মায়া দ্বারা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ভূতনাথ! আমি অজ্ঞানী, আমার এই অভিমানাত্মক অজ্ঞান তিরোহিত কর।[২১] বিষ্ণো! তুমি চক্রপাণি, তোমাকে নমস্কার, তুমি শার্ঙ্গধর, তোমাকে নমস্কার, তুমি গদাধারী, তোমাকে নমস্কার, তুমি শঙ্খধারী, তোমাকে নমস্কার।[২২] পরমেশ্বর! আমি তোমার এই স্থূল শরীর অবলোকন করিতেছি পরন্তু তোমার যে প্রকৃত রূপ তাহা আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।[২৩]

পরাশর উবাচ।

অদিত্যৈবং স্তুতো বিষ্ণুঃ প্রহস্যাহ সুরারণিম্।
মাতা দেবি ত্বমস্মাকং প্রসীদ বরদা ভব ॥২৪॥

অদিতিরুবাচ।

এবমস্তু যথেচ্ছা তে, ত্বমশেষৈঃ সুরাসুরৈঃ।
অজেয়ঃ পুরুষব্যাঘ্র মর্ত্ত্যলোকে ভবিষ্যসি ॥২৫॥
ততোঽনন্তরমেবাস্য শক্রাণীসহিতা দিতিম্।
সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥২৬॥

অদিতিরুবাচ।

মৎপ্রসাদান্ন তে সুভ্রু জরা বৈরূপ্যমেব চ।
ভবিষ্যত্যনবদ্যাঙ্গি সর্ব্বধামা ভবিষ্যসি ॥২৭॥

পরাশর কহিলেন, দেবমাতা অদিতি এই প্রকার স্তব করিলে বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি আমাদিগের মাতা, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে বর প্রদান কর।[২৪]

অদিতি কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। তুমি যত দিন মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিবে, তত দিন দেব বা অসুর কেহই তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না।[২৫] অনন্তর সত্যভামা শচীর সহিত একত্র হইয়া অদিতির চরণে প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, দেবি! প্রসন্না হও।[২৬]

অদিতি কহিলেন, সুভ্রু! আমার অনুগ্রহে তোমার কখন বার্দ্ধক্য বা বৈরূপ্য হইবে না। সুন্দরি! তুমি সর্ব্বস্থানে গতিবিধি করিতে পারিবে।[২৭]

পরাশর উবাচ।

অদিত্যা তু কৃতানুজ্ঞো দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
যথাবৎ পূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্ ॥২৮॥
ততো দদর্শ কৃষ্ণোঽপি সত্যভামা-সহায়বান্।
দেবোদ্যানানি হৃদ্যানি নন্দনাদীনি সত্তম ॥২৯॥
দদর্শ চ সুগন্ধাঢ্যং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্।
শচ্যাহ্লাদকরং তাম্র-বালপল্লবশোভিতম্* ॥৩০॥
মথ্যমানেঽমৃতে জাতং জাতরূপসমত্বচম্†।
পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥৩১॥
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা দ্বিজোত্তম‡।
কস্মান্ন দ্বারকামেষ নীয়তে দেবপাদপঃ ॥৩২॥

পরাশর কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অদিতির অনুজ্ঞানুসারে বহুমান পূর্ব্বক যথাবিধি কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিলেন।[২৮] সাধুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত একত্র হইয়া নন্দন প্রভৃতি পরম আশ্চর্য্য সমুদায় দেবোদ্যান অবলোকন করিতে লাগিলেন।[২৯] পরে তিনি তাম্রবর্ণ নবপল্লব-সুশোভিত মঞ্জরীপুঞ্জধারী অতীব সুগন্ধ শচীর আহ্লাদ জনক (পারিজাত বৃক্ষ) অবলোকন করিলেন।[৩০] যখন অমৃত মন্থন হয়, সেই সময় (সমুদ্র হইতে) এই বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার ত্বক্ সুবর্ণ সদৃশ। কেশিনিসূদন জগন্নাথ কৃষ্ণ (এই বৃক্ষ দর্শন করিতে লাগিলেন)।[৩১] ব্রহ্মন্! সত্যভামা এই বৃক্ষ দেখিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, তুমি এই বৃক্ষটি দ্বারকায় লইয়া চল।[৩২] (তুমি সর্ব্বদা এই বাক্য বলিয়া থাক) "যে, সত্যভামা

---

* তাম্রদলপল্লবশোভিতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ৩০ ॥

† জাতরূপোপমত্বচম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ॥ ৩১ ॥

‡ সত্যভমা প্রিয়ং পতিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ। ৩২

যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে।
মদ্গেহনিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ ॥৩৩॥
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।
সত্যে যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎ প্রিয়ম্ ॥৩৪॥
সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং তব।
তদস্তু পারিজাতোঽয়ং মম গেহবিভূষণম্ ॥৩৫॥
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।
সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥৩৬॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সংপ্রহস্যৈনং পারিজাতং গরুত্মতি।
আরোপয়ামাস হরিস্তমূচুর্ব্বনরক্ষিণঃ ॥৩৭॥

আমার অত্যন্ত প্রিয়তমা' যদি তোমার সেই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে আমার গৃহোদ্যানের নিমিত্ত এই বৃক্ষটি লইয়া চল। ৩৩ কৃষ্ণ! তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়া থাক যে, সত্যে! তুমি যেমন আমার প্রিয়তমা, জাম্ববতী এবং রুক্মিণীও তাদৃশ প্রিয়তমা নহে। ৩৪ গোবিন্দ! যদি তোমার সেই বাক্য সত্য হয় ও তাহা প্রতারণা-বাক্য না হয়, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটি আমার গৃহের ভূষণ হউক। ৩৫ আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, আমি কেশকলাপ মধ্যে এই পারিজাতমঞ্জরী ধারণ করিয়া সমুদায় সপত্নীগণের মধ্যে শোভমানা হইব। ৩৬

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সেই পারিজাত বৃক্ষটী গরুড়ের পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন। উদ্যানরক্ষকগণ তাঁহাকে কহিতে লাগিল। ৩৭ গোবিন্দ!

ভোঃ শচী দেবরাজস্য মহিষী, তৎপরিগ্রহম্।
পারিজাতং ন গোবিন্দ হর্ত্তুমর্হসি পাদপম্ ॥৩৮॥
শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমন্থনে।
উৎপাদিতোঽয়ং ন ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং গমিষ্যসি ॥৩৯॥
দেবরাজো মুখপ্রেক্ষো যস্যাস্তস্যাঃ পরিগ্রহম্।
মৌঢ্যাৎ প্রার্থয়সে ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং হি কো ব্রজেৎ॥৪০॥
অবশ্যমস্য দেবেন্দ্রো নিষ্কৃতিং কৃষ্ণ যাস্যতি।
বজ্রোদ্যতকরং শক্রমনুযাস্যন্তি চামরাঃ ॥৪১॥
তদলং সকলৈর্দেবৈর্বিগ্রহেণ তবাচ্যুত।
বিপাককটু যৎ কর্ম্ম তন্ন শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪২॥

দেবরাজের মহিষী শচী এই পারিজাতের পুষ্প ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং শচীর এই পারিজাত বৃক্ষটী লইয়া যাইবেন না।[৩৮] দেবগণ যখন অমৃত মন্থন করেন, তখন তাঁহারা শচীর ভূষণের নিমিত্ত এই বৃক্ষটী উত্থাপিত করিয়াছেন, সুতরাং আপনি ইহা লইয়া অক্ষত শরীরে গমন করিতে পারিবেন না।[৩৯] দেবরাজ যাঁহার মুখপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন, এই বৃক্ষটী তাঁহারই অধিকৃত। আপনি মূঢ়তা হেতু ইহা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেখুন, ইহা গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তিই কুশলে গমন করিতে পারে না।[৪০] কৃষ্ণ! দেবরাজ ইন্দ্র অবশ্যই ইহার প্রতিকার করিবেন এবং তিনি (ক্রুদ্ধ হইয়া) বজ্র গ্রহণ করিলে দেবগণ সকলেই তাঁহার অনুগামী হইবেন।[৪১] অচ্যুত! সমুদায় দেবগণের সহিত বিবাদ করা আপনকার উচিত নহে। যে কর্ম্ম পরিণামে অনিষ্টকর হইবে, পণ্ডিতগণ তাহার প্রশংসা করেন না।[৪২] উদ্যানপালগণ এই বাক্য

ইত্যুক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী।
কা শচী পারিজাতস্য কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ ॥৪৩
সামান্যঃ সর্ব্বলোকানাং যদ্যেষোঽমৃতমন্থনে।
সমুৎপন্নঃ সুরাঃ কস্মাদেকো গৃহ্লাতি বাসবঃ ॥৪৪॥
যথা সুধা যথৈবেন্দুর্যথা শ্রীর্ব্বনরক্ষিণঃ।
সামান্যাঃ সর্ব্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ ॥৪৫॥
ভর্ত্তৃবাহু-মহাগর্ব্বা রুণদ্ধ্যেনং যথা শচী।
তৎ কথ্যতামলং ক্ষান্ত্যা সত্যা হারয়তি দ্রুমম্ ॥৪৬॥
কথ্যতাঞ্চ দ্রুতং গত্বা পৌলোম্যা বচনং মম।
সত্যভামা বদত্যেতদতিগর্ব্বোদ্ধতাক্ষরম্ ॥৪৭॥

কহিলে অতিকোপনা সত্যভামা তাঁহাদিগকে কহিলেন, এই পারিজাত বৃক্ষে শচীর কি অধিকার? সুরনাথ ইন্দ্রেরই বা কি অধিকার? ৪৩ দেবগণের অমৃতমন্থনের সময় যদি এই পারিজাত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার। ইন্দ্র একাকী কি নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করিবেন। ৪৪ বনরক্ষকগণ! (সমুদ্র-মন্থনে সমুৎপন্ন) সুধা, চন্দ্র ও লক্ষ্মী যেমন সকলের সাধারণ, সেইরূপ এই পারিজাত বৃক্ষও সর্ব্বসাধারণ-সম্পত্তি হইতেছে। ৪৫ শচী যদি ভর্ত্তার বাহুবলের গর্ব্বে বলপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা গিয়া তাঁহার নিকট বল যে, সত্যভামা পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিতেছেন, এ বিষয়ে ক্ষমা করিবার আবশ্যক নাই। ৪৬ তোমরা শীঘ্র শচীর নিকট গমন কর এবং আমার বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট বল যে, সত্যভামা এইরূপ সাতিশয় গর্ব্ব-পূর্ণ বাক্য কহিতেছেন, ৪৭ যদি তুমি ভর্ত্তার প্রণয়িনী হও, যদি

যদি ত্বং দয়িতা ভর্ত্তুর্যদি বশ্যঃ পতিস্তব।
মদ্ভর্ত্তুর্হরতো বৃক্ষং তৎ কারয় নিবারণম্ ॥৪৮॥
জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদিবেশ্বরম্।
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥৪৯॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা রক্ষিণো গত্বা শচ্যা ঊচুর্যথোদিতম্।
শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ ॥৫০॥
ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হরিম্।
প্রযযৌ পারিজাতার্থমিন্দ্রো যোধয়িতুং দ্বিজ ॥৫১॥
ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশ-গদাশূলবরায়ুধাঃ।
বভূবুস্ত্রিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে ॥৫২॥

তোমার ভর্ত্তা তোমার বশীভূত থাকেন, তাহা হইলে আমার স্বামী যে পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহা তিনি প্রত্যাহরণ করুন।[৪৮] আমি জ্ঞাত আছি যে, স্বর্গের অধীশ্বর তোমার স্বামী; তথাপি আমি মানুষী হইয়াও এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিলাম।[৪৯]

পরাশর কহিলেন, উদ্যানরক্ষকগণ সত্যভামার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শচীর নিকট উপস্থিত হইয়া যথাকথিত সমুদায় নিবেদন করিল। শচীও (পারিজাত বৃক্ষ প্রত্যাহরণের নিমিত্ত) ত্রিদশাধিপতি পতিকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।[৫০] ব্রহ্মন্! অনন্তর দেবরাজ সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া পারিজাতের নিমিত্ত কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন।[৫১] দেবরাজ বজ্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, ত্রিদশগণ পরিঘ নিস্ত্রিংশ গদা শূল প্রভৃতি উত্তম উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া

ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দো নাগরাজোপরিস্থিতম্
শক্রং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্॥৫৩॥
চকার শঙ্খনির্ঘোষং দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।
মুমোচ চ শরব্রাজং সহস্রাযুতসংমিতম্॥৫৪॥
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্ট্বা শরশতাচিতম্।
মুমুচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকশঃ॥৫৫॥
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ দেবৈর্মুক্তং সহস্রধা।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদনঃ॥৫৬॥
পাশং সলিলরাজস্য সমাকৃষ্যোরগাশনঃ।
চকারখণ্ডশশ্চঞ্চ্বা বালপন্নগদেহবৎ॥৫৭॥
যমেন প্রহৃতং দণ্ডং গদাবিক্ষেপখণ্ডিতম্।

যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন।[৫২] অনন্তর গোবিন্দ যখন দেখিলেন, দেবরাজ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি[৫৩] এরূপ শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, তদ্দ্বারা সর্ব্ব দিক্ পূরিত হইল। পরে তিনি লক্ষ লক্ষ শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।[৫৪] দেবগণ যখন দেখিলেন যে, সমুদায় দিক্ ও সমুদায় আকাশ শরসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে, তখন তাঁহারাও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৫৫] বহুসংখ্য দেবগণ যদিও এককালে বহুসংখ্য অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি জগতের ঈশ্বর মধুসূদন কৃষ্ণ, একাকী অবলীলাক্রমে তৎসমুদায়ই ছেদন করিলেন।[৫৬] পন্নগাশন গরুড়ও চঞ্চুদ্বারা বরুণের পাশ আকর্ষণ করিয়া সর্পশাবক-শরীরের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।[৫৭] যম যখন দণ্ড প্রহার করিলেন, তখন ভগবান্ দেবকীনন্দন গদা নিক্ষেপ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে পাতিত

পৃথিব্যাং পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥৫৮॥
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্য চক্রেণ তিলশো বিভুঃ।
চকার শৌরিরর্কঞ্চ দৃষ্টিদৃষ্টং হতৌজসম্ ॥৫৯॥
নীতোঽগ্নিঃ শতশো বাণৈর্দ্রাবিতা বসবো দিশঃ।
চক্রবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা রুদ্রা ভুবি নিপাতিতাঃ ॥৬০॥
সাধ্যা মরুতো বিশ্বে চ গন্ধর্ব্বাশ্চৈব শায়কৈঃ।
শার্ঙ্গেণ প্রেরিতৈরস্তা ব্যোম্নি শাল্মলিতূলবৎ ॥৬১॥
গরুত্মানপি বক্ত্রেণ পক্ষাভ্যাং নখরাঙ্কুরৈঃ।
ভক্ষয়ংস্তাড়য়ন্ দেবান্ দারয়ংশ্চ চচার বৈ ॥৬২॥
ততঃ শরসহস্রেণ দেবেন্দ্র-মধুসূদনৌ।
পরস্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়দৌ ॥৬৩॥

করিলেন। [৫৮] ধনপতি কুবের যখন শিবিকা চালনা করেন, তখন কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহা তিলের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাত মাত্র দিবাকরের তেজোহ্রাস হইল। [৫৯] হুতাশন, শরনিকর দ্বারা শতধা বিদারিত হইলেন। বসুগণ নানা দিকে পলায়ন করিলেন। রুদ্রগণের শূলের অগ্রভাগ চক্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল, তাঁহারাও পৃথিবীতে পতিত হইলেন। [৬০] সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ ও গন্ধর্ব্বগণ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক শার্ঙ্গ ধনুর্দ্বারা পরিচালিত বাণসমূহে শাল্মলিতূলার ন্যায় আকাশে পরিক্ষিপ্ত হইলেন। [৬১] গরুড়ও মুখ দ্বারা পক্ষদ্বয় দ্বারা নখসমূহ দ্বারা দেবগণকে ভক্ষণ প্রহার ও বিদারিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। [৬২] অনন্তর মেঘগণ যেমন বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় দেবরাজ ও মধুসূদন পরস্পর পরস্পরের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। [৬৩]

ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সংযুগে ।
দেবৈঃ সমস্তৈর্যুযুধে শত্রেণ চ জনার্দ্দনঃ ॥৬৪॥
ছিন্নেষশেষবাণেষু শস্ত্রেষস্ত্রেষু চ ত্বরন্* ।
জগ্রাহ বাসবো বজ্রং কৃষ্ণশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥৬৫॥
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং দ্বিজসত্তম ।
বজ্রচক্রধরৌ দৃষ্ট্বা দেবরাজজনার্দ্দনৌ ॥৬৬॥
ক্ষিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ ।
ন মুমোচ চ চক্রং স তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥৬৭॥
প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রং গরুড়ক্ষতবাহনং ।
সত্যভামাব্রবীদ্ বীরং পলায়নপরায়ণম্ ॥৬৮॥

এইরূপ সংগ্রামের সময় গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং একাকী জনার্দ্দন সমুদায় দেবগণের সহিত ও দেবরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৬৪] যখন কৃষ্ণ ও দেবরাজের সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ছিন্ন হইল তখন কৃষ্ণ ও দেবরাজ উভয়ে ত্বরান্বিত হইয়া সুদর্শন চক্র ও বজ্র গ্রহণ করিলেন।[৬৫] ব্রহ্মন্! অনন্তর দেবরাজ ও জনার্দ্দনকে বজ্রধারী ও চক্রধারী দেখিয়া সমস্ত ত্রিলোক মধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।[৬৬] দেবরাজ যখন বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন ভগবান্ হরি তাহা গ্রহণ করিলেন পরন্তু তিনি চক্র পরিত্যাগ না করিয়া কেবল তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এই বাক্য কহিলেন।[৬৭] যখন দেবরাজের বজ্র বিনষ্ট হইল ও গরুড় ঐরাবতকে ক্ষতবিক্ষত করিল, তখন সত্যভামা মহাবীর দেবরাজকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া কহিলেন,[৬৮]

* শস্ত্রাস্ত্রেষু চ সত্বরম্ ইতি খ পাঠান্তরম্ ।৬৫

ত্রৈলোক্যেশ্বর নো যুক্তং শচীভর্ত্তুঃ পলায়নম্।
পারিজাতস্রগাভোগা ত্বামুপস্থাস্যতে শচী ॥৬৯॥
কীদৃশং দেবরাজ্যন্তে পারিজাতস্রগুজ্জ্বলাম্।
অপশ্যতো যথাপূর্ব্বং প্রণয়াদাগতাং শচীম্ ॥৭০॥
অলং শক্র প্রয়াতেন ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসি।
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥৭১
পতিগর্ব্বাবলেপেন বহুমানপুরঃসরম্।
ন দদর্শ গৃহে যাতাম্ * উপচারেণ মাং শচী ॥৭২॥
স্ত্রীত্বাদগুরুচিত্তাহং স্বভর্ত্তৃশ্লাঘনাপরা।
ততঃ কৃতবতী শক্র ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥৭৩॥

ত্রৈলোক্যনাথ! তুমি শচীর ভর্ত্তা, তোমার পলায়ন করা উচিত হইতেছে না। শচী পারিজাতের মালায় বিভূষিতা হইয়া তোমার সেবা করিবেন। ৬৯ শচী যখন প্রণয় পূর্ব্বক তোমার নিকট আগমন করিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে পারিজাতমালা দ্বারা উজ্জ্বলবেশা না দেখিয়া দেবরাজ্য কিরূপ বোধ করিবে। ৭০ দেবরাজ! লজ্জিত হইও না, পলায়ন করিবার আবশ্যক নাই। এই পারিজাত বৃক্ষ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, দেবগণের মনোব্যথা দূর হউক। ৭১ আমি যখন তোমার গৃহে আসিলাম, তখন শচী পতিগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া আমাকে বহুমান পূর্ব্বক দেখেন নাই, সমাদরও করেন নাই। ৭২ দেবরাজ! আমি স্ত্রীলোক, আমার চিত্ত অতিশয় লঘু। এ দিকে শচী ভর্ত্তার শ্লাঘায় গর্ব্বিতা ছিলেন। এই জন্য আমি তোমার সহিত বিবাদ করিলাম। ৭৩ অতএব আমার পারিজাতে আবশ্যক নাই,

* ন দদর্শ গৃহায়াতাম্ ইতি পাঠান্তরম্। ৭২

তদাং পারিজাতেন পরস্বেন হৃতেন নঃ।
রূপেণ গর্ব্বিতা সা তু ভর্ত্রা স্ত্রী কা ন গর্ব্বিতা ॥৭৪॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো নিবৃত্তোঽসৌ দেবরাজস্তথা দ্বিজ!
প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি! সখ্যুঃ খেদাতিবিস্তরৈঃ ॥৭৫॥
ন চাপি স্বর্গসংহারস্থিতিকর্ত্তাখিলস্য যঃ।
জিতস্য তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা ॥৭৬॥
যস্মিন্ জগৎ সকলমেতদনাদিমধ্যে
যস্মাদ্ যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ।
তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য ॥৭৭॥

কি নিমিত্ত আমরা পরস্ব অপহরণ করিব, কোন্ রমণী স্বামীর গর্ব্বে গর্ব্বিতা না হয়? পরন্তু শচী স্বীয় রূপের গর্ব্বেই গর্ব্বিতা ছিলেন। [৭৪]

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! সত্যভামা এই কথা বলিবামাত্র দেবরাজ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, কোপনে! তোমার সখীর মনোদুঃখ বৃদ্ধি করা তোমার উচিত নহে। [৭৫] যিনি সমুদায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, সেই বিশ্বরূপী ভগবান্ আমাকে যে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাতে আমার লজ্জা কি, [৭৬] যাঁহাতে এই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, যিনি সর্ব্বভূতময়, যিনি জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বিষ্ণু আমাকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিনিমিত্ত লজ্জাবোধ হইবে? [৭৭]

সকলভুবনসূতেমূর্ত্তিরস্যানুসূক্ষ্মা
বিদিতসকলবেদৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্যৈঃ।
তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ ॥৭৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
পারিজাতহরণং নাম
ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

যিনি সমুদায় জগতের আদি কারণ। তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন যোগীরা সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞাত হইয়া যাঁহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মূর্ত্তি অবগত হইতে পারেন, অন্য ব্যক্তিরা যাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ নহে, যাঁহার জন্ম নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। যিনি নিত্য ঈশ্বর, যিনি জগতের উপকারের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পরাজয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে? ৭৮

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ পারিজাতহরণ নামক
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানিত্থং দেবরাজেন কেশবঃ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তম! ॥১॥
দেবরাজো ভবানিন্দ্রো বয়ং মর্ত্ত্যা জগৎপতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতা চেদমপরাধঙ্কৃতং মম ॥২॥
পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।
গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যা বচনকারণাৎ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। ব্রহ্মন্! ভগবান্ কেশব, দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া হাস্য পূর্ব্বক গম্ভীরভাবে কহিলেন,[১] জগৎপতে! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মনুষ্যজাতি। অধুনা আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।[২] এই পারিজাত বৃক্ষ (প্রদান করিতেছি) যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করুন। দেবরাজ! আমি সত্যভামার বাক্যানুসারে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলাম।[৩]

বজ্রঞ্চেদং গৃহাণ ত্বং যত্ত্বয়া প্রহিতং ময়ি।
তবৈবৈতৎ প্রহরণং শক্র বৈরিবিদারণম্ ॥৪॥

শক্র উবাচ।

বিমোহয়সি মামীশ! মর্ত্ত্যোঽহমিতি কিং বদন্।
জানীমস্তদ্ভগবতো নন্ সূক্ষ্মবিদো বয়ম্ ॥৫॥
যোঽসি সোঽসি জগত্ত্রাণ—প্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ।
জগতঃ শল্যনিষ্কর্ষং করোষ্যসুরসূদন ॥৬॥
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং কৃষ্ণ দ্বারবতীং পুরীম্।
মর্ত্ত্যলোকে ত্বয়া ত্যক্তে* নায়ং সংস্থাস্যতে ভুবি ॥৭॥

মঘবন্! আপনি আমার প্রতি যে বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাও এই গ্রহণ করুন। দেবরাজ! ইহা আপনকারই অস্ত্র। ইহা দ্বারা শত্রুগণ বিদারিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্র কহিলেন, ঈশ্বর! আমি মনুষ্য এই কথা বলিয়া আমাকে কেন বিমোহিত করিতেছ? আমরা সূক্ষ্মদর্শী সুতরাং আমরা তোমারি সমুদায় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী প্রভৃতি অবগত আছি। অসুরসূদন! তুমি যে হও সে হও (তদ্বিষয়ক বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না, পরন্তু আমরা অবগত আছি যে) তুমি জগতের পালন কার্য্যে নিযুক্ত আছ। নাথ! তুমিই জগতের শল্যোদ্ধার করিতেছ। কৃষ্ণ! তুমি এই পারিজাত বৃক্ষটী দ্বারকাপুরীতে লইয়া যাও। তুমি যখন ভূলোক পরিত্যাগ করিবে, তখন আর ইহা পৃথিবীতে থাকিবে না।

---

* মর্ত্ত্যলোকে ত্বয়া মুক্তে ইতি পাঠান্তরম্।

পরাশর উবাচ ।

তথেত্যুক্ত্বা চ দেবেন্দ্রমাজগাম ভুবং হরিঃ ।
প্রসক্তৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানস্তথর্ষিভিঃ ॥৮॥
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় দ্বারকোপরিসংস্থিতঃ ।
হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজ ॥৯॥
অবতীর্য্যাথ গরুড়াৎ সত্যভামাসহায়বান্ ।
নিষ্কুটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্ ॥১০॥
যমভ্যেত্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্ ।
বাস্যন্তে যস্য পুষ্পাণাং* গন্ধেনোর্ব্বী ত্রিযোজনম্ ॥১১
ততস্তে সাদরাঃ সর্ব্বে দেহবন্ধানমানুষান্ ।

পরাশর কহিলেন। হরি, দেবরাজকে তথাস্তু বলিয়া ভূতলে আগমন করিলেন। সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ ও মহর্ষিগণ, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তব করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। ৮

ব্রহ্মন্! কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর উপরিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। দ্বারকাবাসী জনগণ সকলেই যার পর নাই আহ্লাদিত হইল। ৯ তিনি সত্যভামার সহিত একত্র হইয়া গরুড় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পারিজাত নামক মহাবৃক্ষটী গৃহোদ্যানে রোপিত করিলেন। ১০ এই বৃক্ষ দর্শন করাতে দ্বারকাবাসী জনগণের পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মৃতি পথে উদিত হইতে লাগিল। ইহার পুষ্পের সৌরভে দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত আমোদিত হইল। ১১ অনন্তর যাদবগণ সেই পারিজাত বৃক্ষে স্ব স্ব মুখের প্রতিবি

* বাস্যতে যস্য পুষ্পোত্থঃ ইতি পাঠান্তরম্ । ১১

দদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্ব্বন্তো মুখদর্শনম্ ॥১২॥
কিঙ্করৈঃ সমুপানীতং হস্ত্যশ্বাদি ততো ধনম্।
স্ত্রিয়শ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্য পরিগ্রহান্ ॥১৩॥
ততঃ কালে শুভে প্রাপ্তে উপযেমে জনার্দ্দনঃ।
তাঃ কন্যা নরকেণাসন্ সর্ব্বতো যাঃ সমাহৃতাঃ ॥১৪॥
একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামতে।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ পৃথগ্‌গেহেষু ধর্ম্মতঃ ॥১৫॥
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্।
তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥১৬॥
একৈকশ্যেন তাঃ কন্যা মেনিরে মধুসূদনম্।
মমৈব পাণিগ্রহণং ভগবান্ কৃতবানিতি ॥১৭॥

স্বাবলোকন করিয়া আপনাদিগকে অমানুষ দেহবিশিষ্ট অর্থাৎ দেবতা বলিয়া জানিতে পারিলেন। [১২]

অনন্তর কিঙ্করগণ যখন নরকাসুরের পুরী হইতে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ ধন ও রমণীগণকে আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন। [১৩] পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে, জনার্দ্দন সেই সমুদায় কন্যাকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে নরক চতুর্দ্দিক্ হইতে এই সমুদায় কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিল। [১৪] মহামতে! গোবিন্দ এক সময়েই বহুসংখ্য শরীর ধারণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন। [১৫] ষোড়শ সহস্র একশত কন্যা ছিল, সুতরাং ভগবান্ মধুসূদন তাবৎসংখ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। [১৬] প্রত্যেক কন্যা বিবেচনা করিতে লাগিল যে, ভগবান্ মধুসূদন কেবল আমারই পাণিগ্রহণ করিলেন। [১৭] ব্রহ্মন্! জগৎস্রষ্টা কেশব বহুবিগ্রহ-

নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ।
উবাস বিপ্র! সর্ব্বাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥১৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
কন্যাপরিগ্রহো নাম
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধারী হইয়া রাত্রিকালে তাঁহাদের সকলের গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ কন্যাপরিগ্রহ নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥১॥
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা * রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জ্জাম্ববত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥২॥
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ হইতে রুক্মিণীর গর্ব্ভে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহা তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যভামার গর্ব্ভে দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল, একটির নাম ভানু, অপরের নাম ভৈমরিক।[১] রোহিণীর গর্ব্ভে দীপ্তিমান্, তাম্রপক্ষ প্রভৃতি তনয় উৎপন্ন হয়, জাম্ববতীর উদরে শাম্ব প্রভৃতি মহাবীর পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছিল।[২] নগ্নজিতের কন্যা সত্যার গর্ব্ভে ভদ্রবিন্দ প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত কুমারগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। শৈব্যা, সংগ্রামজিৎ প্রভৃতি সন্তানগণকে প্রসব করেন।[৩] মদ্ররাজ-

---

* দীপ্তিমত্তাম্রবর্ণাদ্যা ইতি পাঠান্তরম। ২৩

বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাং কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥৪॥
অন্যাসাঞ্চৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ।
অষ্টাযুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণাং শতং তথা ॥৫॥
প্রদ্যুম্নঃ প্রথমস্তেষাং সর্ব্বেষাং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূদ্বজ্রস্তস্মাদজায়ত ॥৬॥
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীং মহাবলঃ।
বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে দ্বিজোত্তম ! ॥৭॥
যত্র যুদ্ধমভূদ্ঘোরং হরিশঙ্করয়োর্ম্মহান্।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং যত্র বাণস্য চক্রিণা ॥৮॥

তনয়া সুশীলার গর্ভে বৃক প্রভৃতি, লক্ষ্মণার গর্ভে গাত্রবৎ প্রভৃতি, কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত প্রভৃতি বহুসংখ্য সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল।[৪] ভগবান্ কৃষ্ণের আর আর যে সকল ভার্য্যা ছিল, তাহাদের গর্ভে আট কোটি একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করে।[৫] কৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ ও অনিরুদ্ধ হইতে বজ্র সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন।[৬]

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মহাবল অনিরুদ্ধ বলিরাজের পৌত্রী বাণ নৃপতির কন্যা ঊষাকে (গোপনে) বিবাহ করাতে তিনি (বাণ কর্ত্তৃক) সংগ্রামে বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।[৭] এই উপলক্ষে কৃষ্ণ ও মহাদেবের পরস্পর ঘোরতর সমর হইয়াছিল, পরে কৃষ্ণ চক্রদ্বারা বাণ রাজার সহস্র বাহু ছেদন করেন।[৮]

মৈত্রেয় উবাচ।

কথং যুদ্ধমভূদ্ব্রহ্মন্নূষার্থে হরকৃষ্ণয়োঃ।
কথং ক্ষয়ঞ্চ বাণস্য বাহূণাং কৃতবান্ হরিঃ ॥৯॥
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।
মহৎ কৌতূহলং জাতং কথাং শ্রোতুমিমাং হরেঃ ॥১০॥

পরাশর উবাচ।

উষা বাণসুতা বিপ্র পার্ব্বতীং সহ শম্ভুনা।
ক্রীড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাঞ্চক্রে তদাশ্রয়াম্ ॥১১॥
ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভাবিনীম্।
অলমত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বমপি রংস্যসে ॥১২॥
ইত্যুক্তে সা তদা চক্রে কদেতি মতিমাত্মনঃ।

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উষার নিমিত্ত মহাদেবের সহিত কৃষ্ণের কিজন্য সংগ্রাম হইয়াছিল, কি রূপেই বা কৃষ্ণ বাণ রাজার বাহুসহস্র ছেদন করেন?[৯] মহাভাগ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমুদায় আমার নিকট বলুন, কারণ এই সকল হরি কথা শ্রবণে আমার সাতিশয় কৌতূল জন্মিয়াছে।[১০]

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মন্! (একদা) বাণতনয়া উষা, পার্ব্বতীকে, শম্ভুর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আপনিও ভর্ত্তার সহিত সেইরূপ ক্রীড়া করেন, এইরূপ স্পৃহান্বিতা হইলেন।[১১] সর্ব্বান্তর্যামিনী গৌরী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি বিষণ্ণা হইও না, অচিরে তুমিও স্বামীর সহিত এইরূপে ক্রীড়া করিবে।[১২] উষা পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিলেন যে, কোন সময় কে আমার ভর্ত্তা

কো বা ভর্ত্তা মমেত্যেস্তাং পুনরপ্যাহ পার্ব্বতী ॥১৩॥
বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোঽভিভবং তব।
করিষ্যতি স বৈ ভর্ত্তা রাজপুত্রি! ভবিষ্যতি ॥১৪॥

পরাশর উবাচ।

তস্যাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতম্।
তথৈবাভিভবং চক্রে রাগঞ্চক্রে তথৈব সা ॥১৫॥
ততঃ প্রবুদ্ধা পুরুষমপশ্যন্তী তমুৎসুকা।
ক্ব গতোঽসীতি নির্লজ্জা মৈত্রেয়োক্তবতী সখীম্ ॥১৬॥
বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা তু তৎসুতা।
তস্যাঃ সখ্যভবৎ সা চ প্রাহ কোঽয়ং ত্বয়োচ্যতে ॥১৭॥

হইবেন? পার্ব্বতী পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন,[১৩] রাজতনয়ে! বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে স্বপ্নাবস্থায় যিনি বলপূর্ব্বক তোমাতে সম্ভোগ করিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন।[১৪]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর দেবী ভগবতী যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে ঊষা স্বপ্ন দেখিলেন যে, কোন পুরুষ তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক সম্ভোগ করিতেছেন। তিনি তখন সেই পুরুষেই অনুরাগবতী হইলেন।[১৫] মৈত্রেয়! পরে ঊষা জাগরিতা হইয়া কোন পুরুষকেই নিকটে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকণ্ঠিতা হইয়া, নাথ! কোথায় গমন করিলে? নাথ! কোথায় গমন করিলে? এইরূপ বাক্য সখীর প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।[১৬] কুম্ভাণ্ড নামে বাণরাজার এক মন্ত্রী ছিল। এই মন্ত্রীর কন্যার নাম চিত্রলেখা চিত্রলেখা ঊষার সখী ছিলেন। তিনি (ঊষার প্রলাপবাক্য শুনিয়া) কহিলেন, তুমি কাহাকে কি বলিতেছ?[১৭]

যদা লজ্জাকুলা নাস্যৈ কথয়ামাস সা সতী*।
তদা বিশ্বাসমানীয় সর্ব্বমেবাভ্যবাদয়ৎ ॥১৮॥
বিদিতার্থান্তু তামাহ পুনর্ঊষা যথোদিতম্।
দেব্যা তথৈব তৎপ্রাপ্তৌ যোহভ্যুপায়ঃ কুরুষ্ব তম্॥১৯

পরাশর উবাচ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ প্রধানতঃ।
মনুষ্যাংশ্চাভিলিখ্যাস্যৈ চিত্রলেখা ব্যদর্শয়ৎ ॥২০॥
অপাস্য সা তু গন্ধর্ব্বাংস্তথোরগসুরাসুরান্।
মনুষ্যেষু দদৌ দৃষ্টিং তেষপ্যন্ধকবৃষ্ণিষু ॥২১॥

ঊষা লজ্জাপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত তাঁহার নিকট কিছুই বলিলেন না। চিত্রলেখা (অনেক কৌশলে) তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া সমুদায় কথাই বাহির করিয়া লইলেন।[১৮] চিত্রলেখা সমুদায় বিষয় অবগত হইলে ঊষা পুনর্ব্বার, দেবী ভগবতী কর্ত্তৃক কথিত সমুদায় বাক্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এবং কহিলেন, যেরূপে আমি মদীয় ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হই, তাহার কোন উপায় দেখ।[১৯]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর চিত্রলেখা চিত্রপটে দেবগণের, দৈত্যগণের, গন্ধর্ব্বগণের ও প্রধান প্রধান মনুষ্যগণের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া ঊষাকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।[২০] ঊষা দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও উরগগণকে পরিত্যাগ করিয়া মানবগণের প্রতি, বিশেষত যদুবংশীয়দিগের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[২১] ব্রহ্মন্! সেই সুলোচনা প্রথমতঃ রাম

* সা সখী ইতি পাঠান্তরম্। ১৮

কৃষ্ণরামৌ ত্রিলোক্যাসৌ সুভ্রূর্লজ্জাজড়েব সা।
প্রদ্যুম্নদর্শনে ব্রীড়া-দৃষ্টিং নিন্যেঽন্যতো দ্বিজ! ॥২২॥
দৃষ্টমাত্রে ততঃ কান্তে প্রদ্যুম্নতনয়ে দ্বিজ!।
দৃষ্ট্যাত্যর্থবিকাশিন্যা লজ্জা ক্বাপি নিরাকৃতা ॥২৩॥
সোঽয়ং সোঽয়মিতীত্যুক্তে তয়া সা যোগগামিনী।
যযৌ দ্বারবতীমূষাং সমাশ্বাস্য ততঃ সখীম্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
ঊষোৎকণ্ঠালেখ্যদর্শনং নাম
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ও কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া লজ্জাভরে মন্থরা হইলেন, পরে প্রদ্যুম্ন দর্শনে পুনর্ব্বার লজ্জাভিভূতা হইয়া অন্যত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।[২২] ব্রহ্মন্! অনন্তর যখন তিনি হৃদয়কান্ত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে অবলোকন করিলেন, তখন আহ্লাদে তাঁহার নয়নযুগল বিকসিত হইল। তখন তাঁহার সে লজ্জা যে কোথায় গেল তাহার নিরূপণ নাই।[২৩] তখন তিনি, (মনের আবেগবশত) এই সেই তিনি, এই সেই আমার তিনি, এই কথা বলিয়া উঠিলেন। সহচরী চিত্রলেখা যোগবলে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিতেন। তিনি ঊষাকে সমাশ্বাসিত করিয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন।[২৪]

বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, ঊষোৎকণ্ঠা
ও আলেখ্যদর্শন নামক দ্বাত্রিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

বাণোঽপি প্রণিপত্যাগ্রে মৈত্রেয়াহ ত্রিলোচনম্।
দেব! বাহুসহস্রেণ নির্ব্বিণ্ণোঽহং বিনাহবম্ ॥১॥
কচ্চিন্মমৈষাং বাহূনাং সাফল্যজনকো রণঃ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ ॥২॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ! ভবিষ্যতি।

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! একদা রাজা বাণ ত্রিলোচন মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবদেব! আমার সহস্র বাহু আছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটী মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইল না। [আমার বাহুসহস্র থাকায় ফল কি?] আমি এ জন্য সাতিশয় নির্বেদ* প্রাপ্ত হইতেছি।[১] যাহাতে আমার এই বাহুসমূহ সার্থক হয়, এরূপ যুদ্ধ কি কখন ঘটিবে না? যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমার এই ভুজসমূহ ভারস্বরূপ বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা কি ফল হইল?।[২]

---

*। কোন কারণবশত আত্মার প্রতি যে অনাদর তাহার নাম নির্বেদ।

পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্স্যসে ত্বং তদা রণম্ ॥৩॥
ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শম্ভুমভ্যাগতো গৃহম্।
ভগ্নঞ্চ ধ্বজমালোক্য হৃষ্টো হর্ষান্তরং যযৌ ॥৪॥
এতস্মিন্নেব কালে তু যোগবিদ্যাবলেন তম্।
অনিরুদ্ধমথানিন্যে চিত্রলেখা বরাপ্সরাঃ ॥৫॥
কন্যান্তঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া।
বিজ্ঞায় রক্ষিণো গত্বা শশংসুর্দৈত্যভূপতেঃ ॥৬॥
আদিষ্টং কিঙ্করাণান্তু সৈন্যং তেন দুরাত্মনা।
জঘান পরিঘং লোহমাদায় পরবীরহা ॥৭॥

শঙ্কর কহিলেন, বাণ! যে সময় দেখিবে যে, তোমার ময়ূরধ্বজ* ভগ্ন হইয়াছে, সেই সময় তোমার এরূপ ঘোরতর ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইবে যে, তদ্দ্বারা [গৃধ্র শকুন শৃগাল প্রভৃতি] মাংসাশী জন্তুগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না।[৩] অনন্তর বাণ [এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক] হৃষ্টচিত্তে মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিলেন যে, তাঁহার ময়ূরধ্বজ ভগ্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।[৪]

এই সময় প্রধান অপ্সরাঃ চিত্রলেখা যোগবলে অনিরুদ্ধকে [কন্যান্তঃপুরে ঊষার নিকট] আনয়ন করিয়াছিলেন।[৫] অনিরুদ্ধ ঐ কন্যান্তঃপুর মধ্যেই ঊষার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা রক্ষকগণ তাহা জানিতে পারিয়া দৈত্যরাজ বাণের নিকট গমন পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।[৬] পরে ঐ দুরাত্মার

*। পূর্ব্বকালে বীরগণের রথের ধ্বজায় বানর, মৎস্য, গরুড় প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি থাকিত। যুদ্ধের সময় কাহার কোন্ রথ, এই চিহ্ন দেখিয়া দূর হইতেও জানিতে পারা যাইত।

হতেষু তেষু বাণোঽপি রথস্থস্তদ্বধোদ্যতঃ।
যুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীর্য্যেণ নির্জ্জিতঃ * ॥৮॥
মায়য়া যুযুধে তেন স তদা মন্ত্রিচোদিতঃ।
ততস্তং পন্নগাস্ত্রেণ ববন্ধ যদুনন্দনম্ ॥৯॥
দ্বারবত্যাং ক্ক যাতোঽসাবনিরুদ্ধেতি জল্পতাম্।
যদূনামাচচক্ষে তং বদ্ধং বাণেন নারদঃ ॥১০॥
তং শোণিতপুরে শ্রুত্বা নীতং বিদ্যাবিদগ্ধয়া।

আদেশানুসারে কিঙ্করগণ (কন্যান্তঃপুরে) কতকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিল। শত্রুপক্ষীয়-বীরবর্গ-নিপাতকারী অনিরুদ্ধ, পরিঘনামক† লৌহময় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই সমুদায় সৈন্য সংহার করিলেন।[৭] যখন সেনাগণ নিহত হইল, তখন দৈত্যরাজ বাণ অনিরুদ্ধকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যতদূর সাধ্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি অনিরুদ্ধের নিকট বলবীর্য্যে পরাজিত হইলেন।[৮] তখন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে মায়া আশ্রয় পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নাগপাশ দ্বারা সেই যদুনন্দনকে বন্ধন করিলেন।[৯]

এদিকে দ্বারকায় যাদবগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, (রাত্রির মধ্যে) অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল, ঈদৃশ সময়ে নারদ (তথায় উপস্থিত হইয়া) বলিলেন যে, বাণরাজ অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন।[১০] যাদবগণ যখন শুনিলেন, বিদ্যাবিদগ্ধা মায়াবিনী কোন রমণী (মায়াবলে) অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়াছে, দেবগণ লইয়া যান নাই, তখন

* যদা বীরেণ নির্জ্জিত ইতি পাঠান্তরম্ ।৮

†। পরিঘ—কণ্টকিত লৌহময় দণ্ড। তাহার সর্ব্বদিক দিয়া প্রহার করিতে পারা যায়।

যোষিতা প্রত্যয়ং জগ্মুর্যাদবা নামবৈরিতি ॥১১॥
ততো গরুড়মারুহ্য স্মৃতমাত্রাগতং হরিঃ।
বলপ্রদ্যুম্নসহিতো বাণস্য প্রযযৌ পুরম্ ॥১২॥
পুরীপ্রবেশে প্রমথৈর্যুদ্ধমাসীন্মহাত্মনঃ।
যযৌ বাণপুরাভ্যাসং নীত্বা তান্ সংক্ষয়ং হরিঃ॥১৩॥
ততস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা জ্বরো মাহেশ্বরো মহান্।
বাণরক্ষার্থমত্যর্থং যুযুধে শার্ঙ্গধন্বনা ॥১৪॥
তদ্ভস্মস্পর্শসম্ভূততাপঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাৎ।
অবাপ বলদেবোঽপি শমমামীলিতেক্ষণঃ *॥১৫॥
ততঃ স যুধ্যমানস্তু সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা।

তাঁহাদের তদ্বাক্যে বিশ্বাস হইল।[১১] পরে কৃষ্ণ স্মরণ করিবামাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি, বলদেব ও প্রদ্যুম্নের সহিত গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বাণপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।[১২] মহাত্মা কৃষ্ণ যখন পুরী প্রবেশ করেন তখন প্রমথগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংগ্রাম হইল। অনন্তর তিনি সমুদায় প্রমথগণকে সংহার করিয়া বাণপুরীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।[১৩] পরে বাণরাজার রক্ষার জন্য মাহেশ্বর নামক মহাজ্বর আসিয়া কৃষ্ণের সহিত সাতিশয় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। এই জ্বরের তিনখানি পা ও তিনটী মাথা। †[১৪]

পরে ঐ শৈব জ্বরের (অস্ত্র স্বরূপ) ভস্ম স্পর্শে বলদেবের শরীরও উষ্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়নযুগল নিমীলিত হইয়া আসিল। তিনি তৎকালে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।[১৫]

---

* শ্রমমামীলিতেক্ষণ ইতি বা পাঠনীয়ম্। ১৫

† মাহেশ্বর জ্বর, ত্রিপাদ্ ভস্মপ্রহরণস্ত্রিশিরা রক্তলোচনঃ ইতি। ভস্ম জ্বরের অস্ত্র।

বৈষ্ণবেন জ্বরেণাশু কৃষ্ণদেহান্নিরাকৃতঃ ॥১৬॥
নারায়ণভুজাঘাতপরিপীড়নবিহ্বলম্।
তং বীক্ষ্য ক্ষম্যতামস্যেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥১৭॥
ততশ্চ ক্ষান্তমেবেতি প্রোক্ত্বা তং বৈষ্ণবং জ্বরম্।
আত্মন্যেব লয়ং নিন্যে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥১৮॥
মম ত্বয়া সমং যুদ্ধং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ।
বিজ্বরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যুক্ত্বা চৈনং যযৌ জ্বরঃ ॥১৯॥
ততোঽগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা তথা ক্ষয়ম্।
দানবানাং বলং বিষ্ণুশ্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥২০॥
ততঃ সমস্তসৈন্যেন দৈতেয়ানাং বলেঃ সুতঃ।

ঐ জ্বর যখন নির্জ্জর কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন বৈষ্ণব জ্বর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ শরীর হইতে নিরাকৃত করিল।[১৬] দেব পিতামহ, শৈব জ্বরকে নারায়ণ-ভুজাঘাতদ্বারা পরিপীড়িত ও বিহ্বল দেখিয়া কহিলেন, ইহাকে ক্ষমা কর।[১৭] তখন ভগবান্ মধুসূদন, ক্ষমা করিলাম, এই কথা বলিয়া সেই বৈষ্ণব জ্বরকে আপনাতেই লীন করিলেন।[১৮] অনন্তর শৈব জ্বর এই কথা বলিয়া গমন করিল যে, যে সকল মনুষ্য আপনকার সহিত আমার এই যুদ্ধঘটনা স্মরণ করিবে, তাহাদের জ্বর তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যাইবে।[১৯]

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু পঞ্চ অগ্নিকে পরাজয় পূর্ব্বক নির্ব্বাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে দানবসৈন্য সমুদায় চূর্ণ করিলেন।[২০] পরে বলীর তনয়, অবশিষ্ট সমুদায় দৈত্যসৈন্য সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় শঙ্কর

যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥২১॥
হরিশঙ্করয়োর্যুদ্ধমতীবাসীৎ সুদারুণম্।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকা যত্রাস্ত্রাংশুপ্রতাপিতাঃ ॥২২॥
প্রলয়োঽয়মশেষস্য জগতো নূনমাগতঃ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥২৩॥
জৃম্ভণাস্ত্রেণ গোবিন্দো জৃম্ভয়ামাস শঙ্করম্।
ততঃ প্রণেশুর্দৈতেয়াঃ প্রমথাশ্চ সমন্ততঃ ॥২৪॥
জৃম্ভাভিভূতশ্চ হরো রথোপস্থ উপাবিশৎ।
ন শশাক তথা যোদ্ধুং * কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥২৫॥
গরুড়ক্ষতবাহশ্চ প্রদ্যুম্নাস্ত্রপ্রপীড়িতঃ।

ও কার্ত্তিক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।[২১] শঙ্করের সহিত কৃষ্ণের অতীব দারুণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইহাতে সমুদায় লোক অস্ত্রতেজোদ্বারা পরিতাপিত হইয়া সাতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।[২২] দেবগণ তাদৃশ মহাসংগ্রাম দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, অদ্য সমুদায় জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।[২৩] অনন্তর কৃষ্ণ জৃম্ভাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, শঙ্কর তখন জৃম্ভার বশীভূত হইয়া পড়িলেন। দৈত্যগণ ও প্রমথগণ (শঙ্করকে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া) চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।[২৪] এ দিকে মহাদেব জৃম্ভাভিভূত হইয়া রথোপরি উপবেশন পূর্ব্বক (ক্রমিক হাই তুলিতে লাগিলেন) তখন তিনি ক্রূরকর্ম্মা কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে তাদৃশ সমর্থ হইলেন না।[২৫] গরুড় তাঁহার বাহনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া

* ন শশাক তদা যোদ্ধুম্ ইতি বা পাঠান্তরম্। ২৫

কৃষ্ণহুঙ্কারনির্দ্ধূতশক্তিশ্চাপি যযৌ গুহঃ ॥২৬॥
জৃম্ভিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্যে গুহে জিতে ।
নীতে প্রমথসৈন্যে চ সংক্ষয়ং শার্ঙ্গধন্বনা ॥২৭॥
নন্দীশসংগৃহীতাশ্বমধিরূঢ়ো মহারথম্ ।
বাণস্তত্রাযযৌ যোদ্ধুং কৃষ্ণকার্ষ্ণিবলৈঃ সহ ॥২৮॥
বলভদ্রো মহাবীর্য্যো বাণসৈন্যমনেকধা ।
বিব্যাধ বাণৈঃ প্রভ্রশ্য ধর্ম্মতস্তৎ পলায়ত* ॥২৯॥
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুষলেনাবপোথিতম্ ।
বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণা ॥৩০॥
ততঃ কৃষ্ণস্য বাণেন যুদ্ধমাসীৎ, সমস্যতোঃ ।

ফেলিল। তিনি স্বয়ং প্রদ্যুম্নের অস্ত্রে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কার্ত্তিকও কৃষ্ণের হুঙ্কার দ্বারা শক্তিহীন হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। ২৬

এইরূপে শঙ্কর যখন জৃম্ভার বশীভূত হইলেন, দৈত্যসৈন্য সমুদায় পলায়ন করিল, কার্ত্তিক কৃষ্ণকর্তৃক পরাজিত হইলেন, এবং প্রমথসৈন্যগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, তখন ২৭ বাণরাজা নন্দীশ্বর কর্তৃক সংগৃহীত অশ্ববিশিষ্ট মহারথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত এবং কৃষ্ণসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেই স্থলে আগমন করিলেন। ২৮ এ দিকে মহাবীর্য্যশালী বলদেব, বাণ-দ্বারা বাণসৈন্যসমুদায়কে বিবিধরূপে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাণসৈন্যগণও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ২৯ পরে বাণ দেখিলেন লাঙ্গলধারী বলদেব দৈত্য-সৈন্যগণকে লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষলদ্বারা চূর্ণ করিতেছেন, এবং কৃষ্ণ তাহাদিগকে শরনিকরদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছেন। ৩০

* ধর্ম্মতশ্চ পলায়ত ইতি পাঠান্তরম্। ২৯

পরস্পরমিষূন্ দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদকান্ ॥৩১॥
কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তান্ বাণেন প্রহিতান্ শরান্।
বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রভৃৎ ॥৩২॥
মুমুচাতে তথাস্ত্রাণি বাণকৃষ্ণৌ জিগীষয়া।
পরস্পরং ক্ষতিপরৌ পরমামর্ষণৌ দ্বিজ! ॥৩৩॥
ছিদ্যমানেষ্বশেষেষু শরেষ্বস্ত্রে চ সীদতি।
প্রাচুর্য্যেণ হরির্ব্বাণং হন্তুঞ্চক্রে ততো মনঃ ॥৩৪॥
ততোঽর্কশতসঙ্ঘাত-তেজসঃ সদৃশদ্যুতি।
জগ্রাহ দৈত্যচক্রারির্হরিশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥৩৫॥

অনন্তর কৃষ্ণ বাণরাজার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কঞ্চুক-বিভেদক দীপ্ত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।[৩১] বাণ যে সমুদায় বাণ নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ তাহা যদিও ছেদন করিলেন, তথাপি বাণের বাণদ্বারা তাঁহার শরীর ছিন্নভিন্ন হইল, তিনিও বাণদ্বারা বাণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।[৩২] ব্রহ্মন্! বাণ ও কৃষ্ণ পরস্পর জিগীষাবশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যাঁর পর নাই অমর্ষান্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বলহানি করিতে লাগিলেন।[৩৩] অনন্তর যখন সমুদায় শরনিকর ছিন্ন হইল, আর আর সমুদায় অস্ত্রের অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল তখন, কৃষ্ণ বাণকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন।[৩৪]

পরে দৈত্যচক্রনাশক চক্রধারী হরি, মিলিত-শতসূর্য্যসদৃশ-তেজঃপুঞ্জ-সম্পন্ন সুদর্শন চক্র গ্রহণ করিলেন।[৩৫] ভগবান্ মধুসূদন, বাণনাশে কৃতসংকল্প হইয়া যখন চক্র পরিত্যাগ করেন, তখন কোটবী * নামে দৈত্যদিগের মায়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত

* কোটবী দানবদিগের মায়াময়ী বিদ্যা, ইনি দৈত্যগণের কুলদেবতা ও রুদ্রাণীর অষ্টম অংশ।

মুঞ্চতো বাণনাশায় তত্র চক্রং মধুদ্বিষঃ।
নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভূৎ কোটবী পুরতো হরেঃ ॥৩৬॥
তামগ্রতো হরির্দৃষ্ট্বা মীলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্।
মুমোচ বাণমুদ্দিশ্য চ্ছেত্তুং বাহুবনং রিপোঃ ॥৩৭॥
ক্রমেণ তত্তু বাহূনাং বাণস্যাচ্যুতনোদিতম্।
ছেদঞ্চক্রেঽসুরাপাস্তশস্ত্রৌঘক্ষপণাদৃতম্ ॥৩৮॥
ছিন্নে বাহুবনে তত্তু * করস্থং মধুসূদনঃ।
মুমুক্ষুর্ব্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রিপুরদ্বিষা ॥৩৯॥
স উপেত্যাহ গোবিন্দং সামপূর্ব্বমুমাপতিঃ।
বিলোক্য বাণং দোর্দ্দণ্ডচ্ছেদাসৃক্স্রাববর্ষিণম্ ॥৪০॥

রুদ্র উবাচ।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! জগন্নাথ! জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।

হইল। [৩৬] কৃষ্ণ সম্মুখে ঐ মায়াকে দেখিয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক বাণের ভুজসমূহরূপ বন ছেদন করিবার উদ্দেশে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। [৩৭] বাণের যে ভুজসমূহে সুরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রসমূহ অকর্ম্মণ্য হইত, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত সুদর্শন চক্র, সেই সমুদায় বাহু ক্রমশঃ ছেদন করিতে লাগিল। [৩৮] যখন বাহুবন সমুদায় ছিন্ন হইল, তখন মধুসূদন কৃষ্ণ, বাণের জীবন সংহারের নিমিত্ত সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিবার অভিলাষে হস্তদ্বারা উহা গ্রহণ করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে ত্রিপুরনাশক মহাদেব তাহা জ্ঞাত হইলেন। [৩৯] উমাপতি শঙ্কর বাণকে দোর্দণ্ডচ্ছেদসম্ভূত শোণিত-

* ছিন্নে বাহুসহস্রেঽপি ইত্যপি পাঠঃ। ৩৯

পরেশং পরমানন্দময়মনাদি নিধনং পরম্ ॥৪১॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা।
লীলেয়ং সর্ব্বভূতস্য তব চেষ্টোপলক্ষণা ॥৪২॥
তৎ প্রসীদাভয়ং দত্তং বাণস্যাস্য ময়া প্রভো!।
তত্ত্বয়া নানৃতং কার্য্যং যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥৪৩॥
অস্মৎসংশ্রয়বৃদ্ধোঽয়ং নাপরাধ্যস্তবাব্যয়!।
ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্ষাময়াম্যহম্ ॥৪৪॥
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপাণিমুমাপতিম্।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামর্ষোঽসুরং প্রতি ॥৪৫॥

ধারা বর্ষণ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন।[৪০]

রুদ্র কহিলেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি জগতের নাথ, আমি জ্ঞাত আছি, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি অনাদি, অনন্ত, তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি পরমানন্দময় পরমেশ্বর।[৪১] দেব! সর্ব্বপ্রাণীই তোমার চেষ্টার অধীন, তুমি লীলাক্রমে তির্য্যগ্‌যোনি, মনুষ্য প্রভৃতি শরীর গ্রহণ করিয়া থাক।[৪২] প্রভো! এক্ষণে প্রসন্ন হও; আমি এই বাণকে অভয় প্রদান করিয়াছি, আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তুমি তাহা অন্যথা করিও না।[৪৩] হে অচ্যুত! এই বাণ আমার আশ্রয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এই ব্যক্তি তোমার নিকট অপরাধী নহে। আমি এই দৈত্যকে বর প্রদান করিয়াছিলাম, এই জন্যই আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।[৪৪]

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ, শূলপাণি উমাপতির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাণের প্রতি অমর্ষশূন্য ও প্রসন্নবদন হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।[৪৫]

শ্রীভগবানুবাচ।

যুষ্মদ্দত্তবরো বাণো জীবতামেষ শঙ্কর!।
ত্বদ্বাক্যগৌরবাদেতন্ময়া* চক্রং নিবর্ত্তিতম্ ॥৪৬॥
ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্দত্তমখিলং ময়া।
মত্তোঽবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥৪৭॥
যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
অবিদ্যামোহিতাত্মানঃ পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ ॥৪৮॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাদ্যুম্নির্যত্র তিষ্ঠতি।
তদ্বন্ধফণিনো নেশুর্গরুড়ানিলশোষিতাঃ ॥৪৯॥
ততোঽনিরুদ্ধমারোপ্য সপত্নীকং গরুত্মতি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, শঙ্কর! তুমি এই অসুররাজ বাণকে বর প্রদান করিয়াছ, সুতরাং জীবিত থাকুক, তোমার কথানুসারে আমি এই চক্র বিনিবর্ত্তিত করিলাম।[৪৬] শঙ্কর! তুমি যখন অভয় প্রদান করিয়াছ, তখন আমারও সম্পূর্ণরূপে অভয় প্রদান করা হইয়াছে। তুমি আপনা হইতে আমাকে বিভিন্ন বোধ করিও না।[৪৭] আমি ও তুমি উভয়ে পরস্পর অভিন্ন। দেব, অসুর, মনুষ্যপ্রভৃতি সমুদায় জগৎও আমাদের হইতে পৃথক্ নহে। যে সকল পুরুষ মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া আছে, তাহারা তোমা হইতে আমাকে ভিন্ন বোধ করে।[৪৮]

কৃষ্ণ এই বাক্য বলিয়া যে স্থানে অনিরুদ্ধ আছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনিরুদ্ধ যে নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই নাগগণ গরুড়ের নিশ্বাসে ভীত হইয়া পলায়ন করিল।[৪৯] অনন্তর

* ত্বদ্বাক্যগৌরবাদেব ময়া ইতি বা পাঠঃ।৪৬

আজগ্মুর্দ্বারকাং রামকার্ষ্ণিদামোদরাঃ পুরীম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
উষাহরণং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

কৃষ্ণ, নববধূ সহিত অনিরুদ্ধকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন । ৫০

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ উষাহরণ নামক
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

চক্রে কর্ম্ম মহচ্ছৌরির্ব্বিভ্রাণো মানুষীং তনুম্।
জিগায় শক্রং শর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥১॥
যচ্চান্যদকরোৎ কর্ম্ম দিব্যচেষ্টাবিঘাতকৃৎ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ! পরং কৌতূহলং হি মে ॥২॥

পরাশর উবাচ।

গদতো মম বিপ্রর্ষে! শ্রূয়তামিদমাদরাৎ।
নরাবতারে কৃষ্ণেন* দগ্ধা বারাণসী যথা ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান্ মধুসূদন মানবদেহ ধারণ করিয়া অমানুষ কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দেবরাজকে, মহাদেবকে এবং সমুদায় দেবগণকে অবলীলা ক্রমে জয় করেন। ১ মহাভাগ! কৃষ্ণের আর যে যে কর্ম্মদ্বারা দেবগণের চেষ্টাসমুদায়ও বিফল হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। ২

পরাশর কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! কৃষ্ণ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে বারাণসী পুরী দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক

---

* নরাবতারকৃষ্ণেন ইত্যপরঃ পাঠঃ।৩

পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু বাসুদেবোঽভবদ্ভুবি।
অবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ ॥৪॥
স মেনে বাসুদেবোঽহমবতীর্ণো মহীতলে।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্ব্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ ॥৫॥
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় সুমহাত্মনে।
ত্যক্ত্বা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাত্মনঃ ॥৬॥
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মুক্ত্বা সর্ব্বং বিশেষতঃ* ।
আত্মনো জীবিতার্থায় ততো মে প্রণতিং ব্রজ ॥৭॥
ইত্যুক্তঃ সংপ্রহস্যৈনং দূতং প্রাহ জনার্দ্দনঃ।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৩ পৌণ্ড্রদেশোৎপন্ন বাসুদেবনামা এক রাজা, পৃথিবীতে বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। অজ্ঞানমোহিত জনগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল যে, তুমিই ভগবান্ বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ।৪ ঐ বাসুদেব এইরূপ মনে করিতে লাগিল যে, আমিই প্রকৃত দেব বাসুদেব, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। এই ব্যক্তি এইরূপে ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া সমুদায় বিষ্ণুচিহ্ন ধারণ করিল।৫ পরে এই কাল্পনিক বাসুদেব মহাত্মা কৃষ্ণের নিকট দূত পাঠাইল এবং কহিয়া দিল যে, মূঢ়! তুমি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি মদীয় চিহ্নসমুদায় এবং মদীয় বাসুদেব এই নাম ও আর আর সমুদায় দেবচিহ্ন ত্যাগ করিয়া আমাকে প্রণাম কর, এরূপ করিলে তোমার জীবন রক্ষা হইবে।৭ জনার্দ্দন এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া দূতকে কহিলেন, মদীয় চিহ্ন এই চক্র আমি তাঁহারই নিকট ত্যাগ করিব। দূত! তুমি সেই পৌণ্ড্রকের নিকট গমন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিবে যে, আমি তোমার অভিপ্রায় অবগত

* মুক্ত্বা সর্ব্বং বিশেষতঃ স্থানে ত্যক্ত্বা বা পাঠঃ।

নিজচিহ্নমহঞ্চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ ॥৮॥
বাচ্যঃ স পৌণ্ড্রকো গত্বা ত্বয়া দূত! বচো মম।
জ্ঞাতস্তদ্বাক্যসদ্ভাবো যৎ কার্য্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥৯॥
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্।
সমুৎস্রক্ষ্যামি তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥১০॥
আজ্ঞাপূর্ব্বঞ্চ যদিদমাগচ্ছেতি ত্বয়োদিতম্।
সম্পাদয়িষ্যে শ্বস্তভ্যং তদপ্যেষোঽবিলম্বিতম্ ॥১১॥
শরণং তে সমভ্যেত্য কর্ত্তাস্মি নৃপতে! তথা।
যথা ত্বত্তো ভয়ং ভূয়ো ন মে কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১২॥
ইত্যুক্তেঽপগতে দূতে সংস্মৃত্যাভ্যাগতং হরিঃ।
গরুত্মন্তমথারুহ্য ত্বরিতং তৎপুরং যযৌ ॥১৩॥

হইয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব।[৮] আমি চক্রপ্রভৃতি সমুদায় চিহ্ন লইয়া তাঁহার রাজধানীতে গমন করিব এবং তাঁহার নিজ চিহ্ন চক্র তাঁহার নিকট ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।[১০] তুমি এই আজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছ যে, আমার নিকট আগমন কর, এ আজ্ঞাও আমি অবিলম্বে, এমন কি কল্য প্রত্যুষেই পালন করিব।[১১] ভূপতে! আমি তোমার শরণ* গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিব যে, তাহাতে পুনর্ব্বার আর কথনই তোমা হইতে আমার ভয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না।[১২]

দূত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গমন করিলে, হরি গরুড়কে স্মরণ করিলেন, গরুড় তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক পৌণ্ড্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন।[১৩] এ দিকে কাশিরাজ, কৃষ্ণের যুদ্ধযাত্রার বিষয় শ্রবণ করিয়া সৈন্য সমুদায় একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের

* শরণ শব্দের অর্থ গৃহ

স চাপি কেশবোদ্যোগং শ্রুত্বা কাশিপতিস্তদা ।
সর্ব্বসৈন্যপরীবারঃ পার্ষ্ণিগ্রাহ উপাযযৌ ॥১৪॥
ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোঽসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ ॥১৫
তং দদর্শ হরির্দূরাদুদারস্যন্দনে স্থিতম্‌ ।
চক্রহস্তং গদাখড়্গবাহুং পাণিগতাম্বুজম্‌ ॥১৬॥
স্রগ্ধরং ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ সুপর্ণরচিতধ্বজম্‌ ।
বক্ষঃস্থলে কৃতঞ্চাস্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥১৭॥
কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমন্বিতম্‌ ।
দৃষ্ট্বা তং ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ ॥১৮॥
যুযুধে চ বলেনাস্য হস্ত্যশ্ববলিনা দ্বিজ ! ।

পার্ষ্ণিগ্রাহ হইলেন।[১৪] পৌণ্ড্রক বাসুদেব, অসংখ্য নিজ সৈন্য দ্বারা এবং কাশিরাজ-সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন।[১৫] কৃষ্ণ দূর হইতে দেখিলেন, কাঁল্পনিক কৃষ্ণ অতীব মনোহর রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার হস্তে চক্র, গদা, খড়্গ ও পদ্ম শোভা পাইতেছে।[১৬] তাহার গলায় অপূর্ব্ব মাল্য ও ধ্বজায় গরুড় নির্ম্মিত রহিয়াছে, এবং সে শার্ঙ্গ ধনুও ধারণ করিয়া আছে। কৃষ্ণ, পুনর্ব্বার দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে কৃত্রিম শ্রীবৎস চিহ্নও শোভা পাইতেছে।[১৭] তাহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে পীত বসন সুশোভিত আছে। গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, কাল্পনিক কৃষ্ণের ঈদৃশ বেশভূষা, ভাব ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।[১৮] ব্রহ্মন্‌ ! অনন্তর কৃষ্ণ নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা, শূল, শক্তি, কার্ম্মুক প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রধারী, গজারোহী, অশ্বারোহী, বলবান্‌ শত্রুসৈন্যসমূহের সহিত সংগ্রাম

নিস্ত্রিংশর্ষ্টিগদাশূলশক্তিকার্ম্মুকশালিনা ॥১৯॥
ক্ষণেন শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরিষুবিদারণৈঃ।
গদাচক্রনিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্ ॥২০॥
কাশিরাজবলঞ্চৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দ্দনঃ।
উবাচ পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষণম্ ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তু দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি।
সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহম্ ॥২২॥
চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেয়ং তে বিসর্জ্জিতা।
গরুত্মানেষ নির্দ্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ॥২৩॥

করিতে লাগিলেন।[১৯] তাঁহার শার্ঙ্গ শরাসন বিনির্ম্মুক্তশরনিকর-দ্বারা ক্ষণ কালের মধ্যে শত্রুগণের অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় চূর্ণীকৃত হইল। তিনি গদাপ্রহার ও চক্রনিক্ষেপ দ্বারা সমুদায় সৈন্য সংহার করিলেন।[২০] জনার্দ্দন কৃষ্ণ, কাশিরাজের সমুদায় সৈন্য নির্ম্মূল করিয়া বিষ্ণুচিহ্নধারী মূঢ়মতি পৌণ্ড্রককে কহিতে লাগিলেন।[২১]

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে বলিয়াছিলে যে চক্রপ্রভৃতি সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ কর, এক্ষণে সেই চিহ্ন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিতেছি।[২২] এই তোমার নিকট চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার কাছে গদা ত্যাগ করিতেছি, এই আমার গরুড় আছে, তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক। [২৩]

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ এই বাক্য বলিয়া চক্র পরিত্যাগ করিবামাত্র তদ্দ্বারা পৌণ্ড্রক দ্বিধাকৃত হইল, এবং গদার আঘাতে সে ভূমিমধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল। এ দিকে গরুড় উড্ডীন

পরাশর উবাচ।

ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ।
প্রোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংশ্চ গরুত্মতা ॥২৪॥
ততো হাহাকৃতে লোকে কাশীনামধিপো বলী।
যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রস্যাপচিতৌ স্থিতঃ ॥২৫॥
ততঃ শার্ঙ্গধনুর্ম্মুক্তৈশ্ছিত্ত্বা তস্য শরৈঃ শিরঃ।
কাশিপূর্য্যাঞ্চ চিক্ষেপ* কুর্ব্বন্ লোকস্য বিস্ময়ম্ ॥২৬॥
হত্বা চ পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সানুগম্।
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তো রেমে স্বর্গগতো যথা ॥২৭॥
তচ্ছিরঃ পতিতং দৃষ্ট্বা তত্র কাশিপতেঃ পুরে।
জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যন্তবিস্মিতঃ ॥২৮॥

হইয়া (রথোপরিস্থ কৃত্রিম) গরুড়কে চূর্ণ করিল।[২৪] অনন্তর যখন চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল, তখন অতীব বলবান্ কাশিরাজ বন্ধুবিনাশের প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[২৫] কৃষ্ণও শার্ঙ্গশরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া বাণারসী পুরীতে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় লোক বিস্ময়াবিষ্ট হইল।[২৬]

এইরূপে কৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে এবং অনুচরবর্গের সহিত কাশিরাজকে সংহার করিয়া স্বর্গপুরীর ন্যায় দ্বারকা পুরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লীলা করিতে লাগিলেন।[২৭] কাশিরাজের পুরীমধ্যে কাশিরাজের মস্তক পতিত দেখিয়া সমুদায় লোক সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহা কি! কে ঈদৃশ অদ্ভুত কার্য্য করিল?[২৮]

* কাশিপূর্য্যাং স চিক্ষেপ ইতি পাঠান্তরম্। ২৬

জ্ঞাত্বা তং বাসুদেবেন হতং তস্য সুতস্ততঃ।
পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥২৯॥
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাত্মজম্ ॥৩০॥
স বব্রে ভগবন্! কৃত্যা পিতৃহন্তুর্ব্বধায় মে।
সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণস্য ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর! ॥৩১॥

পরাশর উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাগ্নেরনন্তরম্।
মহাকৃত্যা সমুত্তস্থৌ তস্যৈবাগ্নের্বিনাশিনী ॥৩২॥
ততো জ্বালাকরালাস্যা* জ্বলৎকেশকলাপিকা।

অনন্তর যখন প্রচার হইল যে, বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া পুরীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন কাশিরাজতনয় (বৈরনির্যাতনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন,) এবং তিনি পুরোহিতের সহিত একত্র হইয়া শঙ্করের আরাধনা পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন।[২৯] অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কাশিরাজতনয় শঙ্করকে পরিতুষ্ট করাতে, তিনি ঐ রাজকুমারকে কহিলেন যে, বর প্রার্থনা কর।[৩০] রাজকুমার প্রার্থনা করিলেন যে, ভগবন্ মহেশ্বর! আপনার প্রসাদে মদীয় পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত কৃত্যা উৎপন্ন হউক।[৩১]

পরাশর কহিলেন। শঙ্কর তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে, দক্ষিণাগ্নি স্থাপনের পর সেই অগ্নি হইতে সংহারকারিণী মহাকৃত্যা সমুত্থিতা হইল।[৩২] এই মহাকৃত্যা পিঙ্গলবর্ণ, ইহার কেশ-

* জ্বালাকরালা কপিলা ইত্যপি পাঠঃ।৩৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃত্যা দ্বারবতীং যযৌ ॥৩৩॥
তামবেক্ষ্য জনস্ত্রাসবিচলল্লোচনো মুনে!।
যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্ ॥৩৪॥
কাশিরাজসুতেনেয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্।
উৎপাদিতা মহাকৃত্যেত্যবগম্যাথ চক্রিণা ॥৩৫॥
জহি কৃত্যামিমামুগ্রাং বহ্নিজ্বালাজটালকাম্।
চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষেষু ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া ॥৩৬॥
তদগ্নিমালাজটিলজ্বালোদ্গারাতিভীষণাম্।
কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥৩৭॥
চক্রপ্রতাপবিধ্বস্তা কৃত্যা মাহেশ্বরী তথা।

কলাপ প্রজ্বলিত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা দ্বারা ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই কৃত্যা উৎপন্ন হইবামাত্র ক্রোধভরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ! এই কথা বলিয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিল।[৩৩] মহর্ষে! এই কৃত্যাকে দেখিয়া ভয় হেতু জনগণের লোচন বিচলিত হইতে লাগিল। তাহারা তখন জগতের আশ্রয় শরণ্য মধুসূদনের নিকট গমন করিল।[৩৪] অনন্তর চক্রপাণি কৃষ্ণ যখন অবগত হইলেন যে, কাশিরাজতনয়, শিবের আরাধনা করিয়া এই মহাকৃত্যার উৎপাদন করিয়াছেন, তখন তিনি অক্ষক্রীড়া করিতে করিতে অক্ষক্রীড়ায় আসক্তহৃদয় থাকিয়াই এই বলিয়া চক্র পরিত্যাগ করিলেন যে, চক্র! তুমি অগ্নিময় জটা ও অলক বিশিষ্ট এই ভীষণ কৃত্যাকে সংহার কর।[৩৬] অনন্তর সুদর্শন নামক বিষ্ণুচক্র, অগ্নিশিখা উদ্গারণ দ্বারা অতীব ভীষণ সেই কৃত্যার পশ্চাৎ ধাবমান হইল।[৩৭] পরে যখন চক্রদ্বারা মাহেশ্বরী কৃত্যা হতপ্রভাবা হইল, তখন সে অতীব বেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। চক্রও অতিবেগে

ননাশ বেগিনী বেগাৎ তদপ্যনুজগাম তাম্ ॥৩৮॥
কৃত্যা বারাণসীমেবং প্রবিবেশ ত্বরান্বিতা।
বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তম ॥৩৯॥
ততঃ কাশিবলং ভূরি-প্রমথানাং তথা বলম্।
সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্যাভিমুখং যযৌ ॥৪০॥
শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষচতুরং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।
কৃত্যাগর্ভামশেষাং তাং দগ্ধ্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥৪১॥
সভূভৃদ্‌ভৃত্যপৌরান্তু সাশ্বমাতঙ্গমানবাম্।
অশেষকোষকোষ্ঠাং তাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি ॥৪২
জ্বালাপরিক্ষিপ্তাশেষগৃহপ্রাকারচত্বরাম্।
দদাহ তদ্ধরেশ্চক্রং সকলামেব তাং পুরীম্ ॥৪৩॥

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল।[৩৮] মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৃত্যা, বিষ্ণুচক্র কর্ত্তৃক প্রতিহতপ্রভাব হওয়াতে ত্বরান্বিতা হইয়া বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্টা হইল।[৩৯] পরে বহুসংখ্য কাশিরাজসৈন্য ও মহাদেবের অনুচর প্রমথগণ, নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া চক্রের অভিমুখে ধাবমান হইল।[৪০] সৈন্যগণ যখন অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল, তখন বিষ্ণুচক্র সমুদায় সৈন্য ও কৃত্যার সহিত বারাণসী পুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল।[৪১] রাজগণ, রাজভৃত্যগণ, পৌরগণ, অশ্বগণ, মাতঙ্গগণ, প্রজাগণ, ধনাগারসমূহ ও গৃহসমূহ, এই সমুদায় যখন প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সেই বারাণসী পুরী দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।[৪২] গৃহ, প্রাকার, প্রাঙ্গণ প্রভৃতি সমুদায় স্থলেই অগ্নিশিখা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই রূপে বিষ্ণুচক্র বারাণসীর সমুদায় অংশ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।[৪৩] তৎকালে যদিও বিষ্ণুচক্রের

অক্ষীণামর্ষমত্যল্পসাধ্যসাধনসস্পৃহম্ ।
তচ্চক্রং প্রস্ফুরদ্দীপ্তি বিষ্ণোরভ্যাযযৌ করম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে
বারাণসীদাহো নাম
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রোধ শান্তি হয় নাই, যদিও অতি সামান্য কার্য্য সাধন হেতু তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, তথাপি সেই চক্র দেদীপ্যমান হইয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণু হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল । ৪৪

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশে বারাণসীদাহ নামক
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি বলভদ্রস্য ধীমতঃ।
শ্রোতুং পরাক্রমং ব্রহ্মন্! তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১॥
যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতানি ভগবন্ময়া।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ! যদন্যৎ কৃতবান্ বলঃ ॥২॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং কর্ম্ম যদ্রামেণাভবৎ কৃতম্।
অনন্তেনাপ্রমেয়েণ শেষেণ ধরণীভৃতা ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ব্রহ্মন্! আমি ধীমান্ বলদেবের পরাক্রমের বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।[১] ভগবন্! বলদেব যমুনা আকর্ষণ প্রভৃতি যে সমুদায় অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমার শ্রবণ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার আর আর কার্য্য সমুদায় বর্ণন করুন।[২]

পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয়! অপ্রমেয় ধরণীধর নাগরাজ অনন্তের অবতার বলদেব যে সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছেন, (তাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর।[৩] যে সময় দুর্যোধনতনয়ার স্বয়ম্বরের

দুর্য্যোধনস্য তনয়াং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্।
বলাদাদত্তবান্ বীরঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥৪॥
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ কর্ণদুর্য্যোধনাদয়ঃ।
ভীষ্মদ্রোণাদয়শ্চৈনং ববন্ধুর্যুধি নির্জ্জিতম্ ॥৫॥
তৎ শ্রুত্বা যাদবাঃ সর্ব্বে ক্রোধং দুর্য্যোধনাদিষু।
মৈত্রেয়! চক্রুশ্চ ততো নিহন্তুং তে মহোদ্যমম্ * ॥৬॥
তান্ নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকুলাক্ষরম্ †।
মোক্ষ্যন্তি তে মদ্বচনাৎ যাস্যাম্যেকো হি কৌরবান্ ॥৭॥
বলদেবস্ততো গত্বা নগরং নাগসাহ্বয়ম্।
বাহ্যোপবনমধ্যেঽভূৎ ন বিবেশ চ তৎ পুরম্ ॥৮॥

উদ্যোগ হয়, তৎকালে জাম্ববতীনন্দন মহাবীর শাম্ব বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিলেন।[৪] পরে মহাবীর্য্য কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে সংগ্রামে পরাজয় পূর্ব্বক বন্ধন করিলেন।[৫] মৈত্রেয়! যাদবগণ এই বিবরণ শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত সংগ্রামের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।[৬] পরে বলদেব তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া মদবিহ্বল বচনে কহিলেন, কৌরবগণ আমার কথানুসারেই শাম্বের বন্ধন মোচন করিবে, অতএব আমি একাকীই সেই খানে যাই (তোমাদের বা সৈন্য সামন্তের গমন করিবার প্রয়োজন নাই)।[৭] অনন্তর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া নগরের সমীপস্থিত উদ্যানে অবস্থান করিলেন, পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন না।[৮] দুর্য্যোধন

---

* মৈত্রেয়! চক্রুঃ ক্রুদ্ধাশ্চ তাম্ নিহন্তুং মহোদ্যমম্ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।৬

† মদলোলাক্ষরং বচঃ ইতি বা পাঠ্যম্ ।৭

বলমাগতমাজ্ঞায় ভূপা দুর্যোধনাদয়ঃ।
গামর্ঘমুদকঞ্চৈব রামায় প্রত্যবেদয়ং॥৯॥
গৃহীত্বা বিধিবৎ সর্ব্বং ততস্তানাহ কৌরবান্।
আজ্ঞাপয়ত্যুগ্রসেনঃ শাম্বমাশু বিমুঞ্চত॥১০॥
ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজ!।
কর্ণদুর্যোধনাদ্যাশ্চ চুক্রুধুর্দ্বিজসত্তম!॥১১॥
উচুশ্চ কুপিতাঃ সর্ব্বে বাহ্লীকাদ্যাশ্চ কৌরবাঃ।
অরাজ্যার্হং যদোর্ব্বংশমবেক্ষ্য মুষলায়ুধম্॥১২॥
ভো! ভোঃ! কিমেতদ্ভবতা বলভদ্রেরিতং বচঃ।
আজ্ঞাং কুরুকুলোত্থানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্যতি॥১৩॥
উগ্রসেনোঽপি যদ্যাজ্ঞাং কৌরবাণাং প্রদাস্যতি।
তদলং পাণ্ডবচ্ছত্রৈর্নৃপযোগ্যৈর্ব্বিড়ম্বিতৈঃ॥১৪॥

প্রভৃতি রাজগণ বলদেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ধেনু, উদক প্রভৃতি অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।[৯] তিনি যথাবিধানে সেই সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরবগণকে কহিলেন, উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন, শাম্বকে ছাড়িয়া দাও।[১০]

ব্রহ্মন্! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজগণ, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইলেন।[১১] পরে, বাহ্লীকাদি ও কৌরবগণ ক্রোধভরে কহিলেন, অহে মুষলায়ুধ! যদুবংশীয়েরা রাজ্যার্হ্য নহে।[১২] বলদেব! তুমি এ কিপ্রকার কথা কহিলে? কুরুবংশীয়দিগকে আজ্ঞা প্রদান করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি যদুবংশের মধ্যে কে আছে?[১৩] উগ্রসেন যদ্যপি কৌরবদিগকে আজ্ঞা প্রদান করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের বিড়ম্বনাস্বরূপ রাজচ্ছত্রে কি প্রয়োজন?[১৪] অতএব বলদেব!

তদ্গচ্ছ বলপাপ্পাঢ্যং শাম্বমন্যায়চেষ্টিতম্।
বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্য শাসনাৎ ॥১৫॥
প্রণতির্যা কৃতাস্মাকমার্য্যাণাং কুকুরান্ধকৈঃ।
ননাম সা কৃতা কেয়মাজ্ঞা স্বামিনি ভৃত্যতঃ ॥১৬॥
গর্ব্বমারোপিতা যূয়ং সমানাসনভোজনৈঃ।
কো দোষো ভবতাং নীতির্যৎ প্রীত্যা নাবলোকিতা ॥১৭॥
অস্মাভিরর্ঘ্যো ভবতো যোঽয়ং বল! নিবেদিতঃ।*
প্রেম্নৈতন্নৈতদস্মাকং* কুল্যং যুষ্মৎকুলোচিতম্ ॥১৮॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কুরবঃ সর্ব্বে ন মুঞ্চামো হরেঃ সুতম্।

তুমি চলিয়া যাও, উগ্রসেনের আজ্ঞানুসারেই হউক বা তোমার কথানুসারেই হউক, আমরা অন্যায়কারী পাপাত্মা শাম্বকে ছাড়িয়া দিব না।[১৫] পূর্ব্বে কুকুরগণ ও অন্ধকগণ আর্য্য কৌরবদিগের নিকট নত হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে উগ্রসেন সেরূপ নত হইতেছে না, ভৃত্য স্বামীকে আজ্ঞা করে; এ কিরূপ ব্যবহার![১৬] আমরা তোমাদিগের সহিত একত্র উপবেশন ও ভোজনাদি করিয়া থাকি, ইহাতেই তোমাদিগের এতদূর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছে, অথবা তোমাদিগের দোষ কি? যেহেতু আমরাই প্রণয়ের বশীভূত হইয়া রাজনীতির অনুসরণ করি নাই।[১৭] বলদেব! আমরা যে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, ইহাও কেবল প্রীতিনিবন্ধন হইয়াছে, নতুবা ঈদৃশ কার্য্য আমাদের ও আমাদের বংশের উপযুক্ত নহে।[১৮]

* অস্মাভির্ভবতো যোঽয়মর্ঘ্যো বল নিবেদিত ইতি পাঠান্তরম্। ১৮ * প্রেম্নৈবং নৈতদস্মাকমিতি বা পাঠঃ। ১৮

কৃতৈকনিশ্চয়াস্তূর্ণং বিবিশুর্গজসাহ্বয়ম্ ॥১৯॥
মত্তঃ কোপেন চাঘূর্ণং স্তদধিক্ষেপজন্মনা ॥২০॥
উত্থায় পার্ষ্ণ্যা বসুধাং জঘান স হলায়ুধঃ ॥২১॥
ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্ষ্ণিঘাতান্মহাত্মনঃ।
আস্ফোটয়ামাস তথা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥২২॥
স উবাচাতিতাম্রাক্ষো ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ।
অহো! মদাপলেপোঽয়মসারাণাং দুরাত্মনাম্ ॥২৩॥
কৌরবাণাং মহীপত্বমস্মাকং কিল কালজম্।
উগ্রসেনস্য যে নাজ্ঞাং মন্যন্তেঽদ্যাপি লঙ্ঘনম্ ॥২৪॥
আজ্ঞাং প্রতীচ্ছেদ্ধর্ম্মেণ সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ।
সদাধ্যাস্তে সুধর্ম্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ॥২৫॥

পরাশর কহিলেন, অনন্তর কৌরবগণ সকলেই কহিলেন, আমরা কৃষ্ণের পুত্রকে ছাড়িয়া দিব না, পরে তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎক্ষণাৎ হস্তিনাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। [১৯] এ দিকে বলদেব একে মদদ্বারা মত্ত ছিলেন, তাহাতে তিরস্কারজনিত কোপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। [২০] পরে তিনি ক্রোধভরে উত্থিত হইয়া বসুধাতলে একটী পদাঘাত করিলেন। [২১] মহাত্মা বলদেবের পদাঘাত দ্বারা পৃথিবী বিদারিত হইল এবং শব্দ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূরিত করিয়া স্ফুটিত হইয়া গেল। [২২] বলদেবের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইল, ভ্রূকুটিভঙ্গ দ্বারা তাঁহার মুখ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি কহিলেন, অহো। অসার দুরাত্মাদিগের কি অহঙ্কার! [২৩] কি আশ্চর্য্য, কৌরবদিগের রাজত্ব স্বভাবসিদ্ধ! এবং আমাদিগের রাজত্ব অনুগ্রহজনিত! ইহারা উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিল না, অদ্যাপি

অবিজ্ঞাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতামপরাধিনাম্ ॥৩৬॥

পরাশর উবাচ।

ততো নির্যাতয়ামাসুঃ শাম্বং পত্ন্যাসমন্বিতম্।
নিষ্ক্রম্য নগরাত্তূর্ণং কৌরবা মুনিপুঙ্গব! ॥৩৭॥
ভীষ্মদ্রোণকৃপাদীনাং প্রণম্য বদতাং প্রিয়ম্।
ক্ষান্তমেতন্ময়েত্যাহ বলো বলবতাং বরঃ ॥৩৮॥
অদ্যাপ্যাঘূর্ণিতাকারং লক্ষ্যতে তৎ পুরং দ্বিজ!।
এষ প্রভাবো রামস্য বলশৌর্য্যোপলক্ষণঃ ॥৩৯॥
ততস্তু কৌরবাঃ শাম্বং সংপূজ্য হলিনা সহ।
প্রেষয়ামাসুরুদ্বাহধনভার্য্যাসমন্বিতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেংশে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

ছাড়িয়া দিতেছি। বলদেব!, আমরা তোমার প্রভাব না জানিয়া অপরাধী হইয়াছি, এক্ষণে ক্ষমা কর। ৩৬

পরাশর কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৌরবগণ হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সস্ত্রীক শাম্বকে বলদেবের নিকট সমর্পণ করিলেন। ৩৬ মহাবল বলদেব, প্রিয়বাদী ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি ইহা ক্ষমা করিলাম। ৩৭ ব্রহ্মন্! এই কারণে অদ্যাপি হস্তিনাপুর দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন তাহা ঘূর্ণিত হইতেছে, অতএব বলরামের এতদূর শৌর্য্য ও এতদূর প্রভাব। ৩৮

অনন্তর কৌরবগণ বলদেবকে ও শাম্বকে যথাবিধি পূজা করিয়া কন্যা ও যৌতুক প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ৩৯

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চম অংশ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং তস্য বলস্য বলশালিনঃ।
কৃতং যদন্যত্তেনাভূত্তদপি শ্রূয়তাং দ্বিজ! ॥১॥
নরকস্যাসুরেন্দ্রস্য দেবপক্ষবিরোধিনঃ।
সখাভবন্মহাবীর্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥২॥
বৈরানুবন্ধং বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি।
নরকং হতবান্ কৃষ্ণো বলদর্পসমন্বিতম্ ॥৩॥
করিষ্যে সর্ব্বদেবানাং তস্মাদেষ প্রতিক্রিয়াম্ ॥৪॥

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! বলশালী বলদেব আর আর যেরূপ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১]

অসুররাজ নরক, দেবগণের বিরুদ্ধাচরণ করিত। দ্বিবিদ নামে একটি মহাবল বানর তাহার সখা ছিল।[২] এই বলবান্ বানরও দেবগণের সহিত শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ দেবরাজের প্রার্থনানুসারে নরকাসুরকে বিনষ্ট করিলেন।[৩] (অনন্তর দ্বিবিদ মনে মনে স্থির করিল, দেবগণ যেমন নরকাসুরকে বিনাশ করিলেন) সেইরূপ আমি সমুদয় দেবতার বৈর-নির্যাতন করিব। যজ্ঞধ্বংস করিলে সমুদায় লোক ক্ষয় প্রাপ্ত

যজ্ঞবিধ্বংসনং মেনে সর্ব্বলোকক্ষয়ং হিতম্।
ততো বিধ্বংসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ ॥৫॥
বিভেদ সাধুমর্য্যাদাং ক্ষয়ং চক্রে চ দেহিনাম্।
দদাহ চ বনোদ্দেশান্ পুরগ্রামান্তরাণি চ ॥৬॥
ক্বচিচ্চ পর্ব্বতাক্ষেপৈর্গ্রামাদীন্ সমচূর্ণয়ৎ।
শৈলানুৎপাট্য তোয়েষু মুমোচাম্বুনিধৌ তথা ॥৭॥
পুনশ্চার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষোভয়ামাস সাগরম্।
তেন বিক্ষোভিতশ্চাব্ধিরুদ্বেলোঽজায়ত দ্বিজ! ॥৮॥
প্লাবয়ংস্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনতিবেগবান্।
কামরূপী মহারূপং কৃত্বা সংস্থানশেষতঃ ॥৯॥

হইবে, অতএব তাহাই করা আমার কর্তব্য হইতেছে।[৪] (দ্বিবিদ এইরূপ বিবেচনা করিয়া যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল) সাধুদিগের মর্য্যাদাহানি করিতে লাগিল, যাহাতে সমুদায় প্রাণী বিনষ্ট হয়, এরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল: বন, নগর, গ্রাম, এ সমুদায় দগ্ধ করিতে লাগিল।[৫] কোন স্থলে পর্ব্বত নিক্ষিপ্ত করিয়া সে সমুদায় গ্রাম, নগর প্রভৃতি চূর্ণ করিত। সমুদ্রে জাহাজ যাইতে দেখিলে পর্ব্বত উন্মূলন করিয়া তদুপরি নিক্ষিপ্ত করিত।[৬] এই বানর কখন কখন সমুদ্রে গমন করিয়া সমুদায় জল বিলোড়িত করিত ব্রহ্মন্! সমুদ্র তদ্দ্বারা উৎক্ষোভিত হইয়া বেলা অতিক্রম করিত, এবং তীরে জল উত্থিত হইয়া তীরস্থিত গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্লাবিত করিয়া ফেলিত।[৭] ঐ বানর কামরূপী ছিল, সুতরাং সময়ে সময়ে নানারূপ ধারণ করিয়া[৮] বিলুণ্ঠন দ্বারা, ভ্রমণ দ্বারা, মর্দনদ্বারা সকলকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। এই দুরাত্মা এইরূপে সমুদায়

লুণ্ঠন্ ভ্রমণমংমর্দ্দঃ সঞ্চূর্ণয়তি বানরঃ ।
তেন বিপ্রকৃতং সর্ব্বং জগদেতদ্দুরাত্মনা ॥১০॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারং মৈত্রেয়াসীৎ সুদুঃখিতম্ ॥১১॥
একদা রৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হলায়ুধঃ ।
রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ॥১২॥
উপগীয়মানো বিলসল্ললনামৌলিমধ্যগঃ ।
রেমে যদুবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥১৩॥
ততঃ স বানরোঽভ্যেত্য গৃহীত্বা সীরিণো হলম্ ।
মুষলঞ্চ চকারাস্য সম্মুখঞ্চ বিড়ম্বনম্ ॥১৪॥
তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ ।

লোককে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। জগতে বেদাধ্যয়ন ও যাগ রহিত হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইতে লাগিল।[৯]

একদা হলধর রেবতীর সহিত এবং অন্যান্য কতকগুলি মহাভাগা রমণীর সহিত রৈবত উদ্যানে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন।[১১] কুবের যেমন মন্দর পর্ব্বতে বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় যদুশ্রেষ্ঠ বলদেব নিরুপমরূপবতী বিলাসবতী ললনাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রমণীরা নানা প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল।[১২] ইত্যবসরে দ্বিবিদ নামক বানর সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক বলদেবের লাঙ্গল ও মুষল হরণ করিয়া দন্ত প্রদর্শনাদি দ্বারা মুখবিক্রিয়া করিতে লাগিল।[১৩] সেই স্থানে মদিরাপূর্ণ কতকগুলি কলস ছিল, বানর তৎসমুদায়ে আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল, এবং স্ত্রীলোকদিগের মুখের নিকট গমন করিয়া নানাপ্রকার মুখ বিকৃতি করিতে আরম্ভ করিল ও দন্ত প্রদর্শন করিতে লাগিল।[১৪] অনন্তর বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎ-

পানপূর্ণাংশ্চ করকাংশ্চিক্ষেপাহত্য বৈ গদা ॥১৫॥
ততঃ কোপপরীতাত্মা ভৎসয়ামাস তং বলঃ।
তথাপি তমবজ্ঞায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥১৬॥
ততঃ সমুত্থায় বলো জগ্রাহ মুষলং রুষা।
সোঽপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্লবগোত্তমঃ ॥১৭॥
চিক্ষেপ চ স তাং ক্ষিপ্তাং মুষলেন সহস্রধা।
বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥১৮॥
আপতন্মুষলঞ্চাসৌ সমুল্লঙ্ঘ্য প্লবঙ্গমঃ।
বেগেনাগম্য রোষেণ তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥১৯॥
ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ।
পপাত রুধিরোদ্গারী দ্বিবিদঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥২০॥
পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ শৃঙ্গমদীর্য্যত।

সনা করিতে লাগিলেন, বানর তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বলদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক কিচ্ মিচ্ শব্দ করিতে লাগিল।[১৫] তখন বলদেব উত্থান পূর্ব্বক ক্রোধ ভরে মুষল গ্রহণ করিলেন, বানররাজও পর্ব্বত হইতে এক খানি প্রকাণ্ড প্রস্তর গ্রহণ করিল।[১৬] বানর প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র বলদেবের মুষলাঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।[১৭] বলদেব যখন মুষল নিক্ষেপ করিলেন, তখন বানর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া বেগপূর্ব্বক বলদেবের নিকট আসিয়া ক্রোধভরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিল।[১৮] বলদেবও ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাহার মস্তকে এমনি একটী কীল মারিলেন যে, তদ্দারা বানর রুধির বমন করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ভুতলে পতিত হইল।[১৯]

মৈত্রেয়! শতধা বজ্রিবজ্রেণেব হি তাড়িতম্ ॥২১॥
পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ।
প্রশশংসুস্তথাভ্যেত্য সাধ্বেতত্তে মহৎ কৃতম্ ॥২২॥
অনেন দুষ্টকপিনা দৈত্যপক্ষোপকারিণা।
জগন্নিরাকৃতং বীর! দিষ্ট্যাসৌ ক্ষয়মাগতঃ।*
ইত্যুক্ত্বা দিবমাজগ্মুর্দ্দেবা হৃষ্টাঃ সগুহ্যকাঃ ॥২৩॥

পরাশর উবাচ।

এবংবিধান্যনেকানি বলদেবস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয়! বানরের শরীর যখন পতিত হয়, তখন দেবরাজের বজ্রদ্বারা তাড়িত হইয়াই যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ শতধা বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। [২১] অনন্তর দেবগণ বলরামের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে কহিলেন, অদ্য তুমি একটি মহৎ কর্ম্ম করিলে। [২২] এই দুষ্ট বানর, দৈত্যদিগের উপকার করিবার মানসে সমুদায় জগৎকে ক্লেশ দিয়াছে। বীর! অদ্য আমাদের ভাগ্যক্রমে ইহার বিনাশ হইল। দেবগণ ও গুহ্যকগণ এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্ট হৃদয়ে স্বর্গে গমন করিলেন। [২৩]

পরাশর কহিলেন। ধরণীধর অনন্তদেবের অবতার ধীমান্ বলদেব এই প্রকার অনেকগুলি কর্ম্ম করিয়া ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ ষট ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* দিষ্ট্যা নঃ ক্ষয়মাগতঃ ইতি বিভিন্নঃ পাঠঃ। ২৩

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

এবং দৈত্যবধং কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
চক্রে দুষ্টক্ষিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥১॥
ক্ষিতেশ্চ ভারং ভগবান্ ফাল্গুনেন সমং বিভুঃ।
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহিণীবধাৎ ॥২॥
কৃতং ভারাবতরণং ভুবো হত্বাখিলান্ নৃপান্।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণামুপসংহৃতবান্ কুলম্ ॥৩॥
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যমাত্মভূঃ*।
সাংশো বিষ্ণুময়ং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্ ॥৪॥

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ বলদেবের সহিত একত্র হইয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এইরূপে দৈত্যগণকে ও দুষ্ট ভূপাল-গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।[১] সেই ভগবান্ হরি, অর্জ্জুনের সহিত একত্র হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য বধ দ্বারা পৃথি-বীর ভার অপনয়ন করেন।[২] তিনি সমুদায় রাজগণকে সংহার করিয়া ভূভার অপনয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মশাপব্যাজে নিজকুলও ক্ষয় করিলেন।[৩] তিনি দ্বারকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবদেহ বিসর্জ্জন করিয়া নিজ অংশ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সহিত বিষ্ণু-লোকে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন।[৪]

---

* মানুষমাত্মভূঃ ইতি পাঠান্তরম্।৪

মৈত্রেয় উবাচ।

স বিপ্রশাপব্যাজেন সঞ্জহ্নে স্বকুলং কথম্।
কথঞ্চ মানুষং দেহমুৎসসর্জ্জ জনার্দ্দনঃ ॥৫॥

পরাশর উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্তথা কণ্বো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ ॥৬॥
ততস্তে যৌবনোন্মত্তা ভাবিকার্য্যপ্রচোদিতাঃ।
শাম্বং জাম্ববতীপুত্রং ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা ॥৭॥
প্রসৃতাংস্তাম্মুনীনূচুঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্।
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোঃ কিং জনয়িষ্যতি ॥৮॥

মৈত্রেয় কহিলেন। জনার্দ্দন কিরূপে ব্রহ্মশাপব্যাজে নিজ কুল সংহার করিলেন, কিরূপেই বা তিনি মানবদেহ পরিত্যাগ করেন।[৫]

পরাশর কহিলেন। একদা যদুবংশীয় কুমারগণ পিণ্ডারক নামক মহাতীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে দেখিতে পাইলেন।[৬] যৌবনোন্মত্ত যদুকুমারগণ ভাবি দুর্দ্দৈব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া জাম্ববতীনন্দন শাম্বকে স্ত্রীলোকের ভূষণ ও পরিচ্ছদ পরাইয়া, উপবিষ্ট মুনিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন। রাজা বভ্রু একটী পুত্র কামনা করেন, ইনি সেই বভ্রুর পত্নী, ইহাঁর গর্ভে কি সন্তান হইবে?[৮]

পরাশর কহিলেন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মুনিগণ কুমারগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া ক্রোধ ভরে শাপ প্রদান করিলেন যে, ইনি একপ একটী মুষল প্রসব করিবেন যে, তদ্দ্বারা সমুদায় যদুবংশ ধ্বংস হইবে।[৯] কুমারগণ মুনিগণের এই শাপবাক্য

দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধাঃ কুমারকৈঃ।
মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্ম্মুষলং জনয়িষ্যতি।
যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি॥৯॥
ইত্যুক্তাস্তৈঃ কুমারাস্তে আচচক্ষুর্যথাকৃতম্।
উগ্রসেনায় মুষলং জজ্ঞে শাম্বস্য চোদরাৎ॥১০॥
তদুগ্রসেনো মুষলময়শ্চূর্ণমকারয়ৎ।
জজ্ঞে স চৈরকাশ্চূর্ণঃ প্রক্ষিপ্তস্তৈর্ম্মহোদধৌ॥১১॥
মুষলস্যাথ লোহস্য চূর্ণিতস্যান্ধকৈর্দ্বিজ।
খণ্ডং চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈকং তে তোমরাকৃতি॥১২॥
তদপ্যম্বুনিধৌ ক্ষিপ্তং মৎস্যো জগ্রাহ ঘাতিভিঃ।
খাতিতস্যোদরাৎ তস্য লব্ধো জগ্রাহ তং জরা॥১৩॥

শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনের নিকট যথাযথ সমুদায় নিবেদন করিল। কিয়দ্দিন পরে শাম্বের উদর হইতে একটী মুষল প্রসূত হইল।[১০] উগ্রসেন সেই মুষলের লৌহ সমুদায় চূর্ণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, পরন্তু ঐ লৌহচূর্ণ (তীরে সংলগ্ন হইয়া) এরকা বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইল।[১১] ব্রহ্মন্! যাদবগণ যখন মুষলের লৌহ চূর্ণ করেন, তখন তাহার শেষ কিয়দংশ চূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার এক প্রান্ত তোমরাকৃতি হইয়া থাকিল।[১২] যাদবগণ ইহাও সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। একটী মৎস্য তাহা আহার করিল, পরে জালজীবীরা ঐ মৎস্য ধরিয়া বিনাশ করিলে, তাহার উদর হইতে সেই লৌহখণ্ড বহিষ্কৃত হইল। জরানামক এক ব্যাধ ঐ লৌহখণ্ড খানি গ্রহণ করিল।[১৩] ভগবান্ মধুসূদন যদিও ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত

বিজ্ঞাতিপরমার্থোঽপি ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নৈচ্ছত্তদন্যথাকর্ত্তুং বিধিনা যৎ সমীহিতম্ ॥১৪॥
দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ প্রণিপত্যাহ কেশবম্।
রহস্যেকমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবন্! সুরৈঃ ॥১৫
বিশ্বাশ্বিমরুদাদিত্যরুদ্রসাধ্যাদিভিঃ সহ।
বিজ্ঞাপয়তি যচ্ছক্রস্তদিদং শ্রূয়তাং প্রভো! ॥১৬॥
ভারাবতারণার্থায় বর্ষাণামধিকং শতম্।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সংপ্রসাদিতঃ ॥১৭॥
দুর্বৃত্তা নিহতা দৈত্যা ভুবো ভারোঽবতারিতঃ।
ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ভবন্তু ত্রিদিবে পুনঃ ॥১৮॥

অবগত হইয়াছিলেন, যদিও তিনি ইহার অন্যথা করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি বিধাতার ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিতে অভিলাষী হইলেন না।[১৪]

এই সময় দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত এক দূত আসিয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া নির্জ্জনে কহিল, ভগবন্! আমি দূত, দেবতারা আমাকে পাঠাইয়াছেন।[১৫] প্রভো! বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমার, মরুদ্গণ, আদিত্যগণ রুদ্রগণ ও সাধ্যগণের সহিত দেবরাজ আপনাকে যাহা জানাইতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন।[১৬] ভগবন্! আপনি দেবগণের প্রার্থনানুসারে পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে আপনকার কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ অর্থাৎ একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছে।[১৭] অধুনা দুর্বৃত্ত দানবগণ নিহত হইয়াছে, পৃথিবীর ভারও অবতারিত হইল, এক্ষণে দেবলোকে দেবতারা পুনর্ব্বার আপনাদ্বারা সনাথ হউন।[১৮] জগন্নাথ! আপনকার

ত্রিদিবে সদা ইতি বা পাঠঃ। ১৮

তদতীতং জগন্নাথ! বর্ষাণামধিকং শতম্।
ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতাং যদি রোচতে ॥১৯॥
দেবৈর্বিজ্ঞাপ্যতে চেত্থমথাত্রৈব রতিস্তব।
তৎ স্থীয়তাং যথাকালমাখ্যেয়মনুজীবিভিঃ ॥২০॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যত্ত্বমাত্থাখিলং দূত! বেদ্মোতদহমপ্যুত।
প্রারব্ধ এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ ॥২১॥
ভুবো নাদ্যাপি ভারোহয়ং যাদবৈরনিবর্হিতৈঃ।
অবতার্য্য করোম্যেতং সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ ॥২২॥
যথা গৃহীতামম্ভোধের্দত্ত্বাহং দ্বারকাভুবম্।
যাদবানুপসংহৃত্য যাস্যামি ত্রিদিবালয়ম্ ॥২৩॥

একশত কত্রক বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে আপনকার যদি অভিরুচি হয়, স্বর্গে গমন করুন।[১৯] দেবতারা এ কথাও জানাইতেছেন, যদি আপনকার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আপনি এই স্থানে অবস্থান করুন। যথাসময়ে কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্মরণ করিয়া দেওয়া অনুজীবীদের কর্ত্তব্য।[২০]

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দূত! তুমি যাহা বলিলে, এতৎ-সমুদায় আমিও অবগত আছি। এখানে আমিও যদুবংশ ক্ষয় করিবার উপক্রম করিয়াছি।[২১] আমি যাদবগণকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছি, যে পর্য্যন্ত এই যদুবংশ ধ্বংস না হইতেছে সে পর্য্যন্ত ভূভার অপনয়ন করা হয় নাই। আমিও সত্বর হইয়া সপ্তরাত্রের মধ্যেই এ কার্য্য সমাধা করিব,[২২] আমি সমুদ্রের নিকট যে দ্বারকা পুরী গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সমুদ্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া যদুকুল সংহার পূর্ব্বক দেবলোকে

মনুষ্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
প্রাপ্ত এবাস্মি মন্তব্যো দেবেন্দ্রেণ তথা সুরৈঃ ॥২৪॥
জরাসন্ধাদয়ো যেঽন্যে নিহতা ভারহেতবঃ।
ক্ষিতেস্তেভ্যঃ কুমারোঽপি যদূনাং নাপচীয়তে ॥২৫॥
তদেবং সুমহাভারমবতার্য্য ক্ষিতেরহম্।
যাস্যাম্যমরলোকস্য পালনায় ব্রবীহি তান্ ॥২৬॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্।
মৈত্রেয়! দিব্যয়া গত্যা দেবরাজান্তিকং যযৌ ॥২৭॥
ভগবানপ্যথোৎপাতান্ দিব্যভৌমান্তরীক্ষগান্।

গমন করিব; [২৩] দেবরাজ ও দেবগণ এইরূপ বিবেচনা করুন যে, আমি বলদেবের সহিত মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিতপ্রায় হইয়াছি। [২৪] ভূভারের কারণ জরাসন্ধ প্রভৃতি যে সমস্ত বীরগণ নিপাতিত হইয়াছে, যদুবংশীয় একটী বালকও তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন নহে। [২৫] অতএব আমি এক্ষণে পৃথিবীর এই মহাভার অপনয়ন করিয়া দেবলোকে গমন করিতেছি। তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে বল। [২৬]

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! দেবদূত বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যগতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেবরাজের নিকট গমন করিল। [২৭] এ দিকে ভগবান্ কৃষ্ণও দ্বারকা পুরীতে দিবারাত্র সর্ব্বসংহারের কারণ নানা-প্রকার ভৌম ও অন্তরীক্ষগ মহা উৎপাত সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। [২৮] তিনি এই সমুদায় মহোৎপাত দর্শন করিয়া যাদবগণকে কহিলেন, তোমরা দেখিতেছ, এক্ষণে দারুণ মহোৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, অধুনা ইহার শান্তির নিমিত্ত

দদর্শ দ্বারকাপূর্য্যাং বিনাশায় দিবৌকসম্॥২৮॥
তান্ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশ্যধ্বমতিদারুণান্।
মহোৎপাতান্ শমায়ৈষাং প্রভাসং যাম মা চিরম্॥২৯॥

পরাশর উবাচ।

এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন যাদবপ্রবরস্ততঃ।
মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্॥৩০॥
ভগবন্! যন্ময়া কার্য্যং তদাজ্ঞাপয় সাম্প্রতম্।
মন্যে কুলমিদং সর্ব্বং ভগবান্ সংহরিষ্যতি।
নাশায়াস্য নিমিত্তানি কুলস্যাচ্যুত! লক্ষয়ে॥৩১॥

ভগবানুবাচ।

গচ্ছ ত্বং দিব্যয়া গত্যা মৎপ্রসাদসমুত্থয়া।
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে॥৩২॥

চল, প্রভাসতীর্থে যাওয়া যাউক? বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। [২৯]

পরাশর কহিলেন। যদুবংশশ্রেষ্ঠ মহাভাগবত উদ্ধব কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, [৩০] ভগবন্! এক্ষণে আমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন। আমার বোধ হইতেছে, আপনি এক্ষণে সমুদায় যদুকুল সংহার করিবেন। অচ্যুত! আমি যে সমুদায় দুর্নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, শীঘ্রই এই যদুবংশ ধ্বংস হইবে। [৩১] ভগবান্ কহিলেন। গন্ধমাদন নামক পর্ব্বতে পবিত্র বদরিকাশ্রম আছে। তুমি আমার প্রসাদে দিব্যগতি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই স্থানে গমন কর। [৩২] উহা নরনারায়ণের স্থান, উঁহাদ্বারাই মহীতল পবিত্র হইয়াছে। তুমি সেই স্থানে

নরনারায়ণস্থানে তৎপাবিতমহীতলে।
মন্মনা মৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অহং স্বর্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্।
দ্বারকাঞ্চ ময়া ত্যক্তাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥৩৪॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈনং জগন্নাথ তদোদ্ধবঃ।
নরনারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতঃ ॥৩৫॥
ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে রথানারুহ্য শীঘ্রগান্।
প্রভাসং প্রযযুঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণরামাদিভির্দ্বিজ ! ॥৩৬॥
প্রাপ্য প্রভাসং প্রয়তাঃ স্নাতাস্তে কুকুরান্ধকাঃ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ ॥৩৭॥

আমার প্রতি মনঃসমাধান করিয়া আমার অনুগ্রহে সিদ্ধ হইবে।[৩৩] আমি এই যদুকুল সংহার করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব আমি দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে ইহা সমুদ্রের জলে প্লাবিত হইবে।[৩৪]

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবং মৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া নরনারায়ণ স্থানে গমন করিলেন।[৩৫] এদিকে যাদবগণ সকলেই শীঘ্রগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণবলরামাদির সহিত প্রভাসে যাত্রা করিলেন।[৩৬] কুকুরগণ ও অন্ধকগণ প্রভাসে উপস্থিত হইয়া স্নানপূর্ব্বক পরিশুদ্ধ হইলেন। পরে তাঁহারা কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন।[৩৭] যাদবগণ সুরাপান করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদের পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক বাদানুবাদ দ্বারা একটী ভয়ঙ্কর কুলক্ষয়কর কলহাগ্নি

পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সজ্ঘর্ষেণ পরস্পরম্।
অতিবাদেন্ধনো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্ষয়াবহঃ ॥৩৮॥
জঘ্নুঃ পরস্পরং তে তু শস্ত্রৈর্দৈব বলাৎকৃতাঃ।
ক্ষীণশস্ত্রাশ্চ জগৃহুঃ প্রত্যাসন্নামথৈরকাম্ ॥৩৯॥
এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতেব লক্ষ্যতে।
তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সংপ্রহারে সুদারুণে ॥৪০॥
প্রদ্যুম্নসাম্বপ্রমুখাঃ কৃতবর্ম্মাথ সাত্যকিঃ।
অনিরুদ্ধাদয়শ্চান্যে পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ॥৪১॥
চারুবর্ম্মা চারুকশ্চ তথাক্রূরাদয়ো দ্বিজ।
এরকারূপিভির্বজ্রৈস্তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥৪২॥

সমুত্থিত হইল। [৩৮]পরে যাদবগণ দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় নিঃশেষ হইল, তখন তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এরকা বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন। [৩৯]এরকা বৃক্ষ গৃহীত হইবামাত্র বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামের সময় যাদবগণ সেই এরকা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।[৪০] প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি অনিরুদ্ধ প্রভৃতি, পৃথু, বিপৃথু,[৪১] চারুবর্ম্মা, চারুক ও অক্রূর প্রভৃতি, ইঁহারা এরকারূপী বজ্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।[৪২] অনন্তর কৃষ্ণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া যাদবদিগকে নিবারণ করিলেন, পরন্তু যাদবগণ উভয় পক্ষেই মনে করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ আমাদিগের সহায় হইবেন, সুতরাং তাঁহারা পরস্পর পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[৪৩] পরে কৃষ্ণও

নিবারয়ামাস হরির্যাদবাংস্তে চ কেশবম্।
সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তেঽনিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥৪৩॥
কৃষ্ণোঽপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে।
বধায় সোঽপি মুষলং মুষ্টির্লোহমভূত্তদা ॥৪৪॥
জঘান তেন নিঃশেষান্ যাদবানাততায়িনঃ।
জঘ্নুশ্চ সহসাভ্যেত্য তথান্যে চ পরস্পরম্ ॥৪৫॥
ততশ্চার্ণবমধ্যেন জৈত্রোঽসৌ চক্রিণো রথঃ।
পশ্যতো দারুকস্যাশু হৃতোঽশ্বৈর্দ্বিজসত্তম! ॥৪৬॥
চক্রং তথা গদা শার্ঙ্গং তূণৌ শঙ্খোঽসিরেব চ।
প্রদক্ষিণং হরিং কৃত্বা জগ্মুরাদিত্যবর্ত্মনা ॥৪৭॥
ক্ষণেন নাভবৎ কশ্চিদ্‌যাদবানামঘাতিতঃ।
ঋতে কৃষ্ণং মহাবাহুং দারুকঞ্চ মহামুনে! ॥৪৮॥

কুপিত হইয়া একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন। যাদবদিগের বিনাশের নিমিত্ত ঐ এরকামুষ্টিও লৌহময় মুষল হইয়া উঠিল।[৪৪] কৃষ্ণ আততায়ী যাদবগণকে ঐ মুষল দ্বারা সংহার করিলেন। পরে অবশিষ্ট যাদবগণ আসিয়া তৎক্ষণাৎ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর প্রহার ও বিনাশ করিতে লাগিলেন।[৪৫] এই সময় কৃষ্ণের সারথি দারুকের সমক্ষেই অশ্বগণ, কৃষ্ণের জৈত্র অর্থাৎ জয়শীল রথ লইয়া দ্রুতবেগে সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।[৪৬] পরে কৃষ্ণের চক্র, গদা, শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনু, শঙ্খ খড়্গ ও তূণ, ইহারা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশপথে গমন করিল।[৪৭] মহর্ষে! ক্ষণ কালের মধ্যে এরূপ হইয়া উঠিল যে, মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতীত যাদবগণের মধ্যে আর কেহই জীবিত থাকিল না।[৪৮] পরে কৃষ্ণ ও দারুক ভ্রমণ করিতেছেন, এমত

সংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্ ॥৪৯॥
নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভোগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রযযাবর্ণবং সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানস্তথোরগৈঃ ॥৫০॥
ততোঽর্ঘমাদায় তদা জলধিঃ সংমুখং যযৌ।
প্রবিবেশ চ তত্তোয়ং পূজিতঃ পন্নগোত্তমৈঃ ॥৫১॥
দৃষ্ট্বা বলস্য নির্যাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ।
ইদং সর্ব্বং ত্বমাচক্ষ্ব বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ ॥৫২॥
নির্যাণং বলভদ্রস্য যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্।
যোগে স্থিত্বাহমপ্যেতৎ পরিত্যক্ষে কলেবরম্ ॥৫৩॥
বাচ্যশ্চ দ্বারকাবাসিজনঃ সর্ব্বস্তথাহুকঃ।

সময় দেখিতে পাইলেন যে, বলদেব বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটী মহাসর্প বহির্গত হইতেছে।[৪৯] এই মহাকায় ভুজঙ্গম বলদেবের মুখ হইতে নির্গমণ পূর্ব্বক সিদ্ধগণ ও উরগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।[৫০] এই সময় জলনিধি অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই মহা-ভুজঙ্গমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভুজগরাজও পন্নগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সমুদ্র সলিলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।[৫১] কৃষ্ণ, বলদেবের দেহত্যাগ অবলোকন করিয়া দারুককে কহিলেন, তুমি, বসুদেব এবং উগ্রসেনের নিকট গমন করিয়া এই সমুদায় বিষয় নিবেদন কর।[৫২] তুমি, বলদেবের শরীরপরিত্যাগ ও যদুবংশ ক্ষয়ের বিবরণ সমুদায় (তাঁহাদের নিকট বিশেষ করিয়া বলিবে।) আমিও যোগ অবলম্বন করিয়া এখনি দেহত্যাগ করিব। তুমি আহুককে এবং দ্বারকাবাসী

যথেমাং নগরীং সর্ব্বাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥৫৪॥
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈস্তু প্রতীক্ষ্যো হ্যর্জ্জুনাগমঃ।
ন স্থেয়ং দ্বারকামধ্যে নিষ্ক্রান্তে তত্র পাণ্ডবে ॥৫৫॥
তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কৌরবঃ।
গত্বা চ ব্রূহি কৌন্তেয়মর্জ্জুনং বচনান্মম ॥৫৬॥
পালনীয়স্ত্বয়া শক্ত্যা জনোঽয়ং মৎপরিগ্রহঃ।
ইত্যর্জ্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যা ভবান্ জনম্।
গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যদুরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্ ॥৫৭॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কৃত্বা প্রায়াদ্যথোদিতম্ ॥৫৮॥

জনগণকে এইরূপ বলিবে যে, এই দ্বারকা পুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইবে।[৫৪] পরন্তু যত দিন অর্জ্জুন দ্বারকায় না আসিবেন, তত দিন তোমরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিবে। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যখন দ্বারকা হইতে বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা সেখানে আর এক প্রাণীও থাকিও না।[৫৫] কুরুনন্দন অর্জ্জুন যে স্থানে গমন করিবেন তোমরাও তাঁহার সহিত সেই স্থানে গমন করিবে। অনন্তর তুমি কুন্তিনন্দন অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া আমার কথানুসারে এই সমুদায় তাঁহাকে বলিবে আরও তাঁহাকে কহিবে, তিনি যেন আমার পরিবারদিগকে শক্ত্যনুসারে পালন করেন।[৫৬] এই রূপে তুমি অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকাবাসী জনগণকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিবে এবং বজ্রকে যদুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যাইবে।[৫৭]

পরাশর কহিলেন। দারুক কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত পূর্ব্বক অনেক বার প্রদক্ষিণ

স গত্বা চ তথা চক্রে দ্বারকায়াং তথার্জ্জুনম্।
আনিনায় মহাবুদ্ধির্ব্বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্॥৫৯॥
ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ॥৬০॥
সংমানয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ।
যোগযুক্তোঽভবৎ পাদং কৃত্বা জানুনি সত্তমঃ॥৬১॥
আযযৌ চ জরা নাম স তদা তত্র লুব্ধকঃ।
মুষলাবশেষলৌহৈক-সাযকন্যস্ততোমরঃ॥৬২॥
স তৎ পাদং মৃগাকারমবেক্ষ্যারাদবস্থিতঃ।
তলে বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তম!॥৬৩॥
গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্।

করিয়া যথাদিষ্ট স্থান গমন করিলেন।[৫৮] মহাবুদ্ধি দারুক দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণের আদেশানুযায়ী সমুদায় কার্য্য করিয়া অর্জ্জুনকে আনয়ন পূর্ব্বক বজ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।[৫৯] এ দিকে ভগবান্ গোবিন্দ আপনাকে বাসুদেবাত্মক পর ব্রহ্মে সমারোপ পূর্ব্বক আপনাকে সর্ব্বভূতময় ধ্যান করিতে লাগিলেন।[৬০] সাধুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা যাহা কহিয়াছিলেন, কৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণবাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী চরণ জানুর উপর রাখিয়া উপবেশন পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইলেন।[৬১] এই সময় জরা নামক ব্যাধ সেই স্থানে আগমন করিল। এই ব্যাধ পূর্ব্বোক্ত মুষলের অবশিষ্ট লৌহদ্বারা একটা বাণের ফলা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।[৬২] ব্রহ্মন্! ঐ ব্যাধ কৃষ্ণের চরণতল দেখিয়া মৃগ বোধ করিয়া দূরে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সেই বাণ দ্বারা ঐ চরণতল বিদ্ধ করিল।[৬৩] পরে নিকটে গিয়া দেখিল চতুর্ব্বাহুধারী এক মনুষ্য অবস্থান করিতেছেন।

প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥৬৪॥
অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া।
ক্ষম্যতামাত্মপাপে ন দগ্ধং মাং দগ্ধুমর্হসি ॥৬৫॥
শ্রীপরাশর উবাচ।
ততস্তং ভগবানাহ ন তেঽস্তি ভয়মণ্বপি।
গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লুব্ধ স্বর্গে সুরালয়ম্ ॥৬৬॥
বিমানমাগতং সদ্যস্তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
আরুহ্য প্রযযৌ স্বর্গং লুব্ধকস্তৎপ্রসাদতঃ ॥৬৭॥
গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে ॥৬৮॥

পরে ঐ ব্যাধ প্রণাম করিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৬৪ আমি হরিণ বোধ করিয়া অজ্ঞান পূর্ব্বক এই কাজ করিয়াছি। আমি আত্মপাপে আপনিই দগ্ধ হইতেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে দগ্ধ করা আপনকার উচিত হইতেছে না। ৬৫

পরাশর কহিলেন। অনন্তর ভগবান্ কহিলেন, ব্যাধ! তোমার অণুমাত্রও ভয় নাই। আমার প্রসাদে তুমি স্বর্গে দেবপুরীতে গমন কর। ৬৬

পরাশর কহিলেন। কৃষ্ণ এই কথা বলিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাধ সেই বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। ৬৭ ব্যাধের স্বর্গারোহণের পর ভগবান্ কৃষ্ণ, ব্রহ্মস্বরূপ অব্যয় অচিন্ত্য বাসুদেবময় অমল জন্মরহিত জরারহিত নিত্য অপ্রমেয় সর্ব্বময়

অজন্মান্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥৬৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমেঽংশে স্বর্গারোহণং নাম
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

আত্মাতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সত্ব রজ তম, এই গুণত্রয়ের কার্য্য অতিক্রম করিয়া মানব দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ৬৯

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ স্বর্গারোহণ নামক
সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

পঞ্চমাংশঃ।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়।

শ্রীপরাশর উবাচ।

অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ ॥১॥
অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতাঃ রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ।
উপগুহ্য হরের্দ্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্ ॥২॥
রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাহ্লাদশীতলম্ ॥৩॥
উগ্রসেনস্তু তৎ শ্রুত্বা তথৈবানকদুন্দুভিঃ।
দেবকী রোহিণী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥৪॥

পরাশর কহিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও বলরামের শরীর অন্বেষণ করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক অন্য অন্য যাদবগণেরও যথাক্রমে সংস্কার করিলেন।[১] কৃষ্ণের রুক্মিণী প্রভৃতি প্রধান যে অষ্ট মহিষী ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণের শরীর আলিঙ্গন পূর্ব্বক হুতাশনে প্রবিষ্টা হইলেন।[২] সাধুশ্রেষ্ঠ! এ দিকে রেবতীও বলরামের দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক তৎসঙ্গজনিত আহ্লাদে শীতল, প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্টা হইলেন।[৩] অনন্তর উগ্রসেন ও বসুদেব এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবকী ও রোহিণীর সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিলেন।[৪] পরে

ততোঽর্জ্জুনঃ প্রেতকার্য্যং কৃত্বা তেষাং যথাবিধি।
নিশ্চক্রাম জনং সর্ব্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ ॥৫॥
দ্বারবত্যা বিনিষ্ক্রান্তাঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ সহস্রশঃ।
বজ্রং জনং চ কৌন্তেয়ঃ পালয়ন্ শনকৈর্যযৌ ॥৬॥
সভা সুধর্ম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্যলোকে সমুজ্‌ঝিতে।
স্বর্গং জগাম মৈত্রেয়! পারিজাতশ্চ পাদপঃ ॥৭॥
যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সংত্যজ্য মেদিনীম্।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥৮॥
প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাং চ মহোদধিঃ।
যদুদেবগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ ॥৯॥
নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মন্! তদদ্যাপি মহোদধেঃ।

অর্জ্জুন যথাবিধি যাদবগণের প্রেতকার্য্য সমাধা করিয়া দ্বারকাবাসী জনগণকে এবং বজ্রকে লইয়া দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন, দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত সহস্র সহস্র কৃষ্ণপত্নীদিগকে, বজ্রকে এবং দ্বারকাবাসী জনগণকে লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয়! কৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিবামাত্র সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা এবং পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গে গমন করিল। কৃষ্ণ যে দিবস পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন, সেই দিবসেই কৃষ্ণকলেবর বলবান্ কলি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইল। এদিকে সমুদ্র, শূন্য দ্বারকা পুরী প্লাবিত করিল। পরন্তু যাদবদিগের যে একটী দেবগৃহ ছিল, তাহাই কেবল সমুদ্রসলিলে প্লাবিত হইল না। ব্রহ্মন্! সাগর অদ্যাপি

নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ ॥১০॥
তদতীব মহৎপুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্।
বিষ্ণুক্রীড়ান্বিতস্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১॥
পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে ধনধান্যসমন্বিতে।
চকার বাসং সর্ব্বস্য জনস্য মুনিসত্তম ॥১২॥
ততো লোভঃ সমভবদ্দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ।
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নীয়মানাঃ পার্থেনৈকেন ধন্বিনা ॥১৩॥
ততস্তে পাপকর্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্তদুর্মদাঃ ॥১৪॥
অয়মেকোঽর্জ্জুনো ধন্বী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বরম্।

ঐ দেবগৃহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ ভগবান্ কেশব সেই স্থানে নিত্য সন্নিহিত আছেন।[১০] এই দেবগৃহ অতীব পবিত্র; ইহা দর্শন করিলে সমুদায় পাতক ধ্বংস হয়। ইহা বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান। যে ব্যক্তি এই দেবগৃহ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়।[১১]

মুনিশ্রেষ্ঠ! এ দিকে অর্জ্জুন গমন করিতে করিতে এক দিন সকলকে লইয়া ধন-ধান্য-সমন্বিত পঞ্চনদ দেশে অবস্থিতি করিলেন।[১২] অনন্তর কতকগুলি দস্যু দেখিতে পাইল যে, একাকী ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন কতকগুলি ভর্ত্তৃহীনা রমণীকে লইয়া যাইতেছেন, তদ্দর্শনে তাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইল।[১৩] অনন্তর পাপকারী দর্পান্বিত ম্লেচ্ছগণ লোভাক্রান্ত হওয়াতে সকলে একত্র হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে,[১৪] অরে! এই অর্জ্জুন একাকী ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে

নয়ত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতত্ভবতাং বলম্ ॥১৫॥
হত্বা গর্ব্বং সমারূঢ়ো ভীষ্মদ্রোণজয়দ্রথান্।
কর্ণাদীংশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥১৬॥
হেহে যষ্টীর্গৃহ্ণীধ্বং মহায়ামা গৃহ্ণীতায়ং সুদুর্মতিঃ।
সর্ব্বানেবাবজানাতি কিং বো বাহুভিরুন্নতৈঃ ॥১৭॥
ততো যষ্টিপ্রহরণা দস্যবো লোপ্তহারিণঃ।
সহস্রশোঽভ্যধাবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্ ॥১৮॥
ততো নিবৃত্য কৌন্তেয়ঃ প্রাহাভীরান্ হসন্নিব।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যদি ন স্থ মুমূর্ষবঃ ॥১৯॥
অবজ্ঞায় বচস্তস্য জগৃহুস্তে তদা ধনম্।

অতিক্রম করিয়া ভর্ত্তৃবিহীন রমণীগণকে লইয়া যাইতেছে, অতএব তোমাদের বল ও বীর্য্যে ধিক্! [১৫] এই অর্জ্জুন, ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ ও কর্ণ প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছে। আমরা গ্রামবাসী, আমাদিগের যে কত দূর বল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে নাই। [১৬] ওহে ও মহাবল পুরুষগণ! যষ্টি গ্রহণ কর, এই দুর্ম্মতি অর্জ্জুন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিয়া যাইতেছে। তোমাদের স্বপুরিমেয় বাহুবল থাকিবার ফল কি? [১৭] অনন্তর সহস্র সহস্র দস্যুগণ কেহ বা যষ্টি কেহ বা লোষ্ট্ররূপ প্রহরণ গ্রহণ করিয়া সেই ভর্ত্তৃবিহীন রমণীগণের প্রতি ধাবমান হইল। [১৮] পরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হাস্য করিতে করিতে আভীরদিগকে কহিলেন, রে পাপিষ্ঠেরা! যদি তোমরা মৃত্যুকামনা না কর, তাহা হইলে নিবৃত্ত হও। [১৯] মৈত্রেয়! দস্যুগণ অর্জ্জুনের বাক্যে

স্ত্রীজনং চৈব মৈত্রেয়! বিশ্বক্সেনপরিগ্রহম্ ॥২০॥
ততোঽর্জ্জুনো ধনুর্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি।
আরোপয়িতুং সমারেভে ন শশাক স বীর্য্যবান্ ॥২১॥
চকার সজ্যং কৃচ্ছ্রাচ্চ তচ্চাভূচ্ছিথিলং পুনঃ।
ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥২২॥
শরান্ মুমোচ বৈ তেষু পার্থো বৈরিষ্বমর্ষিতঃ।
ত্বগ্‌ভেদং তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধন্বনা ॥২৩॥
বহ্নিনাক্ষয়া দত্তাঃ শরাস্তেঽপি ক্ষয়ং যযুঃ।
যুধ্যতঃ সহ গোপালৈরর্জ্জুনস্য ভবক্ষয়ে ॥২৪॥

অবজ্ঞা করিয়া ধন ও কৃষ্ণের পরিবারস্থ রমণীগণকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।[২০] তখন বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে অক্ষয় দিব্য গাণ্ডীব ধনুতে জ্যারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন মতেই তৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।[২১] পরে তিনি যদিও অতিকষ্টে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন, তাহাও পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া পড়িল, এবং তিনি বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিলেও অস্ত্র সকল তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না।[২২] গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন অমর্ষান্বিত হইয়া দস্যুগণের প্রতি যে শরনিকর পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাহাদের গাত্রের চর্ম্মমাত্র বিদীর্ণ হইল, কোন মতেই শর বিদ্ধ হইল না।[২৩] যে সময় অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল ও যে সময় খাণ্ডবদাহ হয়, সেই সময় অগ্নি অর্জ্জুনকে যে সমুদায় অক্ষয় শরসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, গোপালগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তৎসমুদায়ও ফুরাইয়া

অর্চ্চিতং যচ্চ কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণস্যৈব হি তদ্বলম্।
যন্ময়া শরসঙ্ঘাতৈঃ সকলা ভূভুজো জিতাঃ ॥২৫॥
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
আভীরৈরপকৃষ্যন্তঃ কামাচ্চান্যা প্রবব্রজুঃ ॥২৬॥
ততঃ শরেষু ক্ষীণেষু ধনুঃকোট্যা ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান দস্যূংস্তে চাস্য প্রহারান্ জহসুর্মুনে ॥২৭॥
প্রেক্ষতশ্চৈব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছা সন্মতান্মুনিসত্তম ॥২৮॥
ততঃ সুদুঃখিতো জিষ্ণুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্।

গেল।[২৪] তখন অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন, আমি যে শর-সমূহ দ্বারা সমুদায় রাজগণকে পরাজয় করিয়াছি, তাহা কেবল কৃষ্ণের বলেই সম্পন্ন হইয়াছে।[২৫] অনন্তর অর্জ্জুনের সম্মুখেই ম্লেচ্ছগণ কামের বশবর্ত্তী হইয়া পরমসুন্দরী রমণী-দিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন রমণী সম্মত হইয়া তাহাদের সহিত চলিল।[২৬] মহর্ষে! যখন অর্জ্জুনের বাণ সমুদায় ফুরাইয়া গেল, তখন তিনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা দস্যুগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দস্যুগণ তাঁহার সেই প্রহারে (ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক) হাস্য করিতে লাগিল।[২৭] মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে অর্জ্জুনের সমক্ষেই ম্লেচ্ছগণ রূপবতী যাদবকামিনীদিগকে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিল।[২৮] অনন্তর জিষ্ণু অর্জ্জুন সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, হায় কি কষ্ট! হায় কি কষ্ট! এই কথা বলিতে লাগিলেন। অহো! আমি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলাম! এই বলিয়া

অহো! ভগবতা তেন মুষিতোঽস্মি রুরোদ হ ॥২৯॥
তদ্ধনুস্তানি চাস্ত্রাণি স রথস্তে চ বাজিনঃ।
সর্ব্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥৩০॥
অহোঽতিবলবদ্দৈবং বিনা তেন মহাত্মনা।
যদসামর্থ্যযুক্তেঽপি নীচবর্গে জয়প্রদম্ ॥৩১॥
তৌ বাহূ স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ সোঽস্মি চার্জ্জুনঃ।
পুণ্যেনৈব বিনা তেন গতং সর্ব্বমসারতাম্ ॥৩২॥
মমার্জ্জুনত্বং ভীমস্য ভীমত্বং তৎকৃতং ধ্রুবম্।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জ্জিতোঽহং কথমন্যথা ॥৩৩॥
ইত্থং বদন্ যযৌ জিষ্ণুর্মথুরাখ্যং পুরোত্তমম্।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥৩৪॥

তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।[২৯] অপাত্রে দান করিলে যেমন, তাহা নিষ্ফল হয়, তাহারই ন্যায় আমার সেই গাণ্ডীব ধনু, আমার সেই সমুদায় অস্ত্র, আমার সেই রথ, আমার সেই অশ্বগণ, সমুদায় এককালে নিষ্ফল হইল।[৩০] অহো দৈব কি বলবান্! এক্ষণে সেই মহাত্মা কৃষ্ণ না থাকাতে সামর্থ্য-হীন নীচলোককেও জয়লাভ করিল।[৩১] আমার সেই বাহু, সেই মুষ্টি, সেই পৃথিবী এবং আমি সেই অর্জ্জুন বিদ্যমান্ রহিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই পবিত্রাত্মা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে সকলই অসার হইল।[৩২] আমার অর্জ্জুনত্ব এবং ভীমের ভীমত্ব, এ সমুদায় কৃষ্ণ হইতেই হইয়াছিল, সন্দেহ নাই কারণ এক্ষণে সেই কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আমি এই আভীরগণ কর্ত্তৃকও পরাজিত হইলাম।[৩৩]

স দদর্শ ততো ব্যাসং ফাল্গুনঃ কাননাশ্রয়ম্।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৫॥
তং বন্দমানং চরণাববলোক্য মুনিশ্চিরম্।
উবাচ পার্থং বিচ্ছায়ঃ কথমত্যন্তমীদৃশঃ ॥৩৬॥
অবীরজোঽনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃতা।
দৃঢ়াশাভঙ্গদুঃখী বা ভ্রষ্টচ্ছায়োঽসি সাম্প্রতম্ ॥৩৭॥
সান্তানিকাদয়ো বা তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ।
অগম্যাস্ত্রীরতির্বা ত্বং তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥৩৮॥
ভুক্তোঽপ্রদায় বিপ্রেভ্য একো মিষ্টমথো ভবান্।
কিংবা কৃপণবিত্তানি হৃতানি ভবতার্জ্জুন! ॥৩৯॥

অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইয়া যাদবনন্দন বজ্রকে সেই স্থানের অধিপতি করিলেন। ৩৪ অনন্তর তিনি বনমধ্যে ভগবান্ ব্যাসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৩৫ মহর্ষি ব্যাস অর্জ্জুনকে চরণতলে প্রণাম করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত এতদূর শ্রীহীন হইয়াছ? ৩৬ তুমি কি রজস্বলা গমন করিয়াছ?, অথবা ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইয়াছ? অথবা তুমি কি কাহারও দৃঢ় আশা ভঙ্গ করিয়াছ? নতুবা তুমি এক্ষণে কি জন্য ঈদৃশ শ্রীহীন হইলে। ৩৭ কেবল সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত বিবাহার্থী হইয়া কোন ব্যক্তি তোমার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিলে তুমি কি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ? অথবা তুমি কি অগম্যা স্ত্রীতে রত হইয়াছ? নতুবা তোমাকে কি জন্য এবংবিধ কান্তিহীন দেখিতেছি। ৩৮ তুমি ব্রাহ্মণকে

কচ্চিত্ত্বং শূর্পবাতস্য গোচরত্বং গতোঽর্জ্জুন।
দুষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্যথা ॥৪০॥
স্পৃষ্টো নখাম্ভসা চাথ ঘটাম্ভঃপ্রোক্ষিতোঽপি বা।
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো ন্যূনৈর্বা যুধি নির্জ্জিতঃ ॥৪১॥

শ্রীপরাশর উবাচ।

ততঃ পার্থো বিনিঃশ্বস্য শ্রূয়তাং ভগবন্নিতি।
প্রোক্ত্বা যথাবদাচষ্ট ব্যাসায়াত্মপরাভবম্ ॥৪২॥

অর্জ্জুন উবাচ।

যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীর্য্যং যৎপরাক্রমঃ।
যা শ্রীশ্ছায়া চ নঃ সোঽস্মান্ পরিত্যজ্য গতো হরিঃ ॥৪৩
ইতরেণেব মহতা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণা।

না দিয়া একাকী কি মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছ? অথবা অর্জ্জুন! তুমি ত কৃপণ ব্যক্তির ধন হরণ কর নাই?[৩৯] অর্জ্জুন! তোমাতে ত শূর্পবায়ু লাগে নাই? অথবা তুমি ত দুষ্ট লোকের চক্ষে পতিত হও নাই? তোমাকে কি জন্য ঈদৃশ কান্তিহীন দেখিতেছি?[৪০] তুমিত নখদূষিত জল স্পর্শ কর নাই? নীয়মান কলসের জল উচ্ছলিত হইয়া তোমার গাত্রে ত লাগে নাই? তুমি ত কাহারও নিকট সংগ্রামে পরাজিত হও নাই? নতুবা তুমি কি জন্য ঈদৃশ শোভাহীন হইয়াছ?[৪১]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবন্! বলিতেছি, শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া, আত্মার পরাভব বিষয়ক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

হীনা স্বয়ং মুনে! তেন জাতাস্তৃণময়া ইব ॥৪৪॥
অস্ত্রাণাং শায়কানাং চ গাণ্ডীবস্য তথা মম।
সারতাভবন্ মূলং স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৫॥
যস্যাবলোকনাদস্মান্ শ্রীর্জয়ঃ সম্পদুন্নতিঃ।
ন তত্যাজ স গোবিন্দস্ত্যক্ত্বাস্মান্ ভগবান্ গতঃ ॥৪৬॥
ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্যোধনাদয়ঃ।
যৎপ্রভাবেণ নির্দগ্ধাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥৪৭॥
নির্যৌবনহৃতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মেদিনী।
বিভাতি তাত! নৈকোঽহং বিরহে তস্য চক্রিণঃ ॥৪৮॥

অর্জ্জুন কহিলেন। যিনি আমাদের বল, যিনি আমাদের বীর্য্য, যিনি আমাদের তেজ, যিনি আমাদের পরাক্রম, যিনি আমাদের শ্রী, যিনি আমাদের কান্তি, সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।[৪৩] মহর্ষে! যিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কথা কহিতেন, যিনি মহাত্মা হইয়াও সামান্য লোকের ন্যায় ছিলেন, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে আমরা (বিভীষিকার নিমিত্ত ক্ষেত্রাদিতে বিনির্ম্মিত) তৃণময় পুরুষের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি।[৪৪] যিনি আমার অস্ত্রসমূহের, বাণসমূহের ও গাণ্ডীবের মূর্ত্তিমান্ সারস্বরূপ ছিলেন, সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।[৪৫] যে ভগবান্ কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে আমাদের যশ, শ্রী, সম্পত্তি, উন্নতি চিরস্থায়ী হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।[৪৬] ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ যাঁহার প্রভাবে পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ

যস্যানুভাবাদ্ ভীষ্মাদ্যৈর্ময্যগ্নৌ শলভায়িতম্।
বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরস্মি নির্জিতঃ ॥৪৯॥
গাণ্ডীবং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতিং যদনুভাবতঃ।
গতং তেন বিনাভীরলগুড়ৈস্তন্নিরাকৃতম্ ॥৫০॥
স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে!।
যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ ॥৫১॥
আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ! কৃষ্ণাবরোধনম্।
হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম ॥৫২॥
নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্জীবামি তদদ্ভুতম্।
ন চাবমানপঙ্কাঙ্কী নির্লজ্জোঽস্মি পিতামহ! ॥৫৩॥

করিয়াছেন।[৪৭] গুরো! চক্রধারী কৃষ্ণের বিরহে আমিই যে, কেবল একাকী ঈদৃশ হইয়াছি, এমত নহে, দেখুন পৃথিবী যৌবনহীনা হতশ্রী ও কান্তিরহিতার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছে।[৪৮] যাঁহার অনুগ্রহে ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ অগ্নি-কল্প আমাতে পতঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কৃষ্ণ না থাকাতে আমি গোপালগণ কর্ত্তৃকও পরাজিত হইলাম।[৪৯] যাঁহার অনুগ্রহে আমার এই গাণ্ডীব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি না থাকাতে আভীরগণের লগুড়ে ইহা পরাস্ত হইল।[৫০] মহর্ষে! আমি সেই কৃষ্ণের সহস্র সহস্র পরিবারস্থ রমণীগণকে আনিতেছিলাম, দস্যুগণ লগুড় দ্বারা আমাকে পরাজয় করিয়া আমার সমক্ষেই তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। আমি যত্ন করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না।[৫১]

ব্যাস উবাচ।

অলং তে ব্রীড়য়া পার্থ! ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
অবেহি সর্ব্বভূতেষু কালস্য গতিমীদৃশীম্ ॥৫৪॥
কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব!।
কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা ভব স্থৈর্য্যধনোঽর্জ্জুন! ॥৫৫॥
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বসুন্ধরা।
দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবঃ সসরীসৃপাঃ ॥৫৬॥
সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্।
কালাত্মকমিদং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা শমমবাপ্নুহি ॥৫৭॥
যচ্চাহ কৃষ্ণমাহাত্ম্যং তত্তথৈব ধনঞ্জয়!।

মহামুনে! আমি কৃষ্ণের যে সকল অন্তঃপুরচারিণী রমণী-দিগকে আনিতেছিলাম। দস্যুগণ যষ্টি প্রহারে আমাকে পরাভব করিয়া তাহাদিগকে হরণ পূর্ব্বক লইয়া গেল। [৫২] অতএব আমি যে শ্রীহীন হইয়াছি, ইহা আশ্চর্য্য নহে। পিতামহ! আমি অতীব নির্লজ্জ, আমি নীচ লোকের নিকট অবমানিত ও কলঙ্কিত হইয়া এখনও যে জীবন ধারণ করি-তেছি, ইহাই অদ্ভুত। [৫৩]

বেদব্যাস কহিলেন, পার্থ! তুমি লজ্জিত হইও না। শোকা-কুল হওয়া তোমার উচিত হইতেছে না, সকল প্রাণিতেই এইরূপ কালের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। [৫৪] পাণ্ডুনন্দন! কালক্রমে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইতেছে, কালক্রমে প্রাণিগণ বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব সমুদায়ই কালমূলক। অর্জ্জুন! তুমি ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন

ভারাবতারকার্য্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্ ॥৫৮॥
ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সমিতিং পুরা।
তদ্ভারমবতীর্ণোঽসৌ কালরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৫৯॥
তচ্চ নিষ্পাদিতং কার্য্যমশেষা ভূভৃতো হতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং সর্ব্বং তথা পার্থোপসংহৃতম্ ॥৬০॥
ন কিঞ্চিদন্যৎ কর্ত্তব্যমস্য ভূমিতলে প্রভোঃ।
ততো গতঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেচ্ছয়া ॥৬১॥
সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেষ দেবদেবঃ স্থিতৌ স্থিতিম্।
অন্তেঽন্তায় সমর্থোঽয়ং সাম্প্রতং হি যথাকৃতম্ ॥৬২॥
তস্মাৎ পার্থ! ন সংতাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ।

কর।[৫৬] নদীগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, সমুদায় বসুন্ধরা, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুগণ, বৃক্ষগণ সরীসৃপগণ[৫৮] ইহারা সকলেই কাল অনুসারে সৃষ্ট হইতেছে; এবং সকলেই কাল অনুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। এই সমুদয়ই কালের অধীন, অতএব তুমি এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া শান্ত হও।[৫৭] ধনঞ্জয়! তুমি যে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা কহিলে, তৎসমুদায়ই যথার্থ। কৃষ্ণ পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[৫৮]

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া দেবগণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কালরূপী জনার্দ্দন তাঁহার ভার অপনয়নের নিমিত্তই অবতীর্ণ হন।[৫৯] পার্থ! কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে। দেখ সমুদায় রাজগণ নিহত হইয়াছে। তিনি বৃষ্ণিবংশ, অন্ধক বংশ সমুদায়কেও পরিশেষে সংহার

ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ ॥৬৩॥
ত্বয়ৈকেন হতা ভীষ্মদ্রোণকর্ণাদয়ো নৃপাঃ।
তেষামর্জ্জুন! কালোত্থঃ কিং ন্যূনাভিভবো ন সঃ ॥৬৪॥
বিষ্ণোস্তথানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ।
ত্বত্তস্তথৈব ভবতো দস্যুভ্যোঽন্তে তদুদ্ভবঃ ॥৬৫॥
স দেবোঽন্যশরীরাণি সমাবিশ্য জগৎস্থিতিম্।
করোতি সর্ব্বভূতানাং নাশং চান্তে জগৎপতিঃ ॥৬৬॥
ভবোদ্ভবে চ কৌন্তেয়! সহায়োঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
ভবান্তে ত্বদ্বিপক্ষাস্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ॥৬৭॥

করিলেন।[৬০] এক্ষণে এই পৃথিবীতে ভগবান্ কৃষ্ণের আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত তিনি কৃতকার্য্য হইয়া যথেচ্ছাক্রমে গমন করিয়াছেন।[৬১] যখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, তখন সেই দেবদেব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইলে তিনি রক্ষা করেন, যখন সংহারের কাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি সংপ্রতি যেরূপ করিলেন, এই রূপেই সর্ব্ব সংহার করিয়া থাকেন।[৬] অতএব পার্থ! এক্ষণে তুমি পরাভূত হইয়াছ বলিয়া পরিতাপ করিও না। মানবগণ উৎপন্ন হইবার সময়েই পরাক্রমশালী হইয়া থাকেন।[৬৩] দেখ তুমি একাকী ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলে, অর্জ্জুন! তাঁহারা কি কাল অনুসারে হীন হইতে পরাজিত হন নাই?[৬৪] কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে, তাঁহাদের যেমন হীন হইতে পরাভব হইয়াছিল, তাহার ন্যায় এক্ষণে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে হীন দস্যুগণ হইতে তোমার পরাভব হইয়াছে।[৬৫] সেই জগৎপতি কৃষ্ণ এক

কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ গাঙ্গেয়ান্ হন্যাস্ত্বং সর্ব্বকৌরবান্।
আভীরেভ্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ পরাভবম্ ॥৬৮॥
পার্থৈতৎ সর্ব্বভূতস্য হরের্লীলাবিচেষ্টিতম্।
ত্বয়া যৎ কৌরবা ধ্বস্তা যদাভীরৈর্ভবান্ জিতঃ ॥৬৯॥
গৃহীতা দস্যুভির্যচ্চ ভবতঃ শোচিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদপ্যহং যথাবৃত্তং কথয়ামি তবার্জ্জুন! ॥৭০॥
অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ! গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৭১॥

শরীর অবলম্বন করিয়া জগতের পালন করেন। অন্য শরীর আশ্রয় করিয়া অন্তকালে সকলের সংহার করিয়া থাকেন। [৬৬] কৌন্তেয়! যখন তোমার অদৃষ্ট বলবান্ ছিল, তখন ভগবান্ জনার্দ্দন তোমার সহায় ছিলেন। এক্ষণে তোমার অদৃষ্ট ক্ষয় হওয়াতে তিনি তোমার বিপক্ষগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। [৬৭] সেই তুমি একাকী ভীষ্ম প্রভৃতি সমুদায় কৌরবগণকে যে পরাজয় করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে কে বিশ্বাস করিবে? এবং তুমি তাদৃশ মহাবীর হইয়াও যে দস্যুগণের নিকট পরাজিত হইয়াছ, তাহাতেই বা কাহার বিশ্বাস হইতে পারে? [৬৮] অর্জ্জুন! তুমি একাকী যে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, ইহা সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর লীলার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। [৬৯] অর্জ্জুন! কৃষ্ণের রমণীগণকে দস্যুগণ হরণ করিয়াছে বলিয়া তুমি যে শোক প্রকাশ করিতেছ, তদ্বিষয়ক বিবরণ আমি আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর। [৭০]

পার্থ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামে মহর্ষি জলে বাস করিয়া

জিতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু মেরুপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ।
বভূব তত্র গচ্ছন্ত্যো দদৃশুস্তং বরস্ত্রিয়ঃ ॥৭২॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানং প্রশশংসুশ্চ পাণ্ডব! ॥৭৩॥
আকণ্ঠমগ্নং সলিলে জটাভারধরং মুনিম্।
বিনয়াবনতাশ্চৈনং প্রণেমুঃ স্তোত্রতৎপরাঃ ॥৭৪॥
যথা যথা প্রসন্নোঽসৌ তুষ্টুবুস্তং তথা তথা।
সর্ব্বাস্তাঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ! বরিষ্ঠং তং দ্বিজন্মনাম্ ॥৭৫॥

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রসন্নোঽহং মহাভাগা! ভবতীনাং যদিষ্যতে।

বহুবৎসর সনাতন ব্রহ্মের স্তব করিতেছিলেন।[৭১] এই সময় অসুরগণ পরাজিত হওয়াতে সুমেরু পর্ব্বতের উপরি একটী মহোৎসব হইয়াছিল। নিরুপমরূপবতী সুরাঙ্গনারা সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে উক্ত মহর্ষি অষ্টাবক্রকে দেখিতে পাইলেন।[৭২] পাণ্ডুনন্দন! রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত শত অপ্সরোগণ, মহাত্মা অষ্টাবক্রকে প্রশংসা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।[৭৩] এই মহর্ষির মস্তকে জটাভার ছিল। তিনি কণ্ঠ পর্য্যন্ত সলিলে নিমগ্ন ছিলেন। অপ্সরোগণ স্তব করিতে করিতে বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।[৭৪] কৌরবশ্রেষ্ঠ! অপ্সরোগণ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঐ অষ্টাবক্রকে এরূপ স্তব করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রসন্ন হইলেন।

অষ্টাবক্র কহিলেন। মহাভাগ রমণীগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, আমার

মত্তস্তদ্ ব্রিয়তাং সর্ব্বং প্রদাস্যাম্যতিদুর্লভম্ ॥৭৬॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাস্তং বৈদিক্যোঽপ্সরসোঽব্রুবন্।
প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ! ॥৭৭॥
ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র! প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র! পুরুষোত্তমম্ ॥৭৮॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা উত্ততার জলান্মুনিঃ।
দদৃশুস্তাস্তমুত্তীর্ণং বিরূপং বক্রমষ্টধা ॥৭৯॥
তং দৃষ্ট্বা গুহমানানাং যাসাং হাসঃ স্ফুটোঽভবৎ।
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপমবাপ্য কুরুনন্দন! ॥৮০॥

নিকট বর প্রার্থনা কর। যদি কোন দুর্লভ বস্তু চাও তাহাও আমি প্রদান করিতে সম্মত আছি।[৭৬] অনন্তর রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি বৈদিক অপ্সরোগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হইলে আমাদের পক্ষে কোন্ বস্তু দুর্লভ হইতে পারে।[৭৭] কতকগুলি অপ্সরা বলিলেন, ভগবন্! আপনি যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, পুরুষোত্তম বিষ্ণু যেন আমাদের স্বামী হন।[৭৮]

ব্যাস কহিলেন। মহর্ষি অষ্টাবক্র তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক জল হইতে উঠিলেন। তখন অপ্সরোগণ দেখিলেন যে, তিনি অষ্ট স্থানে বক্র ও অতীব কুৎসিত।[৭৯] কুরুনন্দন! অপ্সরোগণ তাঁহাকে বিরূপ দেখিয়া যত্ন করিয়াও হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি তখন কুপিত হইয়া, যাঁহাদের

যস্মাদ্বিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাসাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ ॥৮১॥
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বাঃ দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥৮২॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ ॥৮৩॥
এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা দস্যুহস্তং যাতা বরাঙ্গনাঃ ॥৮৪॥
তত্ত্বয়া নাত্র কর্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি হি পাণ্ডব!।

হাস্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে,[৮০] তোমরা আমাকে বিরূপ দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক অবমাননা করিলে, অতএব আমি তোমাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিতেছি যে,[৮১] তোমরা আমার অনুগ্রহে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে পতিত্বে লাভ করিয়া পরে আমার শাপ অনুসারে সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে।[৮২]

বেদব্যাস কহিলেন। অপ্সরোগণ মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। মুনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, (তোমরা দস্যু হস্তে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিতে পারিবে।[৮৩] অপ্সরোগণ এইরূপে মহর্ষি অষ্টাবক্রের শাপ অনুসারে কৃষ্ণকে ভর্ত্তাস্বরূপ লাভ করিয়া পরিশেষে দস্যু হস্তে নিপতিত হইয়াছেন।[৮৪] পাণ্ডু-নন্দন! তুমি এ বিষয়ে এক্ষণে অণুমাত্রও শোক করিও না। অখিলনাথ বিষ্ণুই সমুদায় উপসংহার করিয়াছেন।[৮৫] তিনি

তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্ ॥৮৫॥
ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুর্ব্বতা।
বলং তেজস্তথা বীর্য্যং মাহাত্ম্যং চোপসংহৃতম্ ॥৮৬॥
জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ।
বিপ্রযোগাবসানশ্চ সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ ক্ষয়ঃ ॥৮৭॥
বিজ্ঞায় ন বুধাঃ শোকং ন হর্ষমুপযান্তি যে।
তেষামেবেতরে চেষ্টাং শিক্ষন্তঃ সন্তি তাদৃশাঃ ॥৮৮॥
তস্মাত্ত্বয়া নরশ্রেষ্ঠ! জ্ঞাত্বৈতদ্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরিত্যজ্যাখিলং তত্র গন্তব্যং তপসে বনম্ ॥৮৯॥
তদ্গচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতদ্বচো মম।
পরশ্বো ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যথা যাসি তথা কুরু ॥৯০॥

তোমাদের উপসংহার নিকটবর্ত্তী করিবার অভিপ্রায়ে তোমাদের বল, তেজ, বীর্য্য ও মাহাত্ম্য আকর্ষণ করিয়াছেন।[৮৬] যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার অবশ্যই মৃত্যু হয়, উন্নতি হইলেই পরিণামে তাহার পতন আছে, সংযোগ হইলেই পরে বিচ্ছেদ আছে। সঞ্চয় হইলেই পরে তাহার ক্ষয় হয়।[৮৭] পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই সমুদায় বিষয় অবগত হইয়া হর্ষ বা শোকে অভিভূত হন না, সাধারণ লোক পণ্ডিতগণের চেষ্টার অনুকরণ শিক্ষা করাতে তাঁহাদের ন্যায় ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।[৮৮]

নরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বন গমন কর।[৮৯] অতএব তুমি এক্ষণে গমন কর, তুমি ধর্ম্মরাজের নিকট আমার এই সমুদায় বাক্য বলিয়া পরশ্ব যাহাতে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত অরণ্যযাত্রা করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।[৯০]

পরাশর উবাচ

ইত্যুক্তোঽভেত্য পার্থাভ্যাং যমাভ্যাং চ তথার্জ্জুনঃ।
দৃষ্টং চৈবানুভূতঞ্চ কথিতং তেম্বশেষতঃ ॥৯১॥
ব্যাসবাক্যং চ তে সর্ব্বে শ্রুত্বার্জ্জুনসমীরিতম্।
রাজ্যে পরিক্ষিতং কৃত্বা যযুঃ পাণ্ডুসুতা বনম্ ॥৯২॥
ইত্যেতং তব মৈত্রেয়! বিস্তরেণ ময়োদিতম্।
জাতস্য যদ্ যদোর্বংশে বাসুদেবস্য চেষ্টিতম্ ॥৯৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে উপসংহারো নাম
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তোঽয়ং পঞ্চমাংশঃ।

পরাশর কহিলেন। অর্জ্জুন এই বাক্য গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ও সহদেবের নিকট দৃষ্ট অনুভূত সমুদায় বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।[৯১] যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ অর্জ্জুনের মুখে বেদব্যাসের বাক্য শুনিয়া পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করিলেন।[৯২] মৈত্রেয়! ভগবান্ বাসুদেব যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এই বিস্তারিতরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম।[৯৩]

বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশ উপসংহার নামক
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমাংশ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণটীকা।

পঞ্চমাংশঃ।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অথাতঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদয়ঃ। বিন্দুমাধবতোষায় যথামতি বিতন্যতে॥ উক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণাবতারপ্রকারং তচ্চরিতানি চ পৃচ্ছতি নৃপাণামিতি ত্রিভিঃ॥১॥ বিষ্ণোরংশাবতারঃ পরব্রহ্মণ এব পরিচ্ছিন্ননরাকারেণাবতারঃ। বিস্তরেণেতি। যদর্থং যদা চ যেন চ প্রকারেণাসাববততার ইত্যাদ্যবিশেষতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি॥২॥ তচ্চরিতঞ্চ বিস্তরেণ বদেত্যাহ চকারেতি। পরব্রহ্মণোঽংশ ইবাংশঃ ক্ষীরাব্ধিশায়ী তস্যাংশ ইবাংশো নরাকারস্তেনাবতীর্য্য তত্র যানি চকার তানি বদেত্যন্বয়ঃ॥৩॥ সংভূতিশ্চ চরিতঞ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যম্॥৪॥৫॥ বররথং দাম্পত্যকল্পনার্থং রথং প্রাত্যা সারথিরিব স্থিতশ্চোদয়ামাস ইত্যর্থঃ। সংযোগে বৈবাহিকসম্বন্ধে॥৬॥ অন্তরীক্ষে অশরীরবাক্। আভাষ্য সাদরমিত্যেকং পদং আভাষ্যে বক্তব্যেঽর্থে যথাসৌ সাদরঃ স্যাত্তথা উচ্চৈঃ সমাভাষ্য সম্বোধ্য মেঘস্য গম্ভীরো নির্ঘোষো যথা ভবত্যেবমিদং বক্ষ্যমাণং বাক্যমত্রবীদিত্যর্থঃ॥৭॥৮॥ আরব্ধঃ কর্ত্তরি ক্তঃ হন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ॥৯॥ অস্যোদরোদ্ভবানিত্যার্ষঃ সন্ধিঃ। অস্য কলত্রস্যেতি বা। অস্য ভবেতি বান্বয়ঃ। যদ্বা অসুক্ষেপণ ইতি ধাতোরস্যেতি হি লোপে রূপং ময়া সমর্থিতাস্যত্র কাপি যথেচ্ছং ক্ষিপেত্যর্থঃ॥১০॥১১॥ ততশ্চাতিভয়াৎ কংসে দেবকীপ্রসূতিপ্রতীক্ষয়া স্থিতে সতি ভারাব-

পীড়িতধরণ্যা প্রার্থিতৈর্দেবৈঃ সংস্তুত্য প্রেরিতাদিতো হরিঃ। ষড়্-গুণাদিপূর্ব্বকমবততারেতি বক্তুমাহ, এতস্মিন্নেবেত্যাদিনা যাবদ-ধ্যায়সমাপ্তি। ধরণী গোরূপেণ জগামেতি জ্ঞেয়ং, গৌর্ভূত্বাশ্রু-মুখীতি শুকোক্তেঃ ॥১২॥ তৎ সর্ব্বং দৈত্যভারপীড়াদি ॥১৩॥

অগ্নিরিত্যাদেরয়মর্থঃ। যথাগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্জনকঃ। অগ্নের পত্যং প্রথমং সুবর্ণং ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাব ইতি স্মৃতেঃ। অতো যথাগ্নিঃ সুবর্ণস্য মলং দহন্ সুবর্ণং রক্ষতি, যথা চ গবাং সূর্য্যঃ পরো গুরুঃ অতস্তাঃ পর্জন্যরূপেণ পুষ্ণাতি গাবো রশ্ময়ো বা অতস্তান্ যথা বিবর্দ্ধয়তি তথা মমাপি নারায়ণো গুরুঃ যতোঽসাব-খিললোকানাং গুরুঃ। অতঃ স এব মম ভারহর্ত্তা পালকশ্চ। তথাপি সাক্ষাত্তদ্বিজ্ঞপ্তৌ মমাসামর্থ্যাদ্ভবতাঞ্চ তদংশত্বাদ্ভবন্তো ময়া ভারাপনয়নায় প্রার্থ্যন্ত ইতি ॥১৪॥ কালশ্চ তদংশভূতঃ তচ্ছ-ক্তিত্বাৎ ॥১৫॥ সর্ব্বেষাং বো যুষ্মাকঞ্চ সমূহস্তদংশভূতঃ। বিশ্বরূপ-ত্বাত্তস্য। এতদেব প্রপঞ্চয়তি আদিত্যা ইত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। বসবশ্চ অশ্বিনৌ চ বহ্নয়শ্চেতি বিগ্রহঃ ॥১৬॥ মহাত্মনো বিশ্ব-রূপস্য বিষ্ণো-রূপম্ ॥১৭॥১৮॥ গ্রহাদিভিশ্চিত্রমিতি গগনবিশেষণা-দেব তেষামপি তদ্রূপতোক্তা। অহঞ্চ ভূঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ ॥১৯॥

একস্যৈব রূপঞ্চেৎ সর্ব্বং কুতোঽন্যোন্যবিরোধস্তত্রাহ তথা-পীতি ॥২০॥২১॥ ননু কালনেমিঃ প্রাগেব হতঃ। তত্রাহ কাল-নেমিরিতি ॥২২॥ অক্ষৌহিণীসংখ্যা ভারতোক্তা। অক্ষৌহিণ্যাঃ প্রসংখ্যানং রথানাং দন্তিনাং তথা। একবিংশতিসাহস্রং শতা ন্যষ্টৌ চ সপ্ততিঃ ॥ জ্ঞেয়ং শতসহস্রন্তু সহস্রাণি তথা নব। নরা-ণামপি পঞ্চাশৎ শতানি ত্রীণি চৈব হি ॥ পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথা-শ্বানাং শতানি চ। দশোত্তরাণি ষট্ প্রাহুরেবমক্ষৌহিণীং বুধা ইতি ॥২৫॥২৬॥২৭॥ অশেষৈস্ত্রিদশৈঃ সহ ধরায়া বাক্যমাকর্ণ্য ধর

য়ৈব প্রচোদিতা ব্রহ্মা প্রাহ ॥২৮॥২৯॥ আধিক্যং বাধকত্বেন ন্যূনতা চ বাধ্যত্বেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥৩০॥৩১॥৩২॥৩৩॥ ভো অনাম্ন্যস! সাক্ষাদ্বেদস্যাপ্যবিষয়ীভূত! দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চৈবাপরা চেতি শ্রুতিপ্রোক্তে পরাপরব্রহ্মবিষয়ে দ্বে বিদ্যে। তে এব তদ্বিষয়ভূতে পরাপরে ব্রহ্মণী মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকে ভবতো রূপে ॥৩৪॥

এতদেব স্ফুটয়তি দ্বে ব্রহ্মণী ত্বিতি। দ্বে ব্রহ্মণী ভবতো রূপে ইত্যন্বয়ঃ। এতদেব সম্বোধনদ্বারেণ দর্শয়তি, অনীয়ঃ সূক্ষ্মতমম্। অতিস্থূলাত্মন্ স্থূলরূপত্বপদলক্ষ্য-বিরাট্‌রূপ! অতএব সর্ব্ববিশ্বরূপ! সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ! কিঞ্চ যৎ জ্ঞাপকং শব্দব্রহ্মজ্ঞাপ্যঞ্চ পরং ব্রহ্ম তে দ্বে পরব্রহ্মাত্মকস্য ভগবতো রূপমিত্যন্বয়ঃ। তত্র কর্ম্মবিষয়শব্দব্রহ্মত্বমিত্যাহ ঋগ্বেদ ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩৫॥৩৭॥ পরব্রহ্মবিষয়মপি শব্দব্রহ্মত্বমেবেত্যাহ আত্মাত্মেতি। আত্মাত্মশব্দাভ্যাং জীবপরমাত্মানৌ দেহশব্দেন স্থূলসূক্ষ্মশরীরে গুণবচ্ছব্দেন তৎ কারণমব্যক্তম্। এতেষাং বিচারবচনমিতি তথা। এবঞ্চ বিচারে ক্রিয়মাণে যদা-ধ্যাত্মস্বরূপং ত্বংপদলক্ষ্যম্, আত্মস্বরূপঞ্চ তৎপদলক্ষ্যং তদ্ব্রহ্ম-ফলভূতমস্তি যস্মিন্ বচসি তত্তথাভূতোপনিষদ্বচস্ত্রয্যন্তত্র ভবতি। ভো আত্মপতে! ব্রহ্মাদিস্বামিন্! যদ্বা ঋগ্বেদাদিপদৈরেবোপনিষদ্রূপত্বমপ্যুক্তত্বাদনেন শ্লোকেন সাংখ্যযোগাদ্যনুসারি তত্র তদাচার্য্যোপদেশবচোরূপতোচ্যত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৩৮॥ শব্দব্রহ্মরূপতামুক্ত্বা পরব্রহ্মরূপতামাহ ত্বমিতি। অব্যক্তং চক্ষুরাদেরগোচরঃ। অনির্দ্দেশ্যং বাচামগোচরঃ। অচিন্ত্যং মনসোঽপ্যগোচরঃ। অচিন্ত্যঞ্চ তদনামবর্ণবচ্চ। পাণিপাদবর্জ্জিতস্বরূপং নিত্যঞ্চ পরাদব্যক্তাৎ পরম্। নামরূপাদিশূন্যত্বাদিন্দ্রিয়বাঙ্মনসামবিষয়ভূতং যদ্ব্রহ্ম বিদুর্যোগিনস্তদপি ত্বমেবেত্যন্বয়ঃ ॥৩৯॥

ঈশ্বররূপতামাহ। শৃণোষীতি দশভিঃ। বহূনি রূপাণি রূপং

সম্য সঃ। অপাদোঽপি জবনো বেগবান্‌ বিহস্তোঽপি গ্রহীতা। শ্রুতিশ্চ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম" ইতি ॥৪০॥ ঈশ্বরমপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপং পশ্যতস্তত্ত্বদর্শিত্বামোক্ষঃ স্যাদিত্যাহ। ত্বামচিন্ত্যশক্তিমীশ্বরম্‌ অণোঃ অণীয়াংসঞ্চ নিরূপাধিত্বেনাতিসূক্ষ্মতমং অতএবাসৎস্বরূপমিবাবস্থিতম্‌। যদ্বা অসতঃ প্রপঞ্চস্যাত্মরূপং পশ্যতস্তত্ত্বদর্শিনোঽগ্র্যা আত্যন্তিকী অজ্ঞাননিবৃত্তির্ভবতি। কথম্ভূতস্যেত্যত আহ, ধীরস্যেতি হে পরতোঽব্যক্তাৎ পরমাত্মন্‌! যস্য ধীরস্য বিপশ্চিতো ধীর্বরেণ্যরূপাৎ পরমানন্দমূর্ত্তেস্ত্বত্তোঽন্যন্ন বিভর্ত্তি সংসারয়তি তস্য স বাসনাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা মোক্ষো ভবতীত্যর্থঃ ॥৪১॥ ননু মায়াশবলস্য কথং প্রকৃতেঃ পরত্বং তত্রাহ, ত্বমিতি বিশ্বস্য নাভিরাশ্রয়ঃ। আন্তরাণি মধ্যে স্থিতানি। যদ্যস্মাত্ত্বত্তো ভূতং ভবচ্চ। এবং ভূতোঽপি পুমানীশ্বরস্ত্বং অণোরণীয়ঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ স্থিতং ব্রহ্মৈব ননু মায়াসম্বন্ধাভাবঃ মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ানাবরকত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪২॥

ভুবনস্য গোপ্তেতি, যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি। একধেতি। শ্রৌতাস্ত্রয়োঽগ্নয় ঔপাসনশ্চৈক ইত্যেবং চতুর্ধা। যদ্বা ঐন্ধনো জঠরশ্চাগ্নিঃ বৈদ্যুতো বাড়বস্তথেত্যেবং চতুর্ধা। যদ্বা বৈদ্যুতনির্মন্থ্যসৌরজঠরাত্মনা চতুর্ধা, বর্চ্চস্তেজঃ বিভূতিং সম্পদঞ্চ দদাতি। ত্রেধা পদং ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকেষু ত্রিবিক্রমাবতারে সন্নিদধে নিহিতবান্‌। ত্রেধা বিষ্ণুরূপা মায়া বিচক্রম ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৩॥ অনন্তমূর্ত্তে ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি। যথাগ্নিরিতি ত্রিভিঃ। অনুপুষ্যতি বর্দ্ধয়তি ॥৪৪॥৪৫॥ ব্যক্তং, মহদাদি, অব্যক্তং প্রধানস্তৎস্বরূপস্ত্বম্‌। অতঃ সমষ্টির্বিরাড়্‌দেহঃ, ব্যষ্টিস্তু বিশেষশ্চতুর্বিধো ভূতগ্রামঃ, তৎস্বরূপবান্‌ সর্ব্বস্ত্বঃ সামান্যেন সর্ব্ববিদ্বিশেষতঃ ॥৪৬॥ তদেবং সর্ব্ব-

কার্য্যরূপত্বেঽপি কার্য্যোদ্ভাবরাহিত্যং বদন্নচিন্ত্যমৈশ্বর্য্যমাহ, অন্যূন ইতি ত্রিভিঃ। বশী নিয়ন্তা। ক্লমঃ শ্রমঃ তন্দ্রা আলস্যম্ ॥৪৭॥

নিরবদ্যো নির্ম্মলঃ, নিরনিষ্টঃ প্রতিকূলশূন্যঃ। পাঠান্তরে-ইধিষ্ঠানশূন্য ইত্যর্থঃ। পরাধারব্রহ্মাদীনামাশ্রয়। ধাম্নাং তেজসাং সূর্য্যাদীনাং ধামাত্মকঃ প্রকাশকরূপঃ ॥৪৮॥ সকলাবরণাতীত। অন্ন-ময়াদিপঞ্চকোষাসংস্পৃষ্টঃ। অতো নিরালম্বন ভাবন! নিরুপাধিত্বা-ন্নির্ব্বিষয়েণ চিত্তেন বিভাব্য। মহাবিভূতির্বিশ্বপ্রপঞ্চাত্মিকা সংস্থানং সন্নিবেশো যস্য তথাভূত ॥৪৯॥ নন্বু কুতো মমাবরণাতীতত্বং মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যনেকদেহাবৃতত্বাদিত্যত আহ নেতি, অকস্য দুঃখস্য অরণাৎ প্রাপণাদকারণমধর্ম্মঃ কস্য সুখস্যারণাৎ প্রাপণাৎ কারণং ধর্ম্মঃ তদুভয়মিশ্রিতং কারণাকারণম্ এতেভ্যো হি যথাক্রমং তির্য্যক্সুর-নরাদীনাং জন্ম প্রতিবিদ্ধম্। তে তব নু নৈবং জন্ম কিন্তু ধর্ম্মত্রাণা-য়ৈব। সর্ব্বস্য পরমানন্দরূপস্য কর্ম্মপারতন্ত্র্যাভাবাৎ। যদ্বা ন বিদ্যতেঽকম্মোমি[illegible]াকাঃ দেবাস্তেষামারণাদাক্রোশাৎ। কস ব্রহ্মণ আবরণাদ্বা কারণাকারণাত্তদুভয়াক্রোশাচ্চ। তে শরীরগ্রহণং ন ভবতি কিন্তু জগতঃ কৃপয়া ধর্ম্মত্রাণায় কেবলম্। ন হি স্বেচ্ছা-ধৃতবিশুদ্ধোঽর্জিতসত্ত্ববিগ্রহৈরাবরণং স্যাদিত্যর্থঃ ॥৫০॥৫১॥

যদিষ্যতে অপেক্ষ্যতে ॥৫২॥ সাধ্বসং ভয়ং তেনাবনতশরীরেষু সৎসু ॥৫৩॥ প্রবৃত্তিঃ সৃষ্টিঃ, সংস্থানং স্থিতিঃ ॥৫৪॥ আত্মবৃহৎ-প্রমাণং যস্য অতিগৌরবযুক্ত আত্মা মূর্ত্তির্যস্য প্রধানং প্রকৃতিঃ বুদ্ধির্মহত্তত্ত্বম্, ইন্দ্রিয়বানহঙ্কারঃ, এতেষাং প্রধানঃ পুরুষঃ স এব মূলং জগৎকর্ত্তৃত্বাৎ, তস্মাদপি পরাত্মন্ তস্মিন্নস্তু স্বরূপ ॥৫৫॥ এবং স্তুত্বা প্রস্তুতমাহ এষেতি, মহ্যাং প্রসূতৈর্মহদ্ভি সুরৈঃ পীড়িতো ইতিশ্লথীকৃতঃ শৈলবন্ধঃ পর্ব্বতরূপমূলবন্ধো যস্যাঃ সা অপারসার অনন্তবলম্। অপারপারমিতি পাঠে অপারঃ অশক্যঃ পারঃ পর্য্যন্তো

স্যেতি ॥৫৬॥ অস্মাভিশ্চ তব যৎ সাহায্যং কার্য্যং তদাজ্ঞাপয়েত্যাহ, এতে বয়মিতি দ্বাভ্যাম্ নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনৌ ॥৫৭॥৫৮॥ উজ্জহার উৎপাটিতবান্। অয়ং ভাবঃ। মম ভূভারহরণে যুষ্মাভিঃ সাহায্যং কার্য্যং স্যাৎ নত্বেতদপি, ভূভারহরণাদৌ মহত্যপি কার্য্যে মৎকেশমাত্রস্যৈব সমর্থত্বাদিতি। ন তু কেশমাত্রাবতার ইতি মন্তব্যম্। মদ্দ কৃপাতবিচূর্ণিতা ইতি কৃষ্ণাষ্টম্যামহমুৎপৎস্যামীত্যাদিষু সাক্ষাৎ স্বাবতারতোক্তেঃ সিতকৃষ্ণকেশধারণঞ্চ শোভার্থমেব শ্রীবৎসরোমবৎ ন ত্বজরামরস্যার্দ্ধপলিতত্বং সম্ভবতি। কাষ্ঠামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালেন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুরিত্যুক্তত্বাৎ ॥৫৯॥ ভারনিমিত্তস্য ক্লেশস্য হানিং করিষ্যতঃ ॥৬০॥ তথাপি যুদ্ধাদিক্রীড়ার্থং সুরানাজ্ঞাপয়তি সুরাশ্চেতি ॥৬১॥ তৈর্যোদ্ধ্যমশক্তা বা বয়মিতি ন ভেতব্যমিত্যাহ। ততঃ ক্ষয়মিতি ॥৬২॥ অয়ং কৃষ্ণবর্ণো মৎকেশঃ রামলীলানামপ্যুপলক্ষণমেতৎ ॥৬৩॥৬৪॥৬৫॥৬৬॥ গুপ্তৌ সুরক্ষিতৌ ॥৬৭॥ তেনৈব স্বেনৈব পুরা [illegible] সমর্পয়িষ্যে সকলান্ পুত্রানস্যোদরোদ্ভবানিতি ॥৬৮॥৬৯॥ কথং সা বিষ্ণুনা প্রযুক্তা কিংবাপরং তস্যাঃ কার্য্যমাদিষ্টমিত্যপেক্ষায়ামাহ, যোগনিদ্রেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তিঃ। যোগ এবাত্মানুভূতিলক্ষণো বাহ্যানুভবাদ্ব্যাবৃত্তৌ নিদ্রেব নিদ্রা সৈব ব্রহ্মাদীনপি মোহয়ন্তী মহামায়া। সৈব জীবানাং জ্ঞানমাচ্ছাদয়ন্তী অবিদ্যারূপেণ জগৎসর্ব্বমাবৃতা যয়া স্বশক্ত্যা মোহিতং মিথ্যাভিনিবেশবৎ কৃতং তামাহেত্যর্থঃ ॥৭০॥৭১॥৭২॥

সংস্তুতিঃ সমমনুরূপং যথা ভবত্যেবং নেয়ঃ। প্রাগেব বসুদেবাহিতগর্ভায়া রোহিণ্যাঃ পশ্চাদ্গোকুলং গতায়াঃ সপ্তমে মাসি বায়ুভূতং গর্ভমপসার্য্য দেবকীজঠরাৎ সপ্তমং গর্ভমলক্ষিতমাকৃষ্য তস্যা উদরং নেয় ইত্যর্থঃ। রোধোপরোধতঃ কারাগারনিরোধাৎ ॥

৭৩॥ সঙ্কর্ষণ ইতি সংজ্ঞামবাপ্স্যতি ॥৭৪॥ ত্বয়া যশোদায়া গর্ব্বং প্রবিষ্টব্যম্ ॥৭৫॥ নভসি শ্রাবণে মাসি নিশ্যর্দ্ধরাত্রেঽষ্টম্যামহমুৎপৎস্যামি অর্দ্ধরাত্রানন্তরং নবম্যাং প্রবিষ্টায়াং যশোদাশয়নে মাং নেষ্যতি ত্বাঞ্চ দেবক্যাঃ শয়নে ॥৭৭॥ তথাপি ত্বয়া ন ভেতব্যমিত্যাহ কংসশ্চেতি ॥৭৮॥ তাং প্রোৎসাহয়তি ততস্ত্বামিতি সপ্তভিঃ। শুভ শব্দোঽপরিমিতবচনঃ সহস্রদৃগিত্যর্থঃ ॥৭৯॥ স্থানৈর্যোগপীঠাখ্যাযতনৈর্বিন্ধ্যজালন্ধরাদ্যৈঃ ॥৮০॥ তস্যা বিভূতিমাহ ত্বং ভূতিরিতি। যা চ কাচিদন্যাপি স্ত্রীজাতিঃ সাপি ত্বমেব ॥৮১॥৮২॥৮৩॥ সুরাদ্যুপহারৈর্যথাধিকারং সর্ব্বৈঃ শূদ্রাদিভিরপি পূজিতা সতী ॥৮৪॥ তে সর্ব্বে ত্বয়া প্রসন্নয়া দত্তাঃ কামাঃ মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধা অব্যভিচরিতা ভবিষ্যন্তি। অতঃ অসংশয়ং গচ্ছ ॥৮৫॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং স্বপ্রকাশাখ্যায়াং
পঞ্চমেঽংশে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্গর্ব্বাখ্যানং দেবক্যাঃ গর্ব্ববিন্যাসং ক্রমেণ নিক্ষেপম্ অন্যস্য সপ্তমস্য গর্ব্বস্য দেবক্যা উদরাদ্রোহিণ্যা জঠরং প্রতিকর্ষণঞ্চ চক্রে ॥১॥ দেবক্যা গর্ব্বং হরিঃ প্রবিবেশেত্যন্বয়ঃ ॥২॥ পরমেষ্ঠিনা পরমেশ্বরেণ ॥৩॥৪॥৫॥ তত্রস্থৈঃ স্ত্রীপুরুষৈরদৃষ্টাঃ সন্তস্তুষ্টুবুঃ ॥৬॥ যা পুরা ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী প্রকৃতিরভবৎ সা ত্বমিত্যন্বয়ঃ, এবং সর্ব্বত্র ॥৭॥৮॥৯॥ জ্যোৎস্না প্রকাশঃ, সন্নতিঃ সতাং

মতিঃ। গুরূপসত্তিরিত্যর্থঃ। নয়ো ন্যায়ঃ সামাদির্গর্ব্ভে যস্যা সা নীতি নীতিশাস্ত্রং ত্বং লজ্জা অনৌদ্ধত্যেন বৃত্তিঃ ॥১০॥ কামঃ কাম্যিত্বা গর্ব্ভে যস্যাঃ সা কলাব্যভিচারিণীচ্ছা ত্বমিত্যর্থঃ। তুষ্টিরলম্বুদ্ধি-স্তন্নিমিত্তঃ সন্তোষো গর্ব্ভে যস্যাঃ সা ত্বং ধৈর্য্যমলৌল্যং ধৃতির্দুঃখে স্থিরতা অখিলহেতুকী বৃষ্ট্যাদিদ্বারা সর্ব্বস্য হেতুরেব হৈতুকী ॥১১॥ যতঃ প্রকৃতিস্ত্বমিত্যাদিনোক্তাঃ প্রতিনিয়তৈকৈকবস্তুগর্ভাস্তব নিভূ-তয়ঃ ইদানীন্তু পৃথিব্যাদিসমস্তপ্রপঞ্চগর্ব্ভঃ শ্রীবিষ্ণুস্তব গর্ব্ভেঽস্তীতি স্তুবন্তঃ প্রাহুঃ সাংপ্রতমিত্যাদি যাবৎসমাপ্তি ॥১২॥ রূপং তত্ত্বং কর্ম্মলীলাস্বরূপং মূর্ত্তিঃ নামকর্ম্মেতি বা পাঠঃ। যস্য রূপাদীন্য-খিলানি প্রমাণানি চাল্পত্বমহত্ত্বাদিপরিমাণানি পরিচ্ছেদস্য নি-র্দ্ধারস্য গোচরেণ বর্ত্তন্তে। পাঠান্তরে যস্য নামাদীনন্মখিলানাং প্রমাণানাং পরিচ্ছেত্তানি ন ভবন্তি। স বিষ্ণুস্তব গর্ব্ভং প্রাপ্তঃ ॥১৮॥১৯॥ প্রীত্যা ধারয় মা পুনঃ প্রাগগর্ভসামান্যতো দৃট্যা বিবাদং কুরু ॥২০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং পঞ্চমেঽংশে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অখিলং জগদেব পদ্মং তস্য বোধায় বিকাশায় অচ্যুতরূপেণ ভানুনা দেবক্যেব পূর্ব্বসন্ধ্যা তস্যামাবিভূতম্ ॥২॥ আহ্লাদি বভূব। অমলানি দিশাং মুখানি যস্মিন্ তৎ কৌমুদী জ্যোৎস্না ॥৩॥৪॥ সিন্ধবঃ নদ্যো বা ॥৫॥ শান্তাঃ সৌম্যাঃ প্রদক্ষিণাবর্ত্তাঃ ॥৬॥ জগর্জ্জুঃ

গর্জ্জিতং চক্রুঃ ॥৭॥৮॥৯॥ তব ভয়ং নাস্ত্যেব তথাপি ময়ি প্রসাদেন হেতুনোপসংহর ॥১০॥ তদেবাহ অত্ত্বেবেতি। কুরুতে ইতি ভবিষ্যতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশো বর্ত্তমানসামীপ্যে ইতি এবঞ্চতুর্ভুজেন রূপেণাবতীর্ণং জ্ঞাত্বা ॥১১॥ অখিলবিশ্বরূপঃ কৃৎস্নজগদ্রূপঃ ॥১২॥ দিতিজাধমঃ দৈত্যেভ্যোঽপি দুষ্টঃ। দিতিজাত্মজ ইতি পাঠে দ্রুমিলাখ্যেন দৈত্যেন উগ্রসেনবেশধারিণা তদ্ভার্য্যায়াং কংস উৎপাদিত ইতি হরিবংশে নারদেনোক্তং জ্ঞেয়ম্ ॥১৩॥ পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥১৪॥ তুষ্ণীং বভূবেতি প্রাকৃতবালভাবোক্তৈব কংসবধপর্য্যন্তং পিত্রোঃ প্রার্থনয়া চতুর্ভুজত্বোপসংহারোঽপি কৃত ইতি গম্যতে ॥১৫॥১৬॥১৭॥ বিষ্ণুং বহন্নিতি তদ্বহনাদেব জানুমাত্রজলাং কৃত্বা যযাবিত্যর্থঃ। অয়মেব হেতুঃ সর্ব্বদ্বারকপাটবন্ধবিবৃতাবপি দ্রষ্টব্যঃ। কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেরিতি শুকোক্তেঃ॥১৮॥ অভিমুখমাগতান্ নন্দাদীংস্তৈরদৃষ্টঃ স দদর্শ॥১৯॥২০॥ যশোদাশয়নে বালং বিন্যস্য তৎকন্যামাদায় জগাম। অমিতদ্যুতির্মহাবুদ্ধিঃ ॥২১॥ যথাপূর্ব্বং পাদয়োঃ শৃঙ্খলাং প্রতিমুচ্যাতিষ্ঠৎ ॥২৩॥ সন্নকণ্ঠ্যা গদ্গদকণ্ঠ্যা নিবারিতোঽপি তাং কন্যাং জগ্রাহ ॥২৫॥ আকাশে স্থিতিং চ মহদ্রূপং চাবাপ ॥২৬॥ ২৭॥ পুরা কালনেমিজন্মনি ॥২৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং পঞ্চমেঽংশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ততোদ্বিগ্নমনাঃ ততং বিততম্ উদ্বিগ্নমুদ্বেগঃ বিততোদ্বেগযুক্তচিত্ত ইত্যর্থঃ। তুদ্বেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥১॥ যুষ্মাভিরবিষ্টাদ্যৈশ্চ মম

ঘচূঃ শ্রূয়তাম্ ॥২॥ কিলেতি প্রসিদ্ধৌ ॥৩॥ একচারিণা তাপসেন। ছিদ্রেষু অনবধানাদিসময়েষু ॥৪॥ পৃষ্ঠেনৈব বহন্নপাগচ্ছন্ অপলায়ত ॥৬॥ কিমাপঃ অমুক্তা ইতি চ্ছেদঃ। নাপো মুক্তা ইতি বা পাঠঃ ॥৭॥ গুরুং শ্বশুরং জরাসন্ধমৃতে কিং সর্ব্বে সম্মতিং ন যাতাঃ। তে সর্ব্বে ইতি পাঠে অসম্মতিমিতি চ্ছেদঃ ॥৮॥৯॥১০॥ যশস্বিনো দাননিষ্ঠা দেবাপকারায়েতি তেষাং বধে হবির্দাতৄণামভাবাদেব দেবানাং বৃত্তিনাশাদপকারঃ স্যাৎ। তস্মাদিতঃ প্রদানং দেবা উপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ ॥১১॥১২॥১৩॥১৪॥১৫॥ তৎ সদ্যোমরণং ভাবি যেষাং তে তদ্ভাবিনঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং পঞ্চমেঽংশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

কংসেন বালঘাতায় সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ প্রহিতা ইতি জানন্ বসুদেবো নন্দাদীন্ গোকুলরক্ষার্থম্ প্রস্থাপয়িতুং নন্দস্য শকটম্ শকটাবমোচনস্থানং গতঃ ॥১॥ কৃতকার্য্যৈর্নিকৈস্তু ষ্টরাজসন্নিধৌ ন স্থেয়মিত্যুপদিশন্নাহ। দত্তো ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩॥ কিমাসন্তে কেমন্ত স্থীয়ন্তে ॥৪॥ রোহিণ্যাং প্রসবো যস্য সঃ। নিজ ইতি স্বীয়ত্বেনাভিমত ইতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ ॥৫॥৬॥৭॥৮॥ কেবলং তস্যাঃ স্তন্যমপথ্যমিব মন্বানস্তৎপ্রাণসহিতং পপৌ ॥৯॥ বিচ্ছিন্নং স্নায়ুলক্ষণমস্থিবন্ধনং যস্যাঃ সা। প্রথমং মায়য়া সৌম্যরূপেণ ॥১০॥ প্রক্লিষ্টাপীদানীং ম্রিয়মাণা অতিভীষণা সতী পপাতেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ করীষং গোময়চূর্ণম্ ॥১৩॥ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ ॥১৪॥

১৫।১৬॥ ক্রমাঃ পাদবিন্যাসাঃ তৈরাক্রান্তং ত্রৈলোক্যং যেন সঃ। স্ফুরন্ত্যাম্বুধানি যস্য সঃ। ঐকপদ্যপাঠে ত্রিভির্বিক্রমৈঃ ক্রমেণাক্রান্তং ত্রৈলোক্যং যেন তথাভূতো যঃ ক্ষণাদভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ বাহুপ্রবাহুশ্চ কূর্পরস্যোর্দ্ধাধোভাগৌ ॥১৮॥ কৃতং স্বস্ত্যয়নং শান্তিকরং কর্ম্ম যস্য সঃ। বালপর্য্যঙ্কিকা বালোচিতা স্বল্পাপর্য্যঙ্কাস্তস্যাস্তলে উপরি শায়িতঃ শকটস্যাধ ইতি শকটোচ্চাটনপ্রস্তাবঃ ॥ ২২॥২৩॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং পঞ্চমেঽংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

।১। বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডং বিশীর্ণং কুম্ভাদ্যুপকরণম্। কূপ্যভাণ্ডমিতি পাঠে কূপ্যং স্বর্ণরজতাতিরিক্তং দ্রব্যম্ ॥২।৩॥ কেন কেনেতি সম্ভ্রমে বীপ্সা ॥৪॥৫॥৬॥ শকটারূঢ়াঃ শকটে স্থাপিতাঃ। ভগ্নানাং ভাণ্ডানাং কপালিকাঃ ॥৭॥ গোপানাং প্রচ্ছন্ন ইত্যত্র শুকোক্তিরনুসন্ধেয়া। গর্গো হি গোকুলমাগতো নন্দেন বালয়োর্নামকরণার্থং যদা প্রার্থিতঃ তদা তেনোক্তম্ অহং তাবদ্যদুকুলাচার্য্যঃ প্রখ্যাতঃ ত্বঞ্চ বসুদেবস্য প্রেষ্ঠঃ সখা। অশরীরদারিকাবাক্যাভ্যাং দেবক্যাঃ পুত্রঃ স্বস্য শত্রুঃ কচিজ্জাতোঽস্তীতি কংসো মন্যতে এবঞ্চ স্থিতে সতি ময়া যদুপুরোধসা নামকরণাদি কৃতং জ্ঞাত্বা দেবকীপুত্র এব কথঞ্চিদ্ গোকুলং প্রাপ্তো নন্দেন স্বপুত্রত্বয়াভিহিত ইতি জাতশঙ্কঃ কংসো যদি হন্যাত্তর্হি মহাননর্থঃ স্যাদিতি। ততো নন্দেনোক্তং মদীয়ৈর্গোপৈরপ্যবিজ্ঞাতঃ সন্ রহসি দ্বিজোচিতং সংস্কারমাত্রং

কুর্ব্বিতি তদেতদুক্তম্। প্রচ্ছন্ন এব গোপানাং সংস্কারনিকরোত্তয়োরিতি ॥৮॥ মহামূর্ত্তিরিতি চ ॥৯॥ রিঙ্গিণাবিত্যস্যৈব বিবৃতিঃ ঘৃষ্টজানুকরাবিতি। জানুভ্যাং করাভ্যাং চ ভুবং সংঘৃষ্য সংঘৃষ্য সঞ্চরন্তাবিত্যর্থঃ ॥১০॥ করীষভস্মাভ্যাং দিগ্ধাঙ্গৌ লিপ্তাঙ্গৌ ॥১১॥১২॥ ১৩॥১৪॥১৫ ১৬॥ যমলয়োর্যুগ্মভূতয়োরর্জ্জুনবৃক্ষয়োর্মধ্যেন ॥১৭॥১৮॥ কটকটেতি শব্দানুকৃতিঃ ॥১৯॥ নবোদ্গতানামল্পানাং দন্তানামংশুভিঃ সিতো হাসো যস্য তং বালকঞ্চ দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥২০॥২১॥ ২২॥ ইহ বৃহদ্বনে স্থানেন বাসেন ॥২৩॥ ভৌমঃ ভূমিবিশেষবাসনিমিত্তো মহোৎপাতরূপো দোষঃ ।২৫। কুলং কুটুম্বাদি ॥২৬॥ কালয়ন্তশ্চালয়ন্তঃ ॥২৭॥ দ্রব্যাণাং দধ্যাদীনামন্নাদীনাং চাবয়বৈঃ শেষৈর্নির্দ্ধূতমাকীর্ণং সৎ ॥২৮॥ নবমদ্ভুতং শস্যং বালতৃণম্ ॥২৯॥ শকটীবাটঃ অল্পশকটাবৃতিঃ পর্য্যন্তে যস্য সঃ চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ সংনিবেশো যস্য সঃ ॥৩০॥ একস্মিন্নেব ক্রীড়াস্থানে স্থিতৌ ॥৩১॥ বর্হিপত্রকৃতাপীড়ৌ ময়ূরপিচ্ছকৃতশেখরৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ বন্যপুষ্পময়কর্ণাভরণৌ। গোপোচিতৈরেব বেণুভিঃ কৃতাতোদ্যৌ সম্পাদিতমৃদঙ্গাদিবাদ্যকৃত্যৌ তৌ চ তৌ পত্রময়ৈর্বাদ্যৈঃ কৃতস্বনৌ রচিতনানাশব্দৌ ॥৩৩॥ কাকপক্ষধরৌ শিখাধরৌ বালৌ। পাবকী স্কন্দস্যাংশৌ শাখবিশাখাবিব ॥৩৪॥ এবং তৌ বৎসপালৌ সন্তৌ কালেন গচ্ছতা সপ্তবর্ষৌ গোপালনে সমর্থৌ বভূবতুরিত্যর্থঃ ॥৩৬॥ প্রাবৃট্কালীনাং গোপালক্রীড়াং বর্ণয়িষ্যন্ প্রাবৃষং তাবদ্বর্ণয়তি প্রাবৃড়িত্যাদ্যষ্টভিঃ। মেঘৈঃ স্থগিতং ছাদিতমম্বরং যস্মিন্ সঃ ॥৩৭ শক্রগোপৈরিন্দ্রগোপাখ্যৈর্লোহিতকীটৈরাচিতা ব্যাপ্তা মারকতা মরকতময়ীব। পদ্মরাগৈর্লোহিতৈর্বিভূষিতা ॥৩৮॥

মূর্খাণাং বেদবাহ্যানাং প্রগল্ভাভিঃ নিঃশঙ্কাভিঃ ॥৪০॥ নির্গুণেন জ্যারহিতেনাপি শক্রস্য চাপেন। অবিবেকস্য পরিগ্রহে স্বী-

কারে যথা নিগুণেনাপি পুংসা প্রতিষ্ঠাবাপ্যতে তদ্বৎ ॥৪১॥ ততিঃ পংক্তিঃ দুর্ব্বৃত্তে কপটে পুংসি কুলীনস্য বৃত্তচেষ্টা নিষ্কপটা বৃত্তি- রিব ॥৪২॥ অম্বরে মহত্যাপি বিদ্যুৎ স্থৈর্য্যং ন ববন্ধ ন চকার। প্রয়ো- জিতা কৃতা ॥৪৩॥ অস্পষ্টাঃ সন্দিগ্ধাঃ জড়ানাং মন্দানামত্যন্তবিবক্ষি- তান্যদুক্তবতামুক্তয়ো যথা অর্থান্তরং প্রাপ্তাঃ সত্যঃ সন্দিগ্ধাঃ স্যুঃ তদ্বৎ। যদ্বা প্রকৃষ্টানাং জড়ানাং যোগিনামুক্তয় ইব। তে হি বিবক্ষি- তমর্থমর্থান্তরাভিধানেন নিগূঢ়মিব বদন্তীত্যপ্যস্পষ্টাস্তদুক্তয়ঃ ॥৪৪॥ অদেবং প্রাবৃষমনুবর্ণ্য তৎকালোচিতাং ক্রীড়ামাহ। উন্মত্তেতি যাবৎ সমাপ্তি। উন্মত্তাঃ শিখিনো ময়ূরাঃ সারঙ্গাশ্চ ভ্রমরা যস্মিন্ ॥৪৫॥ গোপৈঃ সমমত্যর্থং রম্যং যথা ভবত্যেবং গেয়নৃত্যরতৌ চেরতুঃ। গেয়তানরতাবিতি পাঠে তানো নাম স্বস্য গায়তোঽন্যেন ক্রিয়- মাণো বৈশবাদিশ্রুত্যনুগ্রহঃ। শীতবৃক্ষো বঞ্জুলস্তস্য তলমুপান্ত- ভুমিস্তদাশ্রয়ৌ কচিৎ ॥৪৬॥ নিদ্রান্তরৈর্যিণো নিদ্রার্থমন্তরমবকাশ- মিচ্ছন্তৌ ॥৪৮॥ ময়ূরকেকানুগতৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ চ কচি- দাসেতামিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥৪৯॥ ভাবৈশ্চেষ্টাভিরভিপ্রায়ৈর্বা ॥৫০॥ বিকালে সন্ধ্যায়াং রাত্রৌ চ ক্রীড়াসক্তৌ কচিদ্বন এব চেরতুঃ ॥৫১॥ কচিদ্বিকালে ব্রজমেত্য যথাসুখং চিক্রীড়াতে ॥৫২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং

পঞ্চমেঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিষময়হ্রদবিলোড়নেন হি কালিয়দমনং রামঃ সস্নেহাঃ মনোস্তেতি রামং বিনৈব যযৌ ॥১॥ লোলৈশ্চঞ্চলৈঃ কল্লোলৈঃ

শালিনীং শ্লাঘ্যাম্। ফেনোদানাং শৌক্ল্যাদ্বিসন্তীমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা বিষাগ্নিনা শৃতং তপ্তং বারি যস্মিন্ তং হ্রদম্ অতিভীষণং যথা ভবত্যেবম্ ॥২॥৩॥

বিসরতা প্রসর্পতা বাতাহতস্তাম্বুনোবিক্ষেপাৎ বিক্ষিপ্যন্তে ইতি বিক্ষেপা বিপ্লুষঃ তেষাং স্পর্শেন দগ্ধা বিহঙ্গমা যস্মিন্ ॥৪॥৫॥ ময়েতি মদ্বিভূত্যা গরুড়েন নির্জিতো দুষ্টো ভয়ঙ্করঃ পয়োনিধিং তত্রস্থং রমণকং দ্বীপং ত্যক্ত্বা যো নষ্টঃ প্রপলায়িতঃ সোঽস্মিন্বসতি দুষ্টাত্মা দুষ্টচিত্তঃ মৎস্যানুকম্পিনঃ সৌভরেঃ শাপাদ্গরুড়স্যাত্র প্রবেশাভাবাদিতি শুকোক্তিঃ ॥৬॥

অগাধে হ্রদে স্থিতস্য সর্পস্য হ্রদ ক্ষোভনমৃতে নিগ্রহাযোগাৎ তৎক্ষোভোপায়মধ্যবস্যতি তদেনমিতি। স তু কদম্বোঽমৃতমানয়তা গরুড়েনাক্রান্তত্বান্নাদহ্যতেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধিঃ ॥১০॥ পরিতঃ ক্রিয়তে পরিধীয়তে ইতি পরিকরো বস্ত্রং তৎ প্রগাঢ়ং বদ্ধা বেগিতঃ বেগবান্ ॥১১॥

সমসিঞ্চত সম্যক্ সিষেচ ॥১২॥১৩॥ দুষ্ট বিষজ্বালাভিরাকুলৈ-র্ব্যাপ্তৈঃ ফণৈরুপলক্ষিত আগমৎ ॥১৪॥ হারিভির্মনোহরৈর্হারৈ-রূপশোভিতাঃ প্রকম্পিতানাং তনূনাং ক্ষেপণোৎক্ষেপণে চলদ্ভিঃ কুণ্ডলৈঃ কান্তিঃ শোভা যাসান্তাঃ ॥১৫॥ ভোগো দেহঃ স এব বন্ধন-সাধনত্বাদ্বন্ধনং তৎ প্রবেশিতঃ কুণ্ডলীকৃতৈর্দেহৈরাবেষ্টিতঃ কৃষ্ণঃ। দদংশুর্দষ্টবন্তঃ ॥ ১৬ ॥ শোকেন লালসাঃ সাভিলাষাঃ উৎসুকা ইত্যর্থঃ ॥১৭॥ কথং চুক্রুশুস্তদাহ এষ ইতি ॥১৮॥ ক্রন্দত্তঞ্চ প্রস্খলিতঞ্চ যথা ভবত্যেবং যযৌ ॥২০॥ যশোদা চ নিশ্চেষ্টা বভূব ॥২৩॥

শোকেন কাতরা বিবশাঃ ভয়কাতর্য্যাভ্যাং গদ্গদং যথা ভবত্যেবং প্রোচুঃ। যৎ প্রোচুস্তদাহ সর্ব্বা ইতি সপ্তভিঃ ॥২৪॥ কুর্ব্বন্ বিশঙ্কিতা বিরহিতা ন যাস্যামঃ ॥২৭॥

অত্রায়ং হরিমা[illegible]পি মাতুর্ব্বাসেন জননীগৃহেণাপি রতির্ভবতীতি বিস্ময়োহত্যাশ্চর্য্যং কৃষ্ণরহিতে মাতৃগৃহেহপি সুখং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥২৮॥ কথং ভবিষ্যথ স্থাস্যথেতি হ গোপানুবক্তব্যঃ ॥২৯॥ অত্যন্তমধুরৈরালাপৈরশেষং মনোরূপং ধনং যাসাং তাঃ ॥৩০॥ ত্রাসবিধুরান্ মৃত্যুভয়শূন্যান্ মর্ত্তুমুদ্যতানিত্যর্থঃ ॥৩২॥ আত্মসংজ্ঞয় স্বসঙ্কেতেন কৃষ্ণমাহ কিমাহেত্যপেক্ষয়াং তদাহ কিমিদমিত্যষ্টভিঃ ॥৩৩॥ আত্মানম্ অনন্তং কিং ন বেৎসি নানুসন্ধৎসে যদিত্যুত্তরেণান্বেতি ॥ ৩৪ ॥

যস্মাত্ত্বমস্য জগতঃ সংশ্রয়ঃ আধারঃ আরাণাং নাভিরিব যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারা ইতি শ্রুতেঃ ॥৩৫॥ জগত্যর্থং ভুবো হিতার্থম্ ॥৩৭॥

মনুষ্যলীলাং ভজতা ভবতা হেতুভূতেন গোপবেশাঃ সুরা এব তল্লীলাং বিড়ম্বয়ন্তোহনুকুর্ব্বতস্ত্বয়া সহ ক্রীড়মানা বর্ত্তন্তে তথা সুরাঙ্গনাশ্চ ভবানেবারুণাদিভূবান্ ॥৩৮।৩৯॥ অতোহস্মদর্থে জাতানেতানুপেক্ষস্ব ॥৪০॥ অভুগ্নশিরসঃ অনম্রশিরসঃ আভুগ্নশিরস ইতি বা চ্ছেদঃ অবনতফণস্যেত্যর্থঃ ॥৪৩॥ নৃত্যচ্ছলেনাঙ্ঘ্রিভ্যাং নিকুট্টনৈঃ সঙ্ঘট্টনৈঃ ননাম নময়ামাসেত্যর্থঃ ॥৪৪॥ কৃষ্ণস্য ভ্রান্ত্যা নৃত্যলীলাভ্রমণেন মূর্চ্ছাং নাগঃ প্রাপ্তঃ দণ্ডবৎপীতো দণ্ডপাতঃ তীব্রপ্রহারঃ । পাঠান্তরে তদ্বৎপাদনিপাতেনেতি স এবার্থঃ । যদ্বা ভ্রান্তিরেচকদণ্ডপাদাখ্যা নৃত্যোক্তাঃ পাদন্যাসবিশেষাঃ যদাহ ভরতঃ অন্তর্ভ্রমরিকা জ্ঞেয়া ভ্রমরী বাহ্যপূর্ব্বিকা । অলগ্নভ্রমরীব স্যাদুচিতভ্রমরী তথা । চিত্রভ্রমরিকা চৈব বক্রভ্রমরিকা তথা । নিপাতভ্রমরেচেতি ভ্রমা সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ পার্শ্বে পার্শ্বেচ গমনং স্খলিতৈঃ স্খলিতৈঃ পুনঃ বিদ্বিষ্টৈশ্চৈব পাদস্য পাদরেচক উচ্যতে । নূপুরং চরণং কৃত্বা পুরতঃ সম্প্রসারয়েৎ । ক্ষিপ্রমাবিদ্ধকার্য্যাঙ্গং দণ্ডপাদেতি

সা স্মৃতেতি ॥৪৫॥৪৬॥ ন বিদ্যতে উত্তরো যস্মাৎ হে অনুত্তম পরং জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং যদ্ব্রহ্ম যশ্চ তস্যাংশঃ পরমেশ্বরঃ স ত্বমিতি জ্ঞাতোঽসি ॥৪৭॥ এবং চেন্মদীয়ং তত্ত্বং বর্ণয়তেতি চেত্তত্রাহুঃ। নেতি দ্বাভ্যাম্। অনন্যেষু ভবতীত্যনন্তস্তবস্তস্য স্বরূপবর্ণনং যোবিদ্যাদৃক্ কথং করিষ্যতি ॥৪৮॥

যস্য স্থিতিকর্ত্তা অন্যো নাস্তি বিষ্ণ্বন্তরাভাবাৎ ॥৫১॥ এবং স্তুত্বা তদ্রক্ষাং প্রার্থয়ন্তে কোপ ইতি। কোপেন চেদস্য দমনং স্যাত্তর্হি কোপাধিক্যে বধোঽপি যুক্তঃ স্যাৎ। লোকরক্ষণার্থে তু দমনে। দমনানন্তরং ক্ষমৈব যুক্তা ইত্যর্থঃ ॥৫২॥৫৩॥৫৪॥ ন তব দ্বেষস্যায়ং বিষয় ইত্যাহুঃ যথা প্রীতিঃ সমগোচরা এবং দ্বেষ উৎ-কৃষ্টগোচরো ন তু দীনে দ্বেষো যুক্তঃ ॥৫৫॥ যত এবং ততোঽস্য দীনস্য প্রসাদমেব কুরু ন চাত্র বিলম্বঃ কার্য্য ইত্যাহুঃ। প্রাণা-নিতি ॥৫৫॥ তাভির্ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তামিত্যুক্তে কৃষ্ণস্যাংঘ্রিকুট্ট-নাদিশৈথিল্যমিবালক্ষ্য কিঞ্চিদাশ্বস্য [illegible]বতীতি বিশ্বস্য কালিয়ঃ শনৈঃ প্রাহ ॥৫৭॥ যস্য তবাষ্টগুণং পরং নিরতিশয়ম্ ঐশ্বর্য্যং তস্যাষ্টগুণৈশ্বর্য্যে কিমহং স্তোষ্যামি নৈকদেশমপি স্তোতুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥৫৮॥

নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব দর্শয়ন্নাহ। ত্বমিতি ত্বং পরঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এতদেবাহ পরস্য হিরণ্যগর্ভস্যাদ্যো জনকস্ত্বং "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বমিতি" শ্রুতেঃ তত্র হেতুঃ পরমব্যক্তং ত্বত্তঃ প্রবর্ত্ততে হে পরাত্মক! তৎপ্রেরকেশ্বররূপ। তৎকুত ইত্যত্রাহ। পরস্মাদিন্দ্রিয়াদেঃ পরমো যস্ত্বং "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। পাঠান্তরাণ্যপ্যনয়ৈব রীত্যা ব্যাখ্যেয়ানি ॥৫৯॥ পরমত্বমেব প্রপঞ্চয়-

ম্রাহ। যস্মাদিতি সুপ্তুচিঃ ॥৬০॥ যদীয়স্যৈকস্যাবয়বস্য সূক্ষ্মাংশোঽখিলমিদং জগৎ। ননু চিদাত্মকস্য জড়ং জগৎ কথমংশঃ স্যাৎ ত্রাহ। কল্পনেতি উপাসনার্থাঃ কল্পনাময়া অবয়বা যস্য সঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীত্যাদি শ্রুতেঃ ॥৬১॥ সদসদ্রূপিণঃ কার্য্যকারণাত্মকস্য ॥৬২॥ পূর্ব্বশ্লোকার্থপ্রপঞ্চঃ হৃদীতি। ভাবপুষ্পাদিনা মনোময়পুষ্পধূপাদ্যুপচারেণ। যদ্বা ভাবেনাহিংসাদিময়েন পুষ্পাষ্টকাদিনা। তদুক্তম্। "অহিংসা প্রথমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। সর্ব্বভূতদয়া পুষ্পং দমঃ পুষ্পং বিশিষ্যতে॥ সমঃ পুষ্পং তপঃ পুষ্পং ধ্যানং পুষ্পঞ্চ সপ্তমং। সত্যং বৈ বাষ্টমম্ পুষ্পমেতৈস্তুষ্যতি কেশব ইতি ॥৬৬॥ তদেবং স্তুত্বা প্রসাদং প্রার্থয়তে। সোহমিতি কৃপামাত্রা কেবলং করুণাময়ী মনোবৃত্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্ প্রসীদ। ক্রিয়ামাত্রেতি পাঠে কেবলং তদর্চ্চনাদিক্রিয়ায়া মনোরথ এব ন তু সামর্থ্যং যস্যেত্যর্থঃ ॥৬৭॥

ত্বং দণ্ড্য এব ন ত্বনুকম্প্যঃ ক্রূরত্বাদিতি চেত্তত্রাহ সর্পজাতিরিতি দ্বাভ্যাং ॥৬৮॥ জাতিরূপস্বভাবাশ্চ জাতিঃ সর্পত্বাদি রূপং ফণিত্বাদি স্বভাবঃ ক্রৌর্য্যাদি ॥৬৯॥ ৭০॥ তবৈব বচনং শ্রুতিস্মৃত্যাদি যথা। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ইত্যাদি। সাধুত্বঞ্চ ত্বদাদিষ্টকর্ম্মাচরণং তদেব ময়া কৃতং নান্যদিত্যর্থঃ ॥৭১॥ ততো দণ্ডোঽপি বরং শ্লাঘ্যত্বাৎ। ত্বদন্যতো বরোপি ন শ্লাঘ্যঃ। সৈবেত্যয়ং বরমিতি পাঠে দণ্ডমিষেণায়ং বর এব ত্বত্তো মামুপেতি ॥৭২॥৭৩॥ গোপা নন্দাদ্যা। হার্দ্দেন ইতি পাঠে প্রীত্যা মিলিত্বা সিষিচুঃ ॥৭৮॥ অন্যে শ্রীদামাদ্যাঃ সবয়সো গোপাস্তুষ্টুবুঃ ॥৭৯॥৮০॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

কলানামাদানে স্পৃহান্বিতৌ সন্তৌঽব্রুবন্ ॥৩॥৪॥ গন্ধামোদিতে দিংশি গন্ধেনামোদিতাঃ দিশো যৈস্তানি কলানি পশ্য। পাঠান্তরে গন্ধেনামোদিতা দিশঃ। যেষাং গন্ধেনামোদবত্যো দিশ ইত্যর্থঃ ॥৫॥ পাতয়ামাস বাহুভ্যামিতি জ্ঞেয়ং। বাহুভ্যাং তালান্ সংপরিকম্পয়ন্নিতি শুকোক্তেঃ ॥৬॥৭॥ তাভ্যাং তয়োঃ পাদয়োঃ স চ ধেনুকস্তেন রামেণাগৃহ্যত ॥৮॥ গৃহীত্বা ধেনুকং স রামস্তৃণ-রাজনি তালে চ চিক্ষেপ ॥৯॥ মহাবাতেরিতানি বেতি পাঠে বা শব্দ উপমার্থঃ ॥১০॥১১॥১২॥১৩॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ ।

ভাণ্ডীরাখ্যং বটং ॥২॥ ক্ষেড়মানৌ সিংহবন্নদন্তৌ। ক্ষেড় তু সিংহনাদঃ স্যাদিত্যভিধানাৎ। বিচিন্বন্তৌ বৃক্ষারোহক্রীড়ার্থং মন্বিচ্ছন্তৌ দূরে স্থিতৌ সন্তৌ গা ব্যাহরন্তৌ আহ্বয়ন্তৌ ॥৩॥ নির্য-জ্যন্তে নিবধ্যন্তে দুহ্যমানা গাব এভিরিতি নির্যোগাঃ পাদবন্ধন-রজ্জবঃ। অধৃষ্যগবাং ধর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ স্কন্ধে যয়োঃ। তৌ নির্যোগপাশস্কন্ধৌ। বালশৃঙ্গাবিতি বয়োবিশেষস্য লক্ষণম্ ॥৪॥ কবিতাম্বরৌ রঞ্জিতবস্ত্রৌ মহেন্দ্রায়ুধমিন্দ্রধনুস্তৎসংযুক্তাবম্বুদা-বিব ॥৫॥৬॥৭॥ স্যন্দোলিকাভিঃ গোপহস্তময়দোলারোহণৈর্বৃক্ষ-শাখাদিময়দোলাক্রীড়াভির্বা। নিযুদ্ধৈর্বাহুযুদ্ধৈঃ ব্যায়ামং শ্রমং ॥৮॥

তল্লিপ্সুঃ তৌ জিঘৃক্ষুঃ। গোপবেশেন তিরোহিতঃ অসুরোঽসা-বিত্যলক্ষিতঃ ॥৯॥ অবগাহত প্রাবিশদ্বিত্যর্থঃ ॥১০॥ ছিদ্রান্তর-প্রেপ্সুঃ প্রমাদাবসরং প্রতীক্ষমাণঃ অবিষহ্যমধৃষ্যম্ ॥১১॥ হরিণা-ক্রীড়নং উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গমনং যত্র দ্বয়োঃ সহোৎপ্লুতয়োর্যঃ পুরতো যাতি স জেতা ইতরস্তু জিতঃ। যত্র চ জিতো জেতারং বহন্ ভাণ্ডীরকং বটং নীত্বা পুনঃ উৎপ্লুতিস্থানং নয়েদিতি পণ-বন্ধঃ উৎপতন্ উৎপতন্তঃ ॥১২॥ পুপ্লুবুঃ উৎপ্লুতবন্তঃ। তত্র প্রলম্বঃ শ্রীদামপক্ষীয়ঃ ॥১৩॥১৪॥১৫॥১৬॥১৭॥ দগ্ধশৈলোপমা তাদৃশী আকৃতির্যস্য তম্। স্রগ্‌ভিগ্রথিতং স্থূলং দাম স্রগ্‌দাম তদেব লম্বমাভরণং যস্য তম্। মুকুটেনাটোপি সংরম্ভযুক্তমস্তকং যস্য ॥১৮॥ রৌদ্রং ঘোরং শকটস্য চক্রে ইব অক্ষিণী যস্য তং পাদ-ন্যাসেন চলন্তী ক্ষিতির্যস্য তং ॥১৯॥

হ্রিয়াম্ হ্রিয়ে কর্ম্মণি পরস্মৈপদমার্ষং পর্ব্বতবদুগ্রা উন্নতা মূর্ত্তির্যস্য তেন ॥২০॥২১॥ পূর্ব্বং কালান্তরভোগাত্তং মাং কিমা-ত্মান পরমেশ্বরং নবেৎসাতি তত্ত্বং সংস্মার্য্য স্বর্গমিদানীং মুষ্ণতীতি বিস্ময়াৎ স্মিতেন ভিন্নমোষ্ঠসংপুটং যস্য সঃ ॥২২॥ সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বরূপগুহ্যানাং সর্ব্বেষাং সূক্ষ্মাণাং কারণানাং গুহ্যকারণভূতঃ। অতএব গুহ্যাত্মনা প্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণচৈতন্যরূপেণ ॥২৩॥ এতৎ প্রপঞ্চয়ন্নাহ স্মরেতি দ্বাভ্যাং অশেষজগদ্বীজকারণম্। সর্ব্বজগ-ন্মূলস্যাব্যক্তস্যাপি কারণমাত্মানং স্মর তত্র হেতুঃ কারণস্যাগ্রজং অব্যক্তস্যাপি প্রবর্ত্তকতয়া পূর্ব্বং স্থিতং তদ্বচ্চ তথৈব জগত্যেকা-র্ণবে প্রলীনাবস্থে সতি যদেকমবশিষ্যতে তদেবাহমিত্যাত্মানং স্মর॥২৪॥২৫॥ বিরাট্‌রূপেণ স্তৌতি নম ইতি॥২৬॥ তদাধারবিশ্বরূপেণ স্তৌতি সহস্রবক্ত্র ইতি। সহস্রমপরিমিতা হস্তাঙ্ঘ্রিশরীরাণাং ভেদা যস্য শরীরমুদরম্। সহস্রপদ্মোদ্ভবা ব্রহ্মাণস্তেষাং যোনি-

জনকঃ ॥২৭॥ তত্র দিব্যন্তে বিশ্বরূপং মহ্যন্যো ন বেত্তি। বেংসি অনুসংধৎসে কিম্॥২৮॥ অৎসি গ্রসসে॥২৯॥ জগৎপ্রলয়েহুভব-হেতুত্বং দৃষ্টান্তেনাহ। অম্বুমিতি দ্বাভ্যাং সামুদ্রমম্বু বাড়বাখ্যেন বহ্নিনাহৃতং জগ্ধং কান্তং কেন বায়ুনা বড়বাগ্নিগতেনার্করশ্মি-নাড়ীময়েন অস্তং হিমাচলে ক্ষিপ্তং হিমস্বরূপং পরিগৃহ্য স্থিতং সংগ্রাপ্যে ভানুমতো রবেরংশুভিঃ সঙ্গাৎ পুনশ্চ জলত্বং প্রাপ্নোতি যথা। অয়মর্থঃ। সরিৎসমুদ্রভূমিস্থাস্তথাপঃ প্রাণিসংভবাঃ। চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে। বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদায় জগতো জলং সোমে মুঞ্চত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ে দিবি। হিমোষ্ণ-বাতবৃষ্টীনাং হেতুঃ স্বসময়ঙ্গত ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তরীত্যা নদ্যাদি-রূপেণাগতং জলং জলধৌ স বায়ুনা বড়বাগ্নিনা পীতং ঘনীভব-দ্ধিমতাং গতং তেন বায়ুনা নাড়ীময়রবিরশ্মিনা চন্দ্রদ্বারা হিমর্ত্তৌ হিমাদ্রৌ ক্ষিপ্তং গ্রীষ্মে পুনস্তদেব তপনাতপেন বিলীয়মানং জলতাং যাতি যথা॥৩০॥

তথৈব ত্বয়া সংহরণকালে বড়বাগ্নিস্থানীয়েন রুদ্রাদিরূপেণাত্তং ভক্ষিতং জগত্ত্বদধীনং ত্বয্যেব হিমাদ্রিস্থানীয়ে পরমপুরুষে কার-ণাত্মনা সংক্ষিপ্তং সদেব তপনাতপেন কালবেগেন বিলীয়-মানং জলতাং প্রাপ্য যাবৎ প্রলয়ং স্থিতং সৎ পুনর্হিরণ্যগর্ভা-ত্মনা সর্গোত্মুখস্য সূর্য্যস্থানীয়স্য সৃজ্যসংস্কারেচ্ছাসম্বন্ধাৎ পুন-র্বিরাড়াত্মকস্থূলজগদ্রূপত্বং প্রতিকল্পমেতীতি বাক্যার্থোপমা। যথাহ দণ্ডী বাক্যার্থেনৈব বাক্যার্থঃ কোপি যদ্যুপমীয়তে। একা-নেকে ত্বশব্দত্বাৎ সা বাক্যার্থোপমা মতা॥৩১॥ এবংভূতঃ পরমে-শ্বরস্ত্বমেব নাহমিতি চেত্তত্রাহ। ভবানহঞ্চেতি॥৩২॥ যদ্যপি দৈত্যেন নিজং রূপমাবিষ্কৃতং তথাপি বন্ধুসৌখ্যায় ত্বয়াহনেনৈব রূপেণ স হন্তব্য ইত্যাহ মানুষ্যমেবেতি॥৩৩॥৩৪॥৩৫॥ নিষ্কাসিতং

নিষ্কাসিতং মুস্তিষ্কং মস্তকস্নেহো যস্য সঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ।

গৌবর্দ্ধমমহাদীনি শরৎকর্ম্মাণি বর্ণয়ন্। শরদং বর্ণয়ত্যাদাব-ধ্যাত্মার্থোপমানতঃ ॥১॥ তদেবং হরেঃ প্রাবৃট্‌ক্রীড়াং নিরূপ্য গোব-র্দ্ধনপূজাঃ তদুদ্ধরণাজ্ঞাঃ শরৎক্রীডা বর্ণয়িষ্যন্ শরদস্তাবদ্বৈরাগ্য-জ্ঞানীগর্ভাভিরূপমাভির্বর্ণয়তি। তয়োরিত্যাদি পঙ্কদশভিঃ বিক-সন্তি সরোজানি যস্যাং সা ॥২॥ সফর্য্যঃ ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ পল্ললো-দকে স্বল্পগর্ত্তোদকে ॥৩॥ পরিত্যক্তো মদো দর্পো যৈস্তে ॥৩॥ জলমুদকং জড়মহঙ্কারাদি চ তদেব সর্ব্বস্বং হিত্বা মলঃ অহঙ্কার-কার্য্যং রাগাদি চ তদ্রহিতাঃ সিতমূর্ত্তয়ঃ শুভ্ররূপাঃ। শুদ্ধসত্বাশ্চ বিজ্ঞানিনঃ আত্মজ্ঞাঃ ॥৪॥

শরদম্ভাংসি স্বচ্ছজলানি কুমুদৈঃ সিতৈর্যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ অন্যোন্যরূপাত্মকং সংবন্ধং যযুঃ। অমলাত্মনাং বীতরাগাণাং মনাংসি অববোধৈস্তত্ত্ববিষয়জ্ঞানৈরিব ॥৬॥ তারকাভিরূপলক্ষিতে বিমলে ব্যোম্নি অখণ্ডমণ্ডলঃ সংপূর্ণপ্রকাশঃ পূর্ণিমাপ্রাপ্তে চন্দ্রো ররাজ যথা তারকৈর্ব্বিদ্যাচারাদিভির্ব্বিমলে সাধুনাং কুলে পূর্ণব্রহ্ম-প্রকাশো যোগা চরমে দেহ আত্মা যস্য সঃ ॥৭॥৮॥ অন্তরায়হতাঃ বিঘ্নাভিভূতাঃ যোগিনো যোগভ্রষ্টাঃ। অবিদ্যাদিভিঃ ক্লেশৈর্যথা পুনর্য্যুজ্যন্তে তদ্বৎ ॥৯॥

নিভৃতো নির্ব্বিকারঃ স্তিমিতোদকো নিশ্চলাম্বুঃ। যমনিয়মাদি-

ক্রমেণাবাপ্তো মহাযোগঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিলক্ষণো যেন সমৃত্তি-র্যথা ॥১০॥ সর্ব্বত্র নক্তাদৌ সর্ব্বত্র শত্রুমিত্রাদিষু সুমেধসাং মনাং-সীব ॥১১॥১২॥১৩॥ নভ আদিভ্যোঽম্বুদপঙ্ককালুষ্যাণি শরদহরৎ যথা শব্দাদিভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি প্রত্যাহারস্তদ্বিয়োজনপ্রযত্নো হরতি ॥১৪॥ সরসামম্ভোভিঃ। কৃতপুরকৈরাকুম্ভকাদিভিশ্চ প্রাণা-য়ামো অভ্যসত ইব। অভ্যস্যতেতি পাঠেঽভ্যস্ত ইবেত্যর্থঃ। তা নি-হিতকুল্যা জলৈরাপূর্য্য কুম্ভিতবায়ুবৎ কঞ্চিৎকালং তথৈবাব-স্থাপ্য পুনর্যথাকালং কেদারাদ্যর্থং প্রণালিকয়া নিঃসার্য্যন্ত ইতি প্রাণায়ামসাম্যং রেচককুম্ভকাদিভিরিত্যত্রাদিশব্দবহুরচনাভ্যাং তদা বৃত্তিরুক্তা পূরকাদিলক্ষণঞ্চ যোগশাস্ত্রে প্রোক্তম্। পূরকঃ পূরণং বায়োঃ কুম্ভকঃ স্থাপনং ক্বচিৎ বহির্নিঃসারণং তস্য রেচকঃ পরি-কীর্ত্তিত ইতি ॥১৫॥

ইন্দ্রস্য মহঃ পূজোৎসবঃ তদারম্ভায়োদ্যুক্তান্। কৃষ্ণো দদর্শ ॥১৬॥ উৎসুকান্ যুক্তান্ ॥১৭॥১৮॥১৯॥২০॥২১॥২২॥ ননু সূর্য্যঃ স্বরশ্মিভির্ভৌমং রসমাকৃষ্য বর্ষতীতি প্রসিদ্ধম্, নেন্দ্র-স্তত্রাহ ভৌমমিতি। দুগ্ধং আত্তং পর্জন্য ইন্দ্রঃ। স হি ভূগতং জলং সূর্য্যস্য রশ্মিভিরাত্তং মেঘেষু পূরিতং জগত উদ্ভবায় বর্ষতি। যাভিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্যো বর্ষ-তীতি শ্রুতেঃ ॥২৩॥ প্রাবৃষি গতায়ামিতিশেষঃ শরৎকালে শত্রু-পূজায়াঃ প্রস্তুতত্বাৎ ॥২৪॥ আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা। ত্রয়ী বেদ-ত্রয়াত্মিকা। বার্ত্তা বক্ষমাণদণ্ডনীতিরর্থশাস্ত্রম্। এতদ্বিদ্যাচতু-ষ্টয়ং যথাযথং সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনম্ ॥২৭॥ তত্র বার্ত্তাখ্যা হ্যেকা বিদ্যা কৃষ্যাদিবৃত্তিত্রয়াশ্রয়া ॥২৮॥ গাঃ গাবঃ এবমিয়ং বার্ত্তা ত্রিভির্ভেদৈঃ স্থিতা ॥২৯॥

ততঃ কিমত আহ বিদ্যয়েতি পূজ্যো মান্যঃ। অর্চনীয়া চ

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ॥৩০॥ বিপক্ষে দোষমাহ যোঽন্যস্যা ইতি ॥৩১॥ কিঞ্চ নাস্মাকং কৃষকাণামিব শক্রপূজা যুক্তা ভিন্নস্থানত্বাদিত্যভি-প্রায়েনাহ কৃষ্যন্তা ইতি। কৃষিঃ কর্ষণীয়ং ক্ষেত্রং তদন্তে সীমা মর্য্যাদা সাধারণপ্রচারভূমিঃ। সীমায়া অন্তে চ বনং অস্মন্নিবাস-স্থানং বনানামন্তে চ গিরয়ঃ। তে চ গিরয়োঽস্মাকং বনচারিণাং পরাগতিঃ স্বৈরগতিঃ স্বৈরবিহারস্থানত্বাৎ ॥৩২॥ তদেবাহ ন দ্বারেতি। ন বিদ্যতে দ্বারবন্ধকবাটাদিরাবরণং যেষাম্। ন দ্বার-বন্ধস্যাবরণঞ্চ কুড্যাদি যেষামিতি বা নচাস্তি নিয়তং গৃহং ক্ষেত্রঞ্চ যেষাং তে বয়ং সর্ব্বত্র প্রভূততৃণোদকাদিমতি গিরিবনাদৌ যথেচ্ছং বিচরন্তঃ সর্ব্বস্মিন্ জনে সুখিনঃ। যথা বৈ চক্রচারিণঃ চক্রোপলক্ষিতেন শকটেন চরন্তো নিরতাবাসাঃ। যদ্বা যথা যত্র-সায়ং গৃহাখ্যা মুনয়স্তথা অতো গৃহাণাং ক্ষেত্রাদ্যভিমানবতাং পণ্যকৃষ্যাদিজীবিনামিব নাস্মাকমিন্দ্রেণ কিঞ্চিৎ কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥৩৩॥

কিঞ্চেন্দ্রাদিপূজাপরৈরস্মাভির্যদি গিরয়োঽবজ্ঞাস্যন্তে তর্হি মহাননর্থঃ স্যাদিত্যাহ শ্রূয়ন্ত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৩৪॥ যে কাননৌকসঃ তেঽপি যদা অপরাধ্যন্তে তেষাং গিরীণাম্বা অবজ্ঞাদিলক্ষণমপ-রাধং কুর্ব্বন্তি। তদা চ সিংহব্যাঘ্রসর্পাদিরূপৈস্তে তান্ মার-য়ন্তি ॥৩৫॥৩৬॥ মন্ত্রযজ্ঞপরাঃ কেবলং মন্ত্রোক্তদেবতার্চ্চনপরা বিপ্রাঃ ন তু প্রত্যক্ষং দেবতাঃ পশ্যন্তি। বয়ন্তু গিরিগোযজ্ঞশীলাঃ প্রত্যক্ষা দেবা গিরযো গাবশ্চ তদ্ভজনশীলাঃ ॥৩৭॥৩৮॥ ঘোষো গোপালপল্লী সর্ব্বস্যাপি ঘোষস্য সন্দোহঃ সম্যগ্ দোহো দুগ্ধাদি-গৃহ্যতাম্ ॥৩৯॥

পরিতো গচ্ছন্তু প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্তু ॥৪০॥৪১॥৪২॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥ ইন্দ্র-বৈলক্ষণ্যার্থং শৈলাভিমানিদেবতারূপেণাত্মানং প্রদর্শ্য শৈলোঽহ-

মিতি ব্রুবন্ গোপবর্য্যৈরাহিতং দত্তং বহ্বন্নং বুভুজে ॥৪৬॥ গোপানাং ভক্ত্যুদ্রেকার্থমন্যেন জনরূপেণ তাং মূর্ত্তিমচ্চয়ামাস ॥৪৭॥ ততঃ শৈলদেবাদ্বরং লব্ধ্বা অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্ গোপাঃ নিজগোষ্ঠমভ্যাযযুঃ ॥৪৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সম্বর্ত্তকং সংহারকং ॥১।২॥ কৃষ্ণাশ্রয় এব বলং তেনাধ্মাতঃ উৎসিক্তঃ। অঘবান্ অপরাধী অটীকরং কারিতবান ॥৩॥ তেষা মাজীবো জীবনহেতুর্যা গাবঃ গাশ্চ গোপত্বস্য কারণং তা গাবঃ পীড্যন্তাম্ ॥৪॥ বায়ুম্বুনোরুৎসর্গেণ যোজিতং অনুবদ্ধং সাহায্যং সহকারিত্বম্ ॥৫॥ অভবায় নাশায় ॥৬॥ ধারাণাং মহানাসারঃ অজস্রসম্পাতস্তস্য পূরণেন ধরণ্যাদিকমেকমভবৎ ॥৭॥ বিদ্যুল্লতৈব কশা-তয়া ঘাতস্ততস্ত্রস্তৈরিব নাদেন গর্জ্জিতেনাপূরিতং দিশাঞ্চক্রং সমূহো যৈস্তৈর্ঘনৈঃ ঘনং নিবিড়ং যথাভবত্যেব ধারাণাং সারং শ্রেষ্ঠং বর্ষমপাত্যতঃ। যদ্বা ধারা অপাত্যত। কথং আসারং সমন্তাৎ প্রসরণং যথা ভবত্যেবমিত্যর্থঃ। যথা লোকে কশাঘাতত্রস্তৈরশ্বৈঃ ক্লেশভিঃ কক্ষবিনিক্ষিপ্তং সর্ব্বস্বং নিপাত্যতে তদ্বদিত্যুৎপ্রেক্ষা ॥৮॥ আপ্যং অম্ময়মিব জগদভবৎ ॥৯॥ ধুতাঃ কম্পিতাঃ ত্রিকঃ কটিঃ সক্থিঃ ঊরুঃ শিরোধরাঃ গ্রীবা এতে সন্না অবসন্না আকুঞ্চিতা যাসাং তাঃ গাবঃ প্রাণান্ জহুঃ মূর্চ্ছাং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥১০॥ ক্রোড়েন কুক্ষ্যা আক্রম্য আচ্ছাদ্য ॥১১॥

পবনেনাকম্পিতাঃ কন্ধরা যেষাং তে ॥১২॥১৩॥ মহভঙ্গাদ্বিরোধিনা প্রতিকূলেন সতা যস্তাবৎ প্রত্যক্ষদেবত্বেনেষ্টোঽস্মাভিঃ স এবাস্মান্ রক্ষতীতি গোপবিশ্রম্ভায় বিচারয়তি ইমমিতি ॥১৪॥ ধৈর্য্যাৎ প্রাগল্ভাৎ উরুশিলাঘনং বিশালাভিঃ শিলাভির্ঘনং সান্দ্রম্ ॥১৫॥১৬॥১৭॥

যথাজোষং যথাসুখম্। নির্ভয়ৈর্বর্ষাদিভয়শূন্যৈরিহ গিরিমূলগর্ত্তে প্রবিশ্যতাং মদ্ধস্তাদ্গিরিঃ পতিষ্যতীতি ন ভেতব্যং ভয়ং ন কার্য্যম্ ॥১৮।১৯॥ ব্রজে এবৈকত্র বসন্তীতি ব্রজৈকবাসিনঃ তৈঃ ব্রজৌকবাসিভিরিতি পাঠে ওকঃ শব্দস্যাদন্তত্বমার্ষম্ ॥২০॥২১॥২২ বলভিদিন্দ্রম্ ॥২৩॥ বিতথে আত্মবচসী প্রযত্নপ্রতিজ্ঞে যস্য তস্মিন্ ॥২৪॥ ব্রজৌকসঃ ব্রজৌকোভিঃ ॥২৫॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গাবো গাশ্চারয়ন্তম্। গোপং গোপ্তারম্ ॥৩॥৪॥৫॥ ত্বৎসমীপমুপাগতো যদর্থং তবাভিষেকার্থং তদিদং শৃণুষ অন্যথা বিরোধবুদ্ধ্যেতি ন বিচিন্ত্যম্ ॥৬॥ কার্য্যং বিজ্ঞাপয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যমভিনন্দতি ভারাবতারণেতি চতুর্ভিঃ ॥৭॥ ময়া গোকুলবধায়োদ্যতাপি ত্বয়া তদ্রক্ষণাদহং তোষিতোঽস্মীত্যাহ মহভঙ্গেতি কদনং বিমর্দঃ ॥৮॥৯॥১০॥ প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়তি গোভিশ্চেতি। গোলোকস্থাভিঃ কামধেনুভিস্ত্বয়া ত্বং সন্ততিত্রাণাৎ ত্রাতাভিঃ ॥১১॥ উপেন্দ্রত্বে সত্যলোকোপরিস্থিতলোকৈশ্বর্য্যে ভবাংশ্চেন্দ্র-

বাক্যং হরিবংশে। মমোপরি যথেন্দ্রস্ত্বং স্থাপিতো গোভিরীশ্বরঃ। উপেন্দ্র ইতি লোকে ত্বাং গাস্যন্তি দিবি দেবতা. ইতি। অতো গবামিন্দ্র ইতি নিরুক্ত্যা গোবিন্দশ্চ ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১২ ॥ উপ বাহ্যাৎ রাজবাহনাৎ ॥১৩॥ প্রস্রবঃ স্তন্যোদ্গমঃ তেনোদ্ভূতং যদ্দুগ্ধং তেনার্দ্রাম্॥১৪॥১৫॥১৬॥১৭॥

সাহ্বং সাহায্যং স চ যথাত্মা অহং তথা সংরক্ষণীয়ঃ॥১৮॥১৯॥ যাবৎ স্থাস্যামি ভূতল ইতি বদন্ পশ্চাদ্ভাবিনমাভীরেভ্যঃ পরাভবং সূচয়তি ॥২০॥২১॥ মহাহবো ভারতযুদ্ধম্ ॥২২॥২৩॥ অবিক্ষতান্ শস্ত্রক্ষতশূন্যান্ ॥২৪॥২৫॥ কৃষ্ণদর্শনোৎসুক্যেন গোপীভিস্তান্ মার্গেক্ষণাদ্গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনেত্যুক্তম্। অয়ঞ্চ রাসক্রীড়াপ্রস্তাবঃ ॥২৬॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণঃ গোপারতং গোপানাস্থয়ন্ রাসকেলিষু। ইতি দ্যোতয়িতুং তেষাং কৃষ্ণৈশ্বর্য্যজ্ঞপ্তের্যতে। শক্র ইত্যাদিনা তস্মিন্ প্রণয়কোপবানিত্যন্তেন ॥১॥২॥ বালক্রীড়েয়ং পূতনাঘোষণশকটোচ্চাটনাদি দিব্যঞ্চ অলৌকিকং কর্ম্ম ॥৩॥ তদেবাহ কালিয় ইতি প্রলম্বো বিনিপাতিত ইতি। কৃষ্ণস্যারিতৈশ্বর্য্যেণ রামেণ নিপাতিতত্বাৎ কৃষ্ণেনৈব নিপাতিত ইত্যুচ্যতে ॥৪॥ পাদৌ পার্দাভ্যাং শপামঃ ॥৫॥ সর্ব্বস্যাপি ব্রজস্য ত্বৎ প্রীতিঃ সর্ব্বস্যাত্মত্বশঙ্কাং করোতীতি ভাবঃ কর্ম্ম চেদম্ ॥৬॥৭॥৮॥৯॥

মনুষ্যএবাহমিত্যুক্তে নূতং স্যাৎ ঈশ্বরোঽহমিত্যুক্তে চ তেষাং তদ্বন্ধুসৌখ্যং হীয়েত অতঃ প্রণয়কোপব্যাজেন স মুগ্ধমুত্তরমাহ মৎসম্বন্ধেনেতি ত্রিভিঃ ॥১০॥ আত্মনো জীবস্য বন্ধুঃ পরমেশ্বরঃ তৎসদৃশী পরমপ্রেমাস্পদবুদ্ধির্ময়ি বো যুষ্মাভিঃ ক্রিয়তাং ॥১১॥ অধুনা তাবন্নাহং দেবো গন্ধর্ব্বো বা অপি তু যুষ্মাকং বান্ধবো জাতোঽস্মি অতোঽন্যথা চ কিঞ্চিন্ন চিন্ত্যং ন জিজ্ঞাস্যং ॥১২॥ রাসক্রীড়ার্থং গোপীঃ সংমেলয়িষ্যন্ জগাবিত্যাহ সহ রামেণেতি কলপদং অব্যক্তমধুরাক্ষরং নানাতন্ত্রীভিঃ কৃতং ব্রতং স্বরনিয়তির্যস্মিন্ নানা মাত্রেতি পাঠে দ্রুতসমবিলম্বিতাখ্যং ত্রিমাত্রলয়নিয়মেনেত্যর্থঃ। তারমন্দ্রকৃতক্রম ইতি পাঠে তারমন্দ্রাভ্যামুচ্চোপাংশুস্বনিভ্যাং কৃতঃ ক্রমো যস্মিংস্তান্ ইত্যর্থঃ ॥১৩॥ আবসথান্ গৃহান্ ॥১৭॥ লয়ান্ গমিতি দ্রুতমধ্যবিলম্বিতাখ্যত্রিতয়াত্মকতারবিশ্রান্তিকালানুগুণং জগৌ তদুক্তং তালান্তরানুলয়বর্ত্তী যঃ কালোঽসৌ লয়নাল্লয় ইতি ॥১৮॥১৯॥

কাচিদ্গোপকন্যকা আবসথস্যান্তঃ স্থিত্বা বহিগুর্বন্ শ্বশুরাদীন্ দৃষ্ট্বা অলব্ধনির্গমা তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ ততশ্চ। তৎক্ষণমেব ভোগেন ক্ষীণাশেষপুণ্যপাপা কান্তবুদ্ধ্যা বস্তুতো জগৎকারণং পরব্রহ্মরূপিণং তমেব চিন্তয়ন্তী নিরুচ্ছ্বাসিতয়া সদ্যএব মুক্তিং গতেতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ ॥ ২০॥ নন্বেকজন্মাভ্যস্তযোগানামপি ব্রহ্মবিদাং প্রারব্ধকর্ম্মভোগং বিনা ন ক্ষীয়তে। তৎ কিং এতস্যাস্তৎক্ষণমেব ক্ষীণং ভোগাদেব ক্ষীণমিত্যাহ। তচ্চিন্তেতি তস্য চিন্তয়া যো মহানাহ্লাদস্তেন ক্ষীণঃ পুণ্যচয়ো যস্যাঃ সা তথা। তস্যাপ্রাপ্ত্যা যন্মহাদুঃখং তেন বিলীনান্যশেষপাতকানি যস্যাঃ সা ॥২১॥ তদেবং তৎক্ষণমেব ভোগেন ক্ষীণা সমস্তপুণ্যপাপা ভগবদ্ধ্যানমাহিম্না চ লব্ধা পরোক্ষাত্মজ্ঞানাৎ সদ্য এব মুক্তিং প্রাপ্তা ॥২২॥

রাসস্যারম্ভে রসো রাগঃ তস্মিন্ন্ উৎসুকঃ। অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসা গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম। তথা চ ভরতঃ। অনেকনর্ত্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়ান্বিতং আচতুঃষষ্টিযুগ্মত্বাদ্রাসকং মসৃণোদ্ধতমিতি ॥২৩॥ অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে সতি কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তাস্তদনুকারিণ্যো মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ। কৃষ্ণমন্বিচ্ছন্ত্যো বৃন্দাবনমধ্যে চেরুঃ ॥২৪॥ কৃষ্ণচেষ্টা এবাহ কৃষ্ণোহহমিতি পঞ্চভিঃ যদি কৃষ্ণমন্বিচ্ছথ তর্হি ইতঃ সমায়াতঃ। যতোঽহমেব কৃষ্ণ ইতি ॥২৫॥২৬॥২৭॥২৮॥ ব্যগ্রা উৎসুকাঃ ॥২৯॥

অন্বেষণপ্রকারমাহ বিলোক্যেতি দশভিঃ। পুলকৈরাচিতং ব্যাপ্তং সর্ব্বমঙ্গং যস্যাঃ সা ॥৩০॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্করেখাবন্তি ধ্বজাদিলক্ষণয়া রেখাস্তদ্যুক্তানি পশ্যত। হে আলি সখি বহুবচনার্থে চৈকবচনং লীলয়ালঙ্কৃতং যথা ভবত্যেবং গমনশীলস্য ॥৩১॥ ঘনানি মন্থরগতিত্বাদল্পান্তরাণি অল্পতনূনি অদীর্ঘাণ্যস্থূলানি চেতি স্ত্রীপদদ্বে লিঙ্গানি ॥৩২॥ উচ্চৈঃ ঊর্দ্ধীভূয় স্থিত্বা পুষ্পাবচয়ং চক্রে তত্র লিঙ্গং যেনেতি। অগ্রেণৈব প্রপদেনৈবাক্রান্তিমাত্রং ঈষদ্ভূসংস্পর্শো যেষাং তানি ॥৩৩॥ কৃষ্ণজানুমধ্যোপবেশচিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ। অত্রোপবিশ্যেতি ॥৩৪॥

পুষ্পবন্ধনরূপেণ সম্মানেন কৃতো মানো গর্ব্বো যয়া তাম্ ॥৩৫॥ তস্য পৃষ্ঠতোঽন্যস্যাঃ পদানি দৃষ্ট্বা কল্পয়ন্তি অনুপাতেতি নিতম্বভরেণ মন্থরা স্থিরাপি যা কৃষ্ণেন সহ গন্তব্যে গমনে কর্ত্তব্যে দ্রুতি দ্রুতং যাতি তত্র লিঙ্গং নিম্নৈঃ পাদাগ্রৈঃ সংস্থিতির্যস্যাঃ সা ॥৩৬॥ কৃষ্ণেন স্বহস্তে ন্যস্তোঽগ্রহস্তো হস্তাগ্রং যস্যাঃ সেয়ং তেন সহ যাতি। তত্র লিঙ্গম্ অনায়ত্তঃ অস্বাধীনঃ পদন্যাসো যস্যাঃ তথাভূতয়াহি পাদপঙ্ক্তিল ক্ষ্যতে ॥৩৭॥

ততশ্চ হস্তগ্রহণমাত্রং কৃত্বা তেন ধূর্ত্তেন শঠেনৈষা বিমানিতা অবজ্ঞয়া ত্যক্তা। তত্র লিঙ্গং নৈরাশ্যমন্দগামিন্যাঃ নিরাশতয়া মন্দং গচ্ছন্ত্যা নিবৃত্তং প্রতিলোমং পদং ন লক্ষ্যতে ॥৩৮॥ নূনমুক্তেতি। ত্বমত্রৈব তিষ্ঠ ইতঃ কশ্চিদ্রাক্ষসোঽস্তি তং হন্তুং অহন্তুরামি শীঘ্রং যামি পুনশ্চ তবান্তিকমাগমিষ্যামীতি নূনমিব তেনোক্তা। তত্র লিঙ্গং যেনৈষা কৃষ্ণস্য পদানাং পদ্ধতিঃ পঙ্‌ক্তিঃ ত্বরিতা শীঘ্রা নিম্নাগ্রা লক্ষ্যতে ॥২৯॥ কৃষ্ণান্বেষণাত্তাসাং নিবৃত্তিমাহ প্রবিষ্ট ইতি দ্বাভ্যাং। গহনং নিবিড়ং দুর্গমং বনং প্রবিষ্টঃ অতএব শশাঙ্ক-রশ্মিপ্রবেশাভাবাৎ তস্য পদমত্রন লক্ষ্যতে ॥৪০॥ ততো নিবৃত্তাঃ সত্যো যমুনাতীরং প্রাকৃতনং রাসস্থানং শীঘ্রমাগত্য কৃষ্ণোপলব্ধয়ে তচ্চরিতং জগুঃ ॥৪১॥

সপ্রেমগানমাকর্ণ্য গতে কৃষ্ণে তাসাং তদ্দর্শনোৎসবমাহ তত ইতি চতুর্ভিঃ ॥৪২॥৪৩॥ কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরমিতি। প্রণয়কোপেন বক্রিতাভ্যাং ভ্রূভ্যাং ভঙ্গুরং আকুঞ্চিতং ললাটফলকং কৃত্বা হরিং বিলোক্য নেত্ররূপাভ্যাং ভৃঙ্গাভ্যাং তস্য মুখপঙ্কজং পপৌ ॥৪৪॥ কাচিদেগাবিন্দমালোক্য বিবৃতেন নেত্রদ্বারেণান্তঃ প্রবেশ্য বিবৃতেন নেত্রদ্বারেণৈব পুনর্যাস্যতীতি নিমীলিতলোচনা ধ্যায়ন্তী সতী বভৌ ॥৪৫॥

তাসামনুনয়পূর্ব্বকং তাভী রাসক্রীড়ামাহ। ততঃ কাচিদিত্যাদিনা ক্ষপিতাহিত ইত্যন্তেন অনুনয়ন্নিন্যে সান্ত্বয়ামাস ॥৪৬॥৪৭॥ রাসমণ্ডলবদ্ধোপীতি। কৃষ্ণস্য পার্শ্বমনুগতা অত্যক্তা একস্মিন্নেব স্থানে কৃষ্ণসমীপ এবাহমহমিকয়া স্থিরাত্মনা নিশ্চলচিত্তেন গোপীজনেন রাসোচিতো মণ্ডলবদ্ধোঽপি নৈবাভূৎ কুতঃ পুনঃ রাসক্রীড়া ॥৪৮॥ তদা চ হরির্যথা রাসমণ্ডলং কৃতবান্ তদাহ হস্তে প্রগৃহ্যেতি হরিরেকাঙ্গোপীং হস্তে গৃহীত্বৈকত্র স্থাপিতবান্। সা

চ তৎকরস্পর্শসুখেন নিমীলিতাক্ষ্যাসীৎ। তাং চান্যস্যাঃ স্বকরস্পর্শসুখপরবশায়া হস্তং গ্রাহয়ামাস তাম্রপ্যেবমন্যস্যা হস্তমিত্যেকৈকাং হস্তে গৃহীত্বা রাসমণ্ডলীং চকার তাশ্চ সর্ব্বা হরিহস্তস্পর্শসুখপরবশাঃ প্রত্যেকং হরিণৈব গৃহীতহস্তমাত্মানং মেনিরে ॥৪৯॥

চলতাং বলয়ানাং নিঃস্বনো যস্মিন্ সঃ অনুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরিতি শরদ্বর্ণনাদিরূপং যৎকাব্যেষু গেয়ং তস্য যা গাতির্গানং সা অনুযাতা অনুসৃতা যস্মিন্ স রাসঃ প্রবৃত্তঃ ॥ ৫০ ॥ এতদেবাহ কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসমিতি ॥ ৫১ ॥ চলদ্ভির্ব্বলয়ৈরালাপিনী মুখরা ॥৫২॥ পুলকোদ্গাম এব শস্যস্তদর্থং স্বেদকণাম্বাম্বুনো ঘনতাং মেঘভাবং গতৌ পরিরভ্য গোপ্যা হি হরিভুজচুম্বনে ক্রিয়মাণে হরের্ভুজয়োঃ স্বেদঃ তস্যাঃ কপোলয়োঃ রোমোদ্গামং বর্দ্ধয়ামাসেত্যন্যোন্যানুরাগোক্তিঃ ॥৫৪॥৫৫॥ বলনে আবৃত্তৌ প্রতিলোমানুলোমাভ্যামিতি গমনে অনুলোমগত্যা বলনে চ প্রতিলোমগত্যেত্যর্থঃ ॥৫৬॥৫৭॥৫৮॥ কৈশোরকং কৌমারং বয়ো মানয়ন্ তদ্বয়স্যোচিতং চাপলমনুকুর্ব্বন্রেমে ॥ ৫৯ ॥ ননু ধর্ম্মস্থাপনায়াবতীর্ণো ভগবান্ কথং গোপাঙ্গনাঃ পাপে প্রবর্ত্তয়ন্ স্বয়মপি পাপং চক্রারেত্যত্রাহ তদ্ভর্তৃষ্বিতি ন তাবদ্গোপীনাং পাপমস্তি স্বভক্তাহিতক্ষপণস্য তস্য তদ্দোষক্ষপণেঽপি সমর্থত্বাৎ। ন চ তস্য দোষঃ তদ্ভর্ত্রাদিসর্ব্বব্যাপিপরমাত্মরূপত্বাৎ ॥৬০॥ সর্ব্বব্যাপিত্বমেবৈ দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি ॥৬১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

প্রদোষার্দ্ধে সন্ধ্যাবসানে অরিষ্টো নাম বৃষভাকৃতির্দৈত্যঃ সমদো গোষ্ঠং ত্রাসয়ন্ সমুপাগতঃ ॥১॥ অর্কবল্লোচনে যস্য সঃ ॥২॥ সনিষ্পেষং সসজ্ঘর্ষং যথা ভবত্যেবমোষ্ঠৌ জিহ্বয়া লেলিহানঃ। সংরম্ভাদাবিদ্ধমুন্নমিতং লাঙ্গুলং যেন কঠিনং স্কন্ধবন্ধনং যস্য ॥৩॥ উদগ্রস্যোচ্ছ্রিতস্য ককুদো গলপৃষ্ঠশৃঙ্গস্যাভোগো বিস্তারো যস্য সঃ উচ্চতরপ্রমাণাদন্যৈর্দুরতিক্রমঃ ॥৪॥৫॥৬॥৭॥ অগ্রে পুরতোঽস্তে বিষাণাগ্রে যেন। কৃষ্ণস্য কুক্ষৌ কৃতমীক্ষণং যেন ॥৮॥ অবজ্ঞয়া স্মিতং সৈব লীলা তয়া ॥৯॥ বিষাণগ্রহণাদচলং স্থিরং সন্তং জঘান ॥১০॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বসতো গোকুলে চিত্রং কর্ম্ম কৃষ্ণস্য বর্ণিতম্। অথাহ মথুরাকৃতাং প্রস্তোতং নারদাগমং। তদেবম্ গোকুলে রাসক্রীড়াদিবিনোদৈঃ কংসবধাদিদৈবকার্য্যং হরিণা বিস্মৃতমিবালক্ষ্য তৎস্মারণপ্রসঙ্গাৎ নারদাগমনাদিকমাহ ককুদ্মিনীত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ ককুদ্মিনি বৃষভাকৃতৌ দৈত্যে ॥১॥২॥

যশোদাদেবক্যোর্গর্ভয়োরপত্যয়োঃ পরিবর্ত্তাদিঃ ॥৩॥ ৪॥ বসুদেবমুপালভ্য নির্ভৎস্য জগর্হ নিন্দিতবান্ ॥৫॥ কংসস্য মনোরথপ্রকারমাহ যাবদিতি ষড়্ভিঃ ॥৭॥ স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়ন্ কংসোঽক্রুরমাদিশতি ভোভো ইত্যাদি দশভিঃ ॥১৩॥ পূর্ব্বর্দ্ধতঃ

প্রকর্ষেণ বর্দ্ধেতে॥১৪॥ নিযুদ্ধকুশলৌ দ্বন্দ্বযুদ্ধাভিজ্ঞৌ ॥১৫॥১৬॥ মহামাত্রো হস্তিপকস্তেন প্রচোদিতঃ ॥১৭॥১৮॥১৯॥২০॥২১॥ উপহার্য্য উপায়নীকৃত্য ॥২২॥ মধুপ্রিয়ঃ মধোর্ব্বংশ্যানাং প্রিয়ঃ ॥২৪॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বলোদগ্রঃ বলেনোদ্ধতঃ কংসস্য দূতেন স্বস্থানাদেব প্রচোদিতঃ। ন তু কংসেনাহূয় স্বয়ং প্রেষিতঃ আশু কার্য্যত্বাদস্যার্থস্য তাবদ্বিলম্বাসহনাৎ ॥১॥ স্বখুরৈঃ ক্ষতং ভূপৃষ্ঠং যেন সটানাং কেশরাণাং ক্ষেপেণ ধূননেন ধুতা বিচলিতা অম্বুদা যেন। প্লুতেন প্লবনেন বিক্রান্তৌ বিলঙ্ঘিতৌ চন্দ্রার্কমার্গৌ যেন ॥২॥৩॥ সতোয়স্য জলদস্য ধ্বানো গর্জিতং তদ্বদ্গাম্ভীরং যথা ভবত্যেবমুক্তবান ॥৪॥ কিং বীরবীর্য্যং বিলোপ্যত ইতি। যদা স্বামিনিসন্নিহিতেঽপি পরিজনো ভয়াতুর স্যাত্তদাসৌ স্বামীঃ মন্দবীর্য্য ইত্যন্যেষাং বুদ্ধিঃ স্যাৎ। অতো মদীয়ৈর্ভবদ্ভির্ভীকৃতৈর্মম বীরস্য বীর্য্যলোপঃ কিমিতি ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥৫॥ হেষিতমেবাটোপস্তৎকারিণা দৈত্যেন বলাদ্বাহ্যেন দৈত্যৈর্হি বলাদাক্রম্যারমাকৃষ্যতে অতো দৈত্য হংতৃণামস্মাকং কিমনেন ভবেদিত্যর্থঃ। বলাতত্রিকমবনম্য গচ্ছতা। তদুক্তং বলাতং তু ন তত্রিকমিতি ॥৬॥ পূষ্ণো দন্তান্ পিনাকধৃক্ বীরভদ্র ইব পূষ্ণোবীরেতি পাঠে পৌষ্ণশ্চক্রৈরেন্দ্রা পৌষ্ণশ্চক্রিত্যাদিষু পূষ্ণ এব কেবলরূপেণেন্দ্রসাহিত্যরূপেণ চ দেবতারূপভেদাদ্দ্বিবচনম্ ॥৭॥৮॥

আভোগিনং বিস্তারিণম্ ॥৯॥ শাতিতাঃ আহতাঃ ॥১০॥ আসন্নভূতেকংপত্তের্দ্বিপর্য্যন্তম্ ॥১১॥১২॥১৩॥ ব্যাদিতং বিবৃতমাস্যং যস্য বৈদ্যুতেন অশনিনা ॥১৪॥ দ্বৌ দ্বৌ পাদৌ যয়োঃ পৃষ্ঠপুচ্ছে চ অর্দ্ধরূপে যয়োঃ। একশব্দঃ শ্রবণপদাৎ প্রাগেযোজ্যঃ তেন একৈকাঃ শ্রবণাক্ষিনাসিকা যয়োস্তে চ তথোক্তে ॥১৫॥১৬॥ যুদ্ধোৎসুকঃ যুদ্ধদর্শনোৎসুকঃ ॥২০॥২১॥

ধুতং কম্পিতং কেশরাণাং জালং সমূহো যেন তস্য হেষতঃ হেষারবং কুর্ব্বতঃ ॥২২॥ কেশিবধাৎ কেশব ইত্যক্ষরসাম্যান্নামনিরুক্তিঃ ॥২৩॥ অধুনা গমিষ্যামি পরশ্বঃ কংসযুদ্ধে পুনস্ত্বয়া সমেষ্যামি ॥২৪॥ পৃথিব্যা ভারহর্ত্তা ত্বং ভবিষ্যসি ॥২৫॥ তত্র ভারাবতারাকরণে আয়ত্মতা ত্বয়া প্রণীতানীতি লোকোক্তি ॥২৬॥ ইত্থং মনোহরৈঃ কর্ম্মভিঃ সভাজিতঃ সৎকৃতঃ ॥২৭॥ গোপীনেত্রাণাং পানস্যাদরবীক্ষণস্যৈকমেব ভাজনং বিষয়ঃ কৃষ্ণো বিবেশ ॥২৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অথ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণো গোকুলং বিবেশ। অক্রূরোঽপি মথুরায়া বিনিষ্ক্রম্য গোকুলং প্রযযৌ ॥১॥ পথি গচ্ছতো অক্রূরস্য মনোরথানাহ চিন্তয়ামাসেত্যাদিনাক্রূরেতি বক্ষ্যতীত্যন্তেন। ময়া সদৃশো ধন্যতরো নাস্তি ॥২॥৩॥৪॥ সংকল্পনাময়ং ধ্যানমাত্রালম্বনমপি ॥৫॥ ধাম্নাং তেজোময়ানাং সূর্য্যাদীনাং পরং ধাম আশ্রয়ং মুখাবয়বেষু লোচনরসনবদনেষু সূর্য্যাবরুণাগ্নীনামাশ্রয়ত্বাৎ ॥৬॥৭॥ নাস্ত্যন্তশ্চাদিশ্চ যস্য

ত্বমনন্তাদিম্ ॥৮॥ বিতত্যাবস্থিতঃ বক্ষ্যতি বদিষ্যতি ॥১০॥ মৎস্য-কূর্ম্মবরাহাশ্চ সিংহরূপাদিভিঃ অশ্বঃ হয়গ্রীবঃ সিংহো নৃসিংহঃ মামালপিষ্যতি। অক্রূরেতি তাতেত্যাভাষিষ্যতে ॥১১॥ শেখরস্থে-বাস্থিত্যা সন্নিবেশেন স্থিতাং সোবতীর্ণো রামঃ ॥১৩॥ তদ্দর্শন-প্রতিবন্ধকপাতকনিবৃত্তয়ে তমেব প্রণমতি পিতৃপুত্রেতি ত্রিভিঃ॥১৪॥ অবিদ্যাং আত্মচ্ছাদিকাং তামেব মায়াং অহংকারমমকারাদি-মোহকরীং যদ্ধ্যানেন তরতি ॥১৫॥

যজ্বিভিঃ কর্ম্মনিষ্ঠৈঃ সাত্বতৈরুপাসকৈঃ বেদান্তবেদিভিঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈশ্চ যজ্ঞপুরুষাদিশব্দৈর্যঃ প্রোচ্যতে ॥১৬॥ অথ কংসস্য দূতোঽহমিতি মষ্যসূয়ামকুর্ব্বন্ প্রসন্নো ভবত্বিতি প্রার্থয়তে যথেতি। সদসৎ কার্য্যকারণাত্মকং সাধ্বসাধুবৃত্তস্য জগদেতৎ যস্মিন্ ধাম্নি আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিতং তেন সত্যেন সর্ব্বাধারতয়া সর্ব্বসাক্ষিত্বেন ময়ি সৌম্যতাং প্রসন্নতাং যাতু ॥১৭॥ সত্যপাপরাধে তৎসর্ব্বং ক্ষম্যতামি-ত্যাশয়েনাহ স্মৃত ইতি ॥১৮॥ কৃত্ত্যা নত্র আত্মা বুদ্ধির্মানসঞ্চ যস্য সঃ ॥ ১৯ ॥ আদোহনে দোহনস্থানে আয়ামি বিস্তারবৎ অঙ্গুর-স্থূলং যস্য তম্ ॥২৬॥ ভগবতা স্বাঙ্গসঙ্গে দত্তে সতি তৎপ্রসা-দাদেতন্মমাঙ্গমপি ফলবৎ স্যাদিত্যাশংসা ॥২৭॥ যস্য হস্তাঙ্গুলি-স্পর্শেন হতাখিলাদৈন্যরিতি পবিত্রতোক্তা ॥২৮॥

যেন হস্তেন চক্রমপাস্যাক্ষিপ্য দৈত্যপতেঃ কালনেমিপ্রভৃ-তেশ্চক্রং সৈন্যং ঘ্নতা মারয়তা দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নানাং জলানি তদ্ভর্তৃবধাদপহৃতানীতি শৌর্য্যোক্তিঃ যত্রাম্বু বিন্যস্যেতি হস্তৌ-দার্য্যমুক্তং বসুধাতলস্থঃ ভূতলে স্থিতঃ ॥৩০॥৩১॥ অদোষ দুষ্টমপি মাং দোষাস্পদীভূতং মত্বা অপি যদি অবমানোপহতং কর্ত্তা করিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য স্বয়মেব তন্ন সংভবতীত্যাহ জ্ঞানাত্মকস্যেতি জীবস্য জ্ঞানাত্মকত্বেঽপি রজস্তমোমলাবৃতত্বান্ন সর্ব্বজ্ঞতা ঈশ্বরস্য

তু তন্নাস্তীত্যাহ অমলস্যেতি। শুদ্ধসত্ত্বময়স্য ন চ জীববদ্রাগাদিভি-র্জ্ঞানপ্রমোষ ইত্যাহ। অপেতদোষস্যেতি ন চ চক্ষুরাদ্যপে-ক্ষস্য জীবস্যেব কাদাচিৎকং জ্ঞানমীশ্বরস্যেত্যাহ সদা স্ফুটস্যেতি। ন চ জীবস্যেবোপাধিপরিচ্ছেদাদসার্ব্বজ্ঞ্যমিত্যাহ সর্ব্বপুংসাং হৃদি স্থিতস্যেতি অতোত্র কিং নাম তস্যাজ্ঞাতমস্তি তস্মান্নিঃশঙ্কস্ত-মহং ব্রজামীত্যাহ তস্মাদিতি ॥৩৩॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

যাদবোঽক্রূরোঽস্মীতি যাদবোক্ত্যা স্বস্য তৎসম্বন্ধিতাং জ্ঞাপ-য়ন্ প্রণমতি ॥১॥ পরিষস্বজে আলিঙ্গিতবান্ ॥২॥ রামঞ্চ ন-নামেতি সূচয়ন্নাহ কৃতসম্বাদনৌ তেঽত্রেতি ॥৩॥ কৃতং সম্বদনাদিকং সংবাদাদি যেন সঃ। যথান্যায়ং সম্মানপূর্ব্বকং ভুক্তং ভোজ্যং ভোজনার্হং সুসংস্কৃতমন্নাদি যেন সঃ ॥৪॥৫॥৬॥৭॥ ঔপয়িকং উপ-যোগিযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥৮॥৯॥১০॥ রাজাদেশনিবেদনেন গোপান্ সমাদিশ্য নন্দগোপগৃহে সুষ্বাপেতি বদন্নতঃপরং নন্দে পিতৃত্ব-ব্যবহারানিবৃত্তিং সূচয়তি ॥১১॥ গন্তুমুদ্যতৌ দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ প্রাহেত্যন্বয়ঃ দৃষ্টৈবেত্যাদিনা সোপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ইত্যন্তেন গোপী-বিরহালাপোক্তেঃ সাস্রং অশ্রুনেত্রঃ শ্লথদ্বলয়া বাহবো যস্যেতি বিরহদুঃখকার্শ্যমুক্তম্ ॥১৩॥ কথমেব্যতি ন কথঞ্চিৎ তত্র হেতুমাহ। নাগরেতি সার্দ্ধেন নাগরস্ত্রীণাং কলঃ অব্যক্তমধুরাক্ষরো য আলাপঃ তদেব মধু তদাস্বাদং পানাতি ॥১৪॥

বিলাসবন্তি যানি বাক্যানি তেষাং পানেষু বাক্যানাঞ্চ পেয়ত্বং শৃঙ্গারাদিরসবত্ত্বাৎ মধুত্বোক্তেশ্চ ॥১৫॥ অস্মদ্দৈববৈমুখ্যাদপি নায়াস্যতীত্যাহ সারমিতি সমস্তগোষ্ঠস্য সারভূতং হরিং হরতা বিধিনা গোপযোষিৎসু প্রহৃতং প্রহারঃ কৃতঃ ॥১৬॥ কিঞ্চ ভাবগর্ভস্মিতমিত্যাদি ভাবাদেলক্ষণং বাহ্যার্থালম্বনো যস্তু বিকারো মানসো ভবেৎ। ভাবঃ স কথ্যতে সদ্ভিস্তস্যোৎকর্ষো রসঃ স্মৃতঃ। বিলাসো নেত্রজো জ্ঞেয়ো বিভ্রমো নয়নান্তজ ইতি। নাগরীণামেতদ্বাক্যাদিকং অতীব সুপূজিতমিব ॥১৭॥ বিলাসরজ্জৈর্নিগড়ৈর্যতো যুক্তঃ যত ইতি পাঠে যতঃ সংযতো বদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥১৮॥ এষৈষ ইতি বিস্ময়াদ্বীপ্সা সন্ধিস্ত্বার্যঃ অক্রূরকেনেতি কুৎসিতে কঃ ॥১৯॥ নৃশংসঃ ক্রূরঃ অত্র ব্রজে কিং নবেত্তীতি যেন হেতুনা। নো অস্মাকং অক্ষোরাহ্লাদং হরিমন্যত্র নয়তীতি তৎ কিমনুরাগপরজনং ন বেত্তীতি। যদাসৌ কাপ্যনুরাগরসাভিজ্ঞো ভবেৎ তর্হি তদ্বিয়োগজদুঃখং জানন্নেবং ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥২০॥ যে জনা ইতঃ কেনাপ্যনিবারিতাঃ সন্তো যান্তি তে ধন্যাঃ যস্মাৎ পথি যান্তং কৃষ্ণং পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকব্যাপ্তমুদ্বহিষ্যন্তি ধারয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥২৫॥

মথুরানগর্য্যাঃ পৌরস্ত্রীনয়নানাম্ ॥২৬॥ বিস্তারীণি কান্তিমন্তি নয়নানি যাসাং তাঃ ॥২৭॥ অত্র প্রয়াণে মহানিশিতুল্যং শ্রীকৃষ্ণং দর্শয়িত্বা নেত্রাণি উদ্ধৃতানি উদ্ধৃতপ্রায়াণি বিরহদুঃখাদস্মন্তরদর্শনস্যাপেক্ষায়াং মিরত্তেঃ ॥২৮॥ কিঞ্চানুরাগেণেতি অস্মাসু শৈথিল্যং ব্রজতা হরেরনুরাগেণ সহাস্মৎকরেষু বলয়ান্যপি শৈথিল্যমুপযান্তি কৃষ্ণানুরাগাবিষয়ভূতা অস্মাংস্ত্যক্ত্বা বলয়ান্যপি তমেবানুজগমিষন্তীত্যর্থঃ পাঠান্তরে অস্মাস্বনুরাগেণ শৈথিল্যং ব্রজতঃ অনুরাগং শিথিলং কুর্ব্বন্তঃ সন্তো বলয়ান্যপি করেষু শিথিলায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥২৯॥

ক্রূরহৃদয়ো নির্ঘৃণঃ তত্র হেতুঃ। এবমার্ত্তাস্মিতি ॥৩০॥৩১॥ ব্রজভূভাগং ব্রজপ্রান্তং ॥৩২॥ যবিতা বেগযুক্তাঃ অশ্বা যস্মিন্ রথে তেন ॥৩২॥

আহ্নিকাহ্নং মাধ্যাহ্নিকস্নানং দেবপূজাদি চ ॥৩৪॥৩৫॥ ভবদ্ভ্যাং তাবদত্রৈবাস্যতামিত্যক্রূরস্যোক্ত্যা তস্য মনসি বালাবেতৌ দুষ্টকংসসকাশং ময়া বৃথৈবানীতাবিতি সশঙ্কমিথালক্ষ্য জলে স্বীয়মৈশ্বরং রূপং তাভ্যাং দর্শিতমসৌ দৃষ্ট্বা তুষ্টাবেত্যাহ। ফণাসহস্রেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি। ফণানাং সহস্রস্য মালয়া পংক্ত্যা যুক্তং কুন্দানাং মালেবাতিশ্বেতমঙ্গং যস্য তম্ ॥৩৬॥ বাসুকিরম্ভাদ্যৈঃ সর্পৈস্তম্ ॥৩৭॥৩৮॥৩৯॥৪০॥৪১॥৪২॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥ ৪৬॥ বিজ্ঞাতঃ সদ্ভাবঃ তয়োঃ পরমার্থে যেন সঃ সর্ব্বেষাং যদ্বিজ্ঞানং তন্ময়ন্ ॥৪৭॥ নৈকরূপো অনেকরূপঃ স চাসৌ একস্বরূপশ্চ তস্মৈ কার্য্যকারণরূপায় ॥৪৮॥

হে অচিন্ত্য হবির্ভূতায় যৎ পুরুষেণ হবিষেতি শ্রুতেঃ। অবিজ্ঞাতঃ পারোঽন্তো যস্য তস্মৈ। প্রকৃতেঃ পরায় তামতিক্রম্য স্থিতায় আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি শ্রুতেঃ ॥৪৯॥ ভূতাত্মা মহাভূতরূপঃ। ইন্দ্রিয়াত্মা ইন্দ্রিয়রূপঃ। প্রধানাত্মা প্রকৃতিরূপঃ। আত্মা ভূতাদিত্রিতয়োপাধিপুরুষঃ পরমাত্মা নিরুপাধিঃ ॥৫০॥ হে সর্ব্ব সমস্তভূতরূপ সর্ব্বস্যাত্মন্ অতএব ক্ষরাক্ষরময় ঈশ্বর ক্ষরাক্ষরনিয়ামকঃ তদুক্তং গীতাসু। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ইতি। কল্পনাভিগুণোপাধিভিব্রহ্মাদিসংজ্ঞাভিরুদীরিতস্ততঃ ॥৫১॥

অনাখ্যেয়স্বরূপঃ অনির্দ্দেশ্যাহস্বরূপ আত্মা স্বভাবো যস্য। অনাখ্যেয়ং স্বরূপং আত্মা মূর্ত্তিশ্চ যস্যেতি বা। অনাখ্যেয়ং প্রয়ো

জনং যস্য আপ্তকামত্বেন লীলাব্যতিরেকেণ সৃষ্ট্যাদিপ্রয়োজনস্যানাখ্যেয়ত্বাৎ। যদ্বা অনাখ্যেয়প্রয়োজনং নিগুণানন্দস্তদ্রূপ। অনাখ্যেয়ানি অভিধানানি যস্য তং অনামত্বাদনন্তনামত্বাদ্বা ॥৫২॥ তত্রানামত্বে হেতুমাহ ন যত্রেতি ॥৫৩॥ মায়য়ানন্তনামত্বমাহ ন কল্পনামিতি ॥৫৪॥ রূপানন্ত্যেনানন্তনামত্বং প্রপঞ্চয়ন্নাহ সর্ব্বার্থাস্বমিতি ত্রিভিঃ ॥৫৫॥৫৬॥ সূর্য্যগভস্তিরূপ ইতি সূর্য্যরশ্মিরূপেণ বর্ষন্ ভবাঙ্কুরাচরং বিশ্বং সৃজতি। গভস্তিরূপঃ প্রকাশাত্মা। সদিতি পদং বাচকং যস্য তদক্ষরং তব রূপং তস্মৈ তু স লোপে চতুর্থী তং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ ॥৫৭॥ চতুর্ব্যূহরূপং প্রণমতি ওঁ নম ইতি ॥৫৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিস্মিতে অক্ষিণী যস্য তথাভূতোঽক্রূরস্তদাভবৎ ॥৪॥৫॥ তেনাশ্চর্য্যবরেণ ভবতৈবাহমত্র জলে চাত্র চ সঙ্গতোস্মি। অতো জল এব বিশেষেণাশ্চর্য্যং কিং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ ॥৭॥ রথে স্থিতং মাং জলে ত্বং দৃষ্টবানিতি মোহয়ন্নিবাহ তৎ কিমেতেনেতি পরমেশ্বরে সাক্ষাদ্দৃষ্টেপি বিলম্বে সতি কংসঃ কুপ্যেদিতি কংসাদ্বিভেমি অতঃ পরপিণ্ডং অন্যৈর্দ্দত্তমন্নং যে উপজীবন্তি তেষাং জন্ম ধিক ॥৮॥ বাতস্যেব রংহো বেগো যেষাং তান্ ॥৯॥ কৃষ্ণমায়ামোহিতঃ সন্ কংসভয়াদিব তৌ শিক্ষয়ন্নাহ পদ্ভ্যাং যুবাং যাতং গচ্ছতম্ ॥১০॥

যতো যুবয়োঃ কৃতে যুষ্মন্নিমিত্তং নিরস্যতে আক্ষিপ্যতে ॥১১॥১২॥১৩॥ রজকো বস্ত্রাণাং নির্ণেজকঃ। সএব তানি ধাতুভী রঞ্জয়ন্ রঙ্গকারঃ তম্ ॥১৪॥ প্রসাদঃ রূঢ়বিস্ময়ঃ রাজ্ঞঃ প্রসাদেন গর্ব্বমারূঢ় ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥১৯॥২০॥ প্রসাদপরমৌ অনুগ্রহপরৌ ॥২১॥ কামতস্তদিচ্ছাতঃ পুষ্পাণি দত্ত্বা পুনশ্চৈতানি চারূণি অথৈতানি ততোঽপি চারূণীতি প্রলোভয়ন্ অনুরাগং জনয়ন্ দদৌ ॥২২॥২৩॥ মৎসংশ্রয়া মম বক্ষসি স্থিতা শ্রীস্ত্বাং ন ত্যক্ষ্যতি সর্ব্বসম্পৎপ্রদৈরনুগ্রহকটাক্ষৈস্ত্বামবলোকয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥ যাবৎ সূর্য্যো ধরিষ্যতি স্থাস্যতি ॥২৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অনুলেপনভাজনসহিতাং কুব্জাম্ ॥১॥২॥ তস্য দর্শনেন বলাৎকৃত্বা আক্লিষ্টচিত্তা সতী প্রাহ ॥৩॥ অনুলেপনকর্ম্মণি গন্ধবস্তুনাং সাধনে কংসেন নিযুক্তাং নৈকবক্রা ত্রিবক্রেত্যর্থঃ ॥৪॥ অন্যেন পিষ্টং গন্ধবস্তুযোগেন সংমর্দ্দিতং কংসস্য প্রীতয়ে ন ভবতি অতোঽহং মতীবাস্য কংসস্য প্রসাদধনভাজনং প্রীতিদানস্য পাত্রভূতা ॥৫॥

ত্বসদৃশং বর্ণানুরূপম্ ॥৬॥৭॥ কুঙ্কুমাদিবর্ণকৈঃ কপোলবক্ষঃস্থলভুজাদিষু পত্রভঙ্গিরচনা ভক্তিচ্ছেদঃ ভক্তিচ্ছেদবিধিনানুলিপ্তাঙ্গৌ অতএব চিত্রবর্ণানুলেপনেন সাঙ্গকান্ত্যা চ তয়োরিন্দ্রচাপসহিতসিতকৃষ্ণাম্বুদসাদৃশ্যম্ ॥৮॥

অনুলেপনার্পণফলং সম্যগেব দর্শিতবানিত্যাহ। অত ইতি

সার্দ্ধেন উল্লাপনমৃজুকরণং পাঠান্তরে উল্লাপনমরোগাকরণং তৎ-প্রকারস্তঃ শৌরিঃ মধ্যমাতর্জনীরূপদ্ব্যঙ্গুলোপলক্ষিতেনাগ্রপাণিনা পাণ্যগ্রেণ চিবুকে মুখস্যাধস্তাৎ উৎপাট্য উদ্ধৃত্য তোলয়ামাস উচ্চালিতবান্ ॥৯॥ স্বপাদ্ভ্যাং চ পাদয়োস্তাঞ্চকর্ষ আক্রান্তবান্ এবং তামৃজুত্বমনয়ন্ ॥১০॥ বিলাসেন কটাক্ষনিরীক্ষণাদিনা ললিতং যথা ভবত্যেবং প্রাহ লালিত্যমেবাহ প্রেমগর্ভভরালসং প্রেমাতিশয়েন মন্থরং যথা ভবত্যেবম্ ॥১১॥ কংসং হত্বা বন্ধূনাং সৌখ্যং বিধায় ভবত্যা গেহমায়াস্য ইতি তাং প্রস্থাপিতবান্। অসময় এব স্ত্রীণাং কামাতুরত্বং দৃষ্ট্বৈব জহাস চ ॥১২॥১৩॥ আযোগং আভিমুখ্যেন প্রাপ্তযোগং পূজায়াম্ভূদেশ্যং পাঠান্তরে আযোগ্যং সমন্তাৎ যোজ্যং বহুভির্যোজ্যমিতার্থঃ। ধনুরত্নং শ্রেষ্ঠং ধনুঃ ক্বাস্তীতি পৃষ্টৈঃ রক্ষিভিস্তস্মিন্নাখ্যাতে সতি ॥১৪॥১৫॥

অনুযুক্তৌ আক্ষিপ্তৌ অবরুদ্ধাবিতি বা ॥১৬॥১৭॥১৮॥১৯॥ ন্যায়তঃ মল্লশাস্ত্রোক্তমার্গেণ অন্যায়তঃ তদতিক্রমেণ বা সামান্যং সমানম্ ॥২০॥২১॥২২॥ উপাকৃতান্ উপকল্পিতান্ ॥২৩॥২৪॥ মল্লপ্রাশ্নিকাঃ মল্লযুদ্ধেষু যুক্তাযুক্তপরিক্ষকাস্তেষাং বর্গঃ সমূহঃ ॥২৫॥২৬॥২৭॥২৮॥ পুত্রগৃদ্ধিনী পুত্রক্ষেমাভিকাঙ্ক্ষিণী পুত্রস্য মুখং দ্রক্ষ্যামীতি স্থিতা ॥২৯॥ মদাসৃগনুলিপ্তাঙ্গৌ গজস্য মদরক্তাভ্যামুক্ষিতগাত্রৌ গজস্য দন্তাবেব বরায়ুধৌ যয়োস্তৌ ॥৩০॥৩১॥৩২॥৩৩॥৩৪॥৩৫॥৩৬॥৩৭॥ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরিতি ব্যধিকরণে ষষ্ঠী। সর্ব্বভূতস্য ব্যাপ্যবর্গস্য যো বিষ্ণুর্ব্যাপকস্তস্য। অস্য হেতুগর্ভং বিশেষণং অখিলজন্মনঃ সর্ব্বকারণস্যাংশো মহীমবতীর্ণ ইতি সম্বন্ধঃ ॥৩৮॥৪০॥ রাজান্তঃপুরযোষিতাং সমূহ ইতি শেষঃ ॥৪১॥

স্ত্রীণাং বিস্ময়োক্তিমাহ সখ্য ইত্যাদি নবভিঃ। গজযুদ্ধকৃতে

নায়াসেন স্বেদাম্বুকণিকাভিরাচিতং ব্যাপ্তম্ ॥৪২॥ অবশ্যায়জলোক্ষিতং হিমবার্য্যলঙ্কৃতং শরৎকালীনমম্ভোজং পরিভূয় স্বশোভাধিক্যেন তিরস্কৃত্য স্থিতং সুখং পশ্যত তেন চ দৃশোর্জন্ম সফলং ক্রিয়তাম্ ॥৪৩॥ মহদ্ধাম মহত্যা লক্ষ্ম্যা দেব্যা ধাম আশ্রয়ভূতং বক্ষঃ। বিপক্ষক্ষপণঞ্চ ভুজযুগ্মং বিলোক্যতাম্ ॥৪৪॥৪৫॥ বল্গতা প্রনৃত্যতা ॥৪৬॥৪৭॥ বজ্রবৎ কঠিনমাভোগি বিশালং শরীরং যস্য সঃ ॥৪৮॥৪৯॥ সমুপেক্ষ্যতে ন নিবার্য্যতে ॥৫০॥ বদ্ধকক্ষঃ দৃঢ়ীকৃতপরিকরঃ সন্ জনস্যাস্য রঙ্গমধ্যে ববল্গ ননর্ত্ত ॥৫১॥৫২॥৫৩॥

সন্নিপাতৈঃ পরস্পরসংশ্লেষৈঃ অবধূতৈরর্ব্বাকৃপাতনৈঃ ক্ষেপণৈঃ দৃঢ়ং আকৃষ্য নিরসনৈঃ। মুষ্টিভির্মুষ্টিপ্রপাতৈঃ কীলনিপাতনৈঃ কূর্পরেণ ঘাতৈঃ বজ্রনিপাতনৈঃ অরত্নিদ্বয়েন ঘাতৈঃ কীলবজ্রনিপাতৈরিতি পাঠে কীলবৎ বজ্রবচ্চ নিপাতো যেষামিতি মুষ্টিবিশেষণং পাদোদ্ভূতৈঃ পদ্ভ্যামুৎক্ষেপণৈঃ প্রমৃষ্টৈঃ সর্ব্বাবয়বসংশ্লেষেণ পিণ্ডীকরণৈঃ ॥৫৪॥৫৫॥৫৬॥ বলেন শৌর্য্যেণ প্রাণেন চ দেহশক্ত্যা বিনিষ্পাদ্যম্ ॥৫৭॥

প্রাণহানিং বলক্ষয়ং অগ্র্যাং আদ্যাং প্রাগদৃষ্টামিত্যর্থঃ। লবাল্লবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ॥৫৮॥ খেদাৎ কোপাচ্চ নিজশেখরে স্বশিরোভূষণে স্থিতং কেশরঞ্জালয়তা বারং বারং ধুন্বতা তেন চানুরেণ ॥৫৯॥৬০॥৬১॥ শতগুণং শতবারং ॥৬২॥৬৩॥ তৎকালং তস্মিন্নেব কালে ॥৬৪॥৬৫॥৬৬॥৬৭॥ ববল্গতুঃ নৃত্যঞ্চক্রতুঃ ॥৬৮॥ ব্যাপৃতান্ সর্ব্বতঃ স্থিতান্ সমাজৌঘাৎ সমাজস্থানাং লোকানাং সমূহাৎ ॥৬৯॥৭০॥ বসু ধনম্ ॥৭১॥৭২॥ নিঃশেষস্য জগতো আধারেণ অভিব্যাপ্য ধারণেন গুরুণা ॥৭৪॥ মৃতস্য দেহস্যাপ্যাকর্ষণং পিত্রোঃ পরিতোষার্থম্ ॥৭৫॥

কৃষ্যতা আকৃষ্যমাণেন তেন দেহেন পরিখা কৃতা ॥৭৬॥৭৭॥৭৮॥৭৯॥

স্মৃতজন্মোক্তবচনাদিদিতি স্তুতোঽহং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে সফলং দেবি সংজাতং জাতোঽহং। যত্তবোদরাদিদিতি ভগবতা জন্মসময়ে যদুক্তং বচনং তৎ স্মৃতং যাভ্যাং তৌ ॥৮০॥ হে কেশব সীদতাং প্রাণিনাং প্রসীদ। যথা দেবানাঞ্চ বুরো ভূতাংরহরণলক্ষণো দক্ষঃ। তথাবয়োশ্চ প্রসাদেন পুত্রত্বেনোৎপন্ন্যা কৃতোদ্ধারোঽসি কৃত উদ্ধারঃ সংসার উদ্ধরণং যেন তথা ভূতোঽসি। পাঠান্তরে আবয়োর্গং প্রসাদঃ কৃতঃ পুত্রো ভবিষ্যামি তোবং প্রতিজ্ঞালক্ষণং স চ কৃতোদ্ধারঃ কৃতাবিষ্কারঃ স্ফুটীকৃৎ ইতি যাবৎ এবমন্যেষামপি সীদতাং প্রসন্নো ভবেত্যর্থঃ ॥৮১॥ কিঞ্চ যদুশাপাভিভূতং চাস্মৎকুলং পবিত্রীকৃতমিত্যাহ। আরাধিত ইতি নচৈতাবতা ত্বং মৎপুত্রঃ পরমেশ্বরত্বাদিত্যাশয়েনাহ ত্বমন্তরিতিদ্বাভ্যাম্। কিঞ্চ মদারাধনং নিমিত্তীকৃত্য দুর্বৃত্তানাং নিধনায় ত্বং মদ্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি ॥৮২॥৮৩॥৮৪॥ যস্ত্বেতন্মম চ দেবক্যাশ্চ মনস্ত্বয্যাত্মজ ইতি প্রীত্যা সাপত্যভাবং ভ্রান্তিযুক্তং জায়তে তৎ অপহাস্য তৈব ॥৮৫॥

এতদেব স্পষ্টয়তি ক কর্ত্তেতি ত্রিভিঃ ॥৮৬॥৮৭॥ ক্বোৎসঙ্গোৎসঙ্গশয়নঃ উদরান্তর্ব্বর্ত্তী ভূত্বা ॥৮৮॥ তদেবং পরমেশ্বর ইতি জ্ঞাত্বা প্রার্থয়তে স ত্বমিতি। অংশাবতারকরণৈর্ব্বিশ্বং পাহি। জগদেতৎ ত্বত্তো ভবতি ॥৮৯॥ ত্বন্মায়ামোহিতেন ময়া ত্বয্যেতাবন্তং কালং যা পুত্রবুদ্ধিঃ কৃতা অধুনা তু সা বুদ্ধির্নিবৃত্তেত্যাহ মায়াবিমোহিতেতি। হে অপাস্তভয় ॥৯০॥ মমত্বাভাবে হেতুমাহ কর্ম্মাণীতি। যস্য তব কর্ম্মাণি রুদ্রাদীনামপি সাধ্যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি চ প্রত্যক্ষতঃ সর্ব্বৈর্জনৈর্নালপিতুং শক্যন্তে স ত্বং সাক্ষাৎ বিষ্ণুরেব জগতামুপকারায় নোঽস্মান্ প্রাপ্তোঽসীতি পরিগতঃ সম্যগ্জ্ঞাতোঽসি অতি বিমোহো বিগতঃ বিনষ্টঃ ॥৯১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অথ একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

তয়োর্মোহায় যদুচক্রস্য চ মোহায় মায়াং বিস্তারিতবান্ ॥১॥২॥ অপূজনং পূজাবিরুদ্ধমন্যৎ কুর্ব্বতামিত্যর্থঃ ॥৩॥৪॥৫॥ পৌরমাননং পৌরাণাং সম্মানম্ ॥৬॥৭॥৮॥৯॥১০॥ হতানাং কৃতমৌর্দ্ধদেহিকং শ্রাদ্ধাদি যেন তম্ ॥১১॥১২॥ কার্য্যেণ নিমিত্তেন মানুষঃ ॥১৩॥ বক্তব্যমাহ অলং গর্ব্বেণেত্যাদি পাদোনদ্বাভ্যাম্ ॥১৪॥১৫॥১৬॥ ১৭॥১৮॥ কাশ্যং বারাণস্যাং জাতম্ ॥১৯॥২০॥ সরহস্যং অস্ত্রমন্ত্রোপনিষৎসহিতম্। সংগ্রহঃ শাস্ত্রপ্রয়োগস্তৎসহিতমধীতবন্তৌ ॥২১॥২২॥ অতীন্দ্রিয়ং অন্যত্রাদৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥২৪॥ পূর্ব্বশরীরিণং পূর্ব্বং তস্য যাদৃশং শরীরমাসীত্তাদৃশশরীরযুক্তং স্বমায়য়া নির্ম্মায় দদৌ ॥৩০॥৩১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অস্তিপ্রাপ্তিসংজ্ঞে জরাসন্ধস্য সুতে। তয়োর্ভর্ত্তৃহণং কংসহন্তারম্ ॥১॥ মগধাধিপতির্জরাসন্ধঃ সযাদবং যাদবৈঃ সহ হরিম্ ॥২॥ সৈন্যস্য চ ত্রয়োবিংশত্যাক্ষৌহিণীভির্বৃতঃ ॥৩॥ তস্য বলিভিঃ সৈনিকৈঃ সহ ॥৪॥৫॥৬॥৭॥৮॥ তং নির্জ্জিতং নামন্যত পুনস্তদাগমস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। পাঠান্তরে তেনৈব নির্জিতমাত্মানমমন্যত ইত্যর্থঃ ॥৯॥১০॥ ননু. চক্রিণঃ সন্নিধিমাত্রমাহাত্ম্যং তত্র ভবতি স্বয়মেবানেকবিধাস্ত্রপ্রয়োগাত্তত্রাহ। মনুষ্যধর্ম্মশীলস্যেতি ॥১৪॥

লীলাত্বমেব প্রপঞ্চয়তি মনসৈবেতি যাবৎ সমাপ্তি ॥১৫॥১৬॥১৭॥ ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ ॥১৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ক্বচিৎ পলায়নং করোতীত্যুক্তস্য পলায়নস্য প্রস্তাবায় কাল-যবনোৎপত্ত্যাদিপ্রকারমাখ্যায়িকয়া বর্ণয়তি গার্গ্যমিত্যাদিনা মথু-রাং পুরো যযাবিত্যন্তেন। গার্গ্যঞ্চ শ্যালো অনপত্যত্বাৎ ষণ্ড ইত্যু-পহসন্নুক্তবান্ ॥১॥২॥ স চ গার্গ্যো মহাদেবমারাধয়ন্নয়ঃ চূর্ণং ব্রত-রূপেণাভক্ষয়ৎ ॥৩॥ তদেবং লব্ধবরমাগতং জ্ঞাত্বা অনাত্মজোঽপুত্রো যবনেশঃ স্বভার্য্যায়াং পুত্রোৎপাদনায় প্রার্থয়িত্বা সংপূজয়া মাস অলিসন্নিভঃ ভৃঙ্গবৎ কৃষ্ণবর্ণঃ ॥৪॥ বজ্রাগ্রবৎ কঠিনৌ রসম্ ॥৫॥৬॥৭॥ ছিন্নযান ইতি অন্তরান্তরা শ্রান্তং গজাশ্বাদি বাহনং ত্যক্ত্বা বাহনান্তরেণ পূর্ব্বমেব তত্র তত্র স্থাপিতেনাব্যবচ্ছিন্নং যথা ভব-ত্যেবং ত্বরয়া মথুরাং প্রযযাবিত্যর্থঃ ॥৮॥

কৃষ্ণোঽপীতি। একতঃ কালযবনে অন্যতশ্চ মাগধে প্রাপ্ন-বতি শ্রীকৃষ্ণশ্চিন্তয়ামাস কথং যবনেন রণে যুদ্ধে তেন ক্ষয়িতং ক্ষীণপ্রায়ং যাদবং বলং মাগধস্য গম্যং জয্যম্ ॥৯॥ তেন চ ক্ষয়িতং স কালযবনো বলী হন্তা হনিষ্যতি তদেবং দ্বিধা উভ-য়তো যদূনাং ব্যসনং প্রাপ্তম্ ॥১০॥ তস্মাদ্দুর্গং করিষ্যামীতি ॥১১॥ কিঞ্চ মহীতি মত্তে মত্তাদিনা প্রমত্তে বসিতে প্রবসিতে অন্যত্র গতে ॥১২॥ দ্বাদশযোজনানি ভূমিং সমুদ্রং যাচিতবান্ ॥১৩॥

মহান্‌ বপ্রো যস্যাঃ প্রাকারাধারভূতা কৃত্রিমৌচ্ছ্রিতা ভূমের্বপ্র-সংজ্ঞা প্রাকারগৃহসম্বাধাং দুর্গৈর্গৃহৈশ্চ সংকীর্ণাম্‌ ॥১৪॥১৫॥ আবসিতে পুরমবকধ্য নিবেশিতে ॥১৬॥

: স যবনস্তং বাসুদেবং নারদোক্তৈল ক্ষণৈর্জ্ঞাত্বা অনুযাতঃ। অন্বধাবৎ। কথং ভূতং মহাযোগিনাঞ্চেতোভিরপি যো ন প্রাপ্যতে তং ॥১৭॥১৮॥১৯॥ তৎক্রোধজেনেতি তৎক্রোধোদ্দীপিতেন স্বদেহ-জেনেত্যর্থঃ ॥২০॥ তস্য ভস্মীভাবে কারণমিত্তিহাসেনাহ সহীতি দ্বাভ্যাম্‌ ॥২১॥ হরের্জন্ম ভবিষ্যতীতি মে গর্গেণ কথিতম্‌ ॥২৫॥ গর্গেণ কথিতো হরিস্ত্বমেবেত্যত্র লিঙ্গান্যাহ তথাহীতি সার্দ্ধ-দ্বাভ্যাম্‌ ॥২৮॥ ত্বং হি প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা অতো মমাশুভং হর ॥২৯॥৩০॥ ব্যাপি সর্ব্বকার্য্যানুগতং অজন্ম অবিকারি জন্মাদিবিকারশূন্যম্‌॥৩১॥ আদ্যন্তবির্জ্জিতং দেশতোঽপ্যপরিচ্ছিন্নম্‌ ॥৩২॥ যথা জলাশয়া মৃগ-তৃষ্ণামূঢ়ৈর্গৃহ্যন্তে তথা দুঃখান্যেব সুখবুদ্ধ্যা গৃহীতানি ।৩৭॥৪২॥ ততো নরকেষু নিজক্রিয়াহুতি ইব কর্ম্মজং দুঃখং পাপ্নুবন্তি তব স্বরূ-পমজানন্তঃ ॥৪৩॥ মমত্বঞ্চ তন্নিমিত্তো গর্ব্বশ্চ স এব গর্ত্তস্তন্মধ্যে ভ্রমামি ॥৪৪॥ পরমপদরূপত্বং যতস্ত্বত্তো ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি ভং ত্বাং পরিণতধাম্নি পরিপক্কযোগিনামাশ্রয়ে নির্ব্বাণে ॥৪৫॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

কৃতানাং কাম্যানাং কর্ম্মণাং ফলমাদৌ ভুংক্ষ্ব। জন্মান্তরে তু মোক্ষং দাস্যামীত্যাহ। যথাভিবাঞ্ছিতানিতি দ্বাভ্যাম্‌ ॥২॥ মম

সত্বশুদ্ধ্যভাবাদ্ভগবতৈবমুক্তমিতি মত্বাসৌ তপস্তপ্তুং যযাবিত্যাহ ইত্যুক্ত ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪।৫॥ উপায়েন মুচুকুন্দদৃশা ॥৬।৭॥ কৃষ্ণো একাকোব গিরিগুহাং গত্বা যবনং পাতয়িত্বা দ্বারকামাগতঃ। তথা রামোঽপ্যেকাকী গোবর্দ্ধনং গত্বা কালিন্দ্যাকর্ষণাদিকং কৃত্বা-গত ইতি বক্ষ্যন্নাহ বলদেবোঽপীত্যাদিনা যাবদুত্তরাধ্যায়সমাপ্তে জ্ঞাতীনাং দর্শনে সোৎকণ্ঠঃ ঔৎসুক্যবান্ ॥৮।৯॥ জ্যেষ্ঠৈঃ সং-পরিষ্বক্তঃ কনিষ্ঠান্ পরিষস্বজে সমৈর্হাস্যং চক্রে ॥১০॥

হলায়ুধং প্রতি কাশ্চিদেগাপ্যঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ প্রেমকুপিতাঃ প্রোচুঃ তা এবাপরাঃ সের্ষ্যং প্রোচুঃ ॥১১॥ তত্র কৃষ্ণবল্লভানাং প্রশ্নমাহ গোপ্য ইত্যাদি সপ্তভিঃ। চলৎপ্রেমলব আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ ॥১২॥ তদেবাহুঃ। অস্মাদিতি অস্মাকং গ্রাম্যাণাং চেষ্টামুপহসন্ সৌভাগ্যমানং সোভাগ্যগর্ব্বমধিকং কশ্চিন্ন করোতি প্রায়শঃ করোতীতি সের্ষ্যঃ প্রশ্নঃ ॥১৩॥ বিদগ্ধমন্যা ঊচুঃ কশ্চি-দিতি গীতেনানুগমনমনুবৃত্তিং স্বগাত্রানুগুণমস্মদ্গানং কলং মধুরং ক্কচিৎ স্মরতি ন বেত্যর্থঃ প্রণয়কোপাদাহুঃ। অপ্যসৌ মাত-রমিতি ॥১৪॥

নির্ব্বেদাদূচুঃ অথবেতি। যথাস্মাভির্ব্বিনা তস্য স্থিতিস্তথা-স্মাকমপি তেন বিনা দুঃখেনাপি তাবৎ স্থিতির্ভবিষ্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥১৫॥ শোকতপ্তা ঊচুঃ পিতা মাতেতি। অক্রুতজ্ঞেষু ধ্বজ ঈদৃশঃ প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥১৬॥ আশাবদ্ধা ঊচুঃ তথাপীতি। অক্র-ষ্ণেতি ছেদঃ ধবলেত্যর্থঃ। অথবা কৃষ্ণবেশাদ্রামস্য কৃষ্ণেতি সং-বুদ্ধিঃ ॥১৭॥ নৈরাশ্যাৎ পরস্পরমূচুঃ দামোদর ইতি অসাবিতি রামং লক্ষ্যীকৃত্য কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ততয়া দামোদর গোবিন্দ ইতি চ তমেবাভিদধতোঽস্মাসু বিগতপ্রীতিত্বাৎ দুর্দ্দর্শঃ প্রতিভা-তীতি রামমেবলিক্ষ্যোচুঃ। পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়েণ বা ॥১৮॥ পুনশ্চ

কৃষ্ণবার্ত্তাঃ প্রষ্টুং হেকৃষ্ণ হেদামোদরেতি চ সংরাম এবাভিমন্ত্রি-তস্তাভিঃ যতো হরিণা হৃতচেতসঃ ততঃ সহস্রা স্বীয়ং কৃষ্ণনাম্না রামসম্বোধনলক্ষণং মোহং জ্ঞাত্বা স্বস্বরমুচ্চৈর্জহসুঃ ॥১৭॥ সাম্না প্রিয়োক্ত্যা মধুরৈঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈরাশ্বাসিতাঃ ॥২১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে রামব্রজাগমনং নাম

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মদিরায়াস্তর্ষং পানেচ্ছাম্ ॥৫॥৭॥ অভ্যস্তুং ঘর্ম্মাম্ভঃ কণিকা এব মৌক্তিকানি তৈরুজ্জ্বলঃ। স্নাতুমিচ্ছামি ইত্যুবাচেতি শেষঃ ॥৮॥৯॥ কোপাত্তদপরাধস্মরণার্থা নায়াসি নায়াসীতি বীপ্সা যদি শক্তোঽসি তর্হি স্বেচ্ছয়াগম্যতাম্ ॥১০॥১২॥ শৌর্য্যবলে শৌর্য্যঞ্চ বলঞ্চাবজানাসি ॥১৩॥১৪॥ কান্তির্লক্ষ্মীঃ অবতংসোৎপলং একস্য কর্ণস্যাভরণার্থমুৎপলং অন্যস্য চৈকং কুণ্ডলং গৃহীত্বা তথা হরিবংশে লক্ষ্মীবাক্যম্। যাতরূপময়ঞ্চৈকং কুণ্ডলং রত্নভূষণম্। আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাদি দিব্যং শ্রবণভূষণম্। দেবেমাং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পৌরাণীং ভূষণক্রিয়ামিতি ॥১৫॥১৮॥ অথ শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহান্ পুত্রাংশ্চ বক্ষ্যন্নাদৌ তাবৎ জ্যেষ্ঠস্য শ্রীরামস্য পূর্ব্বোক্তং বিবাহাদিকমনুস্মারয়তি রেবতীমিতি ॥১৯॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

॥১॥২॥ ...ণাং কন্যাং দদৌ চেতি বাচা দত্তবানিত্যর্থঃ॥৩॥৪॥৫॥ পুরাদ্বহিরম্বিকাপূজার্থং বিনির্গতাং হৃতবান্ হরিঃ। বিপক্ষভারং বিপক্ষৈঃ সহ কার্য্যং যুদ্ধাদিসংরম্ভং রামাদিষ্বাসজ্য আরোপ্য ॥৬॥৭॥৮॥ কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা রুক্মী অন্বধাবৎ ॥৯॥ পাতিত এব কেবলং ন তু হতঃ রুক্মিণীভ্রাতৃত্বাৎ ॥১০॥১১॥১২॥১৩॥ রাক্ষসেন রাক্ষসো যুদ্ধহরণাদিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেন ॥১৪॥ মদনাংশঃ কামস্যাংশভূতঃ। অতএব পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ শম্বরোঽয়ং জহার যশ্চ তং হতবান্ ॥১৫॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কালসম্বরঃ মৃত্যুতুল্যঃ সম্বরঃ॥২॥ গ্রাহৈকগ্রে ভয়ঙ্করে॥৩॥ ন মমার ভগবদ্বীর্য্যজত্বাৎ। কামাংশত্বাচ্চ ন হি কামো জলাদিভিঃ সংহ্রিয়তে॥৪॥ মৎস্যবন্ধৈর্ম্মৎস্যঘাতিভিঃ॥৫॥ তস্য মায়াবতী নাম পত্নীতি মায়ারূপেণ তস্য পত্নীত্বেবং মোহোৎপাদনাৎ তৎপত্নীতি ব্যবহারঃ। যদ্বা নাম পত্নী পত্নী নামমাত্রেণেত্যুচ্যতে। বস্তুতস্ত্বনিন্দিতা পতিব্রতা কামস্য ভার্য্যেত্যর্থঃ এতচ্চাগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতি॥৬॥ দগ্ধস্য রুদ্রকোপাগ্নিনেতি॥৭॥ বিশ্রব্ধা প্রত্যয়যুক্তা সতী পরিপালয়েত্যনেন তদ্ভর্ত্তা কামোঽয়মিতি সূচিতম্॥১০॥১১॥ যৌবনোদ্ভেদেন তারুণ্যবিস্তারেণ ভূষিতো যদাভূৎ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

প্রসজ্জন্তীং কাৎতঃ সজ্জমানাং অপাহায় হিত্বা ॥১৪॥১৫॥১৬॥১৭॥ ১৮॥১৯॥ অতিসাদৃশ্যাৎ. কৃষ্ণোঽয়মিতি সংকল্পো মনোবৃত্তির্যাসাং তাঃ ॥২০॥২১॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥ মদিরেক্ষণা মদিরেব মাদকমীক্ষণং যস্যাঃ সা ॥২৮॥৩১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বীর্য্যবানিতি. বীর্য্যবন্তমিত্যর্থঃ। প্রদ্যুম্নস্তু প্রাগেবোক্তঃ ॥২॥৩॥ জাম্ববত্যেব রোহিণীসংজ্ঞা। অতো ন সংখ্যাধিক্যং অতএব তস্যাঃ ঋক্ষজাতিত্বাৎ কামরূপিণীতি বিশেষণম্। কেচিত্তু রোহিণী নাম পট্টমহিষীতুল্যা অন্যৈবেতি প্রাহুঃ। তথাচোপরিষ্টাত্তয়োঃ সন্তানভেদোক্তিরুপপদ্যতে ॥৪॥ হরেস্তনয়ঙ্কৃতমে ইতি শেষঃ। শৌরিণা স্পর্দ্ধমানোঽপি রুক্মী দদৌ ॥৮॥ স্পর্দ্ধাফলং বক্তুমাহ, তস্যা বিবাহে ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি ॥৯॥১০॥১১॥

তথাপ্যস্য দ্যূতে মহদ্ব্যসনমস্তি ॥১২॥১৩॥ বলভদ্রো নিষ্কাণাং সুবর্ণচতুষ্টয়ানাং দশসহস্রাণি পণমাদদে। তানি চ রুক্মী অজয়ৎ ॥১৪॥ স্বনবৎ সশব্দং যথা ভবত্যেবং জহাস ॥১৫॥ দ্যূতে অবিজ্ঞো জ্ঞানশূন্যঃ মুধা বৃথৈব অক্ষাবলেপান্ধঃ। অক্ষজ্ঞানগর্ব্বমূঢ়ঃ স্বম্ আত্মানম্ ॥১৬॥ প্রকাশদশনাননং বিবৃতদন্তমাননং যস্য তৎ দুষ্টানি বাক্যানি যস্য তম্ ॥১৭॥ গ্লহং পণম্ ॥১৮॥ তং গ্লহং তৎ রুক্মিণমুচ্চৈঃ সামর্ষম্ অলীকোক্তৈর্মিথ্যাভাষণৈঃ ॥১৯॥

ময়া জিতমিত্যত্র রুক্মিণা হেতুমাহ ত্বয়োক্তোঽয়মিতি ॥২০॥

যদুক্তং রুক্মিণা ময়েবৈধোঽনুমোদিত ইতি তত্রাহ অশরীরবাক্ ॥২১॥ অনুক্ত্বাপাতি, অনুমোদকবচনমনুক্ত্বাপি কর্ম্মণৈবাক্ষপাতনাদিরূপেণানুমোদনং কৃতং ভবতি। অন্যথা অনুমোদনোত্তরকালীনস্যাক্ষপাতনাদেঃ কর্ম্মণোঽসম্ভবাৎ ॥২২॥ অষ্টাপদেন অক্ষদ্যূতফলকেন ॥২৩॥২৪॥ জাতরূপময়ং স্বর্ণময়ং মহান্তং স্তম্ভং সভামণ্ডপস্থমাক্রম্য তেনৈব জঘান ॥২৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইদানীং ভৌমবধপ্রসঙ্গেন হরেঃ সহস্রশো ভার্য্যালাভং বক্তুং তাবদিন্দ্রাগমনাদিমাহ, দ্বারবত্যামিত্যাদিনা প্রবিমৃশ্যতামিত্যন্তেন ॥১॥৫॥ যজ্বিনাং যজ্ঞাংশাঃ যজ্ঞভাগাস্তেষাং সংপ্রাপ্ত্যা ॥৬॥১০॥ কুণ্ডলে জহার ॥১১॥ দুর্নীতমন্যায়ঃ ॥১২॥ সংপ্রতি কার্য্যার্থং মামুপসর্পতি কৃতকার্য্যস্তু পারিজাতার্থং ময়া বিরোৎস্যত ইতি স্মিতং কৃত্বা ॥১৩॥ সঞ্চিন্তিতং স্মৃতিমাত্রেণোপগতম্। সত্যভামাং সমারোপ্যেত্যত্র হরিবংশোক্তং কারণং দ্রষ্টব্যম্। তত্রাথা নারদানীতে পারিজাতকুসুমে রুক্মিণ্যৈ দত্তে তদীর্ষ্যাপ্রকুপিতাং সত্যভামাং সান্ত্বয়তা ভগবতোক্তং তুভ্যং পারিজাততরুমেবাহরিষ্যামীতি তদর্থং তাং নিন্যে ইতি ॥১৪॥১৫ ॥

ক্ষুরান্তৈঃ ক্ষুরধারাবত্তীক্ষ্ণৈঃ মৌরবৈঃ মুরুসংজ্ঞেন রাক্ষসেন নির্ম্মিতৈরাচিতা ব্যাপ্তা ভূরাসীৎ ॥১৬।৭॥ সপ্তসহস্রাণি পরিমাণং যেষাং তান্ ॥২৮।৯॥ মহৎ সৈন্যং যস্য তেন ॥২০॥ জগতাং ত্বং কর্ত্তা

উৎপাদকঃ। বিকর্ত্তা বিশেষেণ বৃষ্ট্যাদিনা কর্ত্তা পোষকঃ। প্রভবস্তস্মাদিতি প্রভব উপাদানকারণম্। অপিযন্ত্যস্মিন্নিত্যপ্যয়ো লয়স্থানম্। অতএব জগদ্রূপশ্চ ত্বং অতস্তব প্রভাবাদিকং কিং ময়া স্তূয়তে কথং স্তোতুং শক্যতে ॥২৬॥ ইতশ্চ স্তোতুং ন শক্যমিত্যাহ, ব্যাপীতি দ্বাভ্যাম্ ॥২৭॥২৮॥ কিঞ্চ অদোষায় দোষনিবৃত্ত্যর্থং ত্বৎপুত্ত্রোঽপি ত্বয়ৈব নিপাতিতঃ। বধদণ্ডেন নিষ্পাপঃ কৃতঃ কিমত্র ময়া প্রার্থ্যমিতি ভাবঃ ॥২৯॥৩১॥ ষট্‌সহস্রান্ ষট্ সহস্রাণি সংখ্যা যেষাং তান্। নিযুতানি লক্ষাণি ॥২৩॥৫॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

উপগ্লাসীৎ বাদিতবান্ ॥২।৩॥৪। তৎপ্রবণং, তদেকাগ্রম্ ॥৫॥ সনাতনাত্মন্! নিত্যমূর্ত্তে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্। ভূতাত্মন্! ভূতরূপ, ভূতভাবন ভূতোৎপাদক ॥৬॥ প্রণেতা কর্ত্তা গুণাত্মকেত্যনেন তমসা ভূতভাবনত্বং সত্ত্বেন মনসঃ প্রণেতৃত্বং রজস চ বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রণেতৃত্বং সমর্থ্যতে। বস্তুতস্তু ত্রিগুণাতীত অতো নির্দ্বন্দ্ব। এবংভূততয়া শুদ্ধসত্ত্বানাং জ্ঞানিনাং হৃদি স্থিত ॥৭॥ সিতদীর্ঘাদ্যাভির্বর্ণপরিমাণাদ্যাভির্নিঃশেষাভিঃ কল্পনাভিঃ পরিবর্জ্জিত। জন্মাদিভির্বিকারৈরসংস্পৃষ্ট, স্বপ্নাদ্যবস্থাভিঃ পরিবর্জ্জিত ॥ ৮ ॥ ৯ ব্রহ্মাদিসংজ্ঞাভিঃ স্বমূর্ত্তিভিঃ স্বয়মেব সৃষ্ট্যাদীনাং কর্ত্তা। কর্ত্তৃপতিঃ। অবান্তরসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃণাং দক্ষাদীনাং পতিঃ॥ ১০।১১ ॥ পূর্য্যন্তে গলন্তে চেতি পুদ্গলাঃ বৃদ্ধ্যপক্ষয়ভাজো যেঽবয়বাস্তদা-

শ্রয়াঃ দেহভেদাঃ। যথাহুঃ। পূরণাৎ পালনাদ্দেহে পুত্কালাঃ পর মাণব ইতি॥১৩॥ অথ মায়াস্বরূপানুবাদপূর্ব্বকং তন্নিবৃত্তিং প্রার্থয়ন্তে মায়া, তবেত্যাদিনা নারিং নয়েত্যন্তেন। অজ্ঞাতপরমার্থানাং জীবানামতিমোহিনী। মোহনমেবাহ অনাত্মনীতি॥১৪॥ এতৎ স্পষ্টয়তি, সংসারস্য মাতুর্জনন্যাস্তব মায়য়াশ্চেষ্টিতম্॥১৫॥ বিষ্ণুমায়য়া যে মহান্ত আবর্ত্তাঃ স্বদেহেহহংমমাভিমানাঃ তেষু মোহান্ধতমসং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিনিবেশরূপং তেনাবৃতাঃ॥১৭॥১৮॥১৯॥

স্বদোষজঃ স্বকর্ম্মজঃ॥২০॥ জ্ঞানসদ্ভাবভূতং বিদ্বানহমিত্যভিমানাত্মকম্॥২১॥ প্রহস্য হাসেন মোহয়িত্বা সুরারণিং সুরাণাং জন্মভূমিং মাতরম্॥২৪॥ মোহিতা সত্যুবাচ এবমস্ত্বিত্যাদি॥২৫॥২৬॥ নিঃকুটার্থায় গৃহোদ্যানার্থম্॥৩৩॥৩৪॥৩৫॥ কেশপক্ষেণ বহুকেশভরেণ॥৩৬॥ ঔৎসুক্যাৎ স্ত্রিয়োঽনর্থং ন জানন্তীতি প্রহস্য॥৩৯॥৪০॥ নিষ্কৃতিং যাস্যতি প্রতীকারং করিষ্যতি॥৪১॥ বিপাককটু পরিণামেঽনর্থকরম্॥৪২॥৪৭॥

স্বভর্ত্রা নিবারণং কারয়॥৪৮॥৫১॥ সজ্জাঃ সন্নদ্ধাঃ॥৫২॥৫৩॥ অস্ত্রং মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্ত্রং, তদিতরৎ॥৫৫॥৫৬॥ চঞ্চ্বা তুণ্ডেন॥৫৭॥৬০॥ অস্তাঃ নিরস্তাঃ॥৬১॥ বক্ত্রেণ ভক্ষয়ন্। পক্ষাভ্যাং তাড়য়ন্ নখরাঙ্কুরৈর্দ্দারয়ন্॥৬২॥ সোল্লুণ্ঠমাহ ত্রৈলোক্যেশ্বরেতি ত্রিভিঃ পারিজাতস্রগাভোগা তন্মালাভিব্যাপ্তা সতী॥৬৮॥

কিমর্থং তর্হি বিগ্রহঃ কৃতঃ তত্রাহ যতীতি ত্রিভিঃ। পত্যো গর্ব্বস্তন্নিমিত্তেনাবলেপেন মদেন॥৭৩॥ পতিগর্বাপবন্ধেপং শচ্যা দোষমুক্তাবাব্য স্বভর্ত্তৃশ্লাঘনপরাহমিতি বদন্ত্যাস্তস্যা অপি তয় সাম্যমাপন্নং পরিহরতি রূপেণ গর্বিতেতি॥৭৪॥ চণ্ডি ধৃষ্টে সখ্যুর্শ্চিত্রভূতস্য মম খেদহেতুভিরুক্তিবিস্তরৈরলম্॥৭৫॥ ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসীতি যদুক্তং তত্রাহ ন চাপীতি ত্রিভিঃ॥৭৬॥ যস্মাদুপাদান

কারণভূতাৎ স্বতশ্চ নিমিত্তকারণভূতাৎ জগদ্ভুৎ ভবিষ্যতি চেত্যর্থঃ ॥৭৭॥ অকৃতমৈশ্বর্য্যং স্বতঃসিদ্ধমৈশ্বর্য্যং ন তু কর্ম্মনিমিত্তমৈশ্বর্য্যং তস্যেত্যর্থঃ। জগদুপকৃতয়ে স্বেচ্ছয়া গৃহীতমর্ত্ত্যাবতারম্ ॥৭৮॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

উচিতাস্পদং যথোচিতং স্থানম্ ॥৩।৪॥ তৎ তব যথাদৃষ্টমাত্রং রূপং জানীমঃ ন তু তব সূক্ষ্মরূপবিদঃ ॥৫॥ শল্যনিষ্কর্ষং কণ্টকোদ্ধারম্ ॥৬॥ ন চ মমাপ্যাত্যন্তিকঃ পারিজাতবিয়োগ ইত্যাহ মর্ত্ত্যলোক ইতি ॥৭॥ প্রসক্তৈরনুষক্তৈরনুগচ্ছদ্ভিঃ সিদ্ধাদিভিঃ স্তূয়মানঃ ॥৮॥১০॥ পৌর্ব্বিকীং পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধিনীম্ ॥১১॥ অমানুষান্ দেহবন্ধান্ স্বদেহান্ দেবাকারান্ দদৃশুঃ তস্য জাতিস্মারকত্বাৎ ॥১২॥ পরিগ্রহান্ বিবাহার্থমবরুদ্ধাঃ কন্যাঃ ॥১৩॥১৪॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বোক্তপুত্রানুবাদপূর্ব্বকং হরেঃ সর্ব্বান্ পুত্রানাহ, প্রদ্যুম্নাদ্যা ইত্যাদি পঞ্চভিঃ ॥১॥২॥ শৈব্যায়াং মিত্রবিন্দায়াম্ ॥৩॥৫॥ অনিরুদ্ধস্য বিবাহান্তরং বক্তুং প্রদ্যুম্নাদ্যনুবাদঃ প্রদ্যুম্ন ইতি ॥৬॥৭॥ যত্র যস্মিন্ বিবাহে যুদ্ধমভূৎ। যত্র যুদ্ধে বাণস্য বাহূনাং সুহৃত্রং

চক্রিণা ছিন্নম্ ॥৮॥১০॥ তদাশ্রয়াং স্বভর্ত্রা সহ ক্রীড়াবিষয়াং স্পৃহাং চক্রে ॥১১॥ ইত্যুক্তে তয়া গৌর্য্যা সা ঊষা ভর্ত্তা বৃত্তিরাত্মনঃ কদা স্যাদিতি মতিং চক্রে ॥১২॥ অভিভবম্ আক্রম্য সংভোগম্ ॥১৪॥ ১৫॥ ঔৎসুক্যাৎ কান্তভ্রান্ত্যা ক গতোঽসীতি সখীমেবোক্তবতী ॥ ১৬॥১৭॥ অভ্যবাদয়ৎ আভিমুখ্যেন যথাবৃত্তমূষামবাদয়ৎ কথন-মকারয়ৎ ॥১৮॥ দেব্যা যথোদিতং স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতীতি তথৈব তস্য ভর্ত্তুঃ প্রাপ্তাবুপায়শ্চ যথোদিতঃ ॥১৯॥২০॥ মনুষ্যেষু কান্ত-সাজাত্যাৎ দৃষ্টিং দদৌ তত্রাপ্যন্ধকবৃষ্ণিষু কান্তসমানদেশত্বাৎ॥২১॥ কৃষ্ণরামৌ তু শ্বশুরপ্রদ্যুম্নসদৃশৌ বিলোক্য লজ্জয়া জড়েবাসীৎ। প্রদ্যুম্নদর্শনে তস্য কান্তসাদৃশ্যেন শ্বশুরত্বনিশ্চয়াদ্ ব্রীড়াযুক্তা দৃষ্টিমন্যতো নিন্যে॥২২॥২৩॥ যোগগামিনী যোগবলাদাকাশ-গামিনী ॥২৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ যুদ্ধে বাণবাহুচ্ছেদং বক্ষ্যন্ শম্ভোরপি তৎসম্মতমিতি দর্শ-য়ন্নাহ বাণোঽপীতি চতুর্ভিঃ। অগ্রে অনিরুদ্ধাগমনাৎ প্রাক্ ॥১॥২॥ পিশিতাশিনো মাংসভুজো, জনান্ পিশাচাদীন্ আনন্দয়ন্তীতি শম্ভোর্ব্বাক্যং শ্রুত্বা কৃষ্ণো গৃহমাগত্য তং ময়ূরচিহ্নধ্বজং ভগ্ন-মালোক্য পুনর্হর্ষান্তরং যযাবিতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥৪॥৬॥ তেন বাণেন ব্যাদিষ্টং সৈন্যং পরবীরহা অনিরুদ্ধো জঘান ॥৭॥৯॥ অনিরুদ্ধে-ত্যত্রার্য সন্ধিঃ। অনিরুদ্ধঃ ক যাত ইতি জল্পতামিত্যর্থঃ ॥১০॥

নারদবাক্যাদেব যোগবিদ্যানিপুণয়া চিত্রলেখয়া নীতং শোণিতপুরে বর্ত্তমানং তং শ্রুত্বা অমরৈর্নীত ইতি প্রত্যয়ং নিশ্চয়ং জগ্মুঃ। পারিজাতাহরণে পরাভূতৈরমরৈঃ প্রণীতঃ স্যাদিতি শঙ্কাং জহুরিত্যর্থঃ ॥১১॥ প্রমথৈরুদ্রপার্ষদৈঃ ॥ ১৩॥ ১৪ ॥ ত্রিপাত্ভস্মপ্রহরণস্ত্রিশিরা রক্তলোচন ইতি মন্ত্রলিঙ্গাত্তস্য জ্বরস্য প্রহরণভূতং যদ্ভস্ম তস্য স্পর্শাৎ সম্ভূতস্তাপো যস্য বলদেবস্য স তথা তপ্তোঽপি তেন তাপেন চামীলিতাক্ষোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাত্তদালিঙ্গনাৎ শ্রমং স্বাস্থ্যমবাপ। পাঠান্তরে তদ্ভস্মস্পর্শাৎ সম্ভূততাপং যৎ কৃষ্ণস্যাঙ্গং তস্য সঙ্গমাৎ স্পর্শাদ্বলদেবোঽপি শ্রমং তাপমবাপেত্যর্থঃ ॥১৫॥ ততঃ স মাহেশ্বরো জ্বরো বিষ্ণোর্দ্দেহং প্রবিশ্য তেন সহ যুদ্ধ্যমানস্তদানীমেব সৃষ্টেন বৈষ্ণবেন জ্বরেণ তদ্দেহাদ্বহির্নিঃসারিতঃ ॥১৬॥ ১৭ ॥ লয়ং সৌক্ষ্ম্যং নিন্যে ন তু নাশং ভগবতৈব জ্বরদ্বয়কার্য্যব্যবস্থাপনাৎ। তদুক্তং হরিবংশে "যুবাং জ্বরৌ জ্বরয়তী পীড়ায়াং মরণে প্রভূ। পীড়নে তু ভবানস্তু মরণে মামকো জ্বরঃ" ইতি ॥১৮॥ ১৯॥ অগ্নীন্ পঞ্চ আহবনীয়-গার্হপত্য-দক্ষিণাগ্নি-সভ্যাবসথ্যান্ ॥২০ ॥২১॥ অস্ত্রাণামংশুভিঃ প্রকর্ষেণ তাপিতাঃ সন্তঃ ॥২২॥

প্রলয়ো নূনমাগত ইতি মেনিরে ॥২৩॥ প্রণেশুঃ পলায়িতাঃ ॥ ২৪ ॥ জম্ভাভিভূতঃ আলস্যব্যাপ্তঃ রথোপস্থে রথপৃষ্ঠে ॥২৫॥ কৃষ্ণস্য হুঙ্কারেণ নির্দ্ধূতা নিরস্তা শক্তিরায়ুধং যস্য স গুহশ্চাপক্রান্তঃ ॥২৬॥২৮॥ ধর্ম্মতঃ যুদ্ধধর্ম্মাৎ প্রভ্রশ্য বাণসৈন্যং প্রলায়ত পলায়নমকরোৎ ॥২৯॥ অবপোথিতং প্রতাড়িতং চক্রিণা চ বাণৈস্তাড়িতং স্ববলং বাণো দদর্শ ॥৩০॥ সমসন্যতোরিত্যাদি বাক্যান্তরম্। কায়ত্রাণং কবচং তদ্ভেদকানিষূন্ পরস্পরং সম্যগস্যতোঃ ক্ষিপতোঃ কৃষ্ণবাণয়োর্ম্মধ্যে কৃষ্ণস্তু বাণেন প্রযুক্তান্ শরাংশ্চিচ্ছেদ ॥ ৩২॥৩৩॥ অস্ত্রে চ প্রাচুর্য্যেণ সীদতি সতি ॥৩৪॥ অর্কশতাং-

ঘাতস্থ যত্তেজস্তৎসদৃশী দ্যুতির্যস্য তদ্দৈত্যচক্রঘাতকং সুদর্শনং চক্রং জগ্রাহ ॥৩৫॥ কোটরী নাম দৈতেয়ানাং বিদ্যা মন্ত্রময়ী কুলদেবতা রুদ্রাণ্যা অষ্টমোঽংশঃ ॥৩৬॥৩৭॥ অসুরৈরপাস্তস্য শস্ত্রৌঘস্য ক্ষপণে আদৃতং সাদরম্ ॥ ৪৬ ॥ মত্তোঽবিভিন্নমিতি ছেদঃ ॥৪৭॥৫০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমেঽংশে
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—o—

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

দিব্যানাং দিবি ভবানাং চেষ্টা পরাক্রমস্তদ্বিঘাতকৃত্তিরস্কর্ত্তা ॥২।৩॥ পৌণ্ড্রকঃ পৌণ্ড্রদেশজঃ প্রাকৃতৈর্জ্জনৈঃ সংস্তবদ্ভির্বাসুদেবোঽবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তঃ সন্ ॥৪॥ সত্যমেবাহং বাসুদেবোঽবতীর্ণ ইতি স মেনে ॥৫॥৭॥ সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বুদ্ধিসংনিহিতং পৌণ্ড্রকমতিসন্ধায়োক্তম্। (চিহ্নং) চক্রং ক্ষিপ্ত্বা তং হনিষ্যামীতি ভাবঃ ॥৮॥

এতৎ স্পষ্টয়ন্নাহ বাচ্যশ্চেতি চতুর্ভিঃ। তদ্বাক্যস্য সম্ভাবোযাথার্থ্যম্ ॥৯॥ নিজচিহ্নং মচ্চিহ্নং চক্রং ত্বয়ি প্রয়োক্ষ্যে ॥১০॥১১॥ শরণং ত্বদীয়ং পুরং সমভ্যেত্য ত্বত্তো যথা মে ভয়ং ভূয়ো ন ভবিষ্যতি তথা কর্ত্তাস্মি করিষ্যামি ত্বাং হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥১২॥ হস্তিভিঃ অশ্বৈশ্চ বলিনা নিস্ত্রিংশায়ুধৈঃ শালিনা শ্লাঘ্যেন ॥২৪॥

অপিচ তাবানুণ্যে স্থিতঃ সন্ যুযুধে ॥২৫॥ ২৭॥ প্রথমং কিমেতৎ ততশ্চ জ্ঞাত্বৈতৎ কেন বা ছিন্নমিত্যাহ ॥২৮॥৩০॥ পিতৃহন্তুর্বধায় প্রার্থনীয়া কৃত্যা সমুত্তিষ্ঠত্বিতি বব্রে ন তু তং হন্ত্বিতি ॥৩১॥ শঙ্করেণাপ্যেবং ভবিষ্যতীতি তস্যাঃ সমুত্থানমাত্রমেবানুমতমিতি ন

বিরোধঃ। তৈস্তৈবাভিঃর্ত্তুরেব নত্বভিচর্য্যমাণস্য ॥৩২॥ জ্বলন্ কেশকলাপো যস্যাঃ সা ॥৩৩॥ ত্রাসেন বিচলন্তি লোচনানি যস্য সঃ। ৩৪॥ বহ্নিজ্বালা এব জটারূপাঃ সংশ্লিষ্টা অলকা যস্যাস্তাং জহীতি চক্রমুৎসৃষ্টম্ ॥৩৬॥

অগ্নিমালাভির্জ্জটিলা চাসৌ জ্বালানামুদ্গারৈশ্চাতিভীষণা চ তাম্ ॥ পাঠান্তরে চক্রবিশেষণম্ ॥৩৭॥ ননাশ অপলায়ত ॥৩৮॥৪১॥ ভূভৃতাং রাজ্ঞাং ভৃত্যৈঃ পৌরৈশ্চ সহিতাম্ ॥৪২॥৪৩॥ অক্ষীণামর্ষম্ অগতক্রোধং অতএবাল্পস্য কৃত্যাবারাণসীদাহাদেঃ সাধ্যস্য সাধনেন সুস্পৃহং পুনঃ কার্য্যান্তরসাধনায় সাকাঙ্ক্ষমিত্যর্থঃ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ঃ।

যথা সকলবলজনকোশাদিসহিতাং বারাণসীং বিষ্ণুচক্রং দদাহ। তথৈব সর্ব্বসহিতাং হস্তিনাপুরং বলভদ্রো গঙ্গায়াং প্রক্ষেপ্তুমুদ্যত ইতি বক্তুং তৎপ্রস্তাবমাহ, দুর্য্যোধনস্যেত্যাদিনা বিবিশুর্গজসাহ্বয়মিত্যন্তেন। স্বয়ম্বরে কৃতক্ষণাং লব্ধাবসরাম্ ॥৪॥ মদেন লোলং চপলং কলাঙ্করঞ্চ যথা ভবত্যেবং প্রাহ ॥৭॥ তৎ পুরং বিবেশেতি স্বোক্তাকরণে যোদ্ধুং তৎ পুরঞ্চ গঙ্গায়াং প্রক্ষেপ্তুমিচ্ছন্। উদকঞ্চাপ্যর্ঘ্যং রামায় দত্তবন্তঃ।৯॥ বিড়ম্বিতৈরস্মদনুকরণৈর্ধৃতৈর্যদূনাং নৃপার্হৈর্লাঞ্ছনৈরলম্। তান্যপহরিষ্যাম ইতি ভাবঃ ॥১৪॥১৫॥ অস্মাভির্মানিতত্বাৎ সা প্রণতিরদ্য ন কৃতা চেত্তথাপ্যস্য মাস্ত্ব কেয়মাজ্ঞা স্বামিনীতি। বয়ং স্বামিনো যাদবাস্ত্বস্মদনুজ্ঞ্যাঃ। অত আজ্ঞা ন যুক্তা কিন্তু বিজ্ঞাপয়তীতি বক্তব্য-

মিতি ভাবঃ ॥ ১৬॥ নীতির্যৎ প্রীত্যা নাবলোকিতেতি হীনানামতিসম্মানো ন কার্য্য ইত্যেবংভূতা রাজনীতির্যুষ্মাসু প্রীত্যাস্মাভির্ন বিচারিতা অতোহস্মাকমেবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ ॥১৭।১৮॥ ন মুঞ্চাম ইতি কৃতৈকনিশ্চয়াঃ কৃতৈকমত্যাঃ ॥১৯॥ অধিক্ষেপজন্মনা তিরস্কারকৃতেন ॥২০।২১॥ অসারাণাং বলহীনানাম্ ।২২॥

কৌরবাণাং মহীপতিত্বং স্বতঃ। অস্মাকন্তু কালজম্ আগন্তুকমেতৎ প্রসাদজমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি ইন্দ্রাদীনপ্যাজ্ঞাপয়তে যস্তস্য যে কুরব আজ্ঞাং ন মন্যন্তে নাদ্রিয়ন্তে কিন্তু তল্লঙ্ঘনমেব মন্যন্তে ॥২৩॥ আজ্ঞাপীত্যস্যাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি, আজ্ঞাং প্রতীচ্ছেদিতি ॥২৪॥২৭॥ যমজৌ নকুলসহদেবৌ ॥২৮॥ কর্ষণার্থমধোমুখং প্রাকারবপ্রে দুর্গস্য মূলদেশে ॥৩১॥ আঘূর্ণিতং বিচলিতম্ ॥৩৩॥

নির্যাতিতঃ সমর্পিতঃ ॥৩৪॥৩৫॥৩৬॥৩৭॥ উদ্বাহহরণেন পরিবর্হেণ ভার্য্যয়া চ সমন্বিতম্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামিতি যদুক্তং তদেব বিবৃণোতি, কৃতং যদন্যদিতি ॥৩৯॥১॥২॥৩॥৪॥৫॥৬॥৭॥ রৈবতো দ্বারকায়াঃ পূর্ব্বতো গিরিস্তৎসম্বন্ধিন্যুদ্যানে ॥১০॥ বিলসল্ললনা বিলাসিন্যঃ, তাসাং মৌলয়ঃ মূর্দ্ধন্যাঃ তাসাং মধ্যগঃ ॥১১॥ বিড়ম্বনাং ভ্রূক্ষেপদন্তদর্শনাদিবিক্রিয়াম্ ॥১১॥ পীয়তে ইতি পানং মদিরা তৎপূর্ণান্ করকান্ কলশান্ ॥১৩॥১৮॥ অদীর্য্যত বিদীর্ণমভূৎ ॥১৯॥২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়ঃ।

—০—

সপ্তত্রিংশাধ্যায়ঃ ।

দুষ্টক্ষিতীশানাঞ্চ বধং চক্রে ।১। ফাল্গুনেন সমং তৎসারথ্যেন চ ক্ষিতের্ভারমবতারয়ামাস ।২।৩। মানুষ্যং মনুষ্যনাট্যং, সাংশঃ বল-প্রদ্যুম্নাদিসহিতঃ ।৫।৬। ভাবিকার্য্যং যাদবসংহারস্তেন প্রযুক্তাঃ । ৭ ৮। দিব্যমলৌকিকং ভগবন্মতং তজ্জ্ঞানসম্পন্নাঃ বিপ্রলব্ধাঃ প্রতারিতাঃ ।৯। উগ্রসেনায়াচচক্ষুঃ ন তু শ্রীকৃষ্ণায় ।১০। উগ্র-সেনোঽপি শ্রীকৃষ্ণমবিজ্ঞাপ্যৈব স্বয়ং তদায়সং মুষলং চূর্ণমকারয়ৎ । অনেন চ বিনাশকালে তেষাং কৃষ্ণবৈমুখ্যং সূচিতম্ । স চ চূর্ণঃ । তচ্চূর্ণং মহোদধৌ প্রক্ষিপ্তং স তদ্বেলায়াং লগ্নম্ । এরকা ধারা-ত্রয়োপেতাস্তৃণভেদা ভূত্বা জজ্ঞে । একেন মুষলেন বহূনাং পরস্পরং প্রহরণাসম্ভবাৎ চূর্ণদ্বারা তদেব বহুধা পরিণতমিতি ভাবঃ । তোম-রাকৃতি তদগ্রসদৃশম্ ।১২। ঘাতিভির্মৎস্যঘাতিভির্ঘাতিতস্য তস্যো-দরাৎ জরাসংজ্ঞো লুব্ধো ব্যাধো জগ্রাহ । স চ জরাধিষ্ঠাতৃদেব-তাংশো যদুবংশ্য এব ব্যাধত্বং প্রাপ্ত ইতি হরিবংশে প্রসিদ্ধম্ ।১৩। ১৬। পঞ্চবিংশত্যধিকং শতং শরচ্ছতং ব্যতীতায়, পঞ্চবিংশাধিক মিতি শুকোক্তঃ ।১৭।১৯। যথাকালং স্বকার্য্যসিদ্ধৌ সত্যাম্ ।২০। ব্রহ্মশাপমিষেণ ময়ৈব প্রারব্ধঃ ।২১। তৎ কিমর্থং যাদবক্ষয়ঃ, প্রারব্ধঃ তত্রাহ, ভুব ইতি । অনির্বাহিতৈঃ অসংহৃতৈঃ ।২২।২৩। প্রাপ্ত এবাস্মীতি মন্তব্যঃ ।২৪। যদূনাং কুমারো বালোঽপি তেভ্যো নাপচীয়তে ন্যূনো ন ভবতি ।২৫। ভগবানপি স্বয়মেব দৃষ্টানুৎ-পাতান্ দদর্শ । তত্র দিব্যা গ্রহযুদ্ধাদয়ঃ, ভৌমা ভূকম্পাদয়ঃ, অন্তরিক্ষগাঃ দিগ্দাহোল্কাপাতাদয়ঃ ।২৮।

দ্বারকায়াং মরণে আধিকারিকদেবাংশানাং যাদবানাং মুক্তিঃ স্যাৎ । তন্মাভূদিতি স্বর্লোকাবাপ্তিস্থানং প্রভাসং গন্তুং প্ররো-

চয়ন্নাহ, এষামুৎপাতানামুপশমার্থং প্রভাসং গচ্ছামেতি ।২৯।৩৪। অনুমোদিতঃ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশেনানুগৃহীতঃ।৩৫।৩৬।৩৭। সংঘর্ষেণ স্পর্দ্ধয়াঽতিবাদোঽধিক্ষেপঃ স এবেন্ধনমুদ্দীপকো যস্যাঽসৌ কলহরূপোঽগ্নির্জজ্ঞে ।৩৮। দৈববলাৎকৃতাঃ কৃষ্ণবিমোহিতাঃ এরকাং মুষলচূর্ণজাং শ্রীকৃষ্ণেন প্রাগেব প্রভাসপ্রান্তে উৎপাদিতত্বাৎ প্রত্যাসন্নাম্ ।৩৯। সংপ্রহারে যুদ্ধে ।৩৯। নিবার্য্যমাণাস্তে যাদবাঃ কেশবং তেষাং স্বস্বপ্রতিপক্ষাণাং সহায়ং প্রাপ্তং মেনিরে। অতস্তদ্বাক্যমনাদৃত্য পরস্পরং তে চ জঘ্নুঃ ।৪২। সোঽপ্যেরকামুষ্টিস্তদা পুনর্লোহময়ং মুষলমেবাসীৎ ।৪৩। আততায়িনঃ স্ববধে প্রবৃত্তান্। ৪৪।৪৬ ৪৭।৪৮। চংক্রমমাণৌ তত্র তত্র ভ্রমন্তৌ ।৪৯। আত্মনি পরং ব্রহ্ম সমারোপ্য ব্রহ্মৈবাহমিতি ধ্যাত্বা তমাত্মানং সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ। সর্ব্বভূতান্যপ্যহমেবেতি দধ্যাবিত্যর্থঃ।৪৯।৫০ এতচ্চাপ্রচ্যুতব্রহ্মভাবে ভগবতি লোকসংগ্রহমাত্রং দ্রষ্টব্যম্ ।৫৯। দুর্ব্বাসা যদুবাচ তদ্দ্বিজবচঃ সংমানয়ন্ জানুনি পাদং কৃত্বার্দ্ধাসনেনোপবিশ্য যোগযুক্তোঽভবৎ এবঞ্চ কিল ভারতে কথা। কদাচিদুন্মত্তবেশং দুর্ব্বাসসমতিথিং ভগবান্ ভোজয়ামাস। তদা চ স্বাঙ্গং তদুচ্ছিষ্টেন লিম্পন্ পাদৌ নালিম্পৎ। তদা চ কুপিতঃ স প্রাহ, তব পাদতলং মরণস্থানং ভবিষ্যতীতি। তদেতদ্বাক্যং সংমানয়িতুং তথোপবিষ্ট ইতি ।৬১। মুষলাবশেষলোহমেব একস্মিন্ খণ্ডে শায়কে ন্যস্তং তোমরাকারং শল্যং যেন সঃ ।৬২।৬৮। ত্রিবিধাং গতিং ত্রিগুণাত্মিকাম্ ।৬৯।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং পঞ্চমাংশে
সপ্তত্রিংশাধ্যায়ঃ।

অষ্টত্রিংশাধ্যায়ঃ ।

তৎসঙ্গেন যঃ আহ্লাদস্তেন শীতলপ্রায়ম্ ।৩।৭। অবতীর্ণ আবির্ভূতং কালকায়ঃ মলিনাঙ্গঃ ।৭।৮।১০। পঞ্চনদাখ্যদেশে ।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭। যষ্টিপ্রহরণাঃ দণ্ডায়ুধাঃ লোপ্ত্রহারিণঃ পরস্বগ্রাহিণঃ ।১৮। যদি মুমূর্ষবো ন স্থ ন ভবথ ।১৯।২১। অস্ত্রাণি তত্তমন্ত্রান্ ।২৩।৩। খাণ্ডবদাহে অগ্নিনা দত্তাঃ ভবক্ষয়ে উদ্ভবনাশে । ২৪।২৬। ধনুষ্কোট্যা চাপাগ্রেণ দণ্ডেনের জঘান । জহস্তুর্দণ্ডপ্রহারেঃর্জ্জুনাদপি তেষামেব বৈদগ্ধ্যাৎ ।১৭। মুষিতো বঞ্চিতো· ঽস্মি ।২৯। একপদে একস্মিন্নেব ক্ষণে । অশ্রোত্রিয়ে বেদবর্জ্জিতে ।৩০।৩৪। ইন্দ্রপ্রস্থাদাজাহ্নবং গচ্ছন্নর্জ্জুনঃ ক্বচিৎ কাননাশ্রয়ং ব্যাসং দদর্শ॥৩৫॥ কথমীদৃশোঽত্যন্তং বিচ্ছায়ো নিঃশ্রীকোঽসীতি চিরমুবাচ পৃচ্ছ্যমানো দুঃখবশাত্তস্মিন্ প্রতিবক্তুমশক্নুবতি চিরং পুনঃ পুনরুবাচেত্যর্থঃ ॥৩৬॥ স্বয়মেব নিঃশ্রীকত্বে হেতূন্ বহুধা বিকল্পয়ন্নাহ, অবীরজ ইতি পঞ্চভিঃ। অবীরজানাং রজোঽনু তৎপৃষ্ঠতঃ কিং গমনং কৃতম্? উপলক্ষণঞ্চৈতন্নিষিদ্ধানামজখরাদিরজসাম্ অনুগমনস্য। অবীরজোঽনুগমনং রজস্বলাগমনং বা স্যাৎ স্ত্রীধর্ম্মিণ্যবীরজা ইত্যমরঃ। অয়ং মাং রক্ষিষ্যতীতি কস্যচিদ্ যা দৃঢ়া আশা তস্যা ভঙ্গেন বা দুঃখা ।৩৭। সন্তানার্থম্ উদ্বোঢ়ুকামো ধনার্থী সান্তানিকঃ। আদিশব্দাদনুক্তান্যপ্যপ্রত্যাখ্যেয়ানি গৃহ্যন্তে। তদ্ যথা সান্তানিকং যাজমানমাধ্বরং সর্ব্ববেদসম্। গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপলাপিন ইতি ॥৩৮॥৪১॥ তোয়পূর্ণে ঘটে নীয়মানে ঘটত উচ্চলত্তোয়েনোক্ষিতঃ সিক্তঃ ॥৪১॥ ৪২॥ বলং শক্তিস্তেজঃ সামর্থ্যং বীর্য্যং প্রভাবঃ পরাক্রমো বিক্রান্তিঃ শ্রীঃ সম্পৎ ছায়া কান্তিঃ ॥৪৩॥ ইতরেণ প্রাকৃতেন মিত্রেণেব। মৃগাদিবিভীষিকার্থং ক্ষেত্রেষু নির্ম্মিতাস্তৃণময়া ধন্বিন

ইব বয়ং জাতাঃ ॥৪৬॥ অঙ্গরাজাদ্যাঃ কর্ণাদ্যাঃ ॥৪৭॥ নির্গতং যৌবনং শস্যাদিপ্রসবসামর্থ্যং যস্যাঃ সা নির্যৌবনা ॥৪৮॥

অগ্নিতুল্যে ময়ি শলভায়িতং শলভবদাচরিতম্ ॥ ৪৯ ॥ ৫০॥ অহং নাথঃ পালকো যেষাং তানি যততো যতমানস্য মামনাদৃত্য ॥ ৫১ ॥ কৃষ্ণ হে ব্যাস ॥৫২॥ ভবায় উদ্ভবায় কালমূলং কালাধীনম্ ॥ ৫৩॥৫৬॥৫৭॥৫৮॥ যথৈকস্মাৎ ন্যূনাৎ ত্বত্তো ভীষ্মাদীনাং পরাভবঃ কালকৃতঃ। তথৈব ন্যূনেভ্যঃ আভীরেভ্যঃ কালোদ্ভবঃ পরাভব ইত্যুপপাদয়তি ত্বয়েকেনেতি ষড়্ভিঃ ॥৬৪॥৬৫॥ সর্ব্বভূতানাং শরীরাণি সমাবিশ্য জগতঃ স্থিতিং নাশঞ্চ স এব করোতি ॥৬৬॥ ভবোদ্ভবে ভাগ্যস্যোদয়ে ভবান্তে ভাগ্যনাশে ॥৬৭॥৬৮॥৬৯॥৬০॥ তাসাঞ্চ স্ত্রীণাং দস্যুভির্হরণম্ অষ্টাবক্রশাপাৎ প্রাপ্তং কেন বারয়িতুং শক্যমিত্যাখ্যায়িকাং কথয়ন্নাহ, গৃহীতা ইত্যাদিনা. দস্যুহস্তং গমিষ্যথেত্যন্তেন ॥৭০॥ তুম্বুরুঃ প্রগীতৈঃ বাক্যৈঃ। প্রশশংসুশ্চ অপ্রগীতৈর্বাক্যৈঃ ॥৭০॥ বৈদিকাঃ বেদপ্রসিদ্ধাঃ ॥৭৭॥৭৮॥ উত্ততার বহির্নির্গতঃ ॥৭৯॥ গুহমানানাং হাসমপ্রকটয়ন্তীনাম্ ॥৮০॥ ৮১॥ পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং গমিষ্যথেতি প্রাহ ॥৮৩॥৮৫॥ মাহাত্ম্যং গৌরবম্ ॥৮৬ ॥ উন্নতেঃ সকাশাৎ পতনঞ্চ সঞ্চয়াদনন্তরং ক্ষয়শ্চ ॥৮৭॥ তাদৃশা হর্ষশোকবিহীনাঃ সন্তি ॥৮৮॥৮৯॥ তন্ত্রং সন্ত্যজ্য পরিকরং ত্যক্ত্বা ॥৮৮॥৯০॥ দৃষ্টং যদুকুলক্ষয়াদি। অনুভূতং আভীরেভ্যঃ পরাভবাদি ॥৯১॥৯২॥ কৃষ্ণলীলাং নিগময়তি ইত্যেতদিতি ॥৯৩॥

শ্রীপরানন্দপাদাব্জরজঃ শ্রীশ্রীধরো যতিঃ।
পঞ্চমাংশমিতি ব্যাখ্যাৎ স্বপ্রকাশাখ্যটীকয়া ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রণীতায়াং
পঞ্চমাংশে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তা চেয়ং পঞ্চমাংশটীকা।

পুরাণপ্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা ও বিষ্ণুর্থ-বৈদ্যনাথ নামক

বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত।

ষষ্ঠ অংশ।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা

মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ ৭৯ সংখ্যক ভবনে

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

বিষ্ণুপুরাণ।

ষষ্ঠ অংশ।

সূচী।

বিষ্ণু পুরাণ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোঽংশঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মৈত্রেয় উবাচ।

ব্যাখ্যাতা ভবতা সর্গ-বংশমন্বন্তরস্থিতিঃ!।
বংশানুচরিতঞ্চৈব বিস্তরেণ মহামুনে! ॥১॥
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তো যথাবদুপসংহৃতিম্।
মহাপ্রলয়সংস্থানং কল্পান্তে চ মহামুনে! ॥২॥

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয়! শ্রূয়তাং মত্তো যথাবদুপসংহৃতিঃ।
কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ো জায়তে যথা ॥৩॥

মৈত্রেয় কহিলেন। মহর্ষে! আপনি সমুদায় বংশ ও মন্বন্তর বিবরণ ও বংশানুচরিত বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিলেন।[১] এক্ষণে আপনকার নিকট আত্যন্তিক প্রলয় ও ব্রহ্মার দিনাবসানে যে রূপে মহাপ্রলয় হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।[২]

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয়! ব্রহ্মার দিনাবসান কালে ও প্রাকৃত প্রলয় সময়ে যে রূপে জগতের উপসংহার হয়, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।[৩] দ্বিজবর! মনুষ্যের এক

অহোরাত্রং পিতৄণান্তু মাসোঽব্দস্ত্রিদিবৌকসাম্।
চতুর্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণো দ্বে দ্বিজোত্তম! ॥৪॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু তৎ দ্বাদশভিরুচ্যতে ॥৫॥
চতুর্যুগান্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ।
আদ্যং কৃতযুগং মুক্ত্বা মৈত্রেয়ান্তে তথা কলিম্ ॥৬॥
আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ।
ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথান্তে চ কলৌ যুগে ॥৭॥

মৈত্রেয় উবাচ।

কলেঃ স্বরূপং ভগবন্! বিস্তরাদ্বক্তুমর্হসি।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবন্! যস্মিন্ বিপ্লবমৃচ্ছতি ॥৮॥

মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয়। ঐইরূপ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হইয়া থাকে। [৪] যুগচতুষ্টয়ের নাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরে এই চতুর্যুগ হইয়া থাকে। [৫] মৈত্রেয়! কল্পের প্রথম প্রবৃত্ত সত্যযুগ ও কল্পের শেষপ্রবৃত্ত কলিযুগ ব্যতীত আর আর সমুদায় চতুর্যুগ প্রায় এক রূপই হইয়া থাকে। [৬] কারণ প্রথম প্রবৃত্ত সত্যযুগে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বশেষ প্রবৃত্ত কলিযুগে তিনি সমুদায় সংহার করেন। [৭]

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! যে সময় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাদৃশ কলিযুগের স্বরূপ বিস্তারিত রূপে বলুন

পরাশর উবাচ।

কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় ! যদ্ভবান্ প্রষ্টুমিচ্ছতি।
তন্নিবোধ সমাসেন যং বর্ত্ততে যন্মহামুনে ! ॥৯॥
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বেদ-বিনিষ্পাদনহেতুকা ॥১০॥
বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্যগুরুসংস্থিতিঃ।
ন দাম্পত্যক্রমো নৈব বহ্নিদৈবাত্মকঃ ক্রমঃ ॥১১॥
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ।
সর্ব্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো যোগ্যঃ কন্যাবরোধনে ॥১২॥

পরাশর কহিলেন। মৈত্রেয় ! সংপ্রতি যে কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ। আমি এক্ষণে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ কর। [৯] এই কলিকালে মানবগণের প্রবৃত্তি ও আচারব্যবহার বর্ণের অনুরূপ ও আশ্রমের অনুরূপ নহে। কলিকালের মানবগণ ঋক্, যজু, ও সামবেদোক্ত বিধানানুসারে ক্রিয়াকাণ্ড করে না। [১০] ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে যে বিবাহ যাহার পক্ষে ধর্ম্মানুগত তাহা তাহার থাকে না। এ সময় গুরু, শিষ্যের প্রতি ও শিষ্য গুরুর প্রতি যথারীতি ব্যবহার করেন না। পত্নীর প্রতি পতির ও পতির প্রতি পত্নীর যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কলিযুগে তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। বহ্নিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাতে হোমাদি করা কলিতে রহিত হইয়া যায়। [১১] কলিকালে যে ব্যক্তি বলবান্, সে যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সকলের অধীশ্বর হইবে। কলিকালে যে কোন জাতীয় মনুষ্য যে কোন জাতীয়

যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ।
যৈব সৈব চ মৈত্রেয়! প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ ॥১৩॥
সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্বচনং দ্বিজ!।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ ॥১৪॥
উপবাসস্তথায়াসো বিত্তোৎসর্গস্তথা কলৌ।
ধর্ম্মো যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥১৫॥
বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ।
স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি॥১৬॥
সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চাপি ক্ষয়ং গতে।
কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥১৭॥

কন্যাকে বিবাহ করিবে।[১২] মৈত্রেয়! কলিকালের ব্রাহ্মণ যথারীতি দীক্ষিত হউন বা না হউন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সে সময় লোকরঞ্জনের নিমিত্ত নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিবে।[১৩] কলিকালে যে কোন ব্যক্তির যে কোন বচন হউক না কেন, সকলই শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। কলিকালে নানাপ্রকার মনঃকল্পিত দেবতার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রমের সৃষ্টি হইবে।[১৪] কলিকালে মনঃকল্পিত অনুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠিত উপবাস, আয়াস ও ধন দান প্রভৃতি ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।[১৫] কলিযুগে মানবগণ অল্পমাত্র ধনে গর্বিত হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রীলোকের কেশমাত্র আছে, তাহারও রূপের গর্ব্বের পরিসীমা থাকিবে না।[১৬] কলিযুগে যখন সুবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তখন রমণীগণ কেবল কেশকলাপ দ্বারা আপনাদিগকে অলঙ্কৃত বোধ করিবে।[১৭] কলিকালের

পরিত্যক্ষ্যন্তি ভর্ত্তারং বিত্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ।
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিত্তবানের যোষিতাম্ ॥১৮॥
যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা ॥১৯॥
গৃহান্তা দ্রব্যসংঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।
অর্থাশ্চাত্মোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥২০॥
স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ।
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ ॥২১॥
অভ্যর্থিতোঽপি সুহৃদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ।
পণার্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেঽপি করিষ্যতি তদা দ্বিজ! ॥২২॥

রমণীগণ ধনহীন ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিবে। তৎকালে যে ব্যক্তি ধনবান্ হইবে, সেই ব্যক্তিই স্ত্রীগণের স্বামিত্ব লাভ করিবে। ১৮ তৎকালে যে যে ব্যক্তি বহু ধন দান করিতে সমর্থ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই সকলের প্রভু হইবে। তৎকালে কৌলীন্য নিবন্ধন কাহারও প্রভুত্ব থাকিবে না। ১৯ কলিকালের মানবগণ গৃহাদি নির্ম্মাণকেই ধনসঞ্চয় বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের মন ধনোপার্জ্জনেই ব্যগ্র থাকিবে। (জ্ঞানোপার্জ্জনে ধাবমান হইবে না।) তাহাদিগের উপার্জ্জিত ধন নিজ উপভোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। (দেবতা অতিথি প্রভৃতির সৎকারে ব্যয় করা হইবে না।) ২০ কলিকালের কামিনীরা রমণীয় বস্তুতে স্পৃহাবতী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। তৎকালে অন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ লোলুপ হইবে। ২১ কলিকালের মানবগণ সুহৃদ্‌কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও দশ কপর্দ্দক মাত্রও স্বার্থ হানি করিতে অগ্র-

সমানপৌরুষঞ্চেতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ।
ক্ষীরপ্রদানসংবন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্॥২৩॥
অনাবৃষ্টিভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ॥২৪॥
কন্দপর্ণফলাহারা-স্তাপসা ইব মানবাঃ।
আত্মানং পাতয়িষ্যন্তি তদাবৃষ্ট্যাদিদুঃখিতাঃ॥২৫॥
দুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্স্যন্তি ব্যাহতসুখপ্রমোদা মানবাঃ কলৌ॥২৬॥
অস্নানভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথিপূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিত্র্যোদকক্রিয়াম্॥২৭॥

সর হইবে না।[২২] কলিকালে শূদ্রাদির এরূপ মতি হইবে যে, আমিও পুরুষ ব্রাহ্মণও পুরুষ, অতএব উভয়ের বিশেষ তারতম্য কি? তৎকালের মানবগণ গোগণের প্রতি দুগ্ধ প্রদান অনুসারে গৌরব করিবে।[২৩] সে সময় প্রায়ই অনাবৃষ্টির ভয় উপস্থিত হইতে থাকিবে। সুতরাং, তৎকালের প্রজাগণ ক্ষুধাভয়ে কাতর হইয়া জলবিন্দু প্রত্যাশায় আকাশের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টি-পাত করিতে থাকিবে।[২৪] তৎকালের মানবগণ অনাবৃষ্টিজনিত দুঃখে কাতর হওয়াতে ফল, মূল ও পর্ণাহারী হইয়া আপনা-দিগকে ক্লেশরাশিতে নিক্ষিপ্ত করিবে।[২৫] কলিকালের মানব-গণ ধনহীন হইয়া নিরন্তর দুর্ভিক্ষ ও নানা ক্লেশ ভোগ করিবে। তৎকালে তাহাদের সুখ বা আমোদ কিছুই থাকিবে না।[২৬] কলিকাল উপস্থিত হইলে মানবগণ স্নান না করিয়াই ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। তাহারা অগ্নিপূজা অতিথিসৎকার এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবে না।[২৭] কলিকালের

লোলুপা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাদনতৎপরাঃ।
বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥২৮॥
উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃকণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্তৃণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥২৯॥
স্বপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥৩০॥
দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু কুর্ব্বন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥৩১॥
বেদাদানং করিষ্যন্তি বটবশ্চ তদাব্রতাঃ।
গৃহস্থাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্যন্ত্যুচিতান্যপি ॥৩২॥

রমণীরা হ্রস্বকলেবর, সাতিশয় লোলুপ, বহুভোজনপরায়ণ, বহু-সন্তান-প্রসবকারিণী এবং অল্পভাগ্যবিশিষ্টা হইবে। [২৮] তাহারা যেমন এককালে উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে, সেইরূপ গুরুজনের প্রতি ও ভর্ত্তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। [২৯] কলি-কালের রমণীরা স্ব স্ব আহার ও পরিচ্ছদেই কালক্ষেপ করিতে থাকিবে। তৎকালে তাহাদের দেহ ক্ষুদ্র ও সংস্কার-বিহীন হইবে। তাহারা কখন নিষ্ঠুর বাক্য ও মিথ্যা বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। [৩০] তাহারা স্বয়ং যেরূপ দুঃশীলা হইবে, সেইরূপ দুঃশীল পুরুষের প্রতি নিরন্তর স্পৃহাবতী হইয়া তাহাতে আসক্তচিত্তা হইবে। কলিকালের কুলকামিনীরা অস-চ্চরিত্রা হইয়া পুরুষের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে থাকিবে। [৩১] কলিকালে বেদবিহিত ব্রতনিয়মাদি রহিত বটুগণ, বেদ অধ্যয়ন করিবে। তৎকালে গৃহস্থগণ নিয়মিত হোম করিবে না এবং

বনবাসা ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥৩৩॥
অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ।
হারিণো জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥৩৪॥
যো যোহশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি।
যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে ॥৩৫॥
বৈশ্যাঃ কৃষিবণিজ্যাদি সংত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ।
শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্ম্মোপজীবিনঃ ॥৩৬॥
ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনো হধমাঃ।
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥৩৭॥

উপযুক্ত পাত্রে দান করা রহিত হইবে। [৩২] তৎকালে যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী, তাহারা পিতা পুত্র প্রভৃতি স্ব স্ব পরিজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত মিত্রাদি সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত হইবে। [৩৩] কলিযুগ উপস্থিত হইলে রাজগণ প্রজাপালন না করিয়াও শুল্ক ব্যাজে তাহাদের ও বণিক্‌গণের ধন হরণ করিবে। [৩৪] কলিকালে যে যে ব্যক্তির অশ্ব, রথ, হস্তী প্রভৃতি বহু ঐশ্বর্য্য থাকিবে; তাহারাই রাজা হইবে। যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা সকলেই বলবানের ভৃত্য হইয়া থাকিবে। [৩৫] তৎকালে বৈশ্যগণ কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি অর্থাৎ সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ কারু কর্ম্ম দ্বারা আত্মভরণ পোষণ করিতে থাকিবে। [৩৬] তৎকালে সংস্কারহীন, অধম শূদ্রগণ প্রব্রজ্যা চিহ্ন ধারণ করিয়া পাষণ্ডের ন্যায় নিয়ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। [৩৭] কলিকালে মানগণ দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ ।
গবেধুককন্দমূলাদ্যান্‌ দেশান্‌ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥৩৮॥
বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে ।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৩৯॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ ।
নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥৪০॥
ভবিত্রী যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চ ষট্‌ সপ্তবার্ষিকী ।
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥৪১॥
পলিতোদ্ভবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ ।
নাতি জীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বর্ষাণি বিংশতি ॥৪২॥
অল্পপ্রজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ ।

রাজকরে অতীব প্রপীড়িত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে গবেধুক প্রভৃতি কুৎসিত অন্ন বিশিষ্ট দেশ আশ্রয় করিবে।[৩৮] এইরূপে যখন বেদবিধি বিলুপ্ত হইবে, মানবগণের মধ্যে অনেকাংশই পাষণ্ড হইয়া উঠিবে, তৎকালে অধর্ম্ম বৃদ্ধিহেতু মনুষ্যের পরমায়ু ন্যূন হইয়া আসিবে।[৩৯] কলিকালে মানবগণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজদোষে বালকগণ অকালে কালকবলে নিপতিত হইতে থাকিবে।[৪০] পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম বৎসরে নারীগণের এবং অষ্টম, নবম ও দশম বৎসরে পুরুষগণের সন্তান উৎপন্ন হইবে।[৪১] তৎকালের মনুষ্যগণ দ্বাদশ বৎসরে বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইবে এবং কোন ব্যক্তি বিংশতি বৎসর অপেক্ষা অধিক দিন জীবিত থাকিবে না।[৪২] ঘোর কলি উপস্থিত হইলে মানবগণ অল্পজ্ঞান সম্পন্ন, বৃথা চিহ্নধারী ও দুষ্টান্তঃকরণ হওয়াতে অল্পকালের

যুক্তস্ততো বিনশ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ ॥৪৩॥
যদা যদা হি পাষণ্ডবৃদ্ধির্মৈত্রেয়! লক্ষ্যতে।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥৪৪॥
যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয়! পণ্ডিতৈঃ ॥৪৫॥
যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে পুরুষৈর্যজ্ঞৈস্তদা জ্ঞেয়ং কলের্ব্বলম্ ॥৪৬॥
ন প্রীতির্ব্বেদবাদেষু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ।
কলিবৃদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া দ্বিজোত্তম! ॥৪৭॥
কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্।

মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।[৪৩] মৈত্রেয়! যে যে সময় পাষণ্ডদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই সেই সময় কলির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি অনুমান করেন।[৪৪] মৈত্রেয়! যে যে সময় বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের হানি হইতে দেখা যায়, এবং যে যে সময় ধার্ম্মিক জনগণের কার্য্য ও চেষ্টা নিষ্ফল হয়, পণ্ডিতগণ সেই সেই সময় কলির প্রাধান্য অনুমান করিয়া থাকেন।[৪৫] যে যে সময় মানবগণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আরাধনা না করে, সেই সময় এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, কলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।[৪৬] ব্রহ্মন্! যে যে সময় বেদবাক্যে অপ্রীতি ও পাষণ্ডচরিতে প্রীতি দৃষ্ট হইবে, সেই সেই সময় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কলির বৃদ্ধি হইয়াছে।[৪৭] মৈত্রেয়! কলিকালে মানবগণ পাষণ্ডদিগের উপদেশানুসারে সমুদায় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা

নার্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় ! পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৮॥
কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দ্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা
ইত্যেবং বিপ্র ! বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৯॥
স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র ! প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥৫০॥
শাণপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৫১॥
অণুপ্রায়াণি ধান্যানি আজপ্রায়ং তথা পয়ঃ।
ভবিষ্যতি কালৌ প্রাপ্তে উষীরঞ্চানুলেপনম্ ॥৫২॥

যজ্ঞপতি বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে না।[৪৮] কলিকালের মনুষ্যগণ কতকগুলি পাষণ্ডের উপদেশানুসারে এইরূপ কথা বলিয়া বেড়াইবে যে, বেদবিধিতে কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ কি জন্য পূজ্য হইবেন? এবং জল দ্বারা শুচি হইবার কি ফল?[৪৯] ব্রহ্মন্! কলিকাল উপস্থিত হইলে মেঘসমূহে অল্প জল ও অল্প বৃষ্টি হইবে। শস্যসমূহে অল্পমাত্র ফল উৎপন্ন হইতে থাকিবে। ফল সমূহের আস্বাদ বা তেজ তাদৃশ উত্তম থাকিবে না।[৫০] কলিকাল উপস্থিত হইলে, মানবগণ শণসূত্রের ন্যায় সুক্ষ্ম সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিবে, বৃক্ষসমূহ প্রায়ই শমীবৃক্ষের ন্যায় নিষ্ফল হইবে এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্তবর্ণই (সন্ধ্যা বন্দনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া) শূদ্রের ন্যায় ব্যবহারে রত থাকিবে।[৫১] কলিকাল উপস্থিত হইলে, ধান্য সকল প্রায়ই সূক্ষ্ম হইবে।(গাভীর অসদ্ভাবহেতু) প্রায়ই ছাগদুগ্ধ ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। তৎকালে অনুলেপনের

শ্বশ্রূশ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ।
শ্যালাদ্যা হারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তম! ॥৫৩॥
কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মাত্মকঃ পুমান্।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥৫৪॥
বাঙ্মনঃকায়িকৈর্দ্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃ পুনঃ।
নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥৫৫॥
নিঃসত্ত্বানামশৌচানাং নিশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্।
যদযদ্দুঃখায় তৎ সর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৬॥
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে।
তদা প্রবিরলো বিপ্র! ক্বচিল্লোকো নিবৎস্যতি ॥৫৭॥

জন্য উশীরমাত্র ব্যবহৃত হইবে।[৫২] কলিকালের মানবগণের শ্বশ্রূ ও শ্বশুরই গুরু বলিয়া মান্য হইবেন। মহর্ষে! তৎকালে যাহার ভার্য্যা সুন্দরী, সেই ব্যক্তি এবং শ্যালক পরম মিত্র হইবে।[৫৩] কলিকালে শ্বশুরের অনুগত মানবগণ এইরূপ বাক্য বলিতে থাকিবে যে, মনুষ্য যখন কর্ম্মাধীন তখন কে কার মাতা ও কে কার পিতা, অর্থাৎ কেহই কাহার নহে।[৫৪] কলিকালোৎপন্ন অল্পবুদ্ধি জনগণ শারীরিক মানসিক ও বাচনিক দোষে পুনঃ পুনঃ অভিভূত হইয়া দিন দিন পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।[৫৫] কলিকালের মানবগণ সত্ত্বহীন, শৌচহীন ও শ্রীহীন হইলে, সুতরাং যে যে কার্য্য দুঃখদায়ক তৎ সমুদায়ই তাহাদের ঘটিতে থাকিবে।[৫৬] ব্রহ্মন্! এইরূপে যখন বেদাধ্যয়ন বষট্কার, স্বধা, স্বাহা প্রভৃতি রহিত হইয়া যাইবে, তখন কোন এক পবিত্র স্থানে অল্প লোক বাস করিবে।[৫৭] সত্যযুগে দুষ্কর

তত্রাল্পেনৈব যত্নেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্ ।
করোতি যৎ কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি সঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

তপস্যা দ্বারা অতি কষ্টে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হইত, উক্ত পবিত্র-স্থানে অল্পমাত্র যত্নদ্বারা সেইরূপ উত্তম পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারিবে । ৫৮

বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত ।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোঽংশঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ব্যাসশ্চাহ মহাবুদ্ধির্যদত্রৈব হি বস্তুনি।
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগ! গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥১॥
কস্মিন্ কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহৎ ফলম্।
মুনীনামিত্যভূদ্বাদঃ কৈশ্চাসৌ ক্রিয়তে সুখম্ ॥২॥
সন্দেহনির্ণয়ার্থায় বেদব্যাসং মহামুনিম্।
যযুস্তে সংশয়ং প্রষ্টুং মৈত্রেয়! মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। মহাভাগ! এ বিষয়ে মহাবুদ্ধি বেদব্যাস যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ কর।[১] একদা মুনিগণ একত্র হইয়া ইরূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন যে, কোন্ সময় অল্প ধর্ম্ম করিলে মানবগণ মহৎ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে এবং কীদৃশ ব্যক্তিই বা তাদৃশ পুণ্যজনিত সুখের অধিকারী হয়।[২] মৈত্রেয়! মহর্ষিগণ এই বিষয়ে সংশয়াকঢ় হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিলেন।[৩] ব্রহ্মন্! তাঁহারা দেখিলেন, মহাভাগ মহামতি

দদৃশুস্তে মুনিং তত্র জাহ্নবীসলিলে দ্বিজ।।
বেদব্যাসং মহাভাগমর্দ্ধস্নাতং মহামতিম্॥৪॥
স্নানাবসানং তস্য প্রতীক্ষন্তো মহর্ষয়ঃ।
তস্থুস্তটে মহানদ্যাস্তরুষণ্ডমুপাশ্রিতাঃ॥৫॥
মগ্নোঽথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম।
ব্যাসঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং ততঃ॥৬॥
তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ মমজ্জ স নদীজলে।
উত্থায় সাধু সাধ্বিতি শূদ্র ধন্যোঽসি চাব্রবীৎ॥৭॥
স নিমগ্নঃ সমুত্থায় পুনঃপ্রাহ মহামুনিঃ।
যোষিতঃ সাধু ধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোঽস্তি কঃ॥৮॥

ভগবান্ বেদব্যাস জাহ্নবী সলিলে স্নান করিতেছেন। তখন তাঁহার স্নান অর্দ্ধমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে।[৪] অনন্তর মহর্ষিগণ বেদব্যাসের স্নানাবসান প্রতীক্ষা করিয়া, গঙ্গাতটস্থিত তরু-সমূহের ছায়া আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।[৫] পরে আমার পুত্র উক্ত বেদব্যাস মজ্জন পূর্ব্বক জাহ্নবী জল হইতে উত্থিত হইয়া মুনিগণকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, কলিযুগই সাধু, কলিযুগই অতি উৎকৃষ্ট।[৬] তিনি পুনর্ব্বার মুনিগণের সমক্ষেই নদীজলে অবগাহন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া বলিলেন, কলিকালের শূদ্রগণ! তোমরাই ধন্য![৭] পরে ঐ মহর্ষি পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইয়া উত্থান পূর্ব্বক কহিলেন। কলিকালের রমণীরাই ধন্য! তাহাদের অপেক্ষা ধন্য আর কেহই নাই।[৮]

ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়মায়ান্তং কৃতসৎক্রিয়ম্ ।
উপতস্থুর্মহাভাগং মুনয়স্তে সুতং মম ॥৯॥
কৃতসংবন্দনাংশ্চাহ কৃতাসনপরিগ্রহান্ ।
কিমর্থমাগতা যূয়মিতি সত্যবতীসুতঃ ॥১০॥
তমূচুঃ সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তং বয়মাগতাঃ ।
অলং তেনাস্তু তাবন্নঃ কথ্যতামপরং ত্বয়া ॥১১॥
কলিঃ সাধ্বিতি যৎ প্রোক্তং শূদ্রঃ সাধ্বিতি যোষিতঃ ।
যদাহ ভগবান্ সাধু ধন্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদ্‌গুহ্যং মহামুনে ! ।
তৎ কথ্যতাং ততো হৃৎস্থং প্রক্ষ্যামস্ত্বাং প্রয়োজনম্ ॥১৩

অনন্তর মহাত্মা বেদব্যাস যথারীতি স্নান করিয়া যখন আশ্রমে গমন করেন, তখন মহর্ষিগণ তাঁহার অর্চনা করিয়া সমীপবর্ত্তী হইলেন। [৯] তাঁহারা নমস্কার পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবতীনন্দন কহিলেন, আপনারা কি জন্য আগমন করিয়াছেন ?। [১০] ঋষিগণ কহিলেন, আমাদের এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, আমরা সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আপনকার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে সে কথা দূরে থাকুক, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। [১১] আপনি বলিয়াছেন, কলিকালই সাধু। কলিকালের শূদ্রেরাই ধন্য। কলিকালের নারীগণই ধন্য, এবং তাহারাই সাধু। আপনি পুনঃপুনঃ এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। [১২] মহর্ষে! যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার কারণ বলুন। আমরা ইহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত

ইত্যুক্তো মুনিভির্ব্যাসঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা! যদুক্তং সাধু সাধ্বিতি ॥১৪॥
যৎ কৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥১৫॥
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্ ॥১৬॥
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥১৭॥
ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ।
অল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলেঃ ॥১৮॥

মাসিয়াছি; আমাদের অন্তঃকরণে যে সন্দেহ আছে, তাহা াকে ব্যক্ত করিব।[১৩] মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বদব্যাস ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি যে ন্য সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।[১৪] সত্য- ুগে দশ বৎসরে যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা ত্রেতা যুগে এক ৎসরে, দ্বাপরযুগে এক মাসে এবং কলিযুগে এক দিবারাত্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে।[১৫] মনুষ্যগণ তপস্যার ফল, ব্রহ্মচর্য্যার ফল জপহোমাদির ফল উক্ত যুগচতুষ্টয়ে উক্ত কালের মধ্যে প্রাপ্ত য়, এইজন্য আমি কলিকে সাধুবাদ প্রদান করিলাম।[১৬] ত্যযুগে একাগ্রহৃদয়ে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবল বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিয়াই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।[১৭] ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! কলিযুগের মনুষ্যেরা

ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্রাহ্যো বেদঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ।
ততঃ স্বধর্ম্মসম্প্রাপ্তৈর্যষ্টব্যং বিধিনাধ্বরৈঃ ॥১৯॥
বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যং বৃথেজ্যা চ দ্বিজন্মনাম্‌।
পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্তুসংযমিভিঃ সদা ॥২০॥
অসম্যক্‌করণে দোষস্তেষাং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
ভোজ্যপেয়াদিকঞ্চৈষাং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ ॥২১॥
পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেষাং কার্য্যেষু বৈ ততঃ।
জয়ন্তি তে নিজান্‌ লোকান্‌ ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ ॥২২॥
দ্বিজশুশ্রূষয়ৈবৈষ পাকযজ্ঞাধিকারবান্‌।

মি কলিকালের প্রশংসা করিতেছি। [১৮] ব্রাহ্মণগণ ব্রত-
য্যা-পরায়ণ হইয়া প্রথমত বেদ গ্রহণ করিবেন। পরে
হাদিগকে স্বধর্ম্মানুসারে যথাবিধি যাগাদির অনুষ্ঠান
রতে হইবে। [১৯] বৃথা কথা অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ব্যতীত কেবল
ষয়িক কথা, বৃথা ভোজ্য অর্থাৎ বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু
াজন, বৃথা যাগ অর্থাৎ হরিসংকীর্ত্তন রহিত যজ্ঞানুষ্ঠান,
ং ইন্দ্রিয়সমুদায়ের অসংযম, এই সমুদায় দ্বারা দ্বিজগণ
তত হন। [২০] দ্বিজগণ যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন,
াবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে, তাঁহারা পাপী হইয়া থাকেন।
হাদের ভোজন পান বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই।
িং তৎসমুদায়ও বেদবিধানানুসারে সাধন করিতে হয়। [২১]
জগণ কোন বিষয়েই স্বাধীন নহেন। তাঁহারা বহু ক্লেশে
্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [২২] কলিকালের শূদ্রেরা
মাত্র দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা পাকযজ্ঞাদির ফলভোগী হইয়া

নিজান্ জয়তি বৈ লোকান্ শূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ ॥২৩॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নাস্ত্যস্তি পেয়াপেয়েষু বৈ যতঃ।
নিয়মো মুনিশার্দূলাস্তেনাসৌ সাধ্বিতীরিতম্ ॥২৪॥
স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন নরৈর্লব্ধং ধনং সদা।
প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি ॥২৫॥
তস্যার্জ্জনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা সদ্বিনিযোগায় বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্ ॥২৬॥
এভিরন্যৈস্তথাক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ।
নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ॥২৭
যোষিৎ শুশ্রূষণং ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।

স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য আমি কলিকালের শূদ্রগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছিলাম।[২৩] মুনিশ্রেষ্ঠগণ! খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বা পেয়াপেয় বিষয়ে কলিকালের শূদ্রগণের প্রতি কিছুমাত্র নিয়ম নাই। এই জন্য আমি কলিকালের শূদ্রগণকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছিলাম।[২৪]

পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এই যে, স্বধর্ম্মের অবিরোধে ধনোপার্জ্জন করিবে। ধন উপার্জ্জিত হইলে, তাহা যথাবিধানে সৎপাত্রে বিতরণ, এবং বিধি অনুসারে যাগ করিবে।[২৫] দ্বিজগণ! ধন উপার্জ্জন করিতে যেরূপ ক্লেশ, ধন রক্ষা করিতেও সেইরূপ ক্লেশ হইয়া থাকে। এইরূপ ধর্ম্মানুসারে ও যথারীতি ব্যয় করাও মনুষ্যের পক্ষে সামান্য কঠিন নহে।[২৬] ব্রাহ্মণগণ! পুরুষেরা এই সকল ক্লেশ ও অন্যান্য বিবিধ ক্লেশদ্বারা ক্রমশঃ প্রজাপত্যলোক প্রভৃতি পবিত্র লোকে গমন করেন।[২৭] যদি নারীগণ বাক্যদ্বারা, মনোদ্বারা, ও কর্ম্মদ্বারা পতিশুশ্রূষা করে, তাহা

কুর্ব্বতী সমবাপ্নোতি তৎসালোক্যং যতো দ্বিজাঃ ॥২৮

নাতিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষো যথা ।

তৃতীয়ং ব্যাহৃতং তেন ময়া সাধ্বিতি যোষিতঃ ॥২৯॥

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ ।

তৎ পৃচ্ছধ্বং যথাকামং সর্ব্বং বক্ষ্যামি বঃ স্ফুটম্ ॥৩০॥

পরাশর উবাচ ।

ততস্তে মুনয়ঃ প্রোচুর্যৎ প্রষ্টব্যং মহামুনে ।

অন্যস্মিন্নেব তৎ পৃষ্টে যথাবৎ কথিতং ত্বয়া ॥৩১॥

ততঃ প্রহস্য তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।

বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাংস্তাপসাংস্তানুপাগতান্ ॥৩২॥

ইলে সে পতির সহিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়। [২৮] পুরুষ-গণ যেমন মহাক্লেশে পবিত্রলোকে গমন করেন, সেইরূপ স্ত্রীগণ অল্প ক্লেশেই পতির সহিত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ই জন্য আমি তৃতীয়বার কলিকালের স্ত্রীগণকে সাধুবাদ দান করিয়াছি। [২৯] ব্রাহ্মণগণ! আমি এই আপনাদের কট সমুদায়ই কহিলাম। আপনারা যে নিমিত্ত এখানে াসিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি স্পষ্ট করিয়া াহার উত্তর আপনাদের নিকট কহিতেছি। [৩০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ কহিলেন, মহর্ষে! ামাদিগের যাহা জিজ্ঞাস্য, তাহার উত্তর আপনি অন্য কথা সঙ্গে কহিয়াছেন। [৩১] তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, উপস্থিত াপসগণকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহি-য়া [৩২] আমি দিব্য চক্ষুদ্বারা আপনাদের প্রশ্ন জ্ঞাত

যয়ৈষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুষা।
ততো হি বঃ প্রসঙ্গেন সাধু সাধ্বিতি ভাষিতম্॥৩৩॥
স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ॥৩৪॥
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনিসত্তমাঃ।
তথা স্ত্রীভিরনায়াসাৎ পতিশুশ্রূষয়ৈব হি॥৩৫॥
ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্।
ধর্ম্মসংসাধনে ক্লেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিষু॥৩৬॥
ভবদ্ভির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া।
অপৃষ্টেনাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্যৎ কথ্যতাং দ্বিজাঃ॥৩৭॥

হইয়াছিলাম, সেই জন্যই আমি আপনাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে কলিপ্রভৃতির সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি।[৩৩] কলিকালে হরিগুণরূপ সলিলসমূহ দ্বারা মানবগণের সমুদায় পাপ ক্ষালিত হওয়াতে, তাহারা অল্প প্রযত্নেই ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারিবে।[৩৪] মহর্ষিগণ! তৎকালে দ্বিজশুশ্রূষা-পরায়ণ শূদ্রগণ, ও পতিশুশ্রূষাপরায়ণ রমণীগণ একমাত্র শুশ্রূষা দ্বারা অনায়াসে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিবে।[৩৫] এই কারণে আমার বিবেচনায় উক্ত তিন ব্যক্তিই ধন্য। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের যাদৃশ ক্লেশ হয়, (ইহাদিগকে তাদৃশ ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না।)[৩৬] ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আপনারা কোন প্রশ্ন না করিতেই, আপনাদিগের যাহা অভিপ্রেত তাহা আমি ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে বলুন।[৩৭]

পরাশর উবাচ ।

ততঃ সংপূজ্য তে ব্যাসং প্রশস্য চ পুনঃপুনঃ ।
যথাগতং দ্বিজা জগ্মু র্ব্যাসোক্তিকৃতসংশয়াঃ ॥৩৮॥
ভবতোঽপি মহাভাগ ! রহস্যং কথিতং ময়া ।
অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৩৯॥
যচ্চাহং ভবতা পৃষ্টো জগতামুপসংহৃতিম্ ।
প্রাকৃতামান্তরালাঞ্চ তামপ্যেষ বদামি তে ॥৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

পরাশর কহিলেন। অনন্তর ব্যাসবাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সংশয় দূর হইলে, তাঁহারা পুনঃপুনঃ বেদব্যাসের অর্চনা ও প্রশংসা করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। ৩৮ মহাভাগ! আমিও তোমার নিকটে এই একটী গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিলাম। কলি যদিও সাতিশয় দোষে দূষিত, তথাপি তাহার এই একটী মহাগুণ আছে যে, কৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন করিবামাত্র সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করে। ৩৯ তুমি আমার নিকট জগতের উপসংহার অর্থাৎ প্রাকৃত প্রলয় ও ব্রহ্মার দিনাবসান নিবন্ধন মহাপ্রলয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪০

বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোঽংশঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো মতঃ ॥১॥
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিকঃ ॥২॥

মৈত্রেয় উবাচ।

পরার্দ্ধসংখ্যাং ভগবন্! মমাচক্ষ্ব যয়া তু সঃ।

পরাশর কহিলেন। সমুদায় জীবগণের প্রলয় তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার প্রলয়ের নাম, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক। ব্রহ্মার দিনাবসান নিবন্ধন কল্পান্তে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক ও ব্রাহ্ম প্রলয়। ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ অর্থাৎ একশত বৎসর পরমায়ু শেষ হইলে যে মহাপ্রলয় হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। মোক্ষের নাম আত্যন্তিক প্রলয়।

দ্বিগুণীকৃতয়া জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥৩॥

পরাশর উবাচ।

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্গণ্যতে দ্বিজ।
ততোঽষ্টাদশমে স্থানে পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥৪॥
পরার্দ্ধং দ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃ প্রলয়ো দ্বিজ।
তদাব্যক্তেঽখিলং ব্যক্তং স্বহেতৌ লয়মেতি বৈ ॥৫॥
নিমেষো মানুষো যোঽয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণতঃ।
তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎ কাষ্ঠাস্তথা কলা ॥৬॥
নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ।
উন্মানেনাম্ভসঃ সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ ॥৭॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ভগবন্! ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধের পরিমাণ কত, তাহা আমার নিকট বলুন। এই পরার্দ্ধ সংখ্যা দ্বিগুণীকৃত হইলে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে।৩

পরাশর কহিলেন। একক স্থান হইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিলে অষ্টাদশ স্থানে পরার্দ্ধ সংখ্যা অভিহিত হইয়া থাকে।৪ এই দ্বিগুণিত পরার্দ্ধ বৎসরে প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃত প্রলয়ের সময় ব্যক্ত অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিতে সমুদায় পদার্থ লীন হয়।৫ একটী লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় অতিবাহিত হয়, তৎপরিমিত কালে মনুষ্যের এক নিমেষ হইয়া থাকে। পনের নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিশ কাষ্ঠাতে এক কলা হয়।৬ পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়ী হইয়া থাকে। জলযন্ত্র দ্বারা যে সময় নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহাতে সঙ্কিত সার্দ্ধ দ্বাদশ পলে এক নাড়িকা হয়।

হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু স স্মৃতঃ ॥৮॥
নাড়িকাভ্যামথ দ্বাভ্যাং মুহূর্ত্তো দ্বিজসত্তম ।
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তাস্তু ত্রিংশন্মাসো দিনৈস্তথা ॥৯॥
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রস্তু তদ্দিবি ।
ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাসুরদ্বিষাম্ ॥১০॥
তৈস্তু দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমুদাহৃতম্ ।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥১১॥

চারি মাষা অর্থাৎ চারি আনা সুবর্ণ চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ করিয়া যতটুকু ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে মগধ দেশ প্রচলিত অল্প প্রস্থের সমুদায় জল ঐ ছিদ্রদ্বারা যত সময়ে নিঃসৃত হয়, তাহাকেই এক নাড়িকা (এক দণ্ড বলা যায়) ৮ ।*

ব্রহ্মন্! দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত। ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস হইয়া থাকে। ৯ বার মাসে এক বৎসর হয়। ঐ এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র হইয়া থাকে। এইরূপ মনুষ্যের তিন শত ষাট বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর হয়। ১০ এইরূপ দেবতাদিগের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগ হইয়া থাকে। চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ১১

---

† একহাত উচ্চ, একহাত দীর্ঘ, একহাত প্রস্থ যে চতুষ্কোণ পাত্র তাহার নাম মগধ দেশীয় খারিকা। এক খারিকার ষোড়শ অংশকে এক দ্রোণ বলা যায়। দ্রোণের চারি অংশের একাংশ আঢ়ক শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আঢ়কের চারি অংশের একাংশকে প্রস্থ বলা যায়। এই প্রস্থদ্বারা দুগ্ধ তৈল ধান্য প্রভৃতি সমুদায়ই মাপা হইত। যখন ইহাদ্বারা জল মাপা হয়, তখন ইহা জলপ্রস্থ শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

স কল্পোঽপ্যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ মহামুনে ।
তদন্তে চৈব মৈত্রেয় ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥১২॥
তস্য স্বরূপমত্যুগ্রং মৈত্রেয় গদতো মম ।
শৃণুষ্ব প্রাকৃতং ভূয়স্তব বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥১৩॥
চতুর্যুগসহস্রান্তে ক্ষীণপ্রায়ে মহীতলে ।
অনাবৃষ্টিরতীবোগ্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥১৪॥
ততো যান্যল্পসারাণি তানি সত্ত্বান্যশেষতঃ ।
ক্ষয়ং যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠ পার্থিবান্যত্র পীড়নাৎ ॥১৫॥
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণু-রুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ ।
ক্ষয়ায় যততে কর্ত্তুমাত্মস্থাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥১৬॥

মহর্ষে ! ব্রহ্মার এক দিবসে এক কল্প হয় । এক কল্পেরই মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে । মৈত্রেয় ! এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের অবসানে ব্রাহ্ম ও নৈমিত্তিক লয় হয় ।[১২] মৈত্রেয় ! এই নৈমিত্তিক প্রলয়ের স্বরূপ অতীব ভয়ানক । আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর । পরে পুনর্ব্বার প্রাকৃত প্রলয়ের বিষয় বলিব ।[১৩]

চারি সহস্র যুগের অবসান হইলে যখন ভূমণ্ডল দুর্ভিক্ষাদি দ্বারা ক্ষীণপ্রায় হয় ; তখন একশত বৎসর পর্য্যন্ত অতীব উগ্র অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়া থাকে ।[১৪] মুনিশ্রেষ্ঠ ! একশত বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবীতে অার কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তখন অতীব ক্ষীণ প্রাণিগণ প্রায় সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।[১৫] অনন্তর রুদ্ররূপধারী অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু, জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত ও সমুদায় প্রজাকে আপনাতে লীন করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন ।[১৬] মুনিশ্রেষ্ঠ ! পরে

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু।
স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসত্তম ॥১৭॥
পীত্বাম্ভাংসি সমস্তানি প্রাণিভূমিগতানি বৈ।
শোষয়ন্তিমৈত্রেয় সমস্তং পৃথিবীতলম্ ॥১৮॥
সরিৎসমুদ্রশৈলেষু শৈলপ্রস্রবণেষু চ।
পাতালেষু চ যত্তোয়ং তৎ সর্ব্বং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥১৯॥
ততস্তস্যানুভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ।
ত এব রশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে সপ্ত ভাস্করাঃ ॥২০॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ।
দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজ ॥২১॥
দহ্যমানস্তু তৈর্দীপ্তৈ-স্ত্রৈলোক্যং দ্বিজ! ভাস্করৈঃ।
সাদ্রিনদ্যর্ণবাভোগং নিস্নেহমতি জায়তে ॥২২॥

সেই ভগবান্, সূর্য্যের সপ্ত রশ্মিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগতের সমুদায় জল পান করিতে থাকেন। [১৭] মৈত্রেয়! তিনি ভূমিগত ও প্রাণিগত সমুদায় সলিল পান করিয়া সমুদায় ভূমণ্ডল পরিশুষ্ক করেন। [১৮] তিনি নদী সমুদায়ের, সমুদ্র সমুদায়ের, শৈল-সমুদায়ের শৈলপ্রস্রবণ সমুদায়ের ও পাতালের সমুদায় জল এইরূপে শোষিত করেন। [১৯] অনন্তর ভগবানের মাহাত্ম্যে সূর্য্যের সপ্ত কিরণ জল দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সপ্ত সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া থাকে। [২০] ব্রহ্মন্! সেই সপ্তসংখ্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে এক কালে উদিত হইয়া ত্রিলোক ও পাতালতল দগ্ধ করিতে থাকেন। [২১] ব্রহ্মন্! প্রদীপ্ত ভাস্করগণ কর্ত্তৃক ত্রৈলোক্য দহ্যমান হওয়াতে পর্ব্বত, নদী,

ততো নির্দগ্ধবৃক্ষাম্বু ত্রৈলোক্যমখিলং দ্বিজ ।
ভবত্যেকা চ বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥২৩॥
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ ভূত্বা সর্ব্বহরো হরিঃ ।
শেষনিশ্বাসসংভূতঃ পাতালানি বভস্ত্যধঃ ॥২৪॥
পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধ্বা জ্বলনো মহান্ ।
ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলম্ ॥২৫॥
ভুবর্লোকং ততঃ সর্ব্বং স্বর্লোকঞ্চ সুদারুণঃ ।
জ্বালামালামহাবর্ত্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥২৬॥
অম্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা ।
জ্বালাবর্ত্তপরীবারমুপক্ষীণচরাচরম্ ॥২৭॥

সমুদ্র প্রভৃতি সমুদয় স্থান জলকণাশূন্য ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়। [২২] দ্বিজ! এইরূপে ত্রিলোকের বৃক্ষ জল প্রভৃতি সমুদায় বস্তু দগ্ধ ও নিঃশেষিত হইলে কেবল একমাত্র পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। [২৩] এই সময় সর্ব্বসংহারক ভগবান্ হরি, শেষ নাগের নিশ্বাস বায়ু হইতে কালাগ্নিরুদ্ররূপে উৎপন্ন হইয়া সমুদায় পাতালতল দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করেন। [২৪] সেই প্রচণ্ড অগ্নি সমুদায় পাতাল দগ্ধ করিয়া ভূতলে উপস্থিত হইয়া সমুদায় ভূমণ্ডলও ভস্মসাৎ করিতে থাকে। [২৫] ঐ সুদারুণ মহাগ্নির জ্বালামালারূপ মহান্ আবর্ত্ত, চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া প্রথমতঃ ভুবর্লোক পরিশেষে স্বর্লোকও দগ্ধ করিয়া ফেলে। [২৬] তৎকালে অগ্নিশিখার আবর্ত্ত দ্বারা, সমুদায় স্থাবর জঙ্গম বিলয় প্রাপ্ত হওয়াতে, সমুদায় ত্রিলোক ভর্জ্জন পাত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে থাকে। [২৭]

ততস্তাপপরীতাস্তু লোকদ্বয়নিবাসিনঃ।
কৃতাধিকারা গচ্ছন্তি মহর্লোকং মহামুনে॥২৮॥
তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকাস্ততঃ পরম্।
গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ॥২৯॥
ততো দগ্ধা জগৎ সর্ব্বং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মুখনিশ্বাসজান্ মেঘান্ করোতি মুনিসত্তম॥৩০॥
ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িত্বন্তো নিনাদিনঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ সংবর্ত্তকা ঘনাঃ॥৩১॥
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
ধূম্রবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ॥৩২॥

মহর্ষে! তৎকালে ভুবর্লোক ও স্বর্লোক বাসী দেবগণ ও মহর্ষিগণ অত্যন্ত তাপযুক্ত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক মহর্লোকে গমন করেন। [২৮] যাঁহারা পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা সেই মহর্লোকে অবস্থিতি করিয়াও প্রলয় তাপ দ্বারা পরিতপ্ত হওয়াতে জনর্লোকে গমন করেন। [২৯]

মহর্ষে! রুদ্ররূপী জনার্দ্দন এইরূপে সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখ বায়ু দ্বারা মহামেঘের সৃষ্টি করেন। [৩০] অনন্তর গজসমূহের ন্যায় ঘোরদর্শন বিদ্যুৎ-সুশোভিত সংবর্ত্তক নামক ঘোর জলধরগণ গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ পথে উত্থিত হইতে থাকে। [৩১] এই সমুদায় মেঘগণের মধ্যে কতকগুলি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, কতকগুলি কুমুদের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, কতকগুলি ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ ও কতকগুলি পীত

কেচিদ্রাসভবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা।
কেচিদ্বৈদূর্য্যসঙ্কাশা ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ॥৩৩॥
শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাস্তথা।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ মনঃশিলনিভাস্তথা ॥৩৪॥
চাষপত্রনিভাঃ কেচিদুত্তিষ্ঠন্তি ঘনা ঘনাঃ।
কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভাঃ ॥৩৫॥
কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিৎ স্থূলনিভা ঘনাঃ।
মহারাবা মহাকায়াঃ পূরয়ন্তি নভস্তলম্ ॥৩৬॥
বর্ষন্তস্তে মহাসারৈস্তমগ্নিমতিভৈরবম্।
শময়ন্ত্যখিলং বিপ্র ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তৃতম্ ॥৩৭॥

বর্ণ।[৩২] কতকগুলির বর্ণ রাসভের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ লাক্ষারসের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ বৈদূর্য্য মণিসমূহের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ ইন্দ্রনীল মণিসমূহের ন্যায়।[৩৩]

কতকগুলি মেঘের বর্ণ শঙ্খের ন্যায়, কতকগুলি মেঘের বর্ণ কুন্দপুষ্পের ন্যায়, কতকগুলি মেঘের বর্ণ জাতি পুষ্পের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ অঞ্জনের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায়, কতকগুলির বর্ণ মনঃশিলার ন্যায়।[৩৪] কতকগুলি মেঘের বর্ণ চাষ অর্থাৎ নীলপক্ষ শকুন্তের ন্যায়, কতকগুলির আকার নগরের ন্যায়, কতকগুলির আকার পর্ব্বত-শ্রেণীর ন্যায়।[৩৫] কতকগুলি মেঘের আকার কূটাগারের ন্যায়, কতকগুলি মেঘের আকার অতীব স্থূল। এই সমুদায় মহাকায় মহামেঘগণ মহাশব্দ দ্বারা নভোমণ্ডল পূরিত করিতে থাকে।[৩৬]

বিপ্র! এই সমুদায় মহামেঘ স্থূল ও অবিরল জলধারা

নষ্টে চাগ্নৌ শতং তেঽপি বর্ষাণামনিবারিতাঃ।
প্লাবয়ন্তো জগৎ সর্ব্বং বর্ষন্তি মুনিসত্তম ॥৩৮॥
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্লাবয়িত্বাখিলং ভুবম্।
ভুবর্লোকং তথৈবোর্দ্ধং প্লাবয়ন্তি দিবং দ্বিজ ॥৩৯॥
অন্ধকারীকৃতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
বর্ষন্তি তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বর্ষণ দ্বারা ত্রিলোকব্যাপী অতিভীষণ সেই প্রলয়াগ্নি সমুদায় নির্ব্বাপিত করে।[৩৭] মহর্ষে! এইরূপে যখন সমুদায় প্রলয়াগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তখন ঐ মহামেঘগণ সমুদায় জগৎ প্লাবিত করিয়া একশত বৎসর পর্য্যন্ত অনবরত জল বর্ষণ করিতে থাকে।[৩৮] দ্বিজ! ঐ মহামেঘগণ চক্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে জলধারা নিক্ষেপ পূর্ব্বক সমুদায় ভূমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ভুবর্লোক ও তদুপরিস্থ লোকও প্লাবিত করিতে থাকে।[৩৯] এইরূপে সমুদায় লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে ও স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বিনষ্ট হইলে ঐ মহামেঘগণ একশত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল জল বর্ষণ করিতে থাকে।[৪০]

বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠ অংশ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোহংশঃ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

সপ্তর্ষিস্থানমাক্রম্য স্থিতেঽম্ভসি মহামুনে।
একার্ণবং ভবত্যেব ত্রৈলোক্যমখিলং ততঃ ॥১॥
মুখনিশ্বাসজো বিষ্ণোর্বায়ুস্তান্ জলদাংস্ততঃ।
নাশয়িত্বা তু মৈত্রেয় বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥২॥
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অনাদিরাদির্ব্বিশ্বস্য পীত্বা বায়ুমশেষতঃ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। মহর্ষে! এইরূপে সপ্তর্ষি স্থান পর্য্যন্ত জল উত্থিত হইলে পর, সমুদায় ত্রিলোক একার্ণব হইয়া যায়।[১] মৈত্রেয়! অনন্তর বিষ্ণুর মুখবায়ু হইতে মহাবায়ু উত্থিত হইয়া, ঐ সমুদায় মহামেঘ সংহার পূর্ব্বক এক শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল (প্রবাহিত হইতে থাকে)।[২] অনন্তর সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য, অনাদি, ভূতভাবন ভগবান্ আদিদেব বিষ্ণু ঐ সমুদায় বায়ু পান করিয়া,[৩] ব্রহ্মরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ একার্ণবে শেষশয্যায় অধিষ্ঠান করিয়া শয়ন করেন।[৪]

একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥৪॥
জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
ব্রহ্মলোকগতৈশ্চৈব চিন্ত্যমানো মুমুক্ষুভিঃ ॥৫॥
আত্মমায়াময়ীং দিব্যাং যোগনিদ্রাং সমাস্থিতঃ।
আত্মানং বাসুদেবাখ্যং চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ ॥৬॥
এষ নৈমিত্তিকো নাম মৈত্রেয় ! প্রতিসঞ্চরঃ।
নিমিত্তং তত্র যচ্ছেতে ব্রহ্মরূপধরো হরিঃ ॥৭॥
যদা জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স তদা চেষ্টতে জগৎ।
নিমীলত্যেতদখিলং যোগশয্যাশয়েঽচ্যুতে ॥৮॥

তৎকালে জনলোকবাসী সনক, সনন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহর্ষি-গণ তাঁহার স্তব করিতে থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসী মুমুক্ষু মহর্ষিগণও তাঁহাকে ধ্যান করেন।[৫] পরমেশ্বর বিষ্ণু নিজ মায়াস্বরূপা দিব্যা যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া তৎকালে বাসুদেবাখ্য আত্মাকে চিন্তা করিতে থাকেন।[৬] মৈত্রেয় ! ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই সময় হরি ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া শয়ন করেন। এই নিমিত্ত ইহা নৈমিত্তিক প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৭] বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরি যে সময় জাগরিত থাকেন, তৎকালে সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইতে থাকে। তিনি যখন যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন সমুদায় জগৎ নিমীলিত হয়।[৮] চারি সহস্র যুগে যে ব্রহ্মার এক দিন হয়, জগৎ একার্ণব হইলে, তৎকালপরিমিত রাত্রি

পদ্মযোনের্দ্দিনং যত্তু চতুর্যুগসহস্রবৎ।
একার্ণবে প্লুতে লোকে তাবতী রাত্রিরিষ্যতে ॥৯॥
ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ।
ব্রহ্মস্বরূপধৃক্ বিষ্ণুর্যথা তে কথিতং পুরা ॥১০॥
ইত্যেষ কল্পসংহারশ্চান্তরঃ প্রলয়ো দ্বিজ।
নৈমিত্তিকস্তে কথিতঃ প্রাকৃতঃ শৃণুতঃ পরম্ ॥১১॥
অনাবৃষ্ট্যাগ্নিসম্পর্কাৎ কৃতে সংক্ষালনে মুনে!।
সমস্তেষ্বেব লোকেষু পাতালেষ্বখিলেষু চ ॥১২॥
মহদাদের্বিকারস্ত বিশেষান্তস্য সংক্ষয়ে।
কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চরে ॥১৩॥
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্ব্বং ভূমের্গন্ধাত্মকং গুণম্।

হইয়া থাকে, অর্থাৎ যতকালে চারি সহস্র যুগ হইতে পারে ততকাল গত না হইলে, ব্রহ্মার রাত্রির অবসান হয় না। অনন্তর, আমি পূর্ব্বে তোমাকে যে রূপ বলিয়াছি, তদনুরূপ। ব্রহ্মরূপধারী অজ বিষ্ণু রাত্রির অবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন।[১০] ইহার নাম কল্প সংহার, অন্তর প্রলয় ও নৈমিত্তিক প্রলয়। ইহা তোমার নিকট কথিত হইল। এক্ষণে প্রাকৃত প্রলয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।[১১] মহর্ষে! অনাবৃষ্টি দ্বারা ও প্রলয়াগ্নি সম্পর্ক দ্বারা সপ্ত লোক ও সপ্ত পাতাল বিধ্বস্ত হইলে[১২] মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পৃথিব্যাদি বিশেষ পদার্থ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ যখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে।[১৩] তৎকালে প্রথমতঃ জল সমুদায় ভূমির গন্ধাত্মক গুণ আকর্ষণ

আত্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥১৪॥
প্রনষ্টে গন্ধতন্মাত্রেঽভবৎ পৃথ্বী জলাত্মিকা।
রসাজ্জলং সমুদ্ভূতং তস্মাজ্জাতং রসাত্মকম্ ॥১৫॥
আপস্তদা প্রবৃদ্ধাস্তু বেগবত্যো মহাস্বনাঃ।
সর্ব্বমাপূরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।
সলিলেনৈবোর্ম্মিমতা লোকা ব্যাপ্তাঃ সমন্ততঃ ॥১৬॥
অপামপি গুণো যস্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু সঃ।
নশ্যন্ত্যাপস্ততস্তাশ্চ রসতন্মাত্রসংক্ষয়াৎ ॥১৭॥
ততশ্চাপো হৃতরসা জ্যোতিষ্টং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
অগ্ন্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সর্ব্বতো বৃতে ॥১৮॥
স চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্য আদত্তে তজ্জলং তদা।

করে। ভূমিও গন্ধহীন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।[১৪] এইরূপে গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, পৃথিবী জলময়ী হইয়া থাকে। সৃষ্টিকালে যেমন রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই রূপ প্রলয়কালে জলও রসতন্মাত্র রূপে পরিণত হয়।[১৫] এই সময় জল বেগবান্ ও প্রবৃদ্ধ হইয়া মহাশব্দে সমুদায় স্থান পরিপূরিত করে। ঐ জল কোথায়ও স্থিত, কোথায়ও বিচলিত হইতে থাকে। ঐ জলের উর্ম্মিমালা দ্বারা সমুদায় স্থান পরিব্যাপ্ত হয়।[১৬] অনন্তর তেজোদ্বারা জলের গুণ আকৃষ্ট হইলে রসতন্মাত্রের বিনাশ হেতু জলও তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়।[১৭] পরে জল রসতন্মাত্রহীন হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপে পরিণত হয়। পরে ঐ তেজোদ্বারা সকল দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।[১৮] ঐ অগ্নি তেজোদ্বারা সর্ব্বব্যাপী

সর্ব্বমাপূর্য্য তেজোভিস্তদা জগদিদং শনৈঃ ॥১৯॥
অর্চ্চির্ভিঃ সংবৃতে তস্মিন্ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা ।
জ্যোতিষোঽপি পরং রূপং বায়ুরত্তি প্রভাকরম্ ॥২০॥
প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্ বায়ুভূতেঽখিলাত্মনি ।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে হৃতরূপো বিভাবসুঃ ॥২১॥
প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বায়ুর্দোধূয়তে মহান্ ।
নিরালোকে তদা লোকে বাযবস্থে চ তেজসি ॥২২॥
ততস্তু মূলমাসাদ্য বায়ুঃ সম্ভবমাত্মনঃ ।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ তির্য্যক্ চ দোধবীতি দিশো দশ ॥২৩॥
বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশো গ্রসতে পুনঃ ।
প্রশাম্যতি ততো বায়ুঃ খং তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্ ॥২৪॥

হইয়া সকল স্থানের জল গ্রাস করিতে থাকে।[১৯] এইরূপে যখন তেজোদ্বারা নিম্ন, ঊর্দ্ধ ও চতুর্দ্দিক সমাচ্ছাদিত হয়, তৎকালে বায়ু প্রভার আকর ঐ জ্যোতিঃপদার্থ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে।[২০] এইরূপে রূপতন্মাত্র বায়ুরূপে প্রলীন ও প্রনষ্ট হইলে তেজঃপদার্থ রূপহীন হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।[২১] এইরূপে যখন জগৎ তেজোহীন হয়, এবং তেজঃপদার্থ বায়ুতে লীন হইয়া যায়, তখন ঘোর অন্ধকারময় জগতে কেবল বায়ুই প্রবাহিত হইতে থাকে।[২২] অনন্তর বায়ু আপনার উৎপত্তি স্থান অনন্ত আকাশ প্রাপ্ত হইয়া ধূমুল শব্দে ঊর্দ্ধ অধঃ ও চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে থাকে।[২৩] অনন্তর আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণকে গ্রাস করিলে, বায়ু বিধ্বস্ত হয় এবং একমাত্র আকাশ বিদ্যমান থাকে।[২৪] তৎকালে রূপ, রস,

অরূপমরসস্পর্শমগন্ধং ন চ মূর্ত্তিমৎ।
সর্ব্বমাপূরয়চ্চৈতৎ সুমহৎ সংপ্রকাশতে ॥২৫॥
পরিমণ্ডলং তচ্ছুষিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৬॥
ততঃ শব্দং গুণং তস্য ভূতাদিগ্রসতে পুনঃ।
ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্ভূতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ ॥২৭॥
অভিমানাত্মকো হ্যেষ ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥২৮॥
উর্ব্বী মহাংশ্চ জগতঃ প্রান্তেঽন্তর্ব্বাহ্যতস্তথা।
এবং সপ্ত মহাবুদ্ধে ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তু বৈ ॥২৯॥

গন্ধ, স্পর্শ, এই কএকটী গুণ, অথবা কোন মূর্ত্তিমান্ পদার্থ কিছুই দৃষ্ট হয় না। একমাত্র আকাশ সমুদায় স্থান পরিপূরিত করিয়া অবস্থান করে।[২৫] তৎকালে চতুর্দ্দিকে গোলাকার মহাগহ্বরসদৃশ শব্দায়মান শব্দতন্মাত্রস্বরূপ আকাশ সমুদায় স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে।[২৬] অনন্তর একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারে লীন হইলে, ঐ অহঙ্কার আকাশের শব্দগুণ গ্রাস করিতে থাকে।[২৭] এই সময় অভিমানাত্মক তমোগুণময় অহঙ্কারে জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়। অনন্তর বুদ্ধিস্বরূপ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার-তত্ত্বকে গ্রাস করে।[২৮]

এই জগতের মধ্যস্থলে পৃথিবী ও সর্ব্বপ্রান্তভাগে মহত্তত্ত্বের আবরণ আছে। এই সমুদায় সপ্ত প্রকৃতি শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মধ্য স্থলে পৃথিবী, তাহার চতুর্দ্দিকে জলের আবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে তেজের আবরণ,

প্রত্যাহারে তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্।
যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে॥৩০॥
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্ব্বতম্।
উদকাবরণং যত্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ॥৩১॥
জ্যোতির্বায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ।
আকাশঞ্চৈব ভূতাদির্গ্রসতে তং তদা মহান্॥৩২॥
মহান্তমেভিঃ সহিতং প্রকৃতির্গ্রসতে দ্বিজ।
গুণসাম্যমনুদ্রিক্তমন্যূনঞ্চ মহামুনে॥৩৩॥
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্।
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী॥৩৪॥

তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুর আবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে আকাশের আবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে অহঙ্কারের আবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে মহত্তত্ত্বের আবরণ আছে। এই সপ্ত পদার্থকে সপ্ত প্রকৃতি বলে। [২৯] যে সময় মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে এই সপ্ত প্রকৃতি স্ব স্ব কারণ স্বরূপ পর পর আবরণে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। প্রথমত ভূমণ্ডল জলে প্রলীন হয়। [৩০] সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত লোক, সপ্ত পর্ব্বত, এতৎসমস্ত জলাবরণ, তেজঃপদার্থের আবরণে লীন হইয়া যায়। [৩১] পরে তেজঃপদার্থ, স্বীয় কারণ ও আবরণ স্বরূপ বায়ুতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ঐ বায়ু আকাশে লীন হয়। পরে আকাশের আবরণ অহঙ্কার আকাশকে গ্রাস করে। অহঙ্কারও স্বীয় আবরণ স্বরূপ মহত্তত্ত্বে লীন হয়। [৩২] অনন্তর প্রকৃতি এতৎসংযুক্ত মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করে। মহর্ষে! এই

ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্মিন্ মৈত্রেয় ! লীয়তে।
একঃ শুদ্ধাক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোহপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য মৈত্রেয় ! পরমাত্মনঃ ॥৩৫॥
ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে ॥৩৬॥
স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥৩৭॥
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥৩৮॥

প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা স্বরূপ চেষ্টাশূন্য ও ক্ষয়শূন্য। [৩৩] এই প্রকৃতি সকলের হেতু ও সমুদায় সৃষ্টির প্রধান কারণ। ইহা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সর্ব্বমূল প্রকৃতি দুই প্রকার। কার্য্যস্বরূপা ও কারণস্বরূপা। [৩৪] মৈত্রেয় ! প্রকৃতির কার্য্যস্বরূপ কারণস্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। মৈত্রেয় ! [এই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এক পুরুষ আছেন,] তিনি শুদ্ধ, অব্যয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। এই পুরুষও সর্ব্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। [৩৫] সেই পরমাত্মা সকলের ঈশ্বর। তাঁহাতে নাম জাতি-প্রভৃতির কল্পনা হইতে পারে না। তিনি সৎস্বরূপ, সত্তামাত্র দ্বারা পরিজ্ঞেয়। তিনি জ্ঞানাত্মক, তিনি আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ। [৩৬] তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরম ধন, তিনি বিষ্ণু, তিনি পরমাত্মা, তিনি ঈশ্বর, এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই রূপভেদ হইতেছে ! মুমুক্ষু যোগিগণ তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

পরমাত্মা চ সর্ব্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥৩৯॥
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
তাভ্যামুভাভ্যাং পুরুষৈঃ সর্ব্বমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে ॥৪০॥
ঋগ্‌যজুঃসামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪১॥
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স চেজ্যতে।
নিবৃত্তৈর্যোগিভির্মার্গৈর্বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ ॥৪২॥
হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতৈর্যত্তু কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিযুজ্যতে।

আমি যে তোমার নিকট ব্যক্তস্বরূপা ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির বিষয় কহিলাম, এই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই পরমাত্মাতেই লীন হয়। [৩৮] পরমাত্মা সকলের আধার, তিনি বেদে ও বেদান্তে পরমেশ্বর ও বিষ্ণু নামে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। [৩৯] বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখসাধক, নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ মোক্ষসাধক। পুরুষগণ এই প্রবৃত্তিরূপ ও নিবৃত্তিরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সেই সর্ব্বমূর্ত্তিময় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। [৪০] যে সকল পুরুষ প্রবৃত্তি মার্গে দণ্ডায়মান থাকে, তাহারা ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ দ্বারা সেই যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞপুরুষ পুরুষোত্তমের অর্চ্চনা করে। [৪১] যে সকল যোগী নিবৃত্তিমার্গে অর্থাৎ মোক্ষপথে ধাবমান হন, তাঁহারা জ্ঞানযোগ

যচ্চ বাচামবিষয়ে তৎসর্ব্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥৪৩॥
ব্যক্তং স এব চাব্যক্তং স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥৪৪॥
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সংপ্রলীয়তে।
পুরুষশ্চাপি মৈত্রেয়! ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মনি ॥৪৫॥
দ্বিপরার্দ্ধাত্মকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া তব।
তদহস্তস্য মৈত্রেয়! বিষ্ণোরীশস্য কথ্যতে ॥৪৬॥
ব্যক্তে চ প্রকৃতৌ লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথা।
তত্রাস্থিতে নিশা চান্যা তৎপ্রমাণা মহামুনে ॥৪৭॥

দ্বারা সেই জ্ঞানাত্মা জ্ঞানমূর্ত্তি মুক্তিফলদায়ক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।[৪২] যে সকল বস্তু হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত শব্দে ব্যবহৃত হয়, যে সকল বস্তু বাক্যেরও অগোচর, তাহাও সেই অব্যয় বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে।[৪৩] সেই হরি ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ। তিনি অব্যয় পুরুষ ও পরমাত্মা। তিনি বিশ্বরূপধারী ও বিশ্বের আত্মাস্বরূপ।[৪৪] মৈত্রেয়! তাঁহার পরিণাম নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপী ব্যক্তস্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ। প্রকৃতি এবং পুরুষ তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।[৪৫]

মৈত্রেয়! আমি তোমার নিকট যে দ্বিপরার্দ্ধাত্মক কালের পরিমাণ কহিলাম, তাহাতে জগদীশ্বর বিষ্ণুর এক দিবস হইয়া থাকে।[৪৬] মহর্ষে! যৎকালে ব্যক্ত সমুদায় জগৎ প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতি ও পুরুষ সেই বাসুদেবে লীন হইয়া যায়, তখন তাদৃশ দিবস পরিমিত দীর্ঘ রাত্রি হইয়া থাকে।[৪৭] দ্বিজ! সেই নিত্য পরমাত্মা বিষ্ণুর সম্বন্ধে যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে দিবা-

নৈবাহস্তস্য ন নিশা নিত্যস্য পরমাত্মনঃ ।
উপচারস্তথাপ্যেষ তস্যেশস্য দ্বিজোচ্যতে ॥৪৮॥
ইত্যেষ তব মৈত্রেয় কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ ।
আত্যন্তিকমিতো ব্রহ্মন্নিবোধ প্রতিসঞ্চরম্ ॥৪৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

রাত্রি কিছুই নাই, তথাপি সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত সেই পরমেশ্বরের সম্বন্ধে দিবা ও রাত্রি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।[৪৮] মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট প্রাকৃত প্রলয়ের স্বরূপ বর্ণন করিলাম। ব্রহ্মন্! এক্ষণে আত্যন্তিক প্রলয়ের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪৯]

বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠাংশ চতুর্থ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোঽংশঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ॥১॥
আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা।
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাঞ্চ সঃ ॥২॥
শিরোরোগপ্রতিশ্যায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ।
গুল্মার্শঃশ্বাসশ্বপথুচ্ছর্দ্দ্যাদিভিরনেকধা ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ে অভিভূত হইলে, যৎকালে তাঁহাদের বৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন তাঁহারা আত্যন্তিক লয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।[১] আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক দুঃখও নানাভেদে বিভক্ত। তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২] শিরোরোগ, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ পীনস রোগ, জ্বররোগ, শূলরোগ, ভগন্দর রোগ, গুল্মরোগ, অর্শরোগ, শ্বাসরোগ, শোথরোগ, ছর্দিরোগ, নেত্ররোগ, অতীসার রোগ, কুষ্ঠরোগ, অঙ্গাময়

তথাক্ষিরোগাতীসারকুষ্ঠাঙ্গামরসংজ্ঞকৈঃ।
ভিদ্যতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হসি ॥৪॥
কামক্রোধভয়দ্বেষলোভমোহবিষাদজঃ।
শোকাসূয়াবমানের্ষ্যামাৎসর্য্যাদি ভবস্তথা ॥৫॥
মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাপো ভবতি নৈকধা।
ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ ॥৬॥
মৃগপক্ষিমনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগরাক্ষসৈঃ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ ॥৭॥
শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বুবিদ্যুদাদিসমুদ্ভবঃ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥৮॥
গর্ভজন্মজরাজ্ঞানমৃত্যুনারকজং তথা।

অর্থাৎ বাত, জলোদর প্রভৃতি রোগ, ইত্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক তাপ আছে। এক্ষণে মানসিক তাপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক তাপ নানাপ্রকার হইয়া থাকে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই রূপে আধ্যাত্মিক তাপ অনেক প্রকারে উৎপন্ন হয়। ৬

মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, সরীসৃপ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাণী হইতে আধিভৌতিক তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা, বিদ্যুৎ, এতৎপ্রভৃতি হইতে আধিদৈবিক তাপের উদ্ভব হয়। ৮

মহর্ষে! গর্ভজনিত ক্লেশ, জন্মজনিত ক্লেশ, জরাজনিত ক্লেশ, মৃত্যুজনিত ক্লেশ, নরকসম্ভূত ক্লেশ ইত্যাদি নানারূপে পূর্ব্বোক্ত

দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম ॥৯॥
সুকুমারতনুর্গর্ভে জন্তুর্বহুমলাবৃতে।
উল্বসংবেষ্টিতো ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ ॥১০॥
অত্যম্লকটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণৈর্মাতৃভোজনৈঃ।
অতিতাপিভিরত্যর্থং বর্দ্ধমানাতিবেদনঃ ॥১১॥
প্রসারণাকুঞ্চনাদেনাঙ্গানাং প্রভুরাত্মনঃ।
শকৃন্মূত্রমহাপঙ্কশায়ী সর্ব্বত্র পীড়িতঃ ॥১২॥
নিরুচ্ছ্বাসঃ সচৈতন্যঃ স্মরন্ জন্মশতান্যথ।
আস্তে গর্ভেঽতিদুঃখেন নিজকর্ম্মনিবন্ধনঃ ॥১৩॥
জায়মানঃ পুরীষাসৃক্‌মূত্রশুক্রাবিলাননঃ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থিবন্ধনঃ ॥১৪॥

দুঃখত্রয় নানা ভেদে বিভক্ত হইয়া থাকে।[৯] সুকুমারশরীর প্রাণিগণ বহুবিধ মলযুক্ত জরায়ুবেষ্টিত গর্ব্ভে একরূপে অবস্থিতি করে যে, তাহাদের পৃষ্ঠ, গ্রীবা, অস্থি প্রভৃতি ভুগ্ন অর্থাৎ বক্র হইয়া থাকে।[১০] সেই গর্ব্ভাবস্থায় যদি মাতা অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ প্রভৃতি ক্লেশদায়ক বস্তু অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে ঐ গর্ব্ভস্থ বালকের ক্লেশের পরিসীমা থাকে না।[১১] গর্ব্ভস্থ শিশুগণ আপনার অঙ্গ প্রসারিত বা আকুঞ্চিত করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে তাহারা বিষ্ঠা ও মূত্ররূপ মহাপঙ্কে শয়ন করিয়া সর্ব্বতোভাবে পীড়িত হইতে থাকে।[১২] তৎকালে তাহাদের চৈতন্য থাকে বটে, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। তৎকালে জীব নিজ নিজ কর্ম্ম-দ্বারা অতিদুঃখে গর্ব্ভে অবস্থান পূর্ব্বক শত জন্মের বৃত্তান্ত

অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
ক্লেশৈর্ন্নিষ্ক্রান্তিমাপ্নোতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ ॥১৫॥
মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহ্যবায়ুনা।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতশ্চ মুনিসত্তম ! ॥১৬॥
কঙ্কটৈরিব তুন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং কৃমিকো যথা ॥১৭॥
কণ্ডূয়নে চাপ্যশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্তন্যপানাদিকাহারমবাপ্নোতি পরেচ্ছয়া ॥১৮॥
অশুচিঃ প্রস্তরে সুপ্তঃ কীটদংশাদিভিস্তথা।

স্মরণ করিতে থাকে।[১৩] জীব যখন পুরীষ, শোণিত, মূত্র, শুক্র, প্রভৃতি দ্বারা লিপ্তশরীর হইয়া, জন্ম পরিগ্রহ করে, তৎকালে প্রজাপতিবিনিযুক্ত গর্ত্তসংকোচক বায়ুদ্বারা অস্থিবন্ধন সমুদায় নিপীড়িত হওয়াতে সাতিশয় ক্লিশ্যমান হইতে থাকে।[১৪] তৎকালে প্রসূতিবায়ু দ্বারা জীব অধোমুখ হইয়া মাতৃজঠর হইতে অতিক্লেশে নিষ্ক্রান্ত হয়।[১৫] মহর্ষে! যৎকালে জীব ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে বাহ্য বায়ু কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়াতে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে।[১৬] জীব যখন দুর্গন্ধময় ব্রণবৎ পদার্থ হইতে কৃমির ন্যায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়, তখন তাহার বোধ হইতে থাকে যেন শরীর কঙ্কট অর্থাৎ অস্ত্রবিশেষ দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইতেছে, ক্রকচ দ্বারা বিদারিত হইয়া যাইতেছে।[১৭] তৎকালে সে নিজ শরীর কণ্ডূয়নে সমর্থ হয় না, পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করিতেও পারে না। পরের ইচ্ছানুসারে স্তন্যপানরূপ আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১৮] তৎকালে জীব অশুচি হইয়া প্রস্তর খণ্ডে

ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥১৯॥
জন্মদুঃখান্যনেকানি জন্মনোঽনন্তরাণি বৈ।
বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভৌতাদিকানি চ ॥২০॥
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ।
ন জানাতি কুতঃ কোঽহং কাহং গন্তা কিমাত্মকঃ ॥২১॥
কেন বন্ধেন বদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং কিন্ন বোচ্যতে ॥২২
কোঽধর্ম্মঃ কশ্চ বৈ ধর্ম্মঃ কস্মিন্ বর্ত্তেত বা কথম্।
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥২৩॥

শয়ন করে। কীট, দংশ প্রভৃতি দংশন করিলেও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না।[১৯] এইরূপে এক জন্মের পর জন্মান্তর পরিগ্রহ কালে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া বাল্যকালেও নানাবিধ আধিভৌতিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।[২০] তৎকালে সে এত দূর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ও মুগ্ধান্তঃকরণ হইয়া পড়ে যে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আছি ও কোথায় গমন করিব, এবং আমার স্বরূপ কি? ইহা জানিতে পারে না।[২১]

তৎকালে তাঁহার এরূপ জ্ঞানও থাকে না যে, আমি কিরূপ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। কোন্‌টী কারণ, কোন্‌টী অকারণ, কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী অকার্য্য, কোন্‌টী বক্তব্য, কোন্‌টী অবক্তব্য,[২২] কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম, কোন্ পথে কিরূপে দণ্ডায়মান থাকা উচিত, কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, কাহার কি গুণ, কাহার কি দোষ,

এবং পশুসমৈর্মূঢৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ।
অবাপ্যতে নরৈর্দুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ ॥২৪॥
অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপাস্ততো দ্বিজ ! ॥২৫॥
নরকং কর্ম্মণাং লোপাৎ ফলমাহুর্ম্মহর্ষয়ঃ।
তস্মাদজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥২৬॥
জরাজর্জ্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ ক্রমাৎ।
বিগলচ্ছীর্ণদশনো বলী স্নায়ুশিরাবৃতঃ ॥২৭॥
দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমান্তর্গততারকঃ।
নাসাবিবরনির্যাতলোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ ॥২৮॥

[ইহাও জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।][২৩] জীবগণ এইরূপে পশুসদৃশ মূঢ় ও শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া অজ্ঞান-জনিত মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।[২৪] দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের কার্য্য। অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না, এই কারণে অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের বেদবিহিত কর্ম্ম সমুদায় লুপ্ত হয়।[২৫] মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, বেদবিহিত কর্ম্মের লোপ করিলে নরক প্রাপ্ত হইতে হয়। এই কারণে অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহলোকে ও পরলোকে যার পর নাই দুঃখ ভোগ করে।[২৬]

মানবগণ যখন বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তাহাদের সমুদায় অবয়ব শিথিল হইয়া যায়। শরীর জরা দ্বারা জর্জ্জর হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের দন্ত শীর্ণ হইয়া বিগলিত হইতে থাকে। তাহাদের শরীর বলি, স্নায়ু ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়।[২৭] তাহাদের চক্ষু এরূপ তেজোহীন হয় যে,

প্রকটীকৃতসর্ব্বাস্থির্নতপৃষ্ঠাস্থিসংহতিঃ।
উৎসন্নজঠরাগ্নিত্বাদল্পাহারোহল্পচেষ্টিতঃ॥২৯॥
কৃচ্ছ্রাচ্চংক্রমণোত্থানশয়নাসনচেষ্টিতঃ।
মন্দীভবচ্ছ্রোত্রনেত্রঃ স্রবল্লালাবিলাননঃ॥৩০॥
অনায়ত্তৈঃ সমস্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ।
তৎক্ষণেহপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাখিলবস্তুনাম্* ॥৩১॥
সকৃদুচ্চরিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ।
শ্বাসকাশমহায়াসসমুদ্ভূতপ্রজাগরঃ॥৩২॥
অন্যেনোত্থাপ্যতেহন্যেন তথা সংবেশ্যতে জরী।

ক্ষুদ্র বস্তু কিছুই দেখিতে পায় না। চক্ষুর তারা নিম্নগত হয়। তাহাদিগের নাসাবিবর হইতে লোমপুঞ্জ নির্গত হইয়া পড়ে। শরীর সর্ব্বদা কম্পিত হইতে থাকে।[২৮] তাহাদিগের সমুদায় অস্থি প্রকটিত হয়। পৃষ্ঠাস্থির সমুদায় সন্ধিস্থল বক্রভাব ধারণ করে। তাহাদিগের জঠরাগ্নি বিধ্বস্ত হওয়াতে যথোপযুক্ত আহার বা কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।[২৯] বৃদ্ধগণ অতিকষ্টে গমন উত্থান শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি অতীব ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তাহাদিগের মুখে লাল নির্গত হওয়াতে, তাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত অবস্থায় অবস্থান করে।[৩০] তাহাদের কোন ইন্দ্রিয়ই আয়ত্ত থাকে না। তাহারা মৃত্যুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করে। তাহারা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে বস্তু দেখিয়াছে বা যাহা শুনিয়াছে, তাহাও তাহাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না।[৩১] একটীমাত্র কথা উচ্চারণ করি-

* বস্তুনাম্ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।৩১

ভৃত্যাত্মপুত্ত্রদারাণামবমানাস্পদীকৃতঃ ॥৩৩॥
প্রক্ষীণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসংস্পৃহঃ।
হাস্যঃ পরিজনস্যাপি নির্ব্বিণ্নাশেষবান্ধবঃ ॥৩৪॥
অনুভূতমিবান্যস্মিন্ জন্মন্যাত্মবিচেষ্টিতম্।
সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিশ্বসিত্যভিতাপিতঃ ॥৩৫॥
এবমাদীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় বৈ।
মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি ॥৩৬॥
শ্লথগ্রীবাংঘ্রিহস্তোঽথ ব্যাপ্তো বেপথুনা ভৃশম্।
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানলবান্বিতঃ ॥৩৭॥

তেও তাহারা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শ্বাস কাশ প্রভৃতি দ্বারা মহা আয়াস হওয়াতে রাত্রিকালে তাহাদের নিদ্রা হয় না।[৩২] জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি উত্থাপিত করে এবং অন্য ব্যক্তি উপবেশন করাইয়া দেয়। আপনার পুত্র, স্ত্রী, ভৃত্য, ইহারা সকলেই বৃদ্ধের প্রতি অবমাননা করিয়া থাকে।[৩৩] বৃদ্ধ ব্যক্তি শৌচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা আহার বিহারে স্পৃহাবান্ হয়। তাহাদের পূর্ব্বকার বন্ধু বান্ধব সকলেই প্রায় নিঃশেষিত হয়। পরিজনগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।[৩৪] তাহারা জন্মান্তরে অনুভূত বিষয়ের ন্যায় যৌবন কালের বিষয় সমুদায় স্মরণ করিয়া সাতিশয় পরিতপ্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।[৩৫] মানবগণ বার্দ্ধক্যাবস্থায় এতৎপ্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ সমুদায় ভোগ করিয়া মরণকালে যে সমুদায় দুঃখ অনুভব করে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৩৬]

হিরণ্যধান্যতনয়ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু।
এতে কথং ভবিষ্যন্তি মম্মেতি মমতাকুলঃ ॥৩৮॥
মর্ম্মভিদ্ভির্ম্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ॥৩৯॥
বিবর্ত্তমানতারাক্ষিহস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠকণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে॥৪০॥
নিরুদ্ধকণ্ঠো দোষৌঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা ॥৪১॥

মৃত্যুকালে প্রাণিগণের গ্রীবা, পদ, হস্ত এতৎসমুদায় শ্লথ হইয়া পড়ে, এবং ভীষণ কম্প উপস্থিত হইতে থাকে। কখন কখন অল্পমাত্র জ্ঞানের উদয় হয়, কখন বা শারীরিক গ্লানির অধীন হইয়া পড়ে।[৩৭] আমার স্বর্ণ, ধান্য, তনয়, ভার্য্যা, ভৃত্য, গৃহ, এ সমুদায়ের উপায় কি হইবে, এইরূপ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া যায় পর নাই আকুল হইয়া পড়ে।[৩৮] তৎকালে ক্রকচের ন্যায়, দারুণ যমরাজের শরসমূহের ন্যায় উগ্র, মর্ম্মভেদক মহারোগদ্বারা তাহাদিগের অস্থিবন্ধন সমুদায় ছিদ্যমান হইতে থাকে।[৩৯] তৎকালে তাহাদের চক্ষু বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহারা পুনঃপুনঃ হস্ত পদ বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। তালু ও ওষ্ঠ পরিশুষ্ক হয়। কণ্ঠদেশে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইতে থাকে।[৪০] মৃত্যুকালে শ্লেষ্মাদি দোষে মনুষ্যদিগের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তৎকালে তাহারা উদান শ্বাস দ্বারা নিপীড়িত হইতে থাকে। তৎকালে তাহারা মহাতাপে অভিভূত হয়, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দ্বারা অতীব কাতর হইতে থাকে।[৪১] অনন্তর অতিক্লেশে যখন প্রাণ বহির্গত

ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ।
ততশ্চ যাতনাদেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে ॥৪২॥
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্।
শৃণুষ্ব নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পুরুষৈস্তৈঃ ॥৪৩॥
যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতাড়নম্।
যমস্য দর্শনঞ্চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্ ॥৪৪॥
করম্ভবালুকাবহ্নিযন্ত্রশস্ত্রাদিভীষণে।
প্রত্যেকং নরকে যাশ্চ যাতনা দ্বিজ! দুঃসহাঃ ॥৪৫॥
ক্রকচৈঃ পীড্যমানানাম্ ঊষায়াঞ্চাপি ধম্যতাম্।
কুঠারৈঃ কৃত্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্যতাম্ ॥৪৬॥

হয়, তখন যমকিঙ্করগণ তাহার উপর বিলক্ষণ পীড়ন করিতে থাকে। অনন্তর অনেক যাতনা ও অনেক ক্লেশে অন্য শরীর পরিগ্রহ করে।[৪২]

মানবগণ মৃত্যুসময়ে এই সমুদায় ও অন্যান্য অতীব উগ্র দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা মৃত্যুর পর নরকগামী হইয়া যে সমুদায় দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪৩]

যমকিঙ্করগণ প্রথমতঃ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, এবং দণ্ডদ্বারা তাড়না করে। উগ্র পথ দর্শন দ্বারা, যম-দর্শন দ্বারা[৪৪], নরকমধ্যে অত্যুষ্ণ বালুকারাশি দ্বারা, বহ্নি-যন্ত্রদ্বারা এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর বস্তুদ্বারা প্রত্যেক নরকে যে যাতনা উপস্থিত হয়, তাহা অতীব দুঃসহ।[৪৫] নরকমধ্যে কোন কোন পাপী ক্রকচদ্বারা কর্ত্তিত, এবং লবণময় ভূমিতে ঘর্ষিত হইতেছে। কোন কোন পাপী কুঠার দ্বারা ছেদিত

শূলেষ্বারোপ্যমাণানাং ব্যাঘ্রবক্ত্রে প্রবিশ্যতাম্।
গৃধ্রৈঃ সংভক্ষ্যমাণানাং দ্বীপিভিশ্চোপভুজ্যতাম্ ॥৪৭॥
ক্বাথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিশ্যতাং ক্ষারকর্দমৈঃ।
উচ্চান্নিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযন্ত্রকৈঃ ॥৪৮॥
নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতূদ্ভবানি বৈ।
প্রাপ্যন্তে নারকৈর্ব্বিপ্র! তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৪৯॥
ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ।
স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ ॥৫০॥
পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনর্নরঃ।
গর্ভে বিলীয়তে ভূয়ো জায়মানোঽস্তমেতি চ ॥৫১॥

হইতেছে, কোন কোন পাপীকে ভূগর্ত্তে নিখাত করিতেছে,[৪৬] কোন কোন পাপীকে শূলে আরোপিত করিতেছে, কোন কোন পাপী ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, গৃধ্রগণ ও ব্যাঘ্রগণ কোন কোন পাপীকে চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করিতেছে, কোন কোন পাপী উষ্ণ তৈলে ভর্জ্জিত হইতেছে,[৪৭] কোন কোন পাপী ক্ষার মৃত্তিকায় ক্লিশ্যমান হইতেছে, কোন কোন পাপীকে উচ্চ স্থান হইতে অধঃপাতিত করিতেছে, কোন কোন পাপী ক্ষেপযন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেছে।[৪৮] পাপিগণ পাপনিবন্ধন নরকে যে সমুদায় দুঃখ ভোগ করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।[৪৯]

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে এই সমুদায় কষ্ট ভোগ হয়, এরূপ নহে। কারণ স্বর্গও ক্ষয়শীল; তাহাতে পতনের আশঙ্কা আছে, সুতরাং স্বর্গে বাস করিয়া কেহ নির্বৃতি লাভ

ম্রিয়তে জাতমাত্রশ্চ বালভাবেঽথ যৌবনে।
মধ্যমং বা বয়ঃ প্রাপ্য বার্দ্ধকে বা ধ্রুবা মৃতিঃ ॥৫২॥
যাবজ্জীবতি তাবচ্চ দুঃখৈর্নানাবিধৈঃ প্লুতঃ।
তন্তুকারণপক্ষ্মৌঘৈরাস্তে কার্পাসবীজবৎ ॥৫৩॥
দ্রব্যনাশে তথোৎপত্তৌ পালনে চ তথা নৃণাম্।
ভবন্ত্যনেকদুঃখানি তথৈবেষ্টবিপত্তিষু ॥৫৪॥
যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয়! জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥৫৫॥
কলত্রপুত্রভৃত্যাদিগৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ॥৫৬॥

করিতে পারে না।[৫০] জীবগণ স্বর্গভোগ বা নরকভোগের পর পুনর্ব্বার গর্ভস্থ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে। কেহ কেহ জন্মমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হয়।[৫১] এইরূপে কেহ জন্মমাত্র, কেহ বাল্যকালে, কেহ যৌবন কালে, কেহ প্রৌঢ়াবস্থায়, কেহ বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না।[৫২]কার্পাসবীজসমূহ যেমন তন্তুসমূহদ্বারা আবৃত থাকে, তাহার ন্যায় জীব যত কাল জীবন ধারণ করে, তত কাল নানাবিধ দুঃখে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে থাকে।[৫৩] ধন উপার্জ্জন কালে, ধন রক্ষা কালে এবং ধন নাশ কালে ও প্রিয়জন বিয়োগ সময়ে মনুষ্যের অশেষ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।[৫৪] মৈত্রেয়! এই সংসার মধ্যে যে যে বস্তু মনুষ্যের প্রীতিদায়ক হয়, সেই সেই বস্তুই দুঃখরূপ মহাবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে।[৫৫] স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন প্রভৃতি

ইতি সংসারদুঃখার্কতাপতাপিতচেতসাম্।
বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্ ॥৫৭॥
তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য পণ্ডিতৈঃ।
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ॥৫৮॥
নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।
ভৈষজ্যং ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥৫৯॥
তস্মাত্তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে! ॥৬০॥
আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥৬১॥

দ্বারা মনুষ্যের যে পরিমাণে অসুখ হয়, সে পরিমাণে সুখ-সঞ্চার হয় না।[৫৬] এইরূপে যাহাদের অন্তঃকরণ সাংসারিক দুঃখরূপ সূর্য্যতাপে তাপিত হইতেছে; তাহাদের পক্ষে মুক্তি-রূপ বৃক্ষচ্ছায়া ব্যতিরেকে আর কোথায় সুখ আছে?[৫৭]

গর্ভাবস্থায় জন্মকালে বার্দ্ধক্যাদি অবস্থায় এইরূপে যে সমুদায় ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়।[৫৮] তাহার একমাত্র ঔষধ ভগবৎপ্রাপ্তি। তৎকালে সাংসারিক বিষয়ে আহ্লাদ বা সুখভাব থাকে না। তৎকালে ভগবানের প্রতি নিত্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা জন্মায়।[৫৯] মহর্ষে! এই কারণে পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য এই যে, ভগবৎ প্রাপ্তিবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হন। কথিত আছে, কর্ম্মদ্বারা ও জ্ঞানদ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়।[৬০] জ্ঞান দুই প্রকার, আগমজনিত ও বিবেকজনিত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপদেশ বাক্য দ্বারা যে জ্ঞানের

অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্ ।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে ! বিবেকজম্ ॥৬২॥
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যৎ মুনিসত্তম । ।
তদেতৎ শ্রূয়তামত্র সংবন্ধে গদতো মম ॥৬৩॥
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৬৪॥
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ।
পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তিঋর্গ্বেদাদিময়াপরা ॥৬৫॥
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্ ।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥৬৬॥

উদয় হয়, তাহার নাম আগম জনিত জ্ঞান। ধ্যান, ত্রাণ ও বিবেক দ্বারা অন্তঃকরণ মধ্যে যে পরমাত্মার উদয় হয়, তাহার নাম বিবেকজনিত জ্ঞান। [৬১] অজ্ঞান গাঢ় অন্ধকার স্বরূপ। শব্দজ্ঞান অর্থাৎ উপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞান প্রদীপ সদৃশ। তাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে, অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত হইতে পারে না। [৬২] বিপ্রর্ষে! বিবেকজনিত জ্ঞান সূর্য্যস্বরূপ। তাহা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমুদয় অজ্ঞানান্ধকার নিরাকৃত হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি মনু বেদার্থ স্মরণ করিয়া এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। [৬৩] ব্রহ্ম দুই প্রকার, শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ পরমব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায়। [৬৪] অথর্ব্ববেদে কথিত আছে যে, বিদ্যা দুই প্রকার। পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা ঋক্‌বেদাদিময়ী অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্যা। পরা বিদ্যাদ্বারা

বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৬৭॥
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তৎ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণা।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬৮॥
তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥৬৯॥
এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমং যত্ত্রয়ীময়ম্ ॥৭০॥

ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায়। ঐ উভয়বিধ বিদ্যাই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।[৬৫] যিনি অব্যক্ত স্বরূপ, যিনি অজর, অজ, অচিন্ত্য, অব্যয়, যাঁহার রূপ কল্পনা করা যায় না, যাঁহার হস্ত পাদাদি নাই,[৬৬] যিনি সর্ব্বস্থানে অবস্থান করিতেছেন, যিনি নিত্য, বিভু, যাঁহার আদি নাই, যিনি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপক, যাঁহার ব্যাপক কেহই হইতে পারে না, যাঁহা হইতে সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন।[৬৭] তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি পরম ধাম, যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি শ্রুতিপ্রতিপাদিত অতিগূঢ় পদার্থ। তিনি পরম পদ।[৬৮] তিনি ভগবৎপদবাচ্য, তিনি পরমাত্মস্বরূপ। ভগবান্ এই শব্দ তাঁহারই বাচক। তিনি সকলের আদি, তিনি অক্ষয়।[৬৯] যাঁহা হইতে উক্তপ্রকার বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তাহাই বেদরূপ পরম জ্ঞান।[৭০] ব্রহ্মন্! যদিও পরম ব্রহ্ম শব্দের অগোচর, তথাপি তাঁহার

অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ ॥৭১॥
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ॥৭২॥
সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ! ॥৭৩॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥৭৪॥
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।

পূজার নিমিত্ত তাঁহাতে ভগবান্ এই শব্দ আরোপ করা হইয়া থাকে।[৭১] মৈত্রেয়! পরম ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, তিনি শুদ্ধস্বরূপ। তিনি সমুদায় কারণের কারণ, তাঁহাতেই ভগবান্ এই শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৭২] মহর্ষে! তিনি সকলের ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রতিপালক। তিনি সকলের আধার। ভগবানের ভ এই শব্দ দ্বারা এই দুই প্রকার অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। তিনি নেতা অর্থাৎ কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল প্রদায়ক। তিনি গময়িতা অর্থাৎ প্রলয় কালে কার্য্য সমুদায়ের আদি কারণ। তিনি স্রষ্টা অর্থাৎ সমুদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। গকার দ্বারা এই তিন প্রকার অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।[৭৩] সমুদায় ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি, সমুদায় ধর্ম্ম, সমুদায় যশ, সমুদায় শ্রী, সমুদায় জ্ঞান, সমুদায় বৈরাগ্য, ভগ শব্দে এই ছয়টী বিষয় অভিহিত হইয়া থাকে।[৭৪] যাঁহাতে সমুদায় ভূত অবস্থান করে, যিনি ভূতময় ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়, যিনি সমু-

সর্ব্বভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥৭৫॥
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম !।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ ॥৭৬॥
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥৭৭॥
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥৭৮॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥৭৯॥

দায় পদার্থের মধ্যে অব্যয়, বকার দ্বারা তিনিই অভিহিত হইয়া থাকেন।[৭৫] সাধুশ্রেষ্ঠ ! ভগবান্ এই মহাশব্দটী পরম ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবেরই বাচক। ইহা অন্যের প্রতি ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ভগবান্ এই শব্দটী পরম ব্রহ্মের প্রতি পারিভাষিক হইতেছে।[৭৬] তিনি যে, সকলের পূজ্য, এই শব্দ দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ভগবান্ এই শব্দ পরম ব্রহ্মের প্রতি মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দ যখন অন্যের প্রতি ব্যবহৃত হয়, তখন গৌণরূপেই হইয়া থাকে।[৭৭] যিনি প্রাণিগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আগম, গতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা, এ সমুদায় অবগত আছেন,[৭৮] তাঁহার প্রতি ভগবান্ এই শব্দ গৌণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাঁহাতে জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ, এই ছয়টী গুণ আছে এবং যাঁহাতে ইহার বিপরীত হেয় ছয়টী গুণ নাই অর্থাৎ যাঁহাতে অজ্ঞান, অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্য্য, অবীর্য্য,

সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি ।
ভূতেষু চ স সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৮০॥
খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা ।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥৮১॥
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥৮২॥
স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীতঃ ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥৮৩॥

অতেজ এই ছয়টী গুণের ঐকান্তিক অভাব. তিনিও ভগবান এই শব্দের বাচ্য ।[৭৯]

যে পরমাত্মাতে সমুদায় ভূত অবস্থান করে, যিনি সমুদায় ভূতেই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বময় পরমাত্মা বাসুদেব এই শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন ।[৮০]

পূর্ব্বকালে একদা খাণ্ডিক্য জনক কেশিধ্বজকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি অনন্ত বাসুদেবের নামের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[৮১], যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্ব্বভূত যাঁহাতে বাস করিয়া থাকে, যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা ও বিধাতা সেই প্রভু, বাসুদেব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ।[৮২] মহর্ষে! তিনি পদার্থ সমুদায় ও প্রকৃতির অধীন নহেন। তাঁহাতে বিকার বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দোষ গুণ নাই। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তাবরণ অতিক্রম করিয়া আছেন।

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥৮৪॥
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে ॥৮৫॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো
ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগসর্ব্ববেত্তা
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥৮৬॥

ভুবন অতিক্রম করিয়া যে স্থান আছে, তিনি তাহাও ব্যাপিয়া আছেন।[৮৩] তিনি সমুদায় মঙ্গলের আধার, তিনি আত্মশক্তি-দ্বারা সমুদায় ভূত আবৃত করিয়া আছেন। তিনি আপনার ইচ্ছানুসারে অভিমত-মহৎ দেহ ধারণ করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন।[৮৪] তাঁহাতে তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ গুণ আছে। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহাতে ক্লেশাদির লেষমাত্রও নাই। তিনি পরাৎপর পরমেশ্বর।[৮৫] তিনি ব্যষ্টি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাদিরূপ, সমষ্টি অর্থাৎ বাসুদেবাদিরূপ, ঈশ্বর। তিনি ব্যক্ত স্বরূপ ও অব্যক্তস্বরূপ। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বগামী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর।[৮৬] যাহা দ্বারা সেই বাসুদেবকে

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্ ।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥৮৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

জানিতে পারা যায়, তাহা নির্দ্দোষ, পরিশুদ্ধ, পরম নির্ম্মল এক প্রকার জ্ঞান। ইহা পরা বিদ্যা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়। অন্য প্রকার জ্ঞান অজ্ঞান পদ বাচ্য।৮৭

বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠ অংশ পঞ্চম অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠোহংশঃ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

স্বাধ্যায়সংযমাভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ।
তৎপ্রাপ্তিকারণং ব্রহ্ম তদেতদিতি চোচ্যতে ॥১॥
স্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মেব চ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥২॥
তদীক্ষণায় স্বাধ্যায়ঃ চক্ষুর্যোগস্তথাপরম্।
ন মাংসচক্ষুষা দ্রষ্টুং ব্রহ্মভূতঃ স শক্যতে ॥৩॥

পরাশর কহিলেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ জপ, সংযম অর্থাৎ যোগ এতদুভয় দ্বারা সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুর উপলব্ধি হয়। জপ ও ধ্যান এই দুইটী ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ বলিয়া তাদাত্ম্য-রূপে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১] স্বাধ্যায়ের পর যোগ আশ্রয় করিবে, এবং যোগের পরক্ষণে পুনর্ব্বার স্বাধ্যায় অবলম্বন করিবে। এইরূপে নিরন্তর জপ ও ধ্যান দ্বারা পর-মাত্মা বাসুদেব প্রকাশমান হন।[২] [বাসুদেব বলিয়াছেন,] জপ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা ও ধ্যান দ্বারা আমার উপলব্ধি হয়, কিন্তু সংপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মাংসময় চক্ষুদ্বারা আমাকে দেখিতে পান না। তিনি ধ্যান বলেই আমায় দর্শন করেন।[৩]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্! তমহং যোগং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং বদ।
জ্ঞাতে যত্রাখিলাধারং পশ্যেয়ং পরমেশ্বরম্ ॥৪॥

পরাশর উবাচ।

যথা কেশিধ্বজঃ প্রাহ খাণ্ডিক্যায় মহাত্মনে।
জনকায় পুরা যোগং তথাহং কথয়ামি তে ॥৫॥

মৈত্রেয় উবাচ।

খাণ্ডিক্যঃ কোঽভবদ্‌ব্রহ্মন্! কো বা কেশিধ্বজোঽভবৎ।
কথং তয়োশ্চ সংবাদো যোগসংবন্ধবানভূৎ ॥৬॥

পরাশর উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজো বৈ জনকস্তস্য পুত্রো মিতধ্বজঃ।
কৃতধ্বজশ্চ নাম্না স সদাধ্যাত্মরতির্নৃপঃ ॥৭॥

মৈত্রেয় কহিলেন। ভগবন্! যাহা দ্বারা সকলের আধার পরমেশ্বরের উপলব্ধি হয়, সেই যোগ জ্ঞাত হইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি বলুন। ৪

পরাশর কহিলেন। পূর্ব্বকালে কেশিধ্বজ, মহাত্মা খাণ্ডিক্য জনককে যে প্রকার যোগের বিষয় বলিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

মৈত্রেয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! খাণ্ডিক্য কে? এবং কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন? কি নিমিত্তই বা যোগ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথন হইয়াছিল? ৬

পরাশর কহিলেন। ধর্ম্মধ্বজ জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ। রাজা

কৃতধ্বজস্য পুত্রোঽভূৎ খ্যাতঃ কেশিধ্বজো দ্বিজ।
পুত্রো মিতধ্বজস্যাপি খাণ্ডিক্যো জনকোঽভবৎ ॥৮
কর্ম্মমার্গেঽতি খাণ্ডিক্যঃ পৃথিব্যামভবৎ কৃতী।
কেশিধ্বজোঽপ্যতীবাসীদাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥৯॥
তাবুভাবপি চৈবাস্তাং বিজিগীষূ পরস্পরম্।
কেশিধ্বজেন খাণ্ডিক্যঃ স্বরাষ্ট্রাদবরোপিতঃ ॥১০॥
পুরোধসা মন্ত্রিভিশ্চ সমবেতোঽল্পসাধনঃ।
রাজ্যান্নিরাকৃতঃ সোঽথ দুর্গারণ্যচরোঽভবৎ ॥১১॥
ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া ॥১২॥

কৃতধ্বজ সর্ব্বদা অধ্যাত্মবিদ্যায় রত থাকিতেন।[৭] ব্রহ্মন্! কৃতধ্বজের এক পুত্র হইয়াছিল। এই রাজকুমারের নাম কেশিধ্বজ। মিতধ্বজের একটী পুত্র হইয়াছিল। ঐ পুত্রের নাম খাণ্ডিক্য জনক।[৮] খাণ্ডিক্য কর্ম্মমার্গে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। কেশিধ্বজও অধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।[৯] এই খাণ্ডিক্য ও কেশিধ্বজ উভয়ে পরস্পর বিজিগীষু ছিলেন। কিছু দিন পরে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্যকে রাজ্যচ্যুত করিলেন।[১০] খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত সমবেত হইয়া অল্প পরিবার সহিত রাজ্য হইতে নিরাকৃত হওয়াতে পর্ব্বতে ও অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।[১১] অনন্তর রাজা কেশিধ্বজ জ্ঞানমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা-জনিত রাগাদি অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

একদা বর্ত্তমানস্য যোগে যোগবিদাংবর।
ধর্ম্মধেনুং জঘানোগ্রশার্দ্দূলো বিজনে বনে ॥১৩॥
ততো রাজা হতাং জ্ঞাত্বা ধেনুং ব্যাঘ্রেণ ঋত্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং স পপ্রচ্ছ কিমত্রেতি বিধীয়তে ॥১৪॥
তে চোচুর্ন বয়ং বিদ্মঃ কশেরুঃ পৃচ্ছ্যতামিতি।
কশেরুরপি তেনোক্তস্তথৈব প্রাহ ভার্গবম্ ॥১৫॥
শুনকং পৃচ্ছ রাজেন্দ্র! নাহং বেদ্মি স বেৎস্যতি।
স গত্বা তমপৃচ্ছচ্চ সোহপ্যাহ শৃণু যন্মুনে! ॥১৬॥

করিতে আরম্ভ করিলেন।[১২] একদা সেই পরমযোগী কেশিধ্বজ বিজন বনে ধ্যান করিতেছেন, ঈদৃশ সময়ে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার হোম ধেনুকে বিনাশ করিল।[১৩] অনন্তর রাজা কেশিধ্বজ যখন দেখিলেন যে, হোমধেনু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ঘাতিত হইয়াছে, তখন তিনি পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ স্থলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়?[১৪] পুরোহিতগণ কহিলেন। এ বিষয়ে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা আমরা অবগত নহি। তুমি কশেরু নামক মহর্ষির নিকট, এতদ্বিষয়ক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা কর। অনন্তর রাজা, কশেরুর নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও সেইরূপে কহিলেন যে, আমি এ বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদান করিতে সমর্থ নহি। তুমি ভৃগুবংশীয়[১৫] শুনককে জিজ্ঞাসা কর। রাজেন্দ্র! আমি এবিষয়ের ব্যবস্থা অবগত নহি, তিনি সমুদায় জ্ঞাত আছেন। অনন্তর রাজা শুনকের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি যে রূপ উত্তর করিয়া

ন কশেরুর্ন চৈবাহং ন চান্যঃ সাংপ্রতং ভুবি।
বেত্ত্যেক এব ত্বচ্ছত্রুঃ খাণ্ডিক্যো যো জিতস্ত্বয়া ॥১৭॥
স চাহং তং প্রয়াম্যেষ প্রষ্টুমাত্মরিপুং মুনে!।
প্রাপ্ত এব ময়া যজ্ঞো যদি মাং স হনিষ্যতি ॥১৮॥
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদি পৃষ্টো বদিষ্যতি।
ততশ্চাবিকলো যাগো মুনিশ্রেষ্ঠ! ভবিষ্যতি ॥১৯॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য কৃষ্ণাজিনধরো নৃপঃ।
বনং জগাম যত্রাস্তে খাণ্ডিক্যঃ স মহামতিঃ ॥২০॥

ছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৬] এক্ষণে কশেরু বা আমি অথবা পৃথিবীর মধ্যে অন্য কেহ, এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যাঁহাকে পরাজয় করিয়াছ, ত্বদীয় শত্রু সেই খাণ্ডিক্যই এবিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করিবেন।[১৭] কেশিধ্বজ কহিলেন, মহর্ষে! আমি ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমার শত্রুর নিকট গমন করিতেছি. যদি সে আমাকে সংহার করে, তাহা হইলেও সমুদায় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইব।[১৮] মহর্ষে! আর যদি আমার প্রশ্ন অনুসারে খাণ্ডিক্য সমুদায় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করে, তাহা হইলেও আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।[১৯]

পরাশর কহিলেন। রাজা এই বাক্য বলিয়া কৃষ্ণাজিন ধারণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া যে স্থলে মহামুনি খাণ্ডিক্য অবস্থান করিতেছেন, সেই অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।[২০] খাণ্ডিক্য আপনার শত্রুকে আগমন করিতে

তমায়ান্তং সমালোক্য খাণ্ডিক্যো রিপুমাত্মনঃ।
প্রোবাচ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সমারোপিতকার্ম্মুকঃ ॥২১॥

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কৃষ্ণাজিনং ত্বং কবচমাবধ্যাস্মান্নিহংস্যসি।
কৃষ্ণাজিনধরে বেৎসি ন ময়ি প্রহরিষ্যতি ॥২২॥
মৃগাণাং বত পৃষ্ঠেষু মূঢ়! কৃষ্ণাজিনং ন কিম্।
যেষাং ত্বয়া ময়া চোগ্রাঃ প্রহিতাঃ শিতসায়কাঃ ॥২৩॥
স ত্বামহং হনিষ্যামি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
আততায্যসি দুর্ব্বুদ্ধে! মম রাষ্ট্রহরো রিপুঃ ॥২৪॥

কেশিধ্বজ উবাচ।

খাণ্ডিক্য! সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তমহমাগতঃ।

দেখিয়া শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক ক্রোধলোহিত লোচনে কহিতে লাগিলেন।[২১] তুমি কৃষ্ণাজিন ও কবচ ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছ? তুমি মনে করিয়াছ যে, আমাকে কৃষ্ণাজিনধারী দেখিয়া প্রহার করিবে না।[২২] মূঢ়! মৃগগণের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন দৃষ্ট হয় না? আমি সেই সকল মৃগের ন্যায় তোমার পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।[২৩] অতএব আমি অদ্য তোমাকে সংহার করিব। তুমি জীবন সত্ত্বে আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আততায়ী, তুমি আমার রাজ্যাপহারক পরম শত্রু।[২৪]

কেশিধ্বজ কহিলেন। খাণ্ডিক্য! আমি একটী সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। অথমি

ন ত্বাং হন্তুং বিচার্য্যৈতৎ কোপং বাণঞ্চ মুঞ্চ চ ॥২৫॥

পরাশর উবাচ।

ততঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধমেকান্তে সপুরোহিতঃ।
মন্ত্রয়ামাস খাণ্ডিক্যঃ সর্ব্বৈরেব মহামতিঃ ॥২৬॥
তমূচুর্ম্মন্ত্রিণো বধ্যো রিপুরেষ বশংগতঃ।
হতে তু পৃথিবী সর্ব্বা তব বশ্যা ভবিষ্যতি ॥২৭॥
খাণ্ডিক্যশ্চাহ তান্ সর্ব্বানেতদেবং ন সংশয়ঃ।
হতে তু পৃথিবী সর্ব্বা মম বশ্যা ভবিষ্যতি ॥২৮॥
পরলোকজয়স্তস্য পৃথিবী সকলা মম।
ন হন্মি চেল্লোকজয়ো মম তস্য বসুন্ধরা।
নাহং মন্যে লোকজয়াদধিকা স্যাদ্বসুন্ধরা ॥২৯॥

তোমাকে বিনাশ করিতে আসি নাই। তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া ক্রোধ ও বাণ পরিত্যাগ কর। ২৫

পরাশর কহিলেন। অনন্তর মহামতি খাণ্ডিক্য সমুদায় মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ২৬ মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শত্রু যখন তোমার বশতাপন্ন হইয়াছে, তখন ইহাকে বিনাশ করাই তোমার উচিত। এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে সমুদায় পৃথিবী তোমার বশতাপন্ন হইবে। ২৭ অনন্তর খাণ্ডিক্য মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আপনারা যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে সমুদায় ভূমণ্ডল আমার অধীন হইবে। ২৮ এইরূপ হইলে, আমার সমুদায় পৃথিবী জয় ও কেশিধ্বজের

পরলোকজয়োঽনন্তঃ স্বল্পকালো মহীজয়ঃ ।
তস্মাদেনং ন হিংসিষ্যে যৎ পৃচ্ছতি বদামি তৎ ॥৩০॥

পরাশর উবাচ ।

ততস্তমভ্যুপেত্যাহ খাণ্ডিক্যজনকো রিপুম্ ।
প্রষ্টব্যং যত্ত্বয়া সর্ব্বং তৎ পৃচ্ছস্ব বদাম্যহম্ ॥৩১॥

পরাশর উবাচ ।

ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ধর্ম্মধেনুবধং দ্বিজ ! ।
কথয়িত্বা স পপ্রচ্ছ প্রায়শ্চিত্তং হি তদ্গতম্ ॥৩২॥
স চাচষ্ট যথান্যায়ং দ্বিজ ! কেশিধ্বজায় তৎ ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদ্বৈ তত্র বিধীয়তে ॥৩৩॥

পরলোক জয় হইবে। যদি আমি ইহাকে বিনষ্ট না করি, তাহা হইলে আমার পরলোক জয় ও তাহার পৃথিবী জয় হইবে।[২৯] আমি বিবেচনা করি, পরলোক জয় অপেক্ষা পৃথিবী জয় করা প্রশংসনীয় নহে। পৃথিবী জয় স্বল্পকাল স্থায়ী ও পরলোক জয় অনন্ত কাল স্থায়ী। অতএব আমি ইহাকে বিনাশ করিব না। যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহারি উত্তর প্রদান করি।[৩০]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন। তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে সমুদায় জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর প্রদান করিতেছি।[৩১] ব্রহ্মন্! অনন্তর কেশিধ্বজ ধর্ম্মধেনুবধ প্রভৃতির বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তদ্বিষয়ক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।[৩২] ব্রহ্মন্! খাণ্ডিক্যও কেশিধ্বজের নিকট ন্যায়ানুসারে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় কহিলেন।[৩৩]

বিদিতার্থঃ স তেনৈবং সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা।
যাগভূমিমুপাশ্রিত্য চক্রে সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥৩৪॥
ক্রমেণ বিধিবৎ যাগং নীত্বা সোঽবভৃতাপ্লুতঃ।
কৃতকৃত্যস্ততো ভূত্বা চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥৩৫॥
পূজিতা ঋত্বিজঃ সর্ব্বে সদস্যা মানিতা ময়া।
তথৈবার্থিজনোঽপ্যর্থৈর্যোজিতোঽভিমতৈর্যথা ॥৩৬॥
যথার্হমস্য লোকস্য ময়া সর্ব্বং বিচেষ্টিতম্।
অনিষ্পন্নক্রিয়ং চেতস্তথাপি মম কিং যথা ॥৩৭॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেন সস্মার স মহীপতিঃ।
খাণ্ডিক্যায় ন দত্তেতি ময়া বৈ গুরুদক্ষিণা ॥৩৮॥

কেশিধ্বজ ও সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ অবগত হইয়া মহাত্মা খাণ্ডিক্যের আনুজ্ঞানুসারে যজ্ঞভূমিতে গমনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধির অনুষ্ঠান করিলেন।[৩৪] অনন্তর তিনি ক্রমশঃ যথা-বিধানে যজ্ঞ সমাধান করিয়া যজ্ঞাবসান কালীন স্নান পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন,[৩৫] আমি ঋত্বিকগণের পূজা করিলাম, সদস্য-গণেরও যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছি। যে সকল যাচক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেও যথাবিধানে ধনদান করিয়াছি।[৩৬] আমি যেরূপ উপযুক্ত এবং ইহলোকে আমার যে রূপ করণ কর্ত্তব্য, আমি তৎসমুদায় সম্পাদন করি-য়াছি। আমি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না যে, ঈদৃশ কার্য্য করিয়াও কি নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতেছে না।[৩৭] রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়

স জগাম ততো ভূয়ো রথমারুহ্য পার্থিবঃ।
মৈত্রেয়! দুর্গগহনং খাণ্ডিক্যো যত্র সংস্থিতঃ ॥৩৯॥
খাণ্ডিক্যোঽপি তথায়ান্তং পুনর্দৃষ্ট্বা ধৃতায়ুধঃ।
তস্থৌ হন্তুং কৃতমতিস্তথাহ স পুনর্নৃপঃ ॥৪০॥
ভো নাহং তেঽপকারায় প্রাপ্তঃ খাণ্ডিক্য মা ক্রুধঃ।
গুরোর্নিষ্ক্রয়দানায় মামবেহি ত্বমাগতম্ ॥৪১॥
নিষ্পাদিতো ময়া যাগঃ সম্যক্ ত্বদুপদেশতঃ।
সোঽহং তে দাতুমিচ্ছামি বৃণুষ্ব গুরুদক্ষিণাম্ ॥৪২॥

পরাশর উবাচ।

ভূয়ঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়ামাস পার্থিবঃ।

তাঁহার স্মরণ হইল যে, খাণ্ডিক্যকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই। [৩৮]

মৈত্রেয়! অনন্তর রাজা রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য অবস্থান করিতেছেন, সেই দুর্গম অরণ্যে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। [৩৯] খাণ্ডিক্য তাঁহাকে সমীপস্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার বিনাশ বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কেশিধ্বজ কহিলেন, [৪০] খাণ্ডিক্য! আমি তোমার অপকার করিবার নিমিত্ত আগমন করি নাই। তুমি ক্রুদ্ধ হইও না। আমি তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আসিয়াছি। [৪১] আমি তোমার উপদেশ অনুসারে যজ্ঞ সমাধান করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তুমি তোমার যেরূপ অভিলাষ প্রার্থনা কর। [৪২]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর খাণ্ডিক্য পুনর্ব্বার মন্ত্রিগণের

গুরুনিষ্কৃতিকামোঽত্র কিময়ং প্রার্থ্যতামিতি ॥৪৩॥
তমূচুর্ম্মন্ত্রিণো রাজ্যমশেষং প্রার্থ্যতামিতি।
কৃতিভিঃ প্রার্থ্যতে রাজ্যমনায়াসিতসৈনিকৈঃ ॥৪৪॥
প্রহস্য তানাহ নৃপঃ স খাণ্ডিক্যো মহামতিঃ।
স্বল্পকালিং মহীরাজ্যং মাদৃশৈঃ প্রার্থ্যতে কথম্ ॥৪৫॥
এবমেতদ্ভবন্তোঽত্র সর্ব্বসাধনমন্ত্রিণঃ।
পরমার্থঃ কথং কোঽত্র যূয়ং নাত্র বিচক্ষণাঃ ॥৪৬॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সমুপেত্যৈনং স তু কেশিধ্বজং নৃপম্।
উবাচ কিমবশ্যন্ত্বং দদাসি গুরুদক্ষিণাম্ ॥৪৭॥

সহিত সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, এই কেশি-ধ্বজ গুরুদক্ষিণা প্রদানে উদ্যত হইয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য? [৪৩] মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কহিলেন; আপনি সমুদায় রাজ্য প্রার্থনা করুন। যাঁহারা কৃতী তাঁহারা ঈদৃশ স্থলে রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহাতে সেনাগণকে ক্লেশ দেওয়া হয় না। [৪৪] মহামতি খাণ্ডিক্য ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, পৃথিবীর রাজ্য স্বল্পকাল স্থায়ী, অতএব পৃথিবীর রাজ্য-প্রার্থনা করা মাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। [৪৫] তোমরা আমাকে সকল বিষয়েই মন্ত্রণা দান করিয়া থাক, কিন্তু কোন্ কার্য্যে পারিমার্থিক মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞানে তোমরা বিচক্ষণ নহ। [৪৬]

পরাশর কহিলেন। খাণ্ডিক্য এই কথা বলিয়া কেশিধ্বজে

পরাশর উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তেনোক্তঃ খাণ্ডিক্যস্তমথাব্রবীৎ।
ভবানধ্যাত্মবিজ্ঞান-পরমার্থবিচক্ষণঃ ॥৪৮॥
যদি চেদ্দীয়তে মহ্যং ভবতা গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
তৎ ক্লেশপ্রশমায়ালং যৎ কর্ম্ম তদুদীরয় ॥৪৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি কি নিশ্চয়ই গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিবে? [৪৭] কেশিধ্বজ কহিলেন, হাঁ আমি নিশ্চয়ই গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব। তখন খাণ্ডিক্য কহিলেন, তুমি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও পারমার্থিক বিষয়ে অতীব বিচক্ষণ। [৪৮] যদি আমাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কি রূপ কার্য্য করিলে দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে তাহা তুমি বল।

বিষ্ণুপুরাণ ষষ্ঠ অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

কেশিধ্বজ উবাচ।

ন প্রার্থিতং ত্বয়া কস্মাৎ মম রাজ্যমকণ্টকম্।
রাজ্যলাভাদ্বিনা নান্যৎ ক্ষত্রিয়াণামতিপ্রিয়ম্ ॥১॥

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কেশিধ্বজ! নিবোধ ত্বং ময়া ন প্রার্থিতং যত
রাজ্যমেতদশেষং তে যত্র গৃধ্যন্ত্যপণ্ডিতাঃ ॥২॥
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎ প্রজাপরিপালনম্।

কেশিধ্বজ কহিলেন, তুমি মনে করিলে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিতে পারিতে, তাহা তুমি কি জন্য করিলে না? ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে রাজ্য লাভ ব্যতীত আর অন্য কোন প্রিয়তর বস্তু নাই।

খাণ্ডিক্য কহিলেন, কেশিধ্বজ! আমি যে কারণে তোমার সমুদায় রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, তাহা শ্রবণ কর। যাহারা ভোগাভিলাষী অবিবেকী, তাহারাই রাজ্যের মুখাপেক্ষা করে।[২] ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই যে, প্রজাপালন করেন এবং যাহারা রাজ্যের পরিপন্থী, তাহা-

বধশ্চ ধর্ম্মযুদ্ধেন স্বরাজ্যপরিপন্থিনাম্ ॥৩॥
যত্রাশক্তস্য মে দোষো নৈবাস্ত্যপহৃতে ত্বয়া ।
বন্ধায়ৈব ভবত্যেষা অবিদ্যাপ্যক্রমোজ্ঝিতা ॥৪॥
জন্মোপভোগলিপ্সার্থমিয়ং রাজ্যস্পৃহা মম ।
অন্যেষাং দোষজা নৈষা ধর্ম্মমেবানুরুধ্যতে ॥৫॥
ন যাচ্ঞা ক্ষত্রবন্ধূনাং ধর্ম্মো হ্যেতৎ সতাং মতম্ ।
অতো ন যাচিতং রাজ্যমবিদ্যান্তর্গতং তব ॥৬॥

দিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে সংহার করেন।[৩] তুমি আমার রাজ্য হরণ করিয়াছ, আমি তাহার প্রত্যুদ্ধারে সমর্থ হই নাই, সুতরাং প্রজাপালন প্রভৃতি না করাতে যে অধর্ম্ম হয় তাহা আমার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যদি ক্রমবিপর্য্যয় করিয়া কর্ম্ম-কাণ্ড পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহা পাপজনক হইয়া থাকে।[৪] (যদি আমি তোমার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমার সেই প্রার্থনা কেবল) রাজবংশে জন্ম নিবন্ধন ছত্র চামর প্রভৃতি উপভোগ করিবার জন্যই হই-তেছে। এই রাজ্য প্রার্থনা অন্যের পক্ষে দোষজনক নহে, কারণ তাহারা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুরোধেই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।[৫] বিশেষত সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে যাচ্ঞা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম নহে। আমি এই কারণে সংসারবন্ধনকারণ ত্বদীয় রাজ্য প্রার্থনা করি নাই।[৬] যাঁহাদের হৃদয় মমতা দ্বারা আকৃষ্ট, যাঁহারা অহঙ্কার ও অভিমান রূপ অপরিমিত সুরাপানে মত্ত, তাদৃশ অজ্ঞানান্ধ

রাজ্যে গৃধ্যন্ত্যবিদ্বাংসো মমত্বাহতচেতসঃ।
অহংমানমহাপান-মদমত্তা ন মাদৃশঃ ॥৭॥

পরাশর উবাচ।

তং প্রহৃষ্টঃ সাধ্বিতি প্রাহ কেশিধ্বজো নৃপঃ।
খাণ্ডিক্যজনকং প্রীত্যা শ্রূয়তাং বচনং মম ॥৮॥
অহন্ত্ববিদ্যামৃত্যুং চ তর্তুকামঃ করোমি বৈ।
রাজ্যং যাগাংশ্চ বিবিধান্ ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং তথা ॥৯॥
তদিদং তে মনো দিষ্ট্যা বিবেকৈশ্বর্য্যতাং গতম্।
শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ স্বরূপং কুলনন্দন ॥১০॥
অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।

ব্যক্তিরাই রাজ্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। মাদৃশ ব্যক্তি কখন সেরূপ করে না। ৭

পরাশর কহিলেন, অনন্তর রাজা কেশিধ্বজ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে সাধুবাদ প্রদান করিয়া খাণ্ডিক্যকে প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮ (তুমি যাহা কহিলে সকলই সত্য।) আমিও প্রজাপালন প্রভৃতি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুজয় করিতে অভিলাষী হইয়া বিবিধ ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় ও বিবিধ যোগ দ্বারা পাপক্ষয় করিবার জন্য রাজ্যশাসন করিতেছি। ৯ কুলভূষণ। এক্ষণে ভাগ্যক্রমে তোমার মন বিবেকের অনুগত হইয়াছে। আমি তোমার নিকট অবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

অনাত্মা অর্থাৎ শরীরাদি জড়ি পদার্থে আত্মজ্ঞান, যাহা

অবিদ্যাতরুসংভূতেবীজমেতদ্দ্বিধা স্থিতম্ ॥১১॥
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে দেহী মোহতমোবৃতঃ ।
অহমেতদিতীত্যুচ্চৈঃ কুরুতে কুমতির্মতিম্ ॥১২॥
আকাশবাস্বগ্নিজল-পৃথিবীভ্যঃ পৃথক্ স্থিতে ।
আত্মন্যাত্মময়ং ভাবং কঃ করোতি কলেবরে ॥১৩॥
কলেবরোপভোগ্যং হি গৃহক্ষেত্রাদিকঞ্চ কঃ ।
অদেহে হ্যাত্মনি প্রাজ্ঞো মমেদমিতি মন্যতে ॥১৪॥
ইত্থঞ্চ পুত্রপৌত্রেষু তদ্দেহোৎপাদিতেষু কঃ ।

আপনার নহে, তাদৃশ গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতিতে আপনার বলিয়া বোধ, অবিদ্যা এই দুই প্রকার। ইহা বৃক্ষের বীজের ন্যায় দুই খণ্ডে মিলিত হইয়া আছে।[১১] দুর্ম্মতি জীবগণ, পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান পূর্ব্বক মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া (আমি যাইতেছি, আমি খাইতেছি, আমার পুষ্টি হইয়াছে, আমি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি, ইত্যাদি প্রকারে) দুর্ম্মতি প্রকাশ করিয়া থাকে।[১২] আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে অতিরিক্ত আত্মা থাকিতে কোন্ ব্যক্তি শরীরকে আত্মা জ্ঞান করিতে পারে।[১৩] গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয় সমুদায়ই শরীরের ভোগ্য। আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সমুদায় গৃহ ক্ষেত্রাদি আমার অর্থাৎ আত্মার বলিয়া অভিমান করিতে পারে।[১৪] এই রূপ যখন শরীর, আত্মা হইতে পৃথক্ তখন কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি শরীর দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্র প্রভৃতিতে প্রভুত্ব করিতে

করোতি পণ্ডিতঃ স্বাম্যমনাত্মনি কলেবরে ॥১৫॥
সর্ব্বং দেহোপভোগায় কুরুতে কর্ম্ম মানবঃ।
দেহশ্চান্যো যদা পুংসস্তদা বন্ধায় তৎ পরম্ ॥১৬॥
মৃণ্ময়ং চ যথা গেহং লিপ্যতে চ মৃদম্ভসা।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহো মৃদম্বালেপনস্থিতঃ ॥১৭॥
পঞ্চভূতাত্মকৈর্ভোগৈঃ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
আপ্যায়তে যদি ততঃ পুংসো গর্ব্বোঽত্র কিং ততঃ ॥১৮॥
অনেকজন্মসাহস্রীং সংসারপদবীং ব্রজন্।
মোহশ্রমং প্রয়াতোঽসৌ বাসনারেণুগুণ্ঠিতঃ ॥১৯॥
প্রক্ষাল্যতে যদা সোঽস্য রেণুর্জ্ঞানোষ্ণবারিণা।

পারে। [১৫] মানবগণ শরীরের ভোগের নিমিত্ত সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকে। পুরুষ যখন শরীর হইতে ভিন্ন, তখন ঐ সমুদায় কর্ম্ম কেবল বন্ধের কারণই হইয়া থাকে। [১৬] যেমন মৃণ্ময় গৃহ মৃত্তিকা লেপন দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় মৃত্তিকা লেপন দ্বারাই এই পার্থিব দেহ রক্ষিত হইতেছে। [১৭] পঞ্চভূতময় ভোগ দ্বারা যদি পঞ্চভূতময় দেহ পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে পুরুষ তাহাতে কি জন্য অহঙ্কার করিবে? [১৮] যাহাতে সহস্র সহস্র জন্ম যাতায়াত করিতে হয়, তাদৃশ সংসার পথে ধাবমান হইয়া মানবগণ, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাভিনিবেশাদিরূপ মোহভ্রমে অভিভূত ও মিথ্যাজ্ঞান সংস্কার রূপ ধূলিসমূহে ধূসরিত হইয়া থাকে। [১৯] যে সময় জ্ঞান রূপ উষ্ণবারি দ্বারা উক্ত বাসনারেণু প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তৎকালে সংসার

তদা সংসারপান্থস্য যাতি মোহশ্রমঃ শমম্ ॥২০॥
মোহশ্রমে শমং যাতে স্বস্থান্তঃকরণঃ পুমান্।
অনন্যাতিশয়াবাধং পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥২১॥
নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানমলা ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ ॥২২॥
জলস্য নাগ্নিসংসর্গঃ স্থালীসঙ্গাত্তথাপি হি।
শব্দোদ্রেকাদিকান্ ধর্ম্মাংস্তৎ করোতি যথা মুনে! ॥২৩
তথাত্মা প্রকৃতেঃ সঙ্গাদহং মানাদিদূষিতঃ।

পথের পথিকদিগের সমুদায় মোহভ্রম অপনীত হইয়া থাকে।[২০] এই রূপে মোহ ভ্রম অপনীত হইলে পুরুষ সুস্থান্তঃকরণ হইয়া নিরুপদ্রব নিরতিশয় পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে।[২১]

আত্মা নির্ব্বাণময় জ্ঞানময় ও নির্ম্মল। দুঃখ অজ্ঞান ও পাপ, এতৎসমুদায় আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির ধর্ম্ম।[২২] মুনে! যেমন অগ্নি সম্পর্কে প্রতপ্ত স্থাল্যাদির সংযোগে জলের শব্দোদ্রেক প্রভৃতি ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, বস্তুগত্যা অগ্নির সহিত জলের সংযোগ থাকে না, তাহার ন্যায় (প্রাকৃত শরীরে আত্মাভিমান থাকাতে দুঃখ অজ্ঞান প্রভৃতি শরীরস্থিত প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সমুদায় নির্ম্মল জ্ঞানময় আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে।)[২৩] প্রকৃতির সংসর্গ হেতু এবং প্রকৃতিতে আত্মাভিমান হেতু আত্মা দূষিত হইয়া প্রাকৃত ধর্ম্ম সমুদায় ভজনা করে। ফলত আত্মা তাদৃশ ভাবাপন্ন

ভজতে প্রাকৃতান্ ধর্ম্মানন্যস্তেভ্যো হি সোঽব্যয়ঃ ॥২৪॥

তদেতৎ কথিতং বীজমবিদ্যায়াস্তব প্রভো! ।
ক্লেশানাং চ ক্ষয়করং যোগাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥২৫॥

খাণ্ডিক্য উবাচ।

তন্তু ব্রূহি মহাভাগ! যোগং যোগবিদুত্তম! ।
বিজ্ঞাতযোগশাস্ত্রার্থস্ত্বমস্যাং নিমিসন্ততৌ ॥২৬॥

কেশিধ্বজ উবাচ।

যোগস্বরূপং খাণ্ডিক্য! শ্রূয়তাং গদতো মম।
যত্র স্থিতো ন চ্যবতে প্রাপ্য ব্রহ্মলয়ং মুনিঃ ॥২৭॥

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্ব্বিষয়ং তথা ॥২৮॥

নহেন। তিনি (স্বভাবতই জ্ঞানময় নির্ম্মল এবং) অব্যয় পুরুষ।[২৪] প্রভো! এই আমি তোমার নিকট অবিদ্যার মূল ও বীজ কহিলাম। যোগ আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা কোন মতেই তাপত্রয় অর্থাৎ সাংসারিক ক্লেশরাশি শান্তি হইতে পারে না।[২৫]

খাণ্ডিক্য কহিলেন, মহাভাগ! তুমি যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই নিমিবংশের মধ্যে তুমিই যোগ-শাস্ত্রের মর্ম্ম সমুদায় অবগত আছ, অতএব তুমি আমার নিকট যোগশাস্ত্র কীর্ত্তন কর।[২৬]

কেশিধ্বজ কহিলেন, খাণ্ডিক্য! আমি যোগের স্বরূপকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ এই যোগ অবলম্বন করিয়াই মুক্তি লাভ করেন, সংসারে আর পুনর্ব্বার নিপতিত হন না।[২৭] মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের অসাধারণ কারণ, কারণ মন

বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্ ॥২৯॥
আত্মভাবং নয়ত্যেবং তদ্‌ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে ! ।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥৩০॥
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥৩১॥
এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্য-যুক্তধর্ম্মোপলক্ষণঃ ।
যস্য যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে ॥৩২॥
যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানো বিধীয়তে ।
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ ॥৩৩॥

যখন বিষয়ে আসক্ত হয় তাহা সংসার বন্ধনের কারণ এবং যখন বিষয় বাসনা পরিশূন্য হয় তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।[২৮] তত্বজ্ঞানসম্পন্ন মুনি, মনকে বিষয় বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া মুক্তির নিমিত্ত তদ্দ্বারা ব্রহ্মরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবে।[২৯] মহর্ষে! চুম্বক যেমন আত্মশক্তি দ্বারা বিকারী লৌহকে আকর্ষণ করে তাহার ন্যায় পরমব্রহ্ম, ধ্যান-পরায়ণ ব্যক্তিকে আপনার সহিত একীভূত করেন[৩০] আত্ম-প্রযত্ন অর্থাৎ যম নিয়ম প্রভৃতির অধীন যে বিশিষ্ট সত্বময়ী মনোবৃত্তি, তাহাদ্বারা পরম ব্রহ্মের সংযোগ হইলে তাহা যোগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৩১] এইরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মা-ক্রান্ত যোগ যাঁহাতে আছে, তিনিই যোগী ও মুমুক্ষু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।[৩২] যিনি প্রথমত যোগ অভ্যাস করেন শিক্ষার পূর্ব্বে তাঁহাকে যোগযুক্ বলা যায়। যোগ যাঁহার অনেক অংশে অভ্যস্ত হইয়াছে, তিনি যুঞ্জান শব্দে

যদ্যন্তরায়দোষেণ দূষ্যতে নাস্য মানসম্ ।
জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্য জায়তে ॥৩৪॥
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি ।
প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ ॥৩৫॥
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্ ।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনো নয়ন্ ॥৩৬॥
স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তাত্মবান্ ।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ॥৩৭॥
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।

অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বিনিষ্পন্ন সমাধি।[৩৩] যদি (আলস্য, তীব্র ব্যাধি, প্রমাদ, স্থানসংশয়, অনবস্থিতচিত্ততা, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তিদর্শন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, বিষয়—লোলতা প্রভৃতি) অন্তরায় দ্বারা মন সমধিক দূষিত না হয়, তাহা হইলে যোগযুক্ ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিতে করিতে জন্মান্তরে মুক্তি লাভ করিতে পারে।[৩৪] বিনিষ্পন্ন-সমাধি যোগী সেই জন্মেই মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার কর্ম্ম সমুদায় যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে যম ও নিয়মের অন্তর্গত) ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এই কএকটী ধর্ম্ম নিরন্তর অবলম্বন করা বিষয়বাসনা পরিহার করা এবং মনকে ব্রহ্ম-প্রবণতার উপযুক্ত করা যোগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।[৩৬] বেদাধ্যয়ন শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, এই সমুদয় অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগী মনকে পরম ব্রহ্মে আসক্ত করিবেন।[৩৭]

বিশিষ্টফলদা। কাম্যা নিষ্কামানাং বিমুক্তিদাঃ ॥৩৮॥
একং ভদ্রাসনাদীনাং সমাস্থায় গুণৈর্যুতঃ।
যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ যুঞ্জীত নিয়তো যতিঃ ॥৩৯॥
প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজো হবীজ এব চ ॥৪০॥
পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ।
কুরুতঃ সদ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাত্তয়োঃ ॥৪১॥

এই আমি তোমার নিকট পাঁচ প্রকার যম ও পাঁচ প্রকার নিয়ম কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহারা সকাম হইয়া এইরূপ যম নিয়ম অবলম্বন করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া ঐ সমুদয় অবলম্বন করেন তাঁহারা মুক্তির অধিকারী হন।[৩৮] যোগী এইরূপ যমনিয়মাদি বিশিষ্ট হইয়া ভদ্রাসন প্রভৃতি আসন সমুদায়ের মধ্যে যে কোন আসন অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে যোগ করিবেন।[৩৯] অভ্যাসদ্বারা প্রাণবায়ুকে যে বশতাপন্ন করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার, সবীজ ও অবীজ। সবীজ অর্থাৎ ভগবন্-মূর্ত্তি ধ্যান ও মন্ত্র জপ সহিত, অবীজ অর্থাৎ উক্ত প্রকার ধ্যান ও মন্ত্র রহিত।[৪০] মুখনাসিকাদ্বারা যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু, যে বায়ু নিশ্বাসদ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় তাহার নাম অপান। যখন প্রাণবৃত্তি দ্বারা অপানবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন তাহাকে রেচকাখ্য প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। এইরূপ যখন অপান বৃত্তিদ্বারা প্রাণবৃত্তির নিরোধ হয় তখন তাহা পূরকাখ্য প্রাণায়াম শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।) এইরূপে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করাতে উক্ত

তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলং রূপং দ্বিজোত্তম!।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোহভ্যসতঃ স্মৃতম্ ॥৪২॥
শব্দাদিম্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাৎ চিত্তানুচারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥৪৩॥
বশ্যতা পরমা তেন জায়তেহতিচলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ ॥৪৪॥
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরঞ্চেতঃ শুভাশ্রয়ে ॥৪৫॥
খাণ্ডিক্য উবাচ।
কথ্যতাং মে মহাভাগ! চেতসো যঃ শুভাশ্রয়ঃ।

প্রাণায়াম দুই প্রকার হইয়া থাকে। যৎকালে এই উভয় বায়ুর এককালীন নিরোধ হয় তখন তাহা (কুম্ভক নামে) তৃতীয় প্রাণায়াম শব্দে অভিহিত হয়।[৪১] যোগী প্রথমতঃ স্থূল রূপ অবলম্বন পূর্ব্বক (ধ্যান ও জপ করিবে।) পরে অভ্যাসদ্বারা অনন্ত অর্থাৎ নিরাকার পরমব্রহ্মই তাঁহার অবলম্বন হইবে।[৪২] যোগী প্রথমতঃ মনকে বিষয়বাসনা হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবে, পরে শব্দ, স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় ভোগে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়-সমুদায়কে নিগৃহীত করিয়া চিত্তানুবর্ত্তী করিবে।[৪৩] ইন্দ্রিয় সমুদায় যদিও সাতিশয় চঞ্চল তথাপি ঈদৃশ ব্যবহার করিলে তাহারা অবশ্যই দৃঢ়রূপে বশীভূত হয়। পরন্তু ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে যোগী কখনই যোগ সাধনে সমর্থ হন না।[৪৪] প্রাণায়াম দ্বারা, বায়ু নিরোধ দ্বারা প্রত্যাহার অর্থাৎ বিষয়-বাসনা পরিহার দ্বারা, ইন্দ্রিয় বশীকরণ দ্বারা মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে দৃঢ়রূপে মন স্থিরীকৃত করিবে।

যদাধারমশেষন্তৎ হন্তি দোষসমুদ্ভবম্ ॥৪৬॥

কেশিধ্বজ উবাচ।

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম-দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥৪৭॥
ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ! বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা ॥৪৮॥
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥৪৯॥
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মন্! ব্রহ্মভাবনযা যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ ॥৫০॥

খাণ্ডিক্য কহিলেন। মহাভাগ! যাহা অবলম্বন করিলে মনের সমুদায় দোষ অর্থাৎ মুক্তিপথের সমুদায় অন্তরায় নিরাকৃত হয়, তাদৃশ উৎকৃষ্ট মনের অবলম্বন কি তাহা আমার নিকট বল। [৪৬]

কেশিধ্বজ কহিলেন। রাজন্! মনের আশ্রয় ব্রহ্ম, (অধিকারিভেদে) এই ব্রহ্ম প্রথমত দুই প্রকার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। এই দ্বিবিধ ব্রহ্মও পর ও অপর রূপে পুনর্ব্বার দুই প্রকার কল্পিত হইয়া থাকেন। [৪৭] রাজন্! ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষজনিত বাসনা তিন প্রকার, ব্রহ্মভাবনা কর্ম্মভাবনা ও উভয়াত্মিকা। [৪৮] ভাবভাবনা অর্থাৎ বস্তুবিষয়িণী ভাবনা তিন প্রকার, ব্রহ্মভাবাত্মিকা কর্ম্মভাবাত্মিকা ও উভয়াত্মিকা। [৪৯] ব্রহ্মন্! সনন্দ প্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মভাবনায় নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কর্ম্মভাবনা নিরত। [৫০] বোধ অর্থাৎ স্বরূপ অধিকার অর্থাৎ

হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা ॥৫০॥
অক্ষীণেষু সমস্তেষু বিশেষজ্ঞানকর্ম্মসু।
বিশ্বমেতৎ পরং চান্যদ্ভেদভিন্নদৃশাং নৃপ! ॥৫২॥
প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৫৩॥
তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপস্যাজমক্ষরম্।
বিশ্বরূপাচ্চ বৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ ॥৫৪॥
ন তদ্যোগযুজা শক্যং নৃপ! চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরেরূপং চিন্তয়েদ্বিশ্বগোচরম্ ॥৫৫॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ বাসবোঽথ প্রজাপতিঃ।

সৃষ্টি প্রভৃতি, এতদ্বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে ব্রহ্মাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি হওয়াতে ভাবভাবনা দুইপ্রকার হইতেছে।[৫১] যে পর্য্যন্ত বিশেষ জ্ঞানের হেতুভূত কর্ম্ম সমুদায় অর্থাৎ পাপ-পুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত এই জগৎ পরম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ হইতে থাকে এবং সে পর্য্যন্ত ভেদবুদ্ধি নিরাকৃত হয় না।[৫২] যে সময় পদার্থ সমুদায়ের ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়, যৎকালে সকল স্থানেই এক মাত্র পরমব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি হইতে থাকে, সেই বাক্যের অগোচর স্বসংবেদ্য জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান।[৫৩] তাহাই অরূপ অজ অক্ষয় পরমাত্মা বিষ্ণুর পরমরূপ. এইরূপ. বিশ্বরূপ হইতে বিভিন্ন।[৫৪] রাজন্! যোগযুক্ত ব্যক্তিরা এই রূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না, এই জন্য তাঁহারা বিষ্ণুর সর্ব্বসম্বেদ্য স্থূল রূপেরই চিন্তা করিয়া থাকেন।[৫৫] ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ ইন্দ্র প্রজাপতি মরুদ্গণ

মরুতো বসবো রুদ্রা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ ॥৫৬॥
গন্ধর্ব্বরক্ষা দৈত্যাদ্যাঃ সকলা দেবযোনয়ঃ।
মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো দ্রুমাঃ ॥৫৭॥
ভূপ! ভূতান্যশেষাণি ভূতানাং যে চ হেতবঃ।
প্রধানাদিবিশেষান্তং চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥৫৮॥
একপাদং দ্বিপাদঞ্চ বহুপাদমপাদকম্।
মূর্ত্তমেতৎ হরেরূপং ভাবনাত্রিতয়াত্মকম্ ॥৫৯॥
এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্ ॥৬০॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৬১॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।

বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ নক্ষত্রগণ গ্রহগণ,[৫৬] গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ এবং অন্যান্য সমুদায় দেবযোনি, মনুষ্যগণ পশুগণ শৈলগণ সমুদ্রগণ নদনদীগণ বৃক্ষগণ,[৫৭] এবং অন্যান্য সমুদায় প্রাণিগণ প্রাণিগণের কারণ স্বরূপ পদার্থসমূহ, মূল প্রকৃতি অবধি বিশেষ পর্য্যন্ত সমুদায় চেতনাত্মক পদার্থ।[৫৮] একপাদ দ্বিপাদ বহুপাদ পদহীন, মূর্ত্তিযুক্ত এই সমুদয় পদার্থই বিশ্বরূপ বিষ্ণুর রূপ বিশেষ, সুতরাং এতৎ সমুদয়ই কায়মনোবাক্যে আরাধ্য।[৫৯] এই সমুদায় বিশ্ব—এই সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তির দ্বারা সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে।[৬০] এই বিষ্ণুশক্তি পরা ও চিৎশক্তি-স্বরূপা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শক্তির নাম অপরা ও অবিদ্যা কর্ম্ম তৃতীয়া শক্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৬১]

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ॥৬২॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল ! তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥৬৩॥
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা ।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু ॥৬৪॥
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকাঃ ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতিশক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ ॥৬৫॥
তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ ! ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ ॥৬৬॥
হিরণ্যগর্ভোঽতি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ ।

রাজন্ ! সর্ব্বগামিনী বিষ্ণুশক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে জীবগণ নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন সংসারতাপ ভোগ করিয়া থাকে। [৬২]

রাজন্ ! এই চিৎশক্তি কর্ম্মশক্তিদ্বারা তিরোহিত থাকাতে সর্ব্বজীবে ন্যূনাধিক্য রূপে লক্ষিত হয়। [৬৩] যাহারা জীবনহীন তাহাদিগের চিৎশক্তি অতি অল্প, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি স্থাবরসমুদায়ে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, সরীসৃপসমূহে ঐ চিৎশক্তি উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে, পক্ষিগণে তাহা অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অধিক দৃষ্ট হয়। [৬৪] এইরূপে চিৎশক্তিবিষয়ে পক্ষিসমূহ হইতে মৃগগণ, মৃগগণ হইতে পশুগণ, পশুগণ হইতে মনুষ্যগণ সমধিক শ্রেষ্ঠ হইতেছে। [৬৫] রাজন্ ! মনুষ্যগণ হইতে নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ ও অন্যান্য দেবযোনিগণ, দেবতাগণ ক্রমশ সমধিক চিৎশক্তি সম্পন্ন। প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ হইতেও সমধিক চিৎশক্তিযুক্ত। [৬৬] যিনি হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি হইতেও তাঁহার

এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব! ॥৬৭॥
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে! ॥৬৮॥
অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ! যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৬৯॥
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর! ॥৭০॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদি-চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা।
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ॥৭১॥

সমধিক চিংশক্তি আছে। রাজন্! ইঁহারা সকলেই সেই বিশ্বরূপ বিষ্ণুর রূপবিশেষ।[৬৭] মহামতে। আকাশ যেমন সমুদায় স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহার ন্যায় সমুদায় স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব, চিংশক্তি নাম্নী বিষ্ণুশক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যাহা বিষ্ণুর অমূর্ত্ত রূপ, তাহাই যোগীদিগের ধ্যেয়।[৬৮] ব্রহ্মের ঐ অমূর্ত্ত রূপ সংশব্দে কথিত হইয়া থাকে। রাজন্! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষ্ণুশক্তিই এই সংস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৬৯] নরনাথ! বিষ্ণুর এই অমূর্ত্ত রূপ হইতে তাঁহার বিশ্বরূপ মহদ্রূপ ও তদ্দীয় সমস্তশক্তিসম্পন্ন বহুবিধ রূপ প্রকাশিত হয়।[৭০]

বিষ্ণু জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত লীলাক্রমে কখন দেব, কখন তির্য্যক্, কখন মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করেন। তিনি কর্ম্মের অধীন হইয়া কখন জন্ম পরিগ্রহ করেন না। তিনি অপ্রমেয় স্বরূপ, তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বব্যাপিনী, তাহা কুত্রাপি প্রতিহতা হয় না।[৭১] রাজন্! যাঁহারা যোগী

তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য তস্য যোগযুজা নৃপ!।
চিন্ত্যমাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্ ॥৭২॥
যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্ ॥৭৩॥
তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥৭৪॥
শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ! ॥৭৫॥
অন্যে চ পুরুষব্যাঘ্র! চেতসো যে ব্যপাশ্রয়াঃ।
অশুদ্ধাস্তে সমস্তাস্তু দেবাদ্যাঃ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৭৬॥

তাঁহারা আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বরূপ বিষ্ণুর ঐ প্রকার রূপ চিন্তা করিবেন, এইরূপ চিন্তাদ্বারা সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়।[৭২] অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উন্নত শিখা দ্বারা সমুদায় তৃণ দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় বিষ্ণুর ঐ রূপ, যোগীদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে।[৭৩] অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই বিষ্ণুতে মনোনিবেশ করা অতীব কর্ত্তব্য, এইরূপ মনোনিবেশের নাম শুভধারণা।[৭৪] সেই বিষ্ণু সমুদায় মঙ্গলের আধার। তিনি যোগীদিগের চিত্তের এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়। তিনি যোগীদের মুক্তির কারণ। তিনি ত্রিভাবভাবনা অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জরা-বিষয়ক চিন্তা অতিক্রম করিয়াছেন।[৭৫] পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবতা প্রভৃতি অন্য যাঁহারা হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ ও কর্ম্মের অধীন।[৭৬] মূর্ত্ত ভগবানের রূপে সর্ব্ববিষয়-নিস্পৃহ চিত্তকে ধারণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহা

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষাং বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥৭৭॥
তচ্চ মূর্ত্তং হরেরূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ!।
তৎশ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ॥৭৮॥
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥৭৯॥
সমকর্ণান্তবিন্যস্তচারুকর্ণবিভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥৮০॥
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্ ॥৮১॥
সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রি করাম্বুজম্।

ধারণা শব্দে কথিত হইয়া থাকে।[৭৭] নরনাথ! বিষ্ণুর মূর্ত্ত রূপ যে রূপে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত অনাধারে অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপে কখনই ধারণা হইতে পারে না।[৭৮]

যাঁহার বদন মনোহর ও প্রসন্ন, যাঁহার নয়ন উৎপলদল-সদৃশ, যাঁহার ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, যাঁহার কপোলদেশ অতীব রমণীয়,[৭৯] যাঁহার মনোহর শ্রবণ-যুগল রমণীয় কর্ণভূষণে ভূষিত রহিয়াছে, যাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, যাঁহার সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস শোভা পাই-তেছে।[৮০] যাঁহার উদরদেশে বলিত্রয়ের রেখা ও নাভির গভী-রতা শোভা পাইতেছে, যিনি অষ্টভুজদ্বারা অথবা চতুর্ভুজ দ্বারা সুশোভিত আছেন,[৮১] যাঁহার উরুদেশ ও জঙ্ঘাদেশ সম ও বর্ত্তুল, যাঁহার পাদদ্বয় ও করকমল সুদৃঢ় ও সুগঠিত,

চিন্তয়েদ্ব্রহ্মমূর্ত্তিঞ্চ পীতনির্ম্মলবাসসম্ ॥৮২॥
কিরীটচারুকেয়ূর-কটকাদিবিভূষিতম্।
শার্ঙ্গশঙ্খগদাখড়্গচক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্ ॥৮৩॥
চিন্তয়েত্তন্মনা যোগী সমাধায়াত্মমানসম্।
তাবদ্যাবদ্দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপধারণা ॥৮৪॥
ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
নাপযাতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা ॥৮৫॥
ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্ ॥৮৬॥
সা যদা ধারণা তদ্বদবস্থানবতী ততঃ।
কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈরহিতং স্মরেৎ ॥৮৭॥

যাঁহার বসন নির্ম্মল ও পীতবর্ণ, তাদৃশ ব্রহ্মমূর্ত্তি বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। ৮২ যিনি কিরীট দ্বারা মনোহর এবং কেয়ূর দ্বারা ও কটক দ্বারা বিভূষিত আছেন, যিনি শার্ঙ্গধনু শঙ্খ গদা খড়্গ চক্র ও অক্ষমালা দ্বারা শোভা পান, ৮৩ রাজন্! যোগী তন্মনা হইয়া তাঁহাতেই আত্মহৃদয় সংস্থাপন পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয়; সে পর্য্যন্ত সেই ভাবে চিন্তা করিবে। ৮৪ গমন কালে স্থিতি কালে অথবা অন্য কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেও যখন বিষ্ণু হৃদয় হইতে অন্তরিত না হন, তখন যোগী বিবেচনা করিবেন যে তাঁহার ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে। ৮৫

অনন্তর শঙ্খ গদা চক্র ও শার্ঙ্গ প্রভৃতি রহিত অক্ষসূত্র যুক্ত প্রশান্ত ভগবন্মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। ৮৬ পরে যখন এইরূপ ধারণা স্থিরতরা হইবে, তখন কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ-রহিত ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ৮৭ এই যোগী

তদেকাবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্ব্বুধঃ।
কুর্য্যাত্ততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেৎ ॥৮৮॥
তদ্রূপপ্রত্যয়ায়ৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ! ॥৮৯॥
তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥৯০॥
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব!।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥৯১॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ কারণং জ্ঞানং করণং তেন তস্য তৎ।
নিষ্পাদ্যং মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ত্ততে ॥৯২॥

ক্রমশঃ ভগবানের একটী মাত্র অঙ্গধ্যান করিয়া পশ্চাৎ অবয়ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন। [৮৮] এইরূপে যখন নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান প্রবাহিত হইতে থাকিবে এবং মন বিষয়ান্তরে ধাবমান হইবে না, তখন তাহাকে ধ্যান শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই ধ্যান পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ যম নিয়মাদিদ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। [৮৯]

এই ধ্যান যখন কল্পনা হীন হয়, অর্থাৎ ধ্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান বিষয়ক ভেদ জ্ঞান না থাকে, ও যে সময় স্বরূপ গ্রহণ হয় অর্থাৎ সমুদায় একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। এই সমাধি মানসিক ধ্যান দ্বারা নিষ্পাদ্য। [৯০] রাজন্! পরমব্রহ্মপ্রাপ্য, বিজ্ঞান প্রাপক, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনা বিবর্জ্জিত আত্মা প্রাপণীয় অর্থাৎ বিজ্ঞানই ঈদৃশ আত্মাকে পরম ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়। [৯১] জীব মুক্তির কারণ, জ্ঞান মুক্তির সাধন, মুক্তি সাধ্য, জ্ঞান যখন

তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥৯৩॥
বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥৯৪॥
ইত্যুক্তস্তে মহাযোগঃ খাণ্ডিক্য! পরিপৃচ্ছতঃ।
সংক্ষেপবিস্তরাভ্যান্তু কিমন্যৎ ক্রিয়তাং তব॥৯৫॥

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথিতে যোগসদ্ভাবে সর্ব্বমেব কৃতং মম।
তবোপদেশেনাশেষো নষ্টশ্চিত্তমলো যতঃ॥৯৬॥
মমেতি যন্ময়া প্রোক্তমসদেতন্ন চান্যথা।
নরেন্দ্র! গদিতুং শক্যমপি বিজ্ঞেয়বেদিভিঃ॥৯৭॥

কৃতকৃত্য হয় তখন নিবৃত্ত হইয়া থাকে। [৯২] জীব নিরন্তর পরম ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে পর ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া পড়েন; পরন্তু তাঁহার অজ্ঞান জনিত ভেদজ্ঞান কিছু দিন প্রবাহিত হয়। [৯৩] যৎকালে আত্মা ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ জনক জ্ঞান এককালে তিরোহিত হয়, তখন কিরূপে বিনষ্ট ভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। [৯৪]

খাণ্ডিক্য! তুমি জিজ্ঞাসা করাতে এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ও বিস্তারিত রূপে মহাযোগ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কি করিতে হইবে বল।

খাণ্ডিক্য কহিলেন, তুমি আমার নিকট যোগের কথা ব্যক্ত করাতে আমি সম্পূর্ণ উপকৃত হইলাম, এক্ষণে তোমার উপদেশ অনুসারে আমার সমুদায় চিত্তমালিন্য নিরাকৃত হইল। [৯৬] নরেন্দ্র! আমি যে "আমার" এই শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহা মিথ্যা ও

অহং মমেত্যবিদ্যেয়ং ব্যবহারস্তথানয়া।
পরমার্থস্ত্বসংলাপ্যো গোচরো বচসাং ন সঃ॥৯৮॥
তদ্গচ্ছ শ্রেয়সে সর্ব্বং মমৈতদ্ভবতা কৃতম্।
যদ্বিমুক্তিপ্রদো যোগঃ প্রোক্তঃ কেশিধ্বজাব্যয়ঃ॥৯৯॥

পরাশর উবাচ।

যথার্হপূজয়া তেন খাণ্ডিক্যেন স পূজিতঃ।
আজগাম পুরং ব্রহ্মংস্ততঃ কেশিধ্বজো নৃপঃ॥১০০॥
খাণ্ডিক্যোঽপি সুতং কৃত্বা রাজানং যোগসিদ্ধয়ে।
বনং জগাম গোবিন্দে বিনিবেশিতমানসঃ॥১০১॥
তত্রৈকান্তরতির্ভূত্বা যমাদিগুণশোধিতঃ।

ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাও ঈদৃশ ভেদজ্ঞান-সূচক বাক্য প্রয়োগ ব্যতীত মানসিক ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। [৯৭] আমি আমার ইত্যাকার ব্যবহার অজ্ঞান-মূলক। পরমার্থ বাক্যের অগোচর, সুতরাং তাহা ইহাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। [৯৮] কেশিধ্বজ! এক্ষণে তুমি গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমা হইতে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। তুমি আমার নিকটে অক্ষয় যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছ। [৯৯]

পরাশর কহিলেন। অনন্তর কেশিধ্বজ রাজা খাণ্ডিক্য কর্ত্তৃক যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন। [১০০]

ব্রহ্মন্! খাণ্ডিক্যও পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া যোগসিদ্ধির নিমিত্ত বনগমন পূর্ব্বক ভগবান্ গোবিন্দে মনঃসমাধান করিলেন। [১০১] অনন্তর তিনি সেই স্থানে অনন্যাসক্ত-

বিষ্ণ্বাখ্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মণ্যবাপ নৃপতির্লয়ম্ ॥১০২॥
কেশিধ্বজোঽপি মুক্ত্যর্থং স্বকর্ম্মক্ষয়োন্মুখঃ।
বুভুজে বিষয়ান্ কর্ম্ম চক্রে চানভিসন্ধিতম্ ॥১০৩॥
স কল্যনোপভোগৈশ্চ ক্ষীণপাপোঽমলস্ততঃ।
অবাপ সিদ্ধিমত্যন্তং তাপক্ষয়ফলাং দ্বিজ! ॥১০৪॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠেঽংশে

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

চিত্ত ও শমাদিগুণ-বিশোধিত হইয়া বিষ্ণু নামক নির্ম্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইলেন।[১০২] রাজা কেশিধ্বজও মুক্তিলাভের নিমিত্ত পাপ পুণ্য রূপ কর্ম্মক্ষয়ে উন্মুখ হইয়া বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন এবং ফলানুসন্ধান ব্যতিরেকে কর্ম্মকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।[১০৩] তিনি কল্যাণ উপভোগ দ্বারা পাপ পুণ্য ক্ষয় করিয়া যাহাতে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক, এই তাপত্রয় নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিলেন।[১০৪]

বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, সপ্তম অধ্যায়
সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণম্।

ষষ্ঠাংশঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশর উবাচ।

ইত্যেষ কথিতঃ সম্যক্ তৃতীয়ঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকো বিমুক্তির্যা লয়ো ব্রহ্মণি শাশ্বতে ॥১॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভবতো গদিতং ময়া ॥২॥
পুরাণং বৈষ্ণবঞ্চৈতৎ সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥৩॥

পরাশর কহিলেন, এই আমি তোমার নিকট তৃতীয় প্রতিসঞ্চর কহিলাম। ইহা শাশ্বতব্রহ্মে আত্যন্তিক লয় ও মুক্তি শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়, বংশ অর্থাৎ দেব মনুষ্যপ্রভৃতির বংশাবলি কথন, মন্বন্তর অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্য মনুগণের অধিকার-বিবরণ, বংশানুচরিত অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় প্রভৃতির নানাবিধ কার্য্যবিবরণ, এই পঞ্চবিধ বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই বিষ্ণুপুরাণ হইতে সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়। ইহা সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা

ভুভ্যং যথাবন্মৈত্রেয়! প্রোক্তং শুশ্রূষবেঽব্যয়ম্।
যদন্যদপি বক্তব্যং তৎ পৃচ্ছাদ্য বদামি তে ॥৪॥

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া মুনে!।
শ্রুতঞ্চৈতন্ময়া ভক্ত্যা নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি তে ॥৫॥
বিচ্ছিন্নাঃ সর্ব্বসংদেহা বৈমল্যং মনসঃ কৃতম্।
ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া জ্ঞাতা উৎপত্তিস্থিতিসংযমাঃ ॥৬॥
জ্ঞাতশ্চতুর্বিধো রাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো!।
বিজ্ঞাতা চাপি কাৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥৭॥
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়ৈরন্যৈরলং দ্বিজ!।

পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারে।[৩] মৈত্রেয়! তুমি শ্রবণাভিলাষ প্রকাশ করাতে আমি তোমার নিকট এই সমুদায় যথানিয়মে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা দ্বারা অক্ষয় ফল লাভ হইবে। এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, তুমি জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি।[৪]

মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার নিকট যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। আমিও তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছি। মহর্ষে! এক্ষণে আমার সমুদায় সন্দেহ দূর করিয়াছেন। আমার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে। আমি আপনকার অনুগ্রহে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিবরণ অবগত হইলাম।[৬] গুরো! আপনকার নিকট ঈশ্বরের চতুর্ব্বিধ রূপ অর্থাৎ পরমব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ ও লীলামূর্ত্তি অবগত হইলাম এবং ত্রিবিধ বিষ্ণু শক্তি অর্থাৎ চিৎ শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি ও অবিদ্যা শক্তি এই শক্তিত্রয়ও

যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে ॥৮॥
কৃতার্থোঽস্ম্যপসন্দেহস্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে।
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বিদিতা যদশেষতঃ ॥৯॥
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ জ্ঞাতং কর্ম্ম ময়াখিলম্।
প্রসীদ বিপ্রপ্রবর! নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি মে ॥১০॥
যদস্য কথনায়াসৈর্যোজিতোঽসি ময়া গুরো!।
তৎ ক্ষম্যতাং বিশেষোঽস্তি ন সতাং পুত্রশিষ্যয়োঃ ॥১১

পরাশর উবাচ।

এতত্তে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।

জ্ঞাত হইয়াছি। বিশেষত ত্রিবিধ ভাবনা অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবাত্মিকা ভাবনা, কর্ম্মভাবাত্মিকা ভাবনা ও উভয়াত্মিকা ভাবনা, ইহাও আমার বিদিত হইয়াছে।[৭] ব্রহ্মন্! আপনকার প্রসাদে আমি অবগত হইলাম যে, এই জগৎ ও জগৎস্থিত নিখিল জ্ঞেয় পদার্থ বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে।[৮] মহর্ষে! এক্ষণে আপনকার অনুগ্রহে আমার সন্দেহ দূর হওয়াতে, আমি কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি। বিশেষত আমি আপনকার নিকট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সমুদয় ধর্ম্ম অবগত হইলাম।[৯] ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে সমুদায় কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াছে ও যে সকল কার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় আপনকার নিকট অবগত হইলাম, এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন। এক্ষণে আমার অন্য আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই।[১০] গুরো! আমার প্রার্থনানুসারে আপনি যে এই সমুদয় কথনজন্য পরিশ্রম স্বীকার করিলেন, তাহা আমাকে ক্ষমা করুন। সাধুদিগের পক্ষে শিষ্য ও পুত্রে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।[১১]

শ্রুতেঽস্মিন্ সর্ব্বদোষোত্থ-পাপরাশিঃ প্রশাম্যতি ॥১২॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং কৃৎস্নং ময়াত্র তব কীর্ত্তিতম্ ॥১৩॥
অত্র দেবাস্তথা দৈত্যা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
যক্ষাঃ বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কথ্যন্তেঽপ্সরসস্তথা ॥১৪॥
মুনয়ো ভাবিতাত্মানঃ কথ্যন্তে তপসান্বিতাঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং তথা পুংসাং বিশিষ্টচরিতা নরাঃ ॥১৫॥
পুণ্যাঃ প্রদেশা মেদিন্যাঃ পুণ্যা নদ্যোঽথ সাগরাঃ।
পর্ব্বতাশ্চ মহাপুণ্যাশ্চরিতানি চ ধীমতাম্ ॥১৬॥
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বেদধর্ম্মাশ্চ কৃৎস্নশঃ।

পরাশর কহিলেন, আমি যে তোমার নিকট এই বেদ-সদৃশ বিষ্ণুপুরাণ কীর্ত্তন করিলাম, ইহা একবার শ্রবণ করিলে সমুদায় কারণজনিত সমুদায় পাপরাশি নিরাকৃত হয়।[১২] এই পুরাণে আমি তোমার নিকট সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়াছি।[১৩] ইহাতে দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধগণ ও অপ্সরোগণের বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৪] তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণের ও সুচরিত জনগণের এবং চতুর্ব্বর্ণের বিবরণ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৫] পৃথিবী মধ্যে যে সমস্ত প্রদেশ আছে, যেখানে যে সমস্ত পুণ্য নদ নদী সাগর ও পর্ব্বত রহিয়াছে, যেখানে যে সমুদায় সুচরিত ব্যক্তি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এই বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।[১৬] এই বিষ্ণুপুরাণে বর্ণধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্ম, সমুদায় বৈদিক ধর্ম্ম, বর্ণিত থাকাতে ইহা

যেষাং সংশ্রবণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥
উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং হেতুর্যো জগতোঽব্যয়ঃ।
স সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা কথ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥১৮॥
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্বৃকৈরিব ॥১৯॥
যন্নাম কীর্ত্তিতং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ ॥২০॥
কলিকল্মষমত্যুগ্রনরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃদ্যত্রানুসংস্মৃতে ॥২১॥
হিরণ্যগর্ভদেবেন্দ্ররুদ্রাদিত্যাশ্বিবায়ুভিঃ।

শ্রবণমাত্র সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায়।[১৭] যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, সেই সর্ব্বভূতময় সর্ব্বাত্মা অব্যয় ভগবান্ হরি এই বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[১৮] যেমন হরিণের প্রতি ধাবমান বৃক, সিংহ দর্শনে মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে তাহার ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলেও মানব তৎক্ষণাৎ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।[১৯] মৈত্রেয়! অগ্নিতে যেমন সমুদায় ধাতু দ্রবীভূত হয়, তাহার ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সমুদায় পাপই দ্রবীভূত হইয়া থাকে।[২০] একবারমাত্র হরিকে স্মরণ করিলে কলিকাল-জনিত অত্যুগ্র পাপ সমুদায় ধ্বংস হয় ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।[২১] হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদ্গণ, কিন্নরগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ ও অন্যান্য দেবগণ,[২২] যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্যগণ, [illegible]গণ, দানবগণ, অপ্সরোগণ, তারাগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহ

কিন্নরৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈর্বিশ্বেদেবাদিভিঃ সুরৈঃ ॥২২॥
যক্ষরক্ষোগণৈঃ সিদ্ধৈর্দৈত্যগন্ধর্ব্বদানবৈঃ।
অপ্সরোভিস্তথা তারানক্ষত্রৈঃ সকলৈর্গ্রহৈঃ ॥২৩॥
সপ্তর্ষিভিস্তথা ধিষ্ণ্যৈর্ধিষ্ণ্যাধিপতিভিস্তথা।
ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ম্মনুষ্যৈশ্চ তথৈব পশুভির্ম্মৃগৈঃ ॥২৪॥
সরীসৃপৈর্বিহঙ্গৈশ্চ প্রেতাদ্যৈঃ সমহীরুহৈঃ।
বনাদ্রিসাগরসরিৎপাতালৈঃ সধরাদিভিঃ ॥২৫॥
শব্দাদিভিশ্চ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং দ্বিজ!।
মেরোরিবাণুর্যস্যৈতদ্যন্ময়ঞ্চ দ্বিজোত্তম! ॥২৬॥
স সর্ব্বঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বস্বরূপো রূপবর্জ্জিতঃ।
কীর্ত্ত্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরত্র পাপপ্রনাশনঃ ॥২৭॥

গণ,[২২] সপ্তর্ষিগণ, স্থানসমূহ, স্থানসমূহের অধিপতিগণ, ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যগণ, পশুগণ, মৃগগণ,[২৩] সরীসৃপগণ, বিহঙ্গগণ, প্রেতগণ, অন্যান্য উপদেবতাগণ, বনসমূহ, অদ্রি-সমূহ, বৃক্ষসমূহ, সাগরসমূহ, সরিৎসমূহ, পাতাল প্রভৃতি ও ভূপ্রভৃতি লোকসমূহ,[২৫] শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমূহ, এতৎসমবেত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, সুমেরুর পরমাণুর ন্যায় এই সমুদায় যাঁহার অঙ্গস্বরূপ, সেই হরি এই সমুদায় প্রপঞ্চময় হইতেছেন।[২৬] সেই সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্বরূপ, রূপরহিত পাপনাশক ভগবান্ বিষ্ণু, এই বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[২৭] মুনিশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিয়া যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, এই বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিলে তৎ-সমুদায় অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।[২৮]

প্রয়াগ তীর্থে, পুষ্করতীর্থে অর্ব্বুদ তীর্থে একমাস উপবাস

যদশ্বমেধাবভৃথে স্নাতঃ প্রাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সকলং তদবাপ্নোতি শ্রুত্বৈতন্মুনিসত্তম॥ ২৮॥
প্রয়াগে পুষ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্ব্বুদে।
কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি তদস্য শ্রবণান্নরঃ॥ ২৯॥
যদগ্নিহোত্রে সুহুতে বর্ষেণাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সকলং সমবাপ্নোতি তদস্য শ্রবণাৎ সকৃৎ॥ ৩০॥
যজ্জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ৩১॥
তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্ত্তনাৎ।
পুরাণস্যাস্য বিপ্রর্ষে! কেশবার্পিতমানসঃ॥ ৩২॥

করিলে যে ফল লাভ হয়, ইহার একদেশমাত্র শ্রবণে সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়। [২৯] অগ্নিহোত্রে হোম করিলে এক বৎসরে যে ফল লাভ হয়, এই বিষ্ণুপুরাণ একবার মাত্র শ্রবণে সেই ফল সমুদায় লাভ করিতে পারা যায়। [৩০] জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নানপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যে পরম গতি লাভ হয়, [৩১] বিষ্ণুতে হৃদয় অর্পণ পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া এই বিষ্ণুপুরাণ কীর্ত্তন করিলে সেই ফল লাভ করিতে পারা যায়। [৩২] মুনিশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে মথুরা নগরীতে যমুনা সলিলে স্নান করিয়া উপবাস পূর্ব্বক [৩৩] সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে অবিকল অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। [৩৪] কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করাতে তাঁহাদের পিতৃলোক যে উচ্চ পদবীস্থ ও ঋদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অন্যের পিতৃ পিতামহগণ বলিয়াছিলেন,

যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম!।
জ্যেষ্ঠামূলেঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ॥৩৩॥
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্॥৩৪॥
আলোক্যর্দ্ধিমথান্যেষামুন্নীতানাং স্ববংশজৈঃ।
এতৎ কিলোচুরন্যেষাং পিতরঃ সপিতামহাঃ॥৩৫॥
কশ্চিদস্মৎকুলে জাতঃ কালিন্দীসলিলাপ্লুতঃ।
অর্চ্চয়িষ্যতি গোবিন্দং মথুরায়ামুপোষিতঃ॥৩৬॥
জ্যেষ্ঠামূলে সিতে পক্ষে যেনৈবং বয়মপ্যুত।
পরামৃদ্ধিমবাপ্স্যামস্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ॥৩৭॥
জ্যৈষ্ঠে মূলে সিতে পক্ষে সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যানাং কুলজঃ পিণ্ডান্ যমুনায়াং প্রদাস্যতি॥৩৮॥
তস্মিন্ কালে সমভ্যর্চ্চ্য তত্র কৃষ্ণং সমাহিতঃ।
দত্ত্বা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যশ্চ যমুনাসলিলাপ্লুতঃ॥৩৯॥

যে, [৩৫] আমাদের বংশোৎপন্ন কোন ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাজলে স্নান পূর্ব্বক যদি কৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে আমরাও স্ববংশীয় সন্তান কর্ত্তৃক পরিত্রাত হইয়া পরম ঋদ্ধি লাভ করিতে পারি। [৩৭] যাঁহাদিগের সন্তানগণ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে মথুরায় জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিয়া যমুনাতে পিণ্ড প্রদান করে, তাঁহারাই ধন্য। [৩৮] পূর্ব্বোক্ত জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষে মথুরায় যমুনা জলে স্নান করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান পূর্ব্বক সমাহিত হৃদয়ে কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে [৩৯] মানবগণ যে পরিমাণে পুণ্য উপার্জ্জন

যদাপ্নোতি নরঃ পুণ্যং তারয়ন্ স পিতামহান্।
শ্রুত্বাধ্যায়ং তদাপ্নোতি পুরাণস্যাস্য ভক্তিমান্ ॥৪০॥
এতৎ সংসারভীরূণাং পরিত্রাণমনুত্তমম্।
দুঃস্বপ্ননাশনং নৃণাং সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্ ॥৪১॥
ইদমার্ষং পুরা প্রাহ ঋভবে কমলোদ্ভবঃ।
ঋভুঃ প্রিয়ব্রতায়াহ স চ ভাগুরয়েঽব্রবীৎ ॥৪২॥
ভাগুরিঃ স্তবমিত্রায় দধীচায় স চোক্তবান্।
স বৈ সারস্বতে প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সারস্বতাদপি ॥৪৩॥
ভৃগুণা পুরুকুৎসায় নর্ম্মদায়ৈ স চোক্তবান্।
নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্রায় নাগায় পূরণায় চ ॥৪৪॥

করে, যেরূপ পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়, ভক্তিযুক্ত হইয়া এই বিষ্ণুপুরাণের এক অধ্যায়মাত্র পাঠ করিলে অবিকল সেইরূপ ফল লাভ হইতে পারে।[৪০] যাঁহারা সংসারসাগরে পতিত ও ভয়বিহ্বল হইয়াছেন, তাঁহারা এই বিষ্ণুপুরাণ দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন। এই বিষ্ণুপুরাণ দ্বারা সমুদায় দুঃস্বপ্ন ও সমুদায় দোষ বিদূরিত হয়।[৪১]

পূর্ব্বকালে আর্ষ অর্থাৎ মহর্ষি নারায়ণ প্রোক্ত এই বিষ্ণুপুরাণ, ভগবান্ কমলযোনি, ঋভুর নিকট কীর্ত্তন করেন। ঋভু প্রিয়ব্রতের নিকট, প্রিয়ব্রতও ভাগুরির নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।[৪২] অনন্তর ভাগুরি স্তবমিত্রের নিকট, স্তবমিত্রও দধীচের নিকট, দধীচ ও সারস্বতের নিকট, সারস্বতও ভৃগুর নিকট কীর্ত্তন করেন।[৪৩] অনন্তর ভৃগু পুরুকুৎসের নিকট, পুরুকুৎস নর্ম্মদার নিকট, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র নামক ও পূরণ

তাভ্যাঞ্চ নাগরাজায় প্রোক্তং বাসুকয়ে দ্বিজ!।
বাসুকিঃ প্রাহ বৎসায় বৎসশ্চাশ্বতরায় বৈ ॥৪৫॥
কম্বলায় চ তেনোক্তমেলাপত্রায় তেন চ।
পাতালং সমনুপ্রাপ্তস্ততো বেদশিরা মুনিঃ ॥৪৬॥
প্রাপ্তবানেতদখিলং স বৈ প্রমতয়ে দদৌ।
দত্তং প্রমতিনা চৈব জাতূকর্ণায় ধীমতে ॥৪৭॥
জাতূকর্ণেন চৈবোক্তমন্যেষাং পুণ্যশালিনাম্।
বশিষ্ঠবরদানেন মমাপ্যেতৎ স্মৃতিং গতম্ ॥৪৮॥
ময়াপি তুভ্যং মৈত্রেয়! যথাবৎ কথিতন্ত্বিদম্।
ত্বমপ্যেতৎ শমীকায় কলেরন্তে গদিষ্যসি ॥৪৯॥

নামক নাগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। [৪৪] উক্ত নাগদ্বয় নাগরাজ বাসুকির নিকট, বাসুকি বৎসের নিকট, বৎস অশ্বতরের নিকট, [৪৫] অশ্বতর কম্বলের নিকট, কম্বল এলাপত্রের নিকট কীর্ত্তন করেন। একদা বেদশিরা নামে মহর্ষি পাতাল তলে গমন করেন। [৪৬] তিনি এই বিষ্ণুপুরাণ সমগ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রমতিকে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রমতির নিকট জাতূকর্ণ প্রাপ্ত হন। [৪৭] জাতূকর্ণও অন্যান্য পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের নিকট কীর্ত্তন করেন। বশিষ্ঠের বর অনুসারে এই বিষ্ণুপুরাণ আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছে। [৪৮] মৈত্রেয়! আমি এক্ষণে তোমার নিকট এই বিষ্ণুপুরাণ আনুপূর্ব্বিক কহিলাম। কলির অবসান সময়ে তুমিও ইহা শমীকের নিকট কীর্ত্তন করিবে। [৪৯]

কলিকাল জনিত পাপনাশক, পরম গুহ্য এই বিষ্ণুপুরাণ

ইত্যেতৎপরমং গুহ্যং কলিকল্মষনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপৈঃ স সর্ব্বৈর্ব্বিপ্র মুচ্যতে ॥৫০॥
পিতৃপক্ষমনুষ্যেভ্যঃ সমস্তামরসংস্তুতিঃ।
কৃতা তেন ভবেদেতদ্ যঃ শৃণোতি দিনে দিনে ॥৫১॥
কপিলাদানজনিতং পুণ্যমত্যন্তদুর্লভম্।
শ্রুত্বৈতস্য দশাধ্যায়ানবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥৫২॥
যস্ত্বেতৎ সকলং শৃণোতি পুরুষঃ কৃত্বা মনস্যচ্যুতং
সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সমস্তজগতামাধারমাত্মাশ্রয়ম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়মনন্তমাদ্যরহিতং সর্ব্বামরাণাং হিতং
স প্রাপ্নোতি ন সংশয়োঽস্ত্যবিকলং যদ্বাজিমেধে ফলম্ ॥৫৩॥
যত্রাদৌ ভগবাংশ্চরাচরগুরুর্মধ্যে তথান্তে চ সঃ
ব্রহ্মজ্ঞানময়োঽচ্যুতোঽখিলজগন্মধ্যান্তসর্গপ্রভুঃ।

যিনি শ্রবণ করেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হন।[৫০] যিনি প্রতিদিন এই বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহার পিতৃপক্ষ মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তব করা হয়।[৫১] যিনি এই বিষ্ণু-পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করেন, তিনি অত্যন্ত দুর্ল্লভ কপিলাদান জনিত পুণ্য প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।[৫২] যিনি সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপ সমস্ত জগতের আধার আত্মার আশ্রয় জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞেয় স্বরূপ অনাদি অনন্ত দেবগণের হিতকর অচ্যুত বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমুদায় বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমুদয় অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই।[৫৩] যে বিষ্ণুপুরাণের আদি অন্ত ও মধ্যে জ্ঞানময় অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ আদি মধ্য ও অন্তের অধীশ্বর অচ্যুত ও ব্রহ্মস্বরূপ

তৎ শৃণ্বন্ পুরুষঃ পবিত্রপরমং ভক্ত্যা পঠন্ ধারয়ন্
প্রাপ্নোত্যস্তি ন তৎ সমস্তভুবনেষ্বেকান্তসিদ্ধির্হরিঃ ॥৫৪॥
স্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
ঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
ক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥৫৫॥
ৈর্যজ্ঞবিদো যজন্তি সততং যজ্ঞেশ্বরং কর্ম্মিণো
যং যং ব্রহ্মময়ং পরাপরময়ং ধ্যায়ন্তি চ জ্ঞানিনঃ।

বিষ্ণু কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই এই পরম পবিত্র বিষ্ণু-পুরাণ ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে বা (গৃহে) রক্ষা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদৃশ ফল আর কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কারণ একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বসিদ্ধির কারণ। ৫৪

যে বিষ্ণুতে হৃদয় সমর্পণ করিলে নিরয়গামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না, যে বিষ্ণুর চিন্তা কালে স্বর্গও বিঘ্ন বলিয়া বোধ হয়, যাঁহাতে মনোনিবেস করিলে ব্রহ্মলোকও সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, যে অব্যয় পুরুষ নির্ম্মল-হৃদয় জনগণের হৃদয়স্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করেন, সেই অচ্যুত বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে, যে পাপরাশি ধ্বংস হইবে, তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? ৫৫

কর্ম্মকাণ্ডনিরত যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ যজ্ঞদ্বারা যে যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জনগণ পরাপরময় ব্রহ্মময় যে বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্ম মৃত্যু বৃদ্ধি হ্রাস কিছুই থাকে না, কার্য্যরূপে বা কারণরূপে জন্ম পরি-

যঞ্চ প্রাপ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে নো বর্দ্ধতে হীয়তে
নৈবাসন্ন চ সম্ভবত্যতি ততঃ কিম্বা হরেঃ শ্রূয়তাম্ ॥৫৬॥
কব্যং যঃ পিতৃরূপধৃগ্বিধিহুতং হব্যঞ্চ ভুংক্তে প্রভুঃ
দৈবত্বে ভগবাননাদিনিধনঃ স্বাহাস্বধাসংজ্ঞিতম্।
যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাম্
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ॥৫৭॥

নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জিতস্য।
নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু
যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীশম্ ॥৫৮॥
তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ।

গ্রহ করিতেও হয় না। সেই হরি ব্যতীত শ্রবণীয় আর কি আছে।[৫৬] যিনি পিতৃস্বরূপ হইয়া কব্য গ্রহণ করেন, যিনি দেবস্বরূপ হইয়া যথাবিধানে আহুত হব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, যে অনাদি অনন্ত ভগবান্ স্বাহা ও স্বধা স্বরূপ। যিনি সর্ব্বশক্তির আশ্রয়,কোন ব্যক্তি পরিমাণদ্বারা যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে না, সেই হরির নাম একবার শ্রোত্রপথে প্রবিষ্ট হইলে সমুদায় পাপরাশি ধ্বংস হয়।[৫৭] যাঁহার অন্ত নাই, যাঁহার উৎপত্তি নাই, যাঁহার বৃদ্ধি নাই, যাঁহার পরিণাম নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই, যাঁহার বিকল্প নাই, সেই আদি ঈশ্বর পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।[৫৮] এই জগতে যাঁহার বহুবিধ মূর্ত্তিভেদে, শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই জ্ঞানময় সকল

জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥৫৯॥
জ্ঞানপ্রবৃত্তিনিয়মৈকময়ায় পুংসো
ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণাত্মকায়।
অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায়
বন্দে স্বরূপমভবায় সদাজরায় ॥৬০॥
ব্যোমানিলাগ্নিজলভূরচনাময়ায়
শব্দাদিভোগবিষয়োপনয়ক্ষমায়।
পুংসঃ সমস্তকরণৈরুপকারকায়
ব্যক্তায় সূক্ষ্মবিমলায় সদা নতোঽস্মি ॥৬১॥
ইতি বিবিধমজস্য যস্য রূপং
প্রকৃতিপরাত্মময়ং সনাতনস্য।

বিভূতি-কর্ত্তা অব্যয় পুরুষ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ৫৯ যিনি জ্ঞানের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একমাত্র কারণ, যিনি মনুষ্য-দিগের ভোগ প্রদান করিতেছেন, যিনি ত্রিগুণাত্মক, যিনি স্বয়ং বিকৃত হন না, যিনি এই জগতের উৎপত্তির কারণ, যিনি অজর ও যাঁহার উৎপত্তি নাই, তাঁহাকে নমস্কার করি। ৬০ যিনি আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী, এই ভূতপঞ্চকের রচনাকারক, যাঁহার অনুগ্রহে শব্দ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় সমুদায় ভোগ হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করেন, সেই অব্যক্ত সূক্ষ্ম নির্ম্মল বিষ্ণুকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। ৬১ যিনি জন্মরহিত, যাঁহার বহুবিধ রূপ দৃশ্যমান হইতেছে, যিনি প্রকৃতিস্বরূপ, পুরুষস্বরূপ ও ঈশ্বরস্বরূপ।

প্রদিশতু ভগবানশেষ পুংসাং
হরিরপজন্মজরাদিকাং স সিদ্ধিম্॥৬২॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারে পরাশরসংহিতায়াং
ষষ্ঠাংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সম্পূর্ণং বিষ্ণুপুরাণম্।

সেই সনাতন ভগবান্ হরি, সমুদায় লোকের জন্ম জরাদি-জনিত দুঃখ দূর করিয়া মুক্তি প্রদান করুন। ৬২

বিষ্ণুপুরাণ ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারে ষষ্ঠ অংশে
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত।

বিষ্ণুপুরাণ-টীকা।

ষষ্ঠাংশঃ।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। সর্গাদিফলমাখ্যাতুমুক্তমাত্যন্তিকং লয়ম্। ষষ্ঠেঽংশে ত্ববিরাগায় লয়ান্তরনিরূপণম্। প্রথমাংশমারম্ভোক্তমর্থমনুবদন্ বুভুৎসিতমর্থং পৃচ্ছতি। ব্যখ্যাতেতি দ্বাভ্যাম্॥ ১॥ যথাবৎ সর্ব্বথা উপসংহৃতিম্ আত্যন্তিকং প্রলয়মিত্যর্থঃ। কল্পান্তে ব্রহ্মণো দিনান্তে॥২॥ প্রাকৃতে মহাপ্রলয়ে॥৩॥ কল্পপ্রমাণং দর্শয়ন্নাহ। অহোরাত্র ইতি। মনুষ্যাণাং মাসঃ পিতৃণামহোরাত্রঃ, মনুষ্যাণামব্দো দেবানামহোরাত্রঃ। দ্বে চতুর্যুগসহস্রে ব্রহ্মণোঽহোরাত্রঃ॥৪॥ চতুর্যুগমানমাহ কৃতমিতি॥৫॥ চতুর্যুগস্বরূপমাহ চতুর্যুগানীতি॥৬॥ আদ্যং তয়োর্বৈসাদৃশ্যে হেতুমাহ আদ্য ইতি। অপর্য্যবসিত এব পূর্ব্বপ্রশ্নস্যোত্তরে লব্ধাবসরোঽন্যং পৃচ্ছতি। কলেস্থিতি বিপ্লবং নাশম্॥৮॥

উত্তরমাহ কলেরিত্যাদিনা যাবদুত্তরধ্যায়সমাপ্তি॥৯॥ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ য আচারস্তদনুসারিণী। নৃণাং প্রবৃত্তির্ন ভবতি সামাদিবেদোক্তকর্ম্মবিনিষ্পাদনং হেতুর্যস্যাঃ সা। তথাভূতা চ ন ভবতি কিন্ত্বর্থকামপ্রধানৈবেত্যর্থঃ॥১০॥ ধর্ম্ম্যা ইতি ব্রাহ্ম্যাদিষু বিবাহেষু যো বিহিতঃ স এব তস্যেতি ব্যবস্থা নাস্তীত্যর্থঃ। শিষ্যস্য গুরোশ্চ সম্যক্ স্থিতিঃ শুশ্রূষানুগ্রহরূপা নাস্তি। দাম্পত্যে যঃ ক্রমঃ পরস্পরং বৃত্তিনিয়মঃ স নাস্তি। বহ্নৌ হোমাদিপ্রকারনিয়মঃ দেবেষু পূজাদিক্রমশ্চ নাস্তি॥১১॥ সর্ব্বেশ্বরো নিয়ন্তা দণ্ডধর ইতি যাবৎ।

স এব সর্ব্ববর্ণেভ্যঃ কন্যায়া অবরোধনে পরিগ্রহে যোগ্যো ভবিষ্যতি। কন্যাবরোধনীতি পাঠে সবর্ণত্বাদিনিয়মং বিনা সর্ব্বেভ্যোঽপি বর্ণেভ্যো ধনী ধনবান্ কন্যায়া বরো যোগ্যো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥১২॥ যেন কেনাপ্যুপায়েন নিষিদ্ধদ্রব্যাদিনাপি দীক্ষিতঃ স্যাৎ। সৈব সৈবেতি প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া লোকরঞ্জনমাত্রার্থা, ন তু পাপক্ষয়ার্থা ॥১৩॥ সর্ব্বাঃ স্বমতিবিলসিতা দেবতাঃ ॥ ১৪ ॥ বিধিক্রমং বিনা যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈঃ কৃত উপবাসাদিঃ ধর্ম্মঃ স্যাৎ আয়াসঃ কৃচ্ছ্রাদিঃ ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

যো যো হীনোঽপি বহুলং ধনং দদাতি স স স্বামী উত্তমানামপি। তত্র হেতুঃ বহুদ্রব্যদানাদিনা যঃ সম্বন্ধঃ স এব স্বামিত্বে হেতুর্ভাবী। নত্বভিজনঃ সৎকুলীনত্বম্। স্বামীহেতুসম্বন্ধো ভবিতাভিজন ইতি পাঠে স্বামিত্বহেতুনা বহুদ্রব্যদানাদিনা সম্বন্ধ এব অভিজনো কুলীনত্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥১৯॥ দ্রব্যানাং সংঘাতাঃ সঞ্চয়া অপি গৃহান্তাঃ। গৃহ এব অন্তঃ সমাপ্তির্যেষাং তে তথা বহুধনাদিসংগ্রহোঽপি গৃহনির্ম্মাণাদিষ্বেব ক্ষীণা ভবিষ্যন্তি। ন তু ধর্ম্মোপযোগিন ইত্যর্থঃ। নৃণাং মতিশ্চ দ্রব্যান্তা দ্রব্যার্জ্জনমাত্রনিষ্ঠা নত্বাত্মজ্ঞানোপযোগিনী। অর্থাশ্চ ভোগ্যাঃ স্রক্‌চন্দনাদয় আত্মোপভোগান্তাঃ স্বভোগমাত্রপর্য্যবসায়িনঃ নত্বতিথিদেবতাদ্যর্থা ভবিষ্যন্তি ॥২০॥ স্বৈরিণ্যঃ পুংশ্চল্যঃ। তত্র হেতুঃ ললিতে সুন্দরে স্পৃহা যাসাং তাঃ ॥২১। পণো বরাটিকাশীতিঃ তদর্দ্ধার্দ্ধং কাকিণী তদর্দ্ধমাত্রেঽপি বিবয়ে স্বার্থস্য হানিং ন করিষ্যতি। কপর্দ্দিকাদশকমপি ন ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ। পঞ্চ গুঞ্জা তুলিতং স্বর্ণং বা পণঃ তত্রাপ্যর্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধমপি দ্রষ্টব্যম্ ॥২২॥ সমানপৌরুষম্ অস্মাসু বিপ্রেষু চ পুরুষত্বং সমানং তস্মাদস্মত্তো বিপ্রেষু কো বিশেষ ইত্যনাদরযুক্তং চিত্তং শূদ্রাদের্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। সমানপৌরুষমিতি পাঠে সগর্ব্বঃ

নিষ্ঠুরত্বেত্যর্থঃ। ক্ষীরেতি মহিষ্যাদিম্বিব ক্ষীরপ্রদানহেতুঃ গোষু সংকারো ভবিষ্যতি ন তু জাত্যেত্যর্থঃ ॥২৩॥ ক্ষুদ্ভয়েন কাতরাঃ ব্যাকুলাঃ প্রজাঃ মেঘপ্রতীক্ষয়া গগনে আসক্তদৃষ্টয়ো ভবিষ্যন্তি ॥ ২৪॥ পাতয়িষ্যন্তি ক্লেশয়িষ্যন্তি ॥২৫॥ অনীশ্বরা নির্ধনাঃ। ব্যাহতং সুখং প্রমোদশ্চ হর্ষো যেষাং তে ॥২৬॥২৭॥ বহুপ্রজেত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ ॥২৮॥ অনাদৃতাঃ আদরশূন্যাঃ ॥২৯॥ পরুষমনৃতঞ্চ ভাষিতুং শীলং যাসাং তাঃ ॥৩০॥ দুষ্টশীলেষু অসদ্বৃত্তেষু পুরুষেষু স্পৃহাং কুর্ব্বন্ত্যো ব্যভিচারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ॥৩১॥ আশ্রমাণাং বিপ্লবমাহ বেদাদানমিতি। অব্রতা বেদব্রতাদিহীনা বটবো ব্রহ্মচারিণো বেদাধ্যয়নং করিষ্যন্তি ॥৩২॥ বনবাসাঃ বানপ্রস্থাঃ ভিক্ষবঃ সন্ন্যাসিনোঽপি পিতৃপুত্রাদীন্ বিহায় অন্যান্ মিত্রাদীন্ সম্পাদ্য তেষু স্নেহসম্বন্ধেন যন্ত্রো যন্ত্রণং তদ্বশত্বম্ ইতো জাতো যেষাং তে তথা ভূতা ভবিষ্যন্তি ॥৩৩॥ পার্থিবা অরক্ষিতারঃ প্রজাপালনমকুর্ব্বন্ত এব হর্ত্তারঃ করগ্রাহিণঃ তথা শুল্কচ্ছলেন বণিগ্জনবিত্তানামপহারিণো ভবিষ্যন্তি ॥৩৪॥৩৫॥ শূদ্রবৃত্ত্যা সেবয়া প্রকর্ষেণ বৎস্যন্তি বাসং করিষ্যন্তি বর্ত্তিষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। প্রবৎস্যন্তীতি পাঠঃ সুগমঃ। কারুণাং কুরুড়াদীনাং কর্ম্মকটুক্রিয়াদি উপজীবিতুং শীলং যেষাং তে ॥৩৬॥৩৭॥

গবেধুকাদিকদন্নাদ্যান্ দেশান্ যাস্যন্তি ॥৩৮॥৩৯॥৪০॥ তথা মনুষ্যাণাং পুংসাং স্থিতিঃ ॥৪১॥ বিংশতিবর্ষানতিক্রম্য ন জীবতি ॥ ৪২॥৪৩॥ কলেঃ প্রাবল্যে লিঙ্গান্যাহ যদা যদেতি পঞ্চভিঃ ॥৪৪॥ ৪৫॥৪৬॥৪৭॥৪৮॥ স্পৃশ্যমনা বারিণা কৃতেন শৌচেন কিম্ ॥৪৯॥ অল্পসারং নির্বীর্য্যম্ ॥৫০॥ শাণী শণসূত্রময়ী পটিকা তন্তুল্যানি বস্ত্রাণি ॥৫১॥ উশীরং সুরভিতৃণবিশেষঃ ॥৫২॥ শা... ভ্রাতরঃ হারিণ্যো মনোহরা ভার্য্যা যেষাং

ক্ষেথাবিধেষু নৃষু নরাণাং সখ্যং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ কর্ম্মাত্মকঃ স্বকর্ম্মাধীনজন্মা ॥৫৪॥৫৫॥ যদ্যদ্বস্তু তৎ সর্ব্বং দুঃখার্থমেব ভবিষ্যতি ॥৫৬॥ ক্বচিৎ কীকটাদৌ ॥৫৭॥ কলেরেকং মহান্তং গুণমাহ, তত্রেতি অল্পেনৈব যত্নেন হরিকীর্ত্তনাদিনা যং পুণ্যস্কন্ধং পুণ্যরাশিং নরঃ করোতি স হি কৃতযুগে তপসা মহতা ক্রিয়তে য ইতি পাঠে যঃ কোঽপি অতিমলিনোঽপীত্যর্থঃ। অতো অনেনৈকেন গুণেন কলিঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে প্রথমাধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

অতিনিকৃষ্টোঽপি কলিরল্পায়াসেন মহাফলপ্রদানাদুৎকৃষ্ট ইত্যুপপাদয়িষ্যন্ প্রসঙ্গান্নিকৃষ্টয়োঃ স্ত্রীশূদ্রয়োরপি গুণাধিক্যং বক্তুমিতিহাসং প্রস্তৌতি, ব্যাসশ্চেতি বস্তুনি অর্থে ॥১॥ বাদো বিচারঃ কৈশ্চাধিকারিভিরসৌ ধর্ম্মঃ সুখমনায়াসেন ক্রিয়তে ॥২॥ সংশয়বিষয়ভূতমর্থং প্রষ্টুং যযুঃ ॥৩॥৪॥ স্নানসমাপ্তিং প্রতীক্ষমাণাস্তৎক্ষণাং যণ্ডং সমূহমুপাশ্রিতাস্তস্থুঃ স্থিতাঃ। উত্থায় উন্মজ্জ্য তেষাং মুনীনাং শৃণ্বতাং কলিঃ সাধুঃ সাধুরিত্যেবং বাচা মম সুতো ব্যাস আহেত্যন্বয়ঃ ॥৬॥ তদেবং মুনিভিরপৃষ্টেনৈব ব্যাসেন কস্মিন্ কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহৎ ফলমিত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরতয়া কলেঃ সাধুত্বমুক্তম্। কৈশ্চাসৌ ক্রিয়তে সুখমিত্যেতন্নির্ণয়ার্থং শূদ্রস্য স্ত্রীণাঞ্চ ধন্যত্বমাহ শূদ্র ধন্যোঽসীতি। বুদ্ধিসন্নিধানাৎ প্রত্যক্ষমিবোক্তম্। অত্র কলেঃ সাধুত্বং শূদ্রস্য ধন্যত্বঞ্চ যোষিতাং সাধুত্বঞ্চ ধন্যতরত্বঞ্চেতি যথোত্তরং গুণাধিক্যং গঙ্গায়ামঘমর্ষেণ ভগবদ্ধ্যাননিপুণে চিত্তে প্রতীতমিত্যুন্মজ্জ্যোন্মজ্জ্য বারত্রয়োক্ত্যা দর্শিতম্ ॥৭॥

৮।৯॥ কৃতং সংবন্দনমভিবাদনং যৈস্তান্॥১০॥ তেন তাবদলমস্ত্ত্বিত্যাবদাস্তামিত্যর্থঃ॥১১॥১২॥১৩॥ হৃদিস্থপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তমপ্যবিজ্ঞায় পৃচ্ছন্তীতি প্রহস্যেদমুক্তবান্॥১৪॥

যৎকৃতে দশভিরিতি দ্বাভ্যামল্পেন কালেন কলৌ ধর্ম্মোৎকর্ষঃ। ধ্যায়ন্ কৃত ইতি দ্বাভ্যামল্পায়াসেনেতি কলেঃ সাধুত্বমুক্তং হায়নেন বর্ষেণ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥ শূদ্রস্যাল্পায়াসেন পুরুষার্থসিদ্ধিং বক্তুং ত্রৈবর্ণিকানাং তত্রাতিক্লেশমাহ ব্রতচর্য্যাপরৈরিতি চতুর্ভিঃ। ব্রতচর্য্যোপস্কারৈরিতি পাঠে উপহরণমুপহারঃ গুরবে সর্ব্বলাভার্পণৈরিত্যর্থঃ॥১৯॥ বৃথা কথা কৃষ্ণকীর্ত্তিরহিতা বৃথা ভোজ্যং হরেরনিবেদিতং বৃথেজ্যা দম্ভলোভাদিপূর্ব্বিকা॥২০॥ ইচ্ছয়া প্রাপ্তিকরং প্রাপ্তঞ্চ ন ভবতি কিন্তু চোদনয়া॥২১॥২২॥ শূদ্রস্য তাদৃক্ ক্লেশাভাবেন ধন্যত্বমুক্তমিত্যাহ দ্বিজশুশ্রূষয়েতি দ্বাভ্যাম্॥২৩॥ স্ত্রীণামনায়াসেন শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত্যা ধন্যত্বং বক্তুং পুরুষাণাং তৎ তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশমাহ স্বধর্ম্মস্যেতি ত্রিভিঃ॥২৫॥ এবং নৃণাং গহনং ক্লেশঃ॥২৬॥২৭॥ যোষিতঃ তাদৃক্ ক্লেশো নাস্তীত্যাহ যোষিদিতি দ্বাভ্যাম্। পুরুষো যথা মহতা ক্লেশেন প্রজাপত্যাদীন্ লোকান্ প্রাপ্নোতি তথা নাতিক্লেশেন তাংস্তাংল্লোকান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥২৮॥২৯॥৩০॥৩১॥ ইদানীন্তু মদুক্তমেতৈর্জ্ঞাতমিতি পুনঃ প্রহস্যাহ, অপৃষ্টেনৈব ব্যাসেন কথমেবং নির্ণয়ঃ কৃত ইতি বিস্ময়োৎফুল্লনয়নান্॥৩২॥৩৩॥ উক্তমর্থং নিগময়তি অল্পেনৈবেতি চতুর্ভিঃ। আত্মনো হরেগুর্ণপ্রবাস্তুভিঃ তৈঃ ক্ষালিতমখিলং কিল্বিষং যেষাং তৈর্নরৈঃ কর্ত্তৃভির্ধর্ম্মঃ সিধ্যতি॥৪৪॥ যদভিপ্রেতং জ্ঞাতুমিষ্টম্॥৩৭॥৩৮॥ প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রস্তুতমনুসংধত্তে। যচ্চাহমিতি অন্তরালাং ব্রহ্মণো দিনে দিনে ভবাম্॥৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

প্রতিসঞ্চর প্রলয়ঃ। প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিক ইত্যত্র দ্বিগুণে পরার্দ্ধে ব্রহ্মায়ুঃ সমাপ্তৌ ভবতঃ। প্রকৃতৌ তৎকার্য্যো লয়ঃ প্রাকৃতঃ॥২॥ প্রথমাংশে পরার্দ্ধমানমুক্তমেব। তথাপি তদেব মানং পরার্দ্ধস্য উক্তপ্রকারান্তরমপ্যস্তীত্যাশয়েন পুনঃ পৃচ্ছতি পরার্দ্ধেতি॥৩॥ প্রকারান্তরমপ্যস্তীত্যাহ স্থানাৎ স্থানং দশগুণমিতি। যথাহ বায়ুঃ। কোটিকোটিসহস্রাণি পরার্দ্ধমিতি কীর্ত্ত্যতে। পরার্দ্ধং দ্বিগুণঞ্চাপি পরমায়ুর্ম্মনীষিণঃ॥ স্থানং দশগুণং বিদ্যাৎ দশাদ্দশশতং ততঃ। সহস্রময়ুতং তস্মান্নিযুতং প্রযুতং ততঃ॥ অর্ব্বুদং নির্ব্বুদঞ্চৈব বৃন্দঞ্চৈব ততঃ পরম্। খর্ব্বঞ্চৈব নিখর্ব্বঞ্চ শঙ্খঃ পদ্মং তথৈব চ॥ সমুদ্রো মধ্যমন্তশ্চ পরার্দ্ধং পরমেব চ। এবমষ্টাদশৈতানি পদানি গণনাবিধৌ॥ কল্পসংখ্যা প্রবৃত্তস্ত পরার্দ্ধো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ। তাবচ্ছেষস্য কালোঽন্যৎ তদন্তে প্রতিসৃজ্যত॥" ইতি। একং দশগুণং দশ দশ দশগুণাঃ শতম্। শতং দশগুণং সহস্রমিত্যেবমঙ্কস্থানানাং বামতোঽষ্টাদশে স্থানে পরার্দ্ধং ভবতি। কল্পাশ্চাত্র সংখ্যেয়াঃ। কল্পসংখ্যাপ্রবৃত্তস্ত পরার্দ্ধো ব্রহ্মণ ইতি বায়ূক্তেঃ। ততশ্চ কল্পানাং কোটিকোটিসহস্রাণি পরার্দ্ধং তদ্দ্বিগুণং পরংব্রহ্মায়ুরিত্যুক্তং ভবতি। যত্তূক্তং প্রথমাংশে নিজেন তস্য মানেন আয়ুর্বর্ষশতং স্মৃতম্। তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধন্তু পরার্দ্ধমভিধীয়তে। এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতং হি তদিত্যাদি। তস্মিন্ পক্ষে কল্পানাং ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি ব্রহ্মণ আয়ুরিত্যুক্তং স্যাৎ। অনয়োশ্চ পক্ষয়োর্ম্মহাকল্পাভেদেন ব্যবস্থা। যদ্বা বায়ূক্তকল্পশব্দেন লক্ষণয়া তদংশভূতদিব্যমানুষবর্ষাদিভিঃ পরার্দ্ধসংখ্যাসম্পাদনেনাবিরোধঃ সমর্থনীয়ঃ॥৪।৫॥

নৈমিত্তিকং লয়ং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নিমেষাদিক্রমেণ প্রথমাংশোক্তমেব কল্পপ্রমাণমনুস্মারয়তি। নিমেষ ইতি সপ্তভিঃ। মৈত্রেয়

মাত্রা প্রমাণং যস্য সঃ। একমাত্রলঘ্বক্ষরোচ্চারণকালসম্মিতো হি নিমেষঃ নিমেষকালতুল্যা হি মাত্রা লঘ্বক্ষরঞ্চ যদিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তেঃ ॥৬॥ নাড়িকা-জ্ঞানোপায়মাহ উন্মানেনেতি সার্দ্ধেন। অম্ভস উন্মানেন উন্মীয়তে অনেনেত্যুন্মানং পাত্রং অর্দ্ধেন যোগে ত্রয়োদশসার্দ্ধদ্বাদশেত্যর্থঃ। উন্মানরূপেণ ঘটিতানি সার্দ্ধদ্বাদশপলানি সা নাড়িকা। সার্দ্ধদ্বাদশপলতাম্রনির্ম্মিতপাত্রেণ সা নাড়িকা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কিং প্রমাণং তৎ পাত্রং কার্য্যং তদাহ। মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু স স্মৃতঃ ইতি সার্দ্ধদ্বাদশপলজলেন হি মগধদেশপ্রস্থঃ পূর্য্যতে [ষোড়শপলজলেন হি মাগধদেশাখ্যঃ প্রস্থঃ পূর্য্যতে। যদাহ স্কন্দঃ। পলঞ্চ কুড়বঃ প্রস্থ আঢ়কো দ্রোণ এব চ। ধান্যমানেন বোদ্ধব্যাঃ ক্রমশোঽমী চতুর্গুণাঃ ॥] তৎপ্রমাণং পাত্রং কার্যমিত্যর্থসিদ্ধম্। ননু তথাপি পাত্রেণ কথং নাড়িকা-জ্ঞানং ক্রিয়াপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ কালস্যেত্যাশঙ্ক্য ক্রিয়াসিদ্ধয়ে প্রস্থং বিশিনষ্টি হেম্নেতি। মাসঃ পঞ্চগুঞ্জঃ। হেম্নো মাষৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলশলাকারূপেণ পরিণতৈঃ কৃতচ্ছিদ্রঃ। এতদুক্তং ভবতি সার্দ্ধদ্বাদশপলতাম্রময়ং মাগধপ্রস্থসম্মিতমূর্দ্ধায়তং পাত্রঞ্চতুর্মাষচতুরঙ্গুলহেমশলাকয়া কৃতাধশ্ছিদ্রং জলে স্থাপিতে তেন ছিদ্রেণ যাবতা কালেন পূর্য্যতে, তাবান্ কালো নাড়িকেতি। তথাচ শুকঃ। দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ। স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্" ইতি ॥৮॥

তথা ত্রিংশতা দিনৈঃ মাস ইত্যর্থঃ ॥৯॥১০॥১১॥১২॥ নৈমিত্তিকলয়প্রকারমাহ, তস্য স্বরূপমিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি ॥১৩॥ ক্ষীণপ্রায়ে দুর্ভিক্ষাদিভিঃ ॥১৪॥১৫॥ ক্ষয়ায় রুদ্ররূপধরঃ সন্ আত্মস্থাঃ স্বস্মিন্ লীনাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রযততে ॥১৬॥ সপ্তরশ্ময়ঃ কূর্ম্মোক্তাঃ। সুষুম্না হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্ম্মা তথৈব চ। বিশ্বব্যচাস্তথা দর্চ্চাবসুঃ

সংযদ্বসুস্তয়েতি ॥১৭॥ প্রাণিগতানি রক্তবসাদীনি ভূমিগতানি তড়াগাদিস্থিতানি ॥১৮॥১৯॥ সপ্তরশ্ময়ঃ ভাস্করাঃ কপ্ত অরোগো ভ্রাজঃ পটলঃ পতঙ্গঃ স্বর্ণরোমা জ্যোতিষ্মান্ বিভাবসুঃ সপ্ত সূর্য্যা ইতি শ্রুত্যুক্তাঃ ॥২০॥২১॥ আভোগো বিস্তারঃ নিঃস্নেহং অতিরূক্ষম্ ॥২২॥২৩॥ ধ্বংসতি ভস্মীকরোতি ॥২৪॥২৫॥ জ্বালানাং মালাস্তাসাং মহান্তি আবর্ত্তা যস্মিন্ সঃ। তত্রৈব ত্রৈলোক্যমধ্য এব ॥২৬॥ অম্বরীষং ভর্জ্জনভাণ্ডম্ ॥২৭॥ লোকদ্বয়নিবাসিনঃ দিবি ভুবিস্থাঃ কৃতাধিকারাঃ অনুষ্ঠিতস্বীয়বিধিনিয়োগাঃ ॥২৮॥ দশায়াং তত্রত্যফলভোগাবস্থায়াঃ আবৃত্ত্যা পরিবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ ঊর্দ্ধলোকৈষিণঃ। অন্যে ত্বাহুঃ। ত্রৈলোক্যেঽপি যে অধিকারিকা মন্বাদ্যাস্তে কৃতাধিকারা ভোগপ্রক্ষীণকর্ম্মাণঃ সন্তো মহর্লোকং প্রাপ্য তস্মাদপি তপ্তাঃ তদ্বাসিভিঃ সহ সশরীরা জনং যান্তি, তেষাং মন্বাদীনাং মধ্যে যে পরৈষিণঃ পরবস্তুপ্রাপ্তীচ্ছবঃ তে দশবারমাবৃত্ত্যা ক্রমাত্তপঃসত্যাদিদ্বারা ততঃ পরমীশ্বরং বিশন্তি। অন্যে তু ত্রৈলোক্যস্থা জীবাঃ স্বাত্মনি সংহ্রিয়ন্তে ॥ যথাহ বায়ুঃ। পিতৃভির্মনুভিশ্চৈব সার্দ্ধং সপ্তর্ষিভিস্তথা। যজ্বানশ্চৈব যেঽপ্যন্যে তদ্ভক্তাশ্চৈব তৈঃ সহ ॥ মহর্লোকং গমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা ত্রৈলোক্যমীশ্বরাঃ। মহর্লোকং পরিত্যজ্য গণাস্তে বৈ চতুর্দ্দশ ॥ সশরীরাঃ শ্রয়ন্তে বৈ জনলোকং সহানুগাঃ। এবং দেবাঃ সপিতরঃ ঋষয়ো মনবশ্চ হ ॥ পুত্রৈঃ সহোর্দ্ধং গচ্ছন্তি ব্যাবর্ত্তন্তে চ তৈঃ সহ। জনলোকাৎ সুরাঃ সর্ব্বে দশ কল্পান্ পুনঃ পুনঃ ॥ পর্য্যায়কালে সম্প্রাপ্তে সম্ভূতা নৈধনেন হ। অবশ্যং ভাবিতার্থেন সম্বুধ্যন্তে তদা তু তে ॥ নিবর্ত্তন্তে তথাবৃত্তৌ তেষাং শক্যো ন বিস্তরঃ। মহাজনস্তৈব জনাত্তপশ্চ তপাংততস্তানি ভবন্তি সত্যে। মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি মুঞ্চন্তি সত্যেন ততোঽন্তরাণি। তপোঽভিযোগাদ্বিষয়প্রমাণাদ্বিশন্তি তে শাশ্বত-

মেব দেবম্। অথাত্মনি মহাতেজাঃ সর্ব্বমাস্থায় কর্ম্মকৃৎ। ততঃ স্ব-রাত্রিং স্বপিতি তমস্যেকার্ণবে জলে ইতি ॥২৯॥৩০॥৩১॥৩২॥৩৩॥৩৪॥ চাষো লীনপক্ষঃ শকুনঃ ॥৩৫॥ কূটাগারং গৃহবিশেষঃ ॥৩৬॥৩৭॥ ৩৮॥৩৯॥৪০॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

অথ চতুর্থাধ্যায়ঃ।

তদেবং নৈমিত্তিকং ত্রৈলোক্যপ্রলয়ং নিরূপ্য তৎকালীনাং স্থিতিং নিরূপয়ন্নাহ সপ্তর্ষিস্থানমিত্যাদিনা অনাবৃষ্ট্যেত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥১॥২॥৩॥ শেষ এব শয্যা তামাশ্রিতঃ শেতে ॥৪॥৫॥৬॥৭॥ স যদা জাগর্ত্তি তদা জগচ্চেষ্টতে সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতি, নিমীলতি লয়ং যাতি ॥৮॥ কিয়ন্তং কালং শেতে কদা বা প্রবুদ্ধঃ সন্ জগৎ সৃজতীত্যত্রাহ পদ্মযোনিরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥৯॥১০॥১১॥১২॥ মহদাদে-র্বিশেষান্তস্য পৃথিব্যন্তস্য বিকারস্য সংক্ষয়ে নিমিত্তে প্রতিসঞ্চরে প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥১৩॥ আত্তোঽপহৃতো গন্ধো যস্যাঃ সা প্রলয়ত্বায় প্রলীনত্বায় ॥১৪॥১৫॥ সলিলেনৈব লোকা ব্যাপ্তাঃ ক্রমাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭॥১৮॥১৯॥ প্রভাকরং প্রকাশকং যায়ুরিত্তি গ্রসতে ॥২০॥২১॥

নিরালোকে বায়ুর্দোধূয়তে প্রচলতি ॥ ২২ ॥ তুমুলং শব্দম্ আত্মনঃ সম্ভবং কারণম্ আকাশম্ আসাদ্য ঊর্দ্ধমধশ্চ দশ দিশো দোধবীতি প্রসর্পতি ॥২৩॥ অনাবৃতং বিকারৈরপরিচ্ছিন্নম্ ॥২৪॥ ২৫ ॥ পরিমণ্ডলং সর্ব্বতো বর্ত্তুলং তচ্চ ব্রহ্মাণ্ডকটাহাবৃতত্বাৎ শব্দলক্ষণং স্থূলেন শব্দেন লক্ষ্যম্ ॥২৬॥ ভূতাদিরিত্যনেনাত্র ন তামসমাত্রগ্রহণং কিন্তু তমঃপ্রাধান্যেন সামান্যতোঽহংকারমাত্রস্য, অতএব ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ যুগপৎ প্রলয়োক্তিঃ দেবানামপ্যপ-

লক্ষণমেতৎ ॥২৭॥ 'অভিমানবিষয়াণাং ভূতাদীনাং লীনত্বাৎ কেবলাভিমানাত্মকস্য চাবরণৈকস্বভাবত্বাৎ। এব ভূতাদিস্তদা তামসস্তমপ্রধানঃ স্মৃত ইত্যর্থঃ। বুদ্ধিলক্ষণঃ জ্ঞানপ্রধানত্বাৎ ॥২৮॥ যথা সৃষ্টিক্রমপ্রাতিলোম্যেন পৃথিব্যাদেঃ মহত্তত্ত্বপর্য্যন্তো লয় উক্তঃ। আবরণে স্বয়মেব লয়ক্রম ইতি বক্তুং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তিনঃ কার্য্যস্য অন্তর্বাহ্যতশ্চ আদ্যন্তকোটীর্দশয়তি উর্ব্বী মহাংশ্চেতি ব্রহ্মাণ্ডস্যান্তর্যথাদৌ জগতঃ পৃথিবীমহত্তত্ত্বঞ্চ প্রান্তে আদ্যন্তসীম্নোর্ভবতঃ। তথা ব্রহ্মাণ্ডাদ্বাহ্যতোঽপি ততঃ কিমত আহ এবমিতি। যথা চরমসৃষ্ট্যাং পৃথ্বীমারভ্য প্রথমসৃষ্ট মহত্তত্ত্বপর্য্যন্তং প্রাতিলোম্যেন স্বস্বকারণে লয়ঃ। এবমাবরণভূতা অপি যাঃ পৃথিব্যাদ্যাঃ সপ্ত প্রকৃতয়ঃ ॥২৯॥

তত্রাপি প্রত্যাহারে উপসংহারে পরং পরং স্বং স্বং কারণং প্রবিশন্তি। তদাহ যেনেতি ত্রিভিঃ। যেনেদং সপ্তদ্বীপাদিকমাবৃতমাসীৎ তদণ্ডং অণ্ডকটাহরূপা পৃথ্বী স্বাবরণরূপাস্বপ্সু প্রলীয়ত ইত্যর্থঃ ॥৩০॥৩১॥ প্রকৃতিস্বরূপং দর্শয়ংস্তৎকার্য্যস্য তস্মিন্নেব লয়মুপসংহরতি গুণসাম্যমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী কার্য্যকারণরূপা ॥৩৪॥ প্রকৃতিপুরুষয়োরপি লয়ং বক্তুং তয়োস্তদংশত্বমাহ এক ইতি। সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতেস্তৎকার্য্যস্য চাধিষ্ঠাতা সোঽপীত্যপিশব্দাৎ প্রকৃতিরপি সর্ব্বভূতস্য প্রকৃত্যাদিসর্ব্বাত্মকস্য পরমাত্মনোঽংশঃ ॥ ৩৫ ॥ কঃ পুনঃ পরমাত্মেত্যত্রাহ স সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্ আত্মনঃ পুরুষাৎ পরে ॥৩৬॥৩৭॥ পুরুষোত্তমে লীয়েতে লীনাবিব তিষ্ঠেতে ॥৩৮॥ তস্য তু নাস্তি লয় ইত্যাহ পরমাত্মেতি তস্মাৎ স এব পরমপুরুষার্থঃ ॥৩৯॥ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব সর্ব্বসাধনজাতমিত্যাহ প্রবৃত্তঞ্চেতি ॥৪০॥ কৈঃ কথমিজ্যত ইত্যত্রাহ ঋগাদীতি দ্বাভ্যাম্। প্রবৃত্তৈরবিরক্তৈঃ পুরুষৈঃ ঋগ্বেদাদিবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ মার্গভূতৈরিজ্যতে ॥ ৪১ ॥ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধচিত্তৈস্তু যোগিভির্নিবৃত্তে

মার্গে স্থিতৈর্জ্ঞানযোগেন ইজ্যত ইত্যর্থঃ ॥৪২॥ জ্ঞানযোগস্বরূপমাহ হ্রস্বদীর্ঘেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৩॥৪৪॥ সর্ব্বং বিষ্ণুরেব ন তু ততো ব্যতিরিক্তমস্তীত্যত্র হেতুমাহ ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকেতি ॥৪৫॥ বিষ্ণোঃ সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্ত্যর্থং সর্ব্বাতিশায়িনীমহোরাত্রকল্পনামাহ দ্বিপরার্দ্ধেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৪৬॥ তথা পুরুষে তত্র পরমেশ্বরে স্থিতে সতি প্রকৃত্যাঞ্চ তত্র স্থিতায়ামিত্যর্থঃ ॥৪৭॥ এতচ্চ ন বাস্তবমিত্যাহ নৈবেতি। উপচারঃ সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্তয়ে ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮॥ প্রাকৃতং লয়মুপসংহরন্ আত্যন্তিকলয়মুপক্ষিপতি ইতীতি ॥৪৯॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে চতুর্থাধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

আত্যন্তিকো লয়ো নাম সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞানতৎকার্য্যনাশাত্মকো মোক্ষঃ। তং চাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং দুঃসহমিতি জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্বা বিবেকী উৎপন্নবৈরাগ্যঃ সন্ গুরূপদেশাদিনোৎপন্নজ্ঞানঃ প্রাপ্নোতি ॥১॥ আত্মানং কার্য্যকারণসংঘাতং নিমিত্তমধিকৃত্য ভবতীত্যাধ্যাত্মিকঃ তং প্রপঞ্চয়তি আধ্যাত্মিক ইতি পঞ্চভিঃ ॥২॥ প্রতিশ্যায়ঃ পীনসঃ। শ্বয়থুঃ শোথঃ। অঙ্গাময়ো বাতজলোদরাদিঃ॥ ৩॥ ৪॥ দ্বেষোঽপ্রীতিঃ মোহো বৈচিত্ত্যং বিষাদঃ সত্ত্বহানিঃ শোকোঽনুশোচনম্। অসূয়া গুণেষু দোষারোপঃ ঈর্ষ্যা ক্ষমারাহিত্যং মাৎসর্য্যং পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা ॥৫॥৬॥ ভূতানি নিমিত্তত্বেনাধিকৃত্য ভবতীত্যাধিভৌতিকঃ। তমাহ মৃগেতি। মৃগাদিভির্যো জন্যতে স আধিভৌতিকঃ ॥৭॥ কেবলং দৈবমেবাধিকৃত্য ভবতীত্যাধিদৈবিকঃ। তমাহ শীতোষ্ণবাতেতি ॥৮॥ এতদেব তাপত্রয়ং গর্ভাদ্যবস্থাভেদেন সহস্রশঃ প্রপঞ্চয়তি গর্ভেত্যাদিনা ইতি সংসারতাপার্কেত্যতঃ

প্রাক্তনেন গ্রন্থেন ॥৯॥ তত্র গর্ব্ভদুঃখমাহ 'সুকুমারেতি' চতুর্ভিঃ। উল্বং গর্ভবেষ্টনজালম্। ভুগ্নং বক্রীভূতং পৃষ্ঠ্যাদি যস্য সঃ ॥১০॥

মাত্রা ভুক্তৈরতিবিদাহিভিঃ অত্যন্তমম্লাদিভির্বর্দ্ধমানাতিবেদনা যস্য সঃ ॥১১॥ আত্মনো গাত্রাণাং প্রসারণাদাবসমর্থঃ ॥১২॥১৩॥ জন্মদুঃখমাহ জায়মান ইতি দ্বাভ্যাং পুরীষাদিভিরাবিলং ক্লিন্নমাননং যস্য সঃ। প্রাজাপত্যেন প্রজাপতিনিযুক্তেন গর্ভসঙ্কোচকেন। তস্মাদুপায়াৎ স গর্ভঃ কণীয়াংসং তং যোনিং ন হিনস্তি ব্রহ্মণা হি ক্লৃপ্ত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥ সূতিমারুতৈঃ প্রসূত্যর্থং গর্ভপ্রেরকৈর্বায়ুভিঃ ॥ ১৫ ॥

জন্মানন্তরং দুঃখান্যাহ, মূর্চ্ছামিতি চতুর্ভিঃ ॥ ১৬ ॥ তুন্নাঙ্গো ব্যথিতগাত্রঃ ক্রকচৈঃ বিদারণযন্ত্রৈঃ। পূতিব্রণাৎ দুর্গন্ধিব্রণতুল্যাদ্‌যোনেঃ ॥১৭॥ বাল্যদুঃখান্যাহ কণ্ডূয়নে ইত্যাদি ত্রিভিঃ ॥১৮॥১৯॥ ২০॥ যৌবনদুঃখান্যাহ অজ্ঞানেতি ষড়্‌ভিঃ অজ্ঞানমিহ কামলোভাভিনিবেশঃ, তেন তমসাচ্ছন্নঃ অন্ধীভূতঃ ॥২১॥ কার্য্যাকার্য্যে লৌকিকে ॥২২॥ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে বৈদিকে ॥২৩॥২৪॥ কিঞ্চ অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ অতোঽজ্ঞানিনাং বিহিতেষ্বপি কার্য্যারম্ভেষ্বপ্রবৃত্তয়ঃ স্যুঃ। ততঃ কর্ম্মলোপাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥২৫॥ ততো নরকপ্রাপ্তিরিতি উত্তমম্ অত্যধিকং দুঃখম্ ॥২৬॥ স্থাবিরদুঃখান্যাহ জরাজর্জ্জরেতি দশভিঃ। বলী লম্বমানা ত্বক্ শিরা রক্তবহা নাড়ীঃ সৈবাস্থিবন্ধনী স্নায়ুঃ॥ দূরে দূরস্থেঽর্থে নষ্টং নয়নং গ্রহণাসমর্থং চক্ষুর্যস্য সঃ। ব্যোম্নি চক্ষুর্গোলকাকাশেঽন্তর্গতে নিমগ্নে তারকে কনীনিকে যস্য সঃ ॥২৮॥২৯॥৩০॥ অনায়ত্তৈরস্বাধীনৈঃ করণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৩১॥৩২॥৩৩ ॥৩৪॥ যৌবনে যদাত্মনো বিবিধং চেষ্টিতং তদন্যজন্মানুভূতমিব সংস্মরন্ দীর্ঘং শ্বাসং মুঞ্চতি ॥৩৫॥৩৬॥ মরণদুঃখান্যাহ শ্লথগ্রীবেতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ। বেপথুনা কম্পেন ॥৩৭॥৩৮॥৩৯॥ দোষৈর্ষৈঃ শ্লেষ্মা-

দ্বিসংঘৈর্নিরুদ্ধকণ্ঠৈঃ ঘুরু ঘুরু ইত্যেবং শব্দং করোতি ॥৪০॥৪১॥ যাতনার্থমন্যং দেহম্ ॥ ৪২॥ নরকদুঃখান্যাহ শৃণুষ্বেতি সার্দ্ধৈঃ ষড়্‌ভিঃ ॥৪৩॥ যাম্যকিঙ্করৈঃ পাশাদিগ্রহণম্ ॥ ৪৪ ॥ করম্ভবালুকাঃ তপ্তবালুকাঃ ॥৪৫॥ ধম্যতাম্ খন্যতামিত্যাদি কর্ম্মাণি পরস্মৈপদমার্ষম্। কৃত্যমানানাং ছিদ্যমানানাম্ ॥ ৪৬ ॥ দ্বীপিভির্ব্যাঘ্রৈঃ ॥৪৭ ॥৪৮॥ পাপমেব হেতুঃ কারণং তদুদ্ভবানি ॥ ৪৯ ॥ স্বর্গেঽপি দুঃখমেবেত্যাহ ন কেবলমিতি স্বর্গেঽপি নিবৃতির্নাস্তি দুঃখপদ্ধতিরেবাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ স্বর্গনরকভোগানন্তরং পুনর্গর্ভাদিদুঃখমাহ পুনশ্চেতি ষড়্‌ভিঃ ॥৫১॥৫২॥

দুঃখৈঃ প্লুতো ব্যাপ্ত আস্তে তন্তূনাং কারণং পক্ষ্মাণি কার্পাসাংশুবস্ত্রেষামোঘৈঃ সমূহৈঃ। কার্পাসবীজং যথা ব্যাপ্তং তদ্বৎ ॥ ৫৩॥ উৎপত্তৌ দ্রব্যস্যার্জনে ॥৫৪॥৫৫॥ কলত্রাদিকৈর্যথা অসুখং ভূরি ক্রিয়তে ন তথা সুখং ক্রিয়তে ॥৫৬॥ এবং দুঃখানুসন্ধানেন লব্ধবিবেকবৈরাগ্যস্য পুংসো মুক্তিরেব মুক্ত্যেত্যাশয়েনাহ ইতীতি ত্রিভিঃ ॥৫৭॥ গর্ভাদিস্থানেষু প্রকর্ষেণ ভবিষ্যতো দুঃখজাতস্য ভগবৎপ্রাপ্তিরেব ভৈষজং মত্বা সংযত্নেতান্বয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ কথম্ভূতা ভগবৎপ্রাপ্তিস্তদাহ নিরস্তাতিশয় আহ্লাদো নিবৃতির্যস্মিন্ সুখে তদ্ভাবস্তদাত্মত্বমেকৈকলক্ষণং যস্যাঃ সা তথা। কিঞ্চ একান্তা ভগবন্নিষ্ঠামাত্রেণাবশ্যম্ভাবিনী ন তু ঋত্বিগাদিবৈগুণ্যেন কর্ম্মফলবদনৈকান্তিকী অনিত্যা ॥ ৫৯ ॥ যত্নস্য সাধনবিষয়ত্বাৎ সাধনমাহ তৎপ্রাপ্তীতি কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানং সাক্ষাৎ ॥ ৬০ ॥

তচ্চ জ্ঞানং দ্বিবিধমিত্যাহ আগমেতি। তদ্বিষয়েতি শব্দব্রহ্মেতি। আগমময়ম্ আগমোত্থং জ্ঞানং শব্দব্রহ্মশব্দাৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্মশ্রবণজং জ্ঞানমাগমোত্থমিত্যর্থঃ। দেহাদিবিবিক্তাকারচিত্তবৃত্তৌ নিদিধ্যাসনাখ্যায়াং

প্রকাশমানং পরব্রহ্মবিবেকজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃত্তিব্যঙ্গ্যস্য ব্রহ্মণ এব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব জ্ঞানমিত্যুক্তম্॥ ৬১॥ ননু শব্দশ্রবণাদপি ব্রহ্মজ্ঞানমেবোৎপদ্যতে তেনৈবাজ্ঞানং নিবর্ত্ত্য ভগবৎপ্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ অন্ধমিতি নিবিড়তম ইবাজ্ঞানম্। ব্যাপকমাবরণম্। ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জাতং জ্ঞানং দীপবৎ ন সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবর্ত্তকং বিবেকজন্তু জ্ঞানং সূর্য্যবৎ সর্ব্বাজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ॥ ৬২॥ উক্তলক্ষণে জ্ঞানদ্বৈধে মনুসংমতিমাহ। অত্র সম্বন্ধে। অস্মিন্ প্রসঙ্গে॥৬৩॥ শব্দব্রহ্মণি শ্রবণেন নিষ্ণাতো বিবেকজেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি॥৬৪॥ তৎপ্রাপ্তিহেতুজ্ঞানঞ্চ বর্ম্ম চোক্তমিত্যেতৎ পরশ্রুতিসংমতিমাহ। দ্বে বিদ্যে ইতি বিদ্যাশব্দেন তদ্ধেতুকর্ম্মব্রহ্মবিষয়ৌ বেদভাগৌ গৃহ্যেতে তদাহ পরয়েতি। অক্ষরপ্রতিপাদকপরাখ্যবেদভাগাদিতরঃ কর্ম্মভাগ ঋগ্বেদাদিশব্দেনোচ্যতে। ব্রাহ্মণপরিব্রাজকাদিবৎ সা তু পরা সাধনগোচরত্বাৎ॥ ৬৫॥

অথ পরাখ্যয়া যদক্ষরমধিগম্যতে তত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমিত্যথর্ব্বশ্রুত্যুক্তং পরবিদ্যাবিষয়ম্ অক্ষরাখ্যং তত্ত্বমাহ যত্তদিতি ত্রিভিঃ॥ ৬৬॥ বিভুং প্রভুং সর্ব্বগতমপরিচ্ছিন্নং ব্যাপি সর্ব্বকার্য্যানুগতম্। স্বরূপত্বেনাব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বে ভবতি॥৬৭॥৬৮॥ তৎ পরং ব্রহ্মৈব স্বেচ্ছয়া আবিষ্কৃতষাড়্গুণ্যম্। পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদিপরবিদ্যোপাসনয়া ভক্তৈঃ স্থূলভদর্শনমিত্যাহ॥ ৬৯॥ ঈদৃগ্বিষয়ঞ্চ জ্ঞানং পরবিদ্যেত্যাহ এবমিতি। নিগদিতার্থস্য দ্বাদশাক্ষরাদিভিরুক্তার্থস্য স তৎ স্বরূপং তত্ত্বতঃ অপ্রচ্যুতব্রহ্মস্বরূপেণ যেন দ্বাদশাক্ষরাদিনা জ্ঞায়তে তৎ পরং জ্ঞানং পরবিদ্যা-ত্রয়ীময়ন্তু যৎ অপরবিদ্যা কর্ম্মাখ্যা॥ ৭০॥ ননু যদীশ্বরো ব্রহ্মৈব কথং তর্হি তস্যা নির্দেশ্যস্য ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

স্বশব্দেতি পূজায়াং নিমিত্তভূতায়াং আবিষ্কৃতষাড়্‌গুণ্যেন ভগবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভিন্নত্বাৎ উপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ প্রযুজ্যতে তদ্ভেদবিবক্ষায়াম্ ॥ ৭১ ॥

ইত্থংভূতে মুখ্যএব ভগবচ্ছব্দো বর্ত্তত ইত্যাহ শুদ্ধে ইতি। শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভূত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে ॥ ৭২ ॥ অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ভগবচ্ছব্দস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ সংভর্ত্তেত্যাদিনা সংভর্ত্তা পোষকঃ ভর্ত্তা আধার ইত্যর্থদ্বয়েনান্বিতঃ। নেতা কর্ম্মজ্ঞানফলপ্রাপকঃ। গময়িতা প্রলয়ে কার্য্যাণাং কারণম্। প্রতিস্রষ্টা পুনরপি তেষাম্ উদ্‌গময়িতা সর্গকর্ত্তা ইতি গকারার্থঃ ॥ ৭৩ ॥ অক্ষরার্থনিরুক্ত্যা ইদানীম্ অক্ষরদ্বয়াত্মকস্য পদস্যার্থমাহ। ঐশ্বর্য্যস্যেতি ইঙ্গনা সংজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

বকারার্থমাহ বসন্তীতি যত্রাধিষ্ঠানভূতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেষু বসতীতি বকারার্থঃ ॥ ৭৫ ॥ এবমেষ শব্দো বাসুদেবস্য বাচকঃ নান্যস্যেত্যর্থঃ। ভশ্চাসৌ গশ্চ বশ্চ ভগবানিত্যক্ষরসাম্যাৎ নিরুক্তিঃ। ষাড়্‌গুণ্যং ভগ ইতি পক্ষে তদ্বান্ ভগবানিত্যনুগমএব ॥ ৭৬ ॥ তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোহয়ং শব্দঃ। অন্যত্র তু গৌণ ইত্যাহ তত্রেতি পূজ্যস্য শ্রেষ্ঠস্য পদার্থস্য উক্তৌ যা পরিভাষা সঙ্কেতরূপগ্রহস্তৎসংগ্রহঃ। তৎসমন্বিতোহয়ং শব্দঃ। অন্যে নোপচারেণ প্রবর্ত্ততে। অন্যত্র দেবাদাবুপচারেণ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৭ ॥ উপচারস্য বীজমাহ উৎপত্তিমিতি ॥ ৭৮ ॥ ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাড়্‌গুণ্যং প্রকারান্তরেণাহ জ্ঞানেতি। হেয়ৈঃ প্রকৃতিগুণৈঃ তৎকার্য্যৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ বিনা ॥ ৭৯ ॥ দ্বাদশাক্ষরান্তর্গতভগবচ্ছব্দস্যার্থমুক্ত্বা বাসুদেবশব্দস্যার্থমাহ সর্ব্বাণীতি বসনাদ্‌বাসনাচ্চ বাসুঃ সাধনাৎ সাধু রিতিবৎ দ্যোতনাৎ দেবঃ। বাসুশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বাসুদেবঃ তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে। বসনাদ্দেব-

নাচ্চৈব বাসুদেবস্ততোবিদু'রিতি ॥ ৮০ ॥ জনকাদয়োঽপি ভগবদ্ধ্যানালোচনন্নিষ্ঠয়ৈব ব্রহ্মজ্ঞানং প্রাপ্তা ইতি দর্শয়ন্নাহ খাণ্ডিক্যেতি যড়্‌ভিঃ ॥ ৮১ ॥ ভূতেষু সোঽস্বুরিতি বাসুশব্দো ব্যাখ্যাতঃ। ধাতা বিধাতেত্যাদিনা দেবশব্দো দিবের্ধাতোঃ অনেকার্থপ্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়ম্। ৮২ ॥

ভুবনান্তরালে যদস্তি তৎসর্ব্বং তেনাস্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ কল্যাণগুণানেবাহ তেজোবলেতি ॥ ৮৫ ॥ ব্যষ্টিঃ সংকর্ষণাদিরূপঃ সমষ্টির্বাসুদেবাত্মা ॥ ৮৬ ॥ প্রকৃতমুপসংহরতি স ইতি যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা। সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তৎ জ্ঞানং পরা বিদ্যা, অন্যদজ্ঞানং অবিদ্যান্তর্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৮৭॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে স জ্ঞায়তে যেনেত্যত্র পরমাত্মতো জ্ঞানদর্শনপ্রাপ্তয়ো যেন ভবন্তি তৎপরং জ্ঞানমিত্যুক্তং তত্র দৃঢ়জ্ঞানং মনন-সহকৃতেন বেদান্তবাক্যশ্রবণেন ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অতস্তদুল্লঙ্ঘ্য দর্শনপ্রাপ্ত্যোঃ কারণমাহ। স্বাধ্যায়েতি স্বাধ্যায়ঃ প্রণবজপঃ। সংযমো যোগঃ তাভ্যাং স দৃশ্যতে। তস্য প্রাপ্তাবপি তদেতদ্বয়ং কারণম্। অতএব তদ্ধেতুদ্বয়ং দর্শনদ্বারা ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তিহেতুত্বাৎ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥ ১ ॥ তদনুষ্ঠানপ্রকারমাহ স্বাধ্যায়াদিতি সংপত্ত্যা সমৃদ্ধ্যা তথা চ যোগশাস্ত্রম্। জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ। জপধ্যানাভিযোগেন পশ্যেদাত্মানমাত্মনি ইতি ॥ ২ ॥

নন্বু চক্ষুরাদিভিরপ্যাত্মন এব স্ফুরণাৎ কথমেনমেব স্বয়ং তৎপ্রকাশকমুচ্যতে তত্রাহ তদীক্ষণায়েতি। বিষয়াবচ্ছেদং বিনা পরিপূর্ণব্রহ্মভূতো মাংসময়েশ্চক্ষুরাদিভির্দ্রষ্টুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যত্র যস্মিন্ জ্ঞাতে জ্ঞাত্বা অনুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ পূর্ব্বাধ্যায়োপক্ষিপ্তমিতিহাসং যোগনিরূপণার্থং অনুবর্ত্তয়তি যথা কেশিধ্বজ ইত্যাদিনা যাবদুত্তরাধ্যায়সমাপ্তি ॥ ৮ ॥ অতি অতিশয়িতঃ কর্ম্মমার্গে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ অল্পসাধনঃ স্বল্পপরীবারঃ ॥ ১১ ॥ স কেশিধ্বজঃ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় ব্রহ্মার্পণাভ্যাসেন কর্ত্তৃকর্ম্মাদি সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি দৃষ্ট্যা বহূন্ যজ্ঞান্ ইয়াজ কৃতবান্। কিমর্থম্ অবিদ্যয়া কর্ম্মলক্ষণয়া মৃত্যুং কামাদিকষায়শেষং তর্ত্তুং ক্ষপয়িতুম্ ॥ ১২ ॥

ধর্ম্মদোগ্ধ্রীং হোমধেনুং ধর্ম্মদোগধ্রীমিতি পাঠে প্রবর্গ্যে হবির্বিশেষো ধর্ম্মঃ তদর্থং পয়োদোগ্ধ্রীং শার্দ্দূলো ব্যাঘ্রঃ ॥১৩॥ কিমত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়ত ইতি পপ্রচ্ছ ॥ ১৪ ॥ তথৈব তেনোক্তঃ কশেরুপি শুনকং পৃচ্ছেত্যাহেত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥ ১৬॥ ১৭॥ প্রাপ্ত এবেতি। ধর্ম্মার্থং যতমানস্ত অন্তরা চেদ্বিপদ্যতে। স ধর্ম্মফলমাপ্নোতীত্যাদি বচনাৎ ॥ ১৮॥ অবিকলো যোগো ভবিষ্যতীতি স চাহেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণাজিনকবচবদ্ধে তস্যাভিপ্রায়মুৎপ্রেক্ষ্যতে। কৃষ্ণাজিনধরে ময়ি খাণ্ডিক্যো ন প্রহরিষ্যতীতি বেৎসি মন্যসে ॥ ২২ ॥

তদর্থমিত্যাহ মৃগাণামিতি। যেষাং পৃষ্ঠেষ্বিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥ মে মন্তুঃ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ। ইতি স্মৃতেঃ। ত্বমাততায়ী। অতঃ স্ববনস্থস্যাপি তে বধে মে ন দোষঃ। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি-কশ্চনেত্যাদি বচনাৎ ॥২৪॥ কোপঞ্চ মুঞ্চ বাণঞ্চ মুঞ্চেত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥

২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ পরলোকজয়স্তস্যেত্যুক্তঞ্চ ধর্ম্মার্থং প্রবৃত্তস্যা-ন্তরামরণেঽপি তৎফলসিদ্ধেঃ ন হন্মি চেল্লোকজয় ইতি। উপসন্ন-বধকৃতপাপপ্রতিবন্ধাভাবে পূর্ব্বৈরেব পুণ্যৈঃ পরলোকসিদ্ধে-রিতিভাবঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ সু চাচষ্টেতি ইমমেব বিষয়ং প্রস্তুত্য বাজশনেয়কে স্মৃতিহোমাখ্যং প্রায়শ্চিত্তমুক্তম্। চন্দ্রান্তে মনস্পর্ণোমি স্বাহেত্যাদি অস্য চ প্রায়শ্চিত্তস্য স্ফুটত্বেঽপি যথা দেশকালাবস্থাদিশেষং কল্পনীয়ম্। খাণ্ডিক্যাদপরো ন বেত্তীতি পূর্ব্বোক্তস্যাভিপ্রায়ঃ। যদ্বেঽত্র প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে তদশেষং যথান্যায়ং কেশিধ্বজায়াচষ্টেতি ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ নীত্বা সমাপ্য ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

তথাপি যথাবদনিষ্পন্নক্রিয়ম্ অকৃতকৃত্যমিবাপ্রসন্নং মম চেতঃ কিমিতি তিষ্ঠতীতি চিন্তয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥৩৯॥৪০॥ ভোঃ খাণ্ডিক্য! মা ক্রুধঃ ক্রোধং মা কার্ষীঃ ॥৪১॥৪২ ॥৪৩ ॥ অনায়াসিতাঃ যুদ্ধাদি-ক্লেশমপ্রাপিতাঃ সৈনিকাঃ বৈঃ ॥ ৪৪ ॥৪৫ ॥ অত্র রাজ্যে অর্থসা-ধনে মন্ত্রিণঃ। অত্র সংসারে কঃ পরমার্থঃ স চ কথং ভবতীত্য-ত্রার্থে যূয়ং ন পণ্ডিতাঃ ॥৪৬॥৪৭॥৪৮॥ তৎ তর্হি ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠেঽংশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অথ সপ্তমোধ্যায়ঃ

খাণ্ডিক্যায় দদৌ বিদ্যামবিদ্যাগুরবে বরম্।
কেশিধ্বজো ন তচ্চিত্রং ন হ্যদেয়ং মহীয়সাম্॥

তত্ত্বং জিজ্ঞাসবে খাণ্ডিক্যায় তত্ত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং কেশিধ্বজ-স্তস্য বিবেকবৈরাগ্যপরীক্ষার্থমাহ ন প্রার্থিতমিতি। অকণ্টকং

নিষ্প্রতিপক্ষং রাজ্যং বিনা প্রজাপালনাদেঃ ক্ষত্রধর্ম্মস্যাসিদ্ধেঃ তৎসিদ্ধয়ে রাজ্যপ্রার্থনৈব যুক্তা। অন্যথা স্বধর্ম্মহানিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ১॥ অত্রোত্তরং কেশিধ্বজেত্যাদি যতঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং রাজ্যং ময়া ন প্রার্থিতং তদিদং নিবোধ শৃণু। যত্র রাজ্যে অপণ্ডিতাঃ অবিবেকিনো ভোগলিপ্সব এব গৃধ্যন্তি অপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি ॥ ২॥ ননু স্বধর্ম্মসিদ্ধয়ে পণ্ডিতানামপি রাজ্যাকাংক্ষা যুক্তেবেত্যুক্তং তত্রাহ ক্ষত্রিয়াণামিতি। যৎ প্রজাপালনং যশ্চ স্বরাজ্যপ্রতিপক্ষাণাং বধঃ অয়ং রাজ্যাধিকৃতানাং ক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মঃ নতু ক্ষত্রিয়মাত্রস্য ॥ ৩ ॥

অতো যত্র যদা ত্বয়াপকৃতে রাজ্যে সতি পুনারাত্মসাৎকর্ত্তু মশক্তস্য মম প্রজাপালনাদিত্যাগেঽপি দোষো নৈবাস্তি। যত্রাশক্তস্য পাঠে রাজ্যে অনাশক্তস্য মে দোষো নাস্তীত্যর্থঃ। রাজ্যাধিকারাভাবেন তদধিকৃতে ধর্ম্মেঽপ্যধিকারনিবৃত্তেঃ। অন্যথা তু দোষঃ স্যাদেব ন পুনরবিদ্যাময়স্য কর্ম্মণস্ত্যাগে কিং স্যাদিতি বক্তুং শক্যং যস্মাদেষা কর্ম্মময়ী অবিদ্যাপি অক্রমোজ্ঝিতা সত্যেবাধিকারে পরিত্যক্তা সতী পাপবন্ধায় ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ এবঞ্চ সতি মম বা মন্মন্ত্রিণাং বা ত্বদ্রাজ্যস্পৃহা ধর্ম্মো ন ভবতীত্যাহ। জন্মেতি। যদৈবং ধর্ম্মঃ তদা ময়েয়ং রাজ্যস্পৃহা রাজজন্মোচিতচ্ছত্রচামরাদ্যুপভোগলিপ্সার্থমেব ভবেৎ ন ধর্ম্মার্থং অন্যেষাং সচিবাদীনামিয়ং ত্বদ্রাজ্যস্পৃহা রাজ্যলোভাদিদোষজা। অধর্ম্মমেব কেবলং নানুরুধ্যতে নানুবর্ত্ততে অপি তু ধর্ম্মচ্ছলেন অর্থশাস্ত্রমেবানুবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ননু তথাপি যাচ্ঞামাত্রেণ রাজ্যং লব্ধা মহান্ ধর্ম্মঃ কিমিতি নানুষ্ঠীয়তে তত্রাহ যাচ্ঞেতি অতোঽধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যান্তর্গতত্বাচ্চ ত্বদীয়ং রাজ্যং ময়া ন প্রার্থিতম্ ॥ ৬ ॥ অতো যত্র গৃধ্যন্ত্যপণ্ডিতা

ইতি যদুক্তং তদেব সিদ্ধমিত্যাহ রাজা ইতি। অহংমান এব মহাপানং তেন যো মদঃ তেন মত্তাঃ ॥ ৭ ॥ খাণ্ডিক্যেনোক্তং শ্রুত্বা কেশিধ্বজঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্র প্রহৃষ্টঃ সাধ্বিতি। ততঃ প্রকৃষ্ট ইতি পাঠে তব বুদ্ধিরিতি শেষঃ ॥৮॥ অবিদ্যাময়েঽপি রাজ্যে স্বপ্রবৃত্তৌ তাবৎ কারণমাহ অবিদ্যেতি। সত্যং ত্বযোক্তং অবিদ্যান্তর্গতত্বাৎ রাজ্যমনুপাদেয়মিতি। তচ্চ মমাপি তুল্যম্। তথাপ্যবিদ্যয়া প্রজাপালনাদিলক্ষণয়া সত্ত্বশুদ্ধ্যা কামক্রোধাদিলক্ষণং মৃত্যুং সংসারহেতুং তর্ত্তুমিচ্ছন্ অহং রাজ্যাদি করোমি অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

পুনস্তদিদং মনোবিবেকৈশ্বর্য্যতাং বিবেকে ঐশ্বর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তস্য ভাবো বিবেকৈশ্বর্য্যতা তাং গতং প্রাপ্তং। উপদেশাদ্যনপেক্ষ্যং স্বয়মেব বিবেকাধিকারতাং প্রাপ্তং এতদ্দিষ্ট্যা ভদ্রমিত্যর্থঃ। বিবেকৈশ্বর্য্যমাগতমিতি তু পাঠঃ সুগমঃ তদেবং শিষ্যস্য বিবেকাদিকং পরীক্ষ্য অভিনন্দ্য চেদানীং তেন যৎপৃষ্টং তৎ ক্লেশপ্রশমায়ালং যৎ কর্ম্ম তদুদীরয়েতি তদ্বক্তুং প্রথমং তাবৎ অবিদ্যাখ্যং ক্লেশস্বরূপপঞ্চ দর্শয়তি তৎ শ্রেয়তামিত্যাদিনা সার্দ্ধেন শ্লোকেন ॥১০॥ অনাত্মনি দেহাদৌ অস্বে ক্ষেত্রাদৌ চ অহং মমেতি যা মতিঃ সা অবিদ্যা বিপর্য্যয়রূপা। এতস্যা অনর্থহেতুত্বমাহ। এতদ্দ্বিধা দর্শিতমবিদ্যাস্বরূপং সংসাররূপং ভূতৈর্বীজতয়া স্থিতম্ ॥ ১১॥ দেহাদাবহংমানস্যাবিদ্যাত্বমুপপাদয়তি পঞ্চেতি পঞ্চভূতাত্মকে দেহে দেহী কুমতিঃ বিপর্য্যস্তমতিঃ অহমেতদিতি মতিং কুরুতে দ্বিতীয় ইতিশব্দস্তদাবৃত্ত্যর্থঃ। বিপর্য্যাসে হেতুঃ মোহতমসা স্বরূপাজ্ঞানেনাবৃত ইতি। অজ্ঞাতে হি বস্তুস্বরূপে বিপর্য্যাসো ভবতি ॥ ১২ ॥

কুমতিত্বমেব স্পষ্টয়তি আকাশেতি। আকাশাদিভ্যঃ অং-

সাক্ষিতয়া আত্মনি পৃথক্ স্থিতে সতি তৎকার্য্যে দেহে অহংভাবং কঃ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥ মমপ্রত্যয়স্যাপি মিথ্যাত্বং স্ফুটয়তি কলেবরেতি দ্বাভ্যাং। অদেহে দেহব্যতিরিক্তে আত্মনি সতি দেহোপভোগ্যং গৃহাদি মদীয়মিতি কঃ প্রাজ্ঞো মন্যেত ॥ ১৪ ॥ এবং কলেবরে অনাত্মনি সতি তদুৎপাদিতেষু পুত্রাদিষু কঃ স্বাম্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥ তদেবং দেহগেহাদিষহংমমাভিমানয়োরবিদ্যাত্বং সমর্পিতম্। ইদানীং তৎপূর্ব্বকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপি অবিদ্যাময়মেবেত্যাহ সর্ব্বমিত্যাদিনা। দেহশ্চ যদা পুংসঃ সকাশাদন্যস্তদা পুংসো ভোগসম্বন্ধো নাস্ত্যেব পরং কেবলং তৎ কর্ম্ম তস্য বন্ধায়ৈব স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

দেহোপভোগায়েতি যদুক্তং তদেব দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে মৃণ্ময়েতি দ্বাভ্যাম্। মৃদম্বুভ্যামন্নপানরূপাভ্যামালেপনেন স্থিতির্যস্য স তথা ॥ ১৭ ॥ ভোগৈর্ভুজ্যমানৈরন্নাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥ দেহকর্ম্ম পুংসো বন্ধায়েত্যুক্তম্। তত্র হেতুমাহ অনেকেতি সহস্রমেব সাহস্রং অনেকানি জন্মসাহস্রাণি যস্যাস্তাং সংসাররূপাং পদবীং মার্গং গচ্ছন্ অসৌ পুমান্ মোহশ্রমং মোহঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিনিবেশঃ তৎকৃতশ্রমং প্রাপ্তঃ। যতঃ বাসনা অহংমমেত্যাদিমিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ সৈব রেণুঃ তেন গুণ্ঠিতঃ ॥ ১৯ ॥ কদা তস্য শ্রমস্যোপশম ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রক্ষাল্যতে ইতি। জ্ঞানাত্মকেনোষ্ণবারিণা উষ্ণোদকেন হি সুখেনৈবান্তর্গতোঽপি মলঃ প্রকর্ষেণ ক্ষাল্যতে ॥ ২০ ॥

ততঃ কিমত আহ মোহশ্রম ইতি। ন বিদ্যতে অন্যস্যাতিশয়ো যস্মিন্ তদনন্যাতিশয়ং তচ্চ তদবাধঞ্চ নিরুপদ্রবং নির্বাণং সুখং পরং মোক্ষাখ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥ নন্বেবং নির্ব্বাণস্যাগন্তুকত্বে অনিত্যতা প্রসজ্যেত অত আহ নির্ব্বাণময় এবেতি ॥

২২ ॥ কথং তর্হি আত্মনি দুঃখাদিপ্রতীতিস্তত্রাহ জলস্যেতি দ্বাভ্যাং। অগ্নিসংসর্গেণ তপ্তায়াঃ স্থাল্যাঃ সঙ্গাৎ তদন্তঃস্থিতং জলং শব্দমুদ্রেকঞ্চ আদিশব্দাৎ শোষমুক্তত্বাদীংশ্চ যথা করোতি ভজতে ॥ ২৩ ॥ তথা প্রাকৃতে দেহে অহংমানাত্তৎকর্ম্মান্ ভজতে ॥২৪ ॥ অবিদ্যামুপসংহরংস্তন্নিবর্ত্তকং যোগমুপসংহরতি তদেত-দিতি। অবিদ্যায়াঃ পঞ্চক্লেশাখ্যবিপর্য্যয়রূপায়াঃ বীজং মোহ-তমঃসংজ্ঞং আত্মাবরণমজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

যত্র যোগে স্থিতঃ আরূঢ়ো মুনিঃ ব্রহ্মলয়ং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনর্ন সংসরতি ॥২৭॥ যোগেঽবস্থিতির্মনসো বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং বিনা ন সিধ্যতীত্যাশয়েনাহ মন ইতি ॥ ২৮ ॥ অতো মুমুক্ষুরেবং কুর্য্যাদি-ত্যাহ বিষয়েভ্য ইতি। বিজ্ঞানাত্মা বিবেকজ্ঞানযুক্তঃ পুমান্ শব্দা-দিভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য তেন মনসা পরং ঈশ্বরং চিন্তয়েৎ ॥ ২৯ ॥ ততঃ কিমত আহ আত্মভাবমিতি। চিন্তিতং তদ্ব্রহ্ম এবং ধ্যায়িনং পুরুষং আত্মভাবং অভৈক্যং নয়তি বিকার্য্যং বিকারাহং লোহং স্বশক্ত্যা আকর্ষঃ অয়স্কান্তো যথা। অয়ন্তু দৃষ্টান্তঃ সংযোগমাত্রে ন তু তদৈক্যে ॥৩০॥ ইদানীং যোগস্বরূপং দর্শয়তি আত্মেতি। আ-ত্মনঃ প্রযত্নো যমনিয়মাদিবিষয়ঃ। তৎ সাপেক্ষা তদধীনা বিশিষ্টা সত্ত্বময়ী যা মনসো বৃত্তিঃ তস্যা ব্রহ্মণ্যেব সংযোগো যোগঃ ॥ ৩১॥ যোগিনো লক্ষণমাহ এবমিতি। এবমনেন প্রকারেণাত্যন্তবৈশি-ষ্ট্যযুক্তো ধর্ম্ম উপলক্ষণং যস্য যোগস্য স যস্যাস্তি স এব যোগী মুমুক্ষুশ্চ অন্যস্তু কেবলং দাম্ভিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩২॥

ইদানীং যোগিনোঽবস্থাভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ যোগযুগিতি। প্রথমং যোগনিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বং তদর্থং যোগাভ্যাসং কুর্ব্বন্ যোগযুগি-ত্যুচ্যতে পরং ততঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ সন্ বিনিষ্পন্নসমাধিঃ কথ্যতে ॥ ৩৩ ॥ তয়োর্মুক্তো কশ্চিদ্বিশেষমাহ যদীতি দ্বাভ্যাম্।

আলস্যং ব্যাধয়স্তীব্রাঃ প্রমাদঃ স্থানসংশয়ঃ। অনবস্থিতচিত্তত্বম-শ্রদ্ধা ভ্রান্তিদর্শনং দুঃখানি দৌর্ম্মনস্যঞ্চ বিষয়েষু চ লোলতেত্যো-বমাদ্যন্তরায়রূপেণ পূর্ব্বস্থং যোগযুক্ সংক্রম্য ॥ ৩৪ ॥ যোগাগ্নিনা দগ্ধঃ কর্ম্মসমূহঃ ॥ ৩৫ ॥ ইদানীং যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয় ইত্যষ্টৌ যোগাঙ্গানি ক্রমেণ দর্শয়িষ্যন্ যমনি-য়মমাহ ব্রহ্মচর্য্যমিত্যাদিত্রিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ স্বীয়ং মনো ব্রহ্মপ্রবেশে যোগ্যতাং প্রাপয়ন্। পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মনঃ প্রবণং কুর্ব্বীতেত্যনেন ঈশ্বরপ্রণিধানাখ্যং পঞ্চমং নিয়মং দর্শয়তি ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

আসনমাহ একমিতি। যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ গুণৈর্যুতঃ সন্। ভদ্রাসনাদীনাং লক্ষণমুক্তং যোগিযাজ্ঞবল্ক্যীয়ে। গুল্ফৌ তু বৃষ-ণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ। পার্শ্বে পাদৌ চ হস্তাভ্যাং দৃঢ়ং বদ্ধ্বা সুনিশ্চলম্। ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশন-মিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

প্রাণায়ামমাহ প্রাণাখ্যমিত্যাদি। সবীজঃ সালম্বনো ভগবন্-মূর্ত্তিধ্যানমন্ত্রজপসহিতঃ ॥ ৪০ ॥ দ্বিবিধস্যাপি তস্য পুনস্ত্রৈবিধ্য-মাহ পরস্পরেণেতি। নিশ্বাসেন মুখনাসিকাভ্যাং নির্গচ্ছতি যো বায়ুঃ স প্রাণঃ। উচ্ছ্বাসেনান্তঃ প্রবিশতি যঃ সোঽপানঃ। তত্র প্রাণবৃত্ত্যা অপানবৃত্তেরভিভবো নিরোধো রেচকাখ্যঃ প্রাণায়ামঃ। এবমপানবৃত্ত্যা প্রাণবৃত্তেরভিভবঃ পূরকাখ্যঃ। এবমনেন পরস্প-রাভিভবপ্রকারদ্বয়েন স প্রাণায়ামো দ্বিধা। অনয়োর্যুগপৎ সং-যমাৎ কুম্ভকাখ্যস্তৃতীয়ঃ প্রাণায়ামঃ। যদ্বা সন্নিধানেনেত্যেকমেব পদং তত্র চায়মর্থঃ। সন্নিধানেন সদ্গুরূপদিষ্টমার্গেণ রেচক-পূরকাভ্যাং যৎ পরস্পরাভিভূতং দ্বয়ম্। যশ্চ কুম্ভকেনোভয়ো সহাভিভবঃ। এরমভিভবত্রয়েণৈকঃ প্রাণায়াম ইতি ॥ ৪১ ॥ স বীজস্যালম্বনমাহ তস্য চেতি স্থূলং বক্ষ্যমাণং হিরণ্যগর্ভাদি

রূপম্ ॥ ৪২ ॥ প্রত্যাহারমাহ শব্দাদিত্বিতি চিত্তানুচারীণি চিত্তা-লম্বনাদন্যালম্বনশূন্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ প্রাণায়াম-প্রত্যাহারপূর্ব্বকমেব ধারণামভ্যস্যেদিত্যাহ প্রাণায়ামেনেতি ॥ ৪৫ ॥ যদাধারকৃতো দোষফলানামন্তরায়াণামুদ্ভবং হন্তি স আশ্রয়ঃ কথ্য-তাম্ ॥ ৪৬ ॥ তমেবাহ আশ্রয় ইতি। চেতস আশ্রয়ো ব্রহ্মৈব তচ্চ মন্দমধ্যমোত্তমাধিকারিণাং যথাযোগং মূর্ত্তামূর্ত্তপরাপরভেদেন চতুর্দ্ধাবস্থিতং ক্রমেণ ধারণে বিষয় ইতি দর্শয়িতুং ব্রহ্মণশ্চাতু-র্বিধ্যমাহ। তচ্চ ব্রহ্ম মূর্ত্তমমূর্ত্তং চেতি দ্বিধা স্বভাবতঃ স্বেচ্ছাতঃ মূর্ত্তং মূর্ত্তিমৎ। অমূর্ত্তং তদ্রহিতং তৎ পুনঃ প্রত্যেকং পরঞ্চাপর-ঞ্চেতি দ্বিধা। তত্র পরমমূর্ত্তং নির্গুণং ব্রহ্ম অপরঞ্চামূর্ত্তং ষড়্গুণে-শ্বররূপম্। পরং মূর্ত্তং পদ্মনাভাদিলীলাবিগ্রহরূপম্ অপরমূর্ত্তং হিরণ্যগর্ভাদিবিশ্বরূপম্ ॥ ৪৭ ॥ তদেবং পরব্রহ্মেশ্বরলীলামূর্ত্তি-রূপতয়া চতুর্দ্ধেত্যুক্তং তত্র চতুর্থং বিশ্বাখ্যং রূপমাহ ত্রিবিধেত্যা-দিনা ত্রিবিধভাবনাশ্রয়জীবাত্মকত্বাৎ। তদুপচারেণ ত্রিবিধা ভা-বনেত্যুচ্যতে। তদ্ধি হরেঃ স্থূলং রূপং অতঃ পররূপপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ তত্র প্রথমং মনঃ সংধার্য্যমিতি ভাবঃ। ভাবনা নাম জ্ঞানবিশেষজা বাসনা তাং ত্রিবিধামপি সংজ্ঞয়োদ্দিশতি ব্রহ্মাখ্যেতি ॥ ৪৮ ॥ তামেব বিষয়ত্রৈবিধ্যেন বিবিনক্তি ব্রহ্মভাবাত্মিকেতি। ভাবভা-বনা ভাবো বস্তু তদ্বিষয়া ভাবনা ত্রিবিধা ॥ ৪৯ ॥

তত্র বয়ং ব্রহ্মৈব ভবামঃ, বয়ং কর্ম্মৈব কুর্ম্মঃ, বয়ং পুনরুভয়মিদ-মনুসংদধ্ম ইত্যেবং ত্রিবিধভাবনাযুক্তান্ জীবানুদাহরতি সনন্দ-নাদয় ইতি দ্বাভ্যাম ॥ ৫০ ॥ বোধঃ স্বরূপবিষয়ঃ অধিকারশ্চ সর্গাদি-বিষয়ঃ তদ্যুক্তেষু তদুভয়ানুসংধানাত্মিকা দ্বিধা ভাবনা বিদ্যতে ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মভাবনাবত্ত্বেঽপি সনন্দনাদয়ো জীবা এব দেহানুসং-ধানাদনিবৃত্তেরিত্যাশয়েনাহ অক্ষীণেষ্বিতি। বিশেষজ্ঞানহেতুষু কর্ম্মসু

নিঃশেষম ক্ষীণেষু সৎসু বিশ্বমেতদন্যৎ পরং ব্রহ্ম চান্যদ্ভ্রান্তি ভেদেন ভেদকরেণ অহংকারেণ ভিন্নদৃশাং অভক্তেষ্বপি ধ্যাতৃধ্যেয়ভেদদর্শিত্বাৎ স্থূলবিশ্বান্তঃপাতিন এবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপমাহ প্রত্যস্তমিতেতি দ্বাভ্যাং। প্রত্যস্তমিতঃ প্রবিলীনো ভেদো যস্মিন্ তৎ বচসামগোচরম্ স্বসংবেদ্যং স্বানুভবগম্যম্ ॥ ৫৩ ॥ বিশ্বরূপাদ্বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যমেব লক্ষণং যস্য তজ্জ্ঞানং পরমাত্মনো বিষ্ণোঃ পরং রূপমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ ননু তর্হি শ্রেষ্ঠত্বাদিদমেব চিন্তয়িতুং যুক্তং তত্রাহ নেতি। যোগযুজা প্রথমাভ্যাসিনা ॥ ৫৫ ॥ স্থূলরূপং প্রপঞ্চয়তি হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিপঞ্চভিঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ বিশেষাস্তং পৃথিব্যন্তম্ ॥ ৫৮ ॥ এতানি সর্ব্বাণি চরাচরাণি যস্মিংস্তজ্জগদিদং ইদংকারাস্পদং বিশ্বাখ্যং মূর্ত্তং হরে রূপমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

এতচ্চ ন তত্ত্বতো বিষ্ণোঃ স্বরূপমিতি চিন্তনীয়ং কিন্তু তচ্ছক্তিব্যাপ্তমিত্যাহ শক্তিসমন্বিতমিতি ॥ ৬০ ॥ কাসৌ শক্তিঃ যয়া ব্যাপ্তমিত্যত আহ বিষ্ণুশক্তিঃ বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা শক্তিঃ। পরমপদপরব্রহ্মপরতত্ত্বাদ্যাখ্যা প্রোক্তা, প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমিত্যত্র প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্তম্। ইদানীং পরমশক্তিব্যাপ্তং ভাবনাত্রয়াত্মকং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নাহ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যেতি। ব্যাপ্যব্যাপকভেদহেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি। কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যাঃ সা তথা চ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যাকর্ম্মণোরেকীকৃত্যোক্তিঃ। সংসারলক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ ॥ ৬১ ॥ তদেবাহ যয়েতি। ক্ষত্রতঃ সর্ব্বগতা অপি সা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ যয়া অবিদ্যয়া বেষ্টিতা আশ্লিষ্টা সতী ভেদং প্রাপ্য কর্ম্মভিঃ সংসারতাপান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

জীবানাং ন্যূনাধিকভাবেঽপি সৈব হেতুরিত্যাহ যয়েতি ॥ ৬৩ ॥ তারতম্যমেবাহ অপ্রাণবৎস্বিত্যাদি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ অপ্রাণবৎসু অনভিব্যক্তপ্রাণেষু স্বল্পা অত্যন্তমল্পা স্থাবরেষু অল্পা অল্পাতোঽধিকা সরীসৃপেষু ক্ষুদ্রজন্তুষু ততোঽভ্যধিকা পতত্রিষু অতিশক্ত্যা অধিকশক্ত্যা লক্ষ্যতে ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ শক্রাদতিশয়িতঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

অসঙ্গত্বেপি সর্ব্বব্যাপ্তৌ দৃষ্টান্তো নভসা যথেতি। তদেবং মূর্ত্তয়োর্ম্মধ্যে স্থূলং রূপং প্রপঞ্চিতম্। অমূর্ত্তয়োস্তু প্রথমং রূপং ব্রহ্মোক্তং দ্বিতীয়ং অমূর্ত্তং সচ্ছব্দাদিবাচ্যং ঈশ্বরাখ্যং রূপমাহ দ্বিতীয়মিতি। যোগিধ্যেয়ং আরূঢ়যোগিভিশ্চিন্ত্যম্ ॥ ৬৮ ॥ তদেব বিশিনষ্টি সমস্তা ইতি। এতাঃ কার্য্যময্যঃ সমস্তাঃ শক্তয়ো যত্র ঈশ্বরে সর্ব্বকারণভূতে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ অতএব বিশ্বরূপং রূপ্যতে যেন তৎ। মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। লীলাবিগ্রহরূপস্য মূর্ত্তস্য পরস্য তত এবাবির্ভাবমাহ সমস্তেতি। সমস্তশক্তিযুক্তানি রূপাণি ॥৭০ ॥ তদেব প্রকটয়তি দেবাদ্যনুরূপচেষ্টাযুক্তানি দেব উপেন্দ্রাদিঃ। তির্য্যঙ্মৎস্যাদিঃ। মনুষ্যো রামাদিঃ। আদিশব্দান্মিশ্রো নৃসিংহাদিঃ। লীলয়েত্যুক্তিং সমর্থয়তে জগতামিতি। কর্ম্মনিমিত্তাজ্জাতা হি চেষ্টা পরিচ্ছিন্না সপ্রতিঘাতা চ ভবতি। ইয়ন্তু ব্যাপিনী সর্ব্বজগদ্বিষয়া অব্যাহতাত্মিকা চ অতঃ সা চেষ্টা স্বতন্ত্রস্যেশ্বরস্য লীলৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

ভবত্বেবং প্রস্তুতে কিমায়াতং তত্রাহ তদ্রূপমিতি চতুর্ভিঃ। পূর্ব্বোক্তেষু তদ্রূপং তৃতীয়ং লীলাবিগ্রহরূপম্ ॥ ৭২ ॥ কক্ষং শুষ্কতৃণম্ ॥৭৩॥ সমস্তশক্তীনামাশ্রয়ে তত্র অবতাররূপে চেতসঃ স্থিতিং কুর্ব্বীত ॥ ৭৪ ॥ সর্ব্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা তদুক্তং ভগবতা। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ

ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চেতি। ত্রিভাবভাবনাতীতং অসংসারিত্বাৎ ॥৭৫॥ অর্ব্বাগ্‌দেবতানিন্দয়া ভগবন্মূর্ত্তিধারণামেব দৃঢ়ীকরোতি অন্যে চেতি দ্বাভ্যাম্ ॥৭৬॥ সর্ব্বেষাশ্রয়েষু আশ্রয়ণীয়েষু অর্থেষু নিস্পৃহং পরমানন্দরূপত্বাৎ চিত্তবিশেষণমস্যা ॥ ৭৭ ॥ অনাধারে বিশিষ্টালম্বনরহিতে ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥ কম্বুগ্রীবং রেখাত্রয়াঙ্কিতকণ্ঠম্। সুবিস্তীর্ণং শ্রীবৎসাঙ্কিতং বক্ষো যস্য তং বিষ্ণুম্ ॥৮০॥ ত্রয়ো ভঙ্গা ইব ভঙ্গাস্তরঙ্গাকারা রেখাঃ সন্তি যস্মিন্ তত্ত্রিভঙ্গি। বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্না নিম্না নাভির্যস্মিন্ তথাভূতেন চোদরেণোপলক্ষিতম্ ॥ ৮১ ॥ ধৃতকাখ্যাং যষ্টিমিব ঘনীভূতং ব্রহ্মমূর্ত্তম্ ॥৮২॥ অক্ষবলয়ম্ অক্ষমালা, অষ্টভুজত্বে অবশিষ্টযোর্ভুজয়োঃ পদ্মবাণৌ অপরৌ ভাব্যৌ। চতুর্ভুজত্বে শঙ্খচক্রগদাব্জান্বিতম্ ॥৮৩॥ ৮৪॥ ধারণাদার্ঢ্যার্থংলক্ষণমাহ ব্রজত ইতি। চিত্তাদ্‌যদা মূর্ত্তির্নাপয়াতি তদা তাং ধারণাং সিদ্ধাং দৃঢ়াং মন্যেত ॥৮৫॥ মূর্ত্তিধারণায়ামেব আয়ুধভূষণাবয়বপরিত্যাগেন আলম্বনসৌখ্যতারতম্যমাহ তত ইতি ॥ ৮৬ ॥ অবস্থানবতী দৃঢ়া ॥ ৮৭ ॥ তং ততঃ একাবয়বং পাদাঙ্গুল্যাদিনানাবয়বনিষ্ঠং চিত্তং ততো বিযোজ্য একাবয়বযুক্তং দেবং চেতসা কুর্য্যাৎ ভাবয়েৎ। তদুক্তং ভাগবতে। তং সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ। নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখমিতি। তদেবং লীলামূর্ত্তিধারণৈব স্থূলা সা চ ক্রমেণ চতুর্থ্যুক্তা। ইদানীং তৎকারণেশ্বরধারণমাহ ততোঽবয়বিনীতি প্রসন্নচারুবদনমিত্যাদিনোক্তা অবয়বা যেন লীলামূর্ত্তিনা আবিষ্কৃতা তস্মিন্। যদ্বা অবয়বা লীলাবিতারাঃ যেন গৃহীতাস্তস্মিন্ প্রণিধানং চিত্তস্থৈর্য্যং তৎপরো ভবেৎ ॥ ৮৮ ॥ ইদানীং ধ্যানমাহ তদ্রূপেতি। তদ্রূপস্য ধারণাসিদ্ধস্য বস্তুনঃ প্রত্যয়া যস্যাং সন্ততৌ সা একা অবিচ্ছিন্না সন্ততিঃ। অন্যনিস্পৃহা বিষয়ান্তরেণাব্যবধীয়মানঃ বিজাতীয়প্রত্য-

য়ানন্তরিতঃ। সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো ধ্যানমিত্যর্থঃ। তচ্চ প্রথ-মৈর্যমাদিভির্ধারণান্তৈঃ ষড়ঙ্গৈরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে ॥৮৯॥ তস্যৈব ধ্যেয়স্য কল্পনাহীনং ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয়ভেদহীনং যথা ভবতি, এবং যৎস্বরূপ-গ্রহণং তদেকাকারত্বেনাবস্থানং ধ্যানসাধ্যঃ সমাধিঃ তদাহ পত-ঞ্জলিঃ। দেহবন্ধাচ্চিত্তস্য ধারণা তৎপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং। তদে-বার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিরিতি ॥ ৯০ ॥

নিষ্পন্নসমাধের্মুক্তিপ্রকারমাহ বিজ্ঞানমিতি। সমাধিজন্যস্বরূপ-সাক্ষাৎকারো বিজ্ঞানম্। প্রক্ষীণাঃ অশেষাঃ পূর্ব্বোক্তাস্তিস্রো ভাবনা যস্য সঃ ॥ ৯১ ॥ ননু তর্হি বিজ্ঞানেনৈব ব্যবধানাৎ কথমা-ত্মনো ব্রহ্মৈক্যং তত্রাহ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি ॥ ৯২ ॥ ননু জ্ঞানিনোঽপি ভেদপ্রতীতিরস্ত্যেব অন্যথোপদেশাদ্যসিদ্ধেঃ তত্রাহ ভেদশ্চেতি। বাধিত এব কথংচিদনুবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥ তস্মাদজ্ঞানং তৎ-কার্য্যঞ্চ সংসারং বিনাশ্যস্বয়মেবাজ্ঞানকার্য্যমনোবৃত্তিরূপত্বাৎ দগ্ধে-ন্ধনানলবৎ জ্ঞানেঽপি বিনষ্টে সতি ন পুনঃ সংসারপ্ররোহশঙ্কে-ত্যাহ বিভেদেতি ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

যোগস্য সদ্ভাবে যাথার্থ্যে কথিতে সতি ॥৯৬॥ ননু চিত্তমলে অহংমমতাদৌ নষ্টে মম তবোপদেশেনেতি তদ্বচনং ন বিরুদ্ধে-তেত্যত আহ মমেতি। যন্ময়া প্রোক্তং এতদসদেব বাধিতানুবৃত্ত্যা প্রোক্তং। অন্যথা তু বিজ্ঞেয়বেদিভিঃ অবগতপরমার্থৈঃ গদিতু-মপি ন শক্যং কুতঃ পুনঃ প্রারব্ধকর্ম্মভোগস্তেষামিত্যর্থঃ ॥৯৭॥

এতৎ স্পষ্টয়ন্তি অহংমমেতি ॥৯৮॥৯৯॥১০০॥ রাজানং বলদুর্গ-মন্ত্রিভৃত্যাদিস্বামিনং সুতং কৃত্বা ॥১০১॥১০২॥ মুক্ত্যর্থং বিদেহ-কৈবল্যার্থং অনভিসন্ধিতং ফলাভিসন্ধিশূন্যং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম-চক্রে ॥ ১০৩ ॥ ক্ষীণপাপঃ প্রক্ষীণপ্রারব্ধকর্ম্মা ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠেঽংশে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ অষ্টমাধ্যায়ঃ।

অনন্তরাধ্যায়োক্তাত্যন্তিকলয়োপসংহারপূর্ব্বকং, আদিতস্তৎ-প্রশংসন্ সর্ব্বপুরাণার্থমুপসংহরন্ আহ ইতীতি চতুর্ভিঃ। ব্রহ্মণিলয়-রূপা য়া বিমুক্তিঃ স এবাত্যন্তিকঃ প্রতিসঞ্চরঃ কথিত ইত্যন্বয়ঃ ॥১॥২॥৩॥ চতুর্ব্বিধো রাশিঃ। চতুর্ব্বিভাগঃ সন্ সৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ। প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দন ইতি প্রথমাংশোক্তঃ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তো বা। পরতত্ত্বেশ্বরতদবতারজগদ্রূপঃ ত্রিবিধা শক্তিঃ বিষ্ণুশক্তিঃ। পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যত ইত্যুক্তা। ত্রিবিধা ভাবভাবনা ব্রহ্মভাবনা কর্ম্মভাবনা উভয়ভাবনা চেতি ॥ ৭ ॥ যথা জগদ্বিষ্ণোর্ন ব্যতিরিচ্যতে তথা জ্ঞাতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

বেদৈঃ সম্মিতং তুলিতম্। সর্ব্ববেদার্থসারোক্তেঃ। সর্ব্বে দোষা নিষিদ্ধাঃ ক্রিয়াঃ তদুত্থঃ ॥ ১২ ॥ কৃৎস্নপুরাণার্থানুবাদপূর্ব্বকং তৎশ্রবণাদিফলং প্রপঞ্চয়তি সর্গশ্চেত্যাদিনা ॥১৩॥১৪॥১৫॥ ধীমতাং জ্ঞানিনাং চরিতানি চ ॥১৬॥১৭॥১৮॥ অবশেনাপি যদৃচ্ছয়াপি যস্য নাম্নি কীর্ত্তিতে সতি। যথাহকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তা হরিণমবষ্টব্ধন্তো বৃকাঃ তং বিসৃজ্য পলায়ন্তে তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥ ভক্ত্যা তৎকীর্ত্তনে ফলমাহ যন্নাম্নেতি। দ্বাদশাব্দপ্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি তৎসংস্কারস্তু বিশিষ্যতে। ইদন্ত্বশেষাণাং সসংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপনং বিনাশকং। ন চান্যেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ যথা ধাতূনাং সুবর্ণাদীনাং উদ্বর্ত্তনক্ষালনাদি ধাত্বন্তরসংযোগজং মলং ন নাশয়তি, কিন্তু পাবক এব অতঃ সর্ব্বোত্তমমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হরিস্মৃতেঃ ফলমাহ কলিকল্মষমিতি। যত্র যস্মিন্ ॥২১॥ হিরণ্যগর্ভাদিভিঃ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডং মেরোঃ পুরমাণুর্যথা তথাত্যন্তমল্পঃ

যস্য স বিষ্ণুরত্র কীর্ত্তিত ইতি ষষ্ঠেনান্বয়ঃ ॥২২॥২৩॥ ধিষ্ণৈঃ স্থানৈঃ ॥ ২৪॥২৫॥ তন্ময়মিতি পাঠে স চ বিষ্ণুঃ কীর্ত্তিত ইতি শেষঃ ॥২৬॥২৭॥ অশ্বমেধাবভৃথে স্নাতো যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তৎ সকলং ফলমেতৎ পুরাণং প্রসঙ্গতঃ কিঞ্চিৎ শ্রুত্বা চাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ প্রয়াগাদৌ কৃতমাসোপবাসাদির্যৎ ফলং প্রপ্নোতি তদস্যৈকদেশশ্রবণাৎ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥২৯॥৩০॥৩১॥৩২॥

মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা যৎ ফলং পরমাঞ্চ গতিং প্রাপ্নোতীত্যুক্তং। তত্র কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষয়াসাহ যমুনাসলিল ইতি দ্বাভ্যাং। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রং পূর্ণিমাযুক্তং মূলং নাম প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য অসৌ জ্যেষ্ঠামূলো জ্যৈষ্ঠমাসঃ তস্মিন্ অমলে শুক্লপক্ষে ॥৩৩॥৩৪॥ অত্রার্থে পিতৃগীতাঃ প্রমাণয়ন্নাহ আলোক্যেতি চতুর্ভিঃ ॥৩৫॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ সমাধানেন কীর্ত্তনাদ্যৎ ফলমুক্তং তদেব সমাহিতঃ সন্ শ্রুত্বাপি প্রাপ্নোতীত্যাহ তস্মিন্ কাল ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

এতৎপুরাণসংপ্রদায়ং কথয়ন্নাহ। ইদমার্ষমিত্যাদিনা। ঋষিনারায়ণঃ তেন প্রোক্তমার্ষম্ ॥ ৪২ ॥ ভৃগুঃ প্রাপ্তবানিতি শেষঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ কৃত্বা মনস্যচ্যুতমিত্যাদেঃ শ্রোতৃবিশেষণবদ্বাজিমেধ ইত্যত্রানুষঙ্গ অতো হয়মর্থঃ এবংভূতমচ্যুতং মনসি কৃত্বা অশ্বমেধে কৃতে যৎ ফলং তৎ সকলং প্রাপ্নোতীতি। ততশ্চ পূর্ব্বোক্তাদেকদেশশ্রবণকীর্ত্তনাদেঃ সমস্তশ্রবণে ফলভূয়স্ত্বমুক্তং ভবতি ॥ ৫৩ ॥ পবিত্রপরমং পবিত্রেষু শ্রেষ্ঠং শৃণ্বন্ পঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি ন তৎ কুত্রাপ্যস্তি। যস্মাদেকান্তানিয়তা সর্ব্বপাপক্ষয়াদিদ্বারা সিদ্ধির্বিমুক্তির্যস্মাৎ তৎ প্রাপ্যফলম্। ন চ হরিলক্ষণফলম্ স্বর্গাদিলোকেষস্তীত্যর্থঃ ॥৫৪॥ হরিকীর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবতীতি যদুক্তং তৎ কৈমুত্যন্যা-

য়েনোপপাদয়তি যস্মিন্নিতি। ন্যস্তা নিক্ষিপ্তা মতির্যেন অচ্যুতৈক-চিত্ত ইতি যাবৎ সঃ। প্রমাদাদিকৃতৈরঘৈ নরকং ন যাতি তস্মিন্ন অঘসংশ্লেষাসম্ভবাৎ। যস্য চিন্তনে ধ্যানে ক্রিয়মাণে স্বর্গপ্রাপ্তিরপি বিঘ্নপ্রায়া যস্মিন্নিবেশিত আত্মা মনশ্চ সমাধিনা যেন তস্য ব্রহ্ম-লোকোপাতিতুচ্ছঃ যস্মাৎ যথাকথঞ্চিদপি যশ্চেতসি স্থিতো মুক্তি-মেব দদাতি। যদেবং স্বার্থমেব কেবলং মনোমাত্রেণাচ্যুত নষ্ঠানাং ঈদৃশং ফলগৌরবং তদা তন্নামকীর্ত্তনেন পরেষাং অপ্যঘং ক্ষপ-য়তাং স্বকীয়াঘনাশঃ কিঞ্চিন্নমিত্যর্থঃ ॥৫৫॥

অতো হরিরেব শ্রোতব্যঃ সর্ব্বপূজ্যত্বাদিত্যাহ যজ্ঞৈরিতি দ্বাভ্যাম্। নৈবাসন্ন চ সন্ কার্য্যং কারণঞ্চ ন ভবতি। পিতৃপুত্রাদি-ভাবেন ন সংসরতি। অতো হরেঃ অতি অতিক্রমেণ কিং শ্রেয়-আম্ ॥ ৫৬॥ বিপ্রমুখে বিধিনা হুতং হবং দেবত্বে বর্ত্তমানে হব্যঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে মানিনাং মানানি যস্মিন্ নিষ্ঠায়ৈ পরিচ্ছেদায় ন সম-র্থানি স্বপ্রকাশত্বাৎ স হরিঃ শ্রোত্রং প্রাপ্তঃ কলুষং হন্তি তস্মাৎ স এব শ্রোতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ ইদানীং পুরাণসমাপ্তৌ ভগবতঃ সৃষ্ট্যাদ্যুপযোগিতয়া প্রতিপাদিতং পরমেশ্বরপুরুষপ্রধানব্যক্তাখ্যং রূপচতুষ্টয়ং প্রণমতিনাস্তু ইতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অবিকল্পং বস্তু ব্রহ্মৈব যত্তম্ ॥ ৫৮ ॥

কালোঽপি ঈশ্বরেঽন্তর্ভূতঃ তস্মৈবানু পরমেশ্বরাৎ স মনস্তরঃ বহুধা ব্রহ্মাদিরূপেণ অশুদ্ধ ইব সৃষ্ট্যাদিষ্বাসক্ত ইব মূর্ত্তিবিভাগানাং দক্ষাদিমন্বাদিরূপাণাং ভেদৈঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং বিভূতিকর্ত্তা বিস্তারকর্ত্তা ॥৫৯॥ জ্ঞানঞ্চ প্রবৃত্তিশ্চেতভয়োর্নিয়মঃ সঙ্কোচঃ তদেকমধ্যয় তত্র হেতুঃ। ত্রিগুণাত্মকায়েতি স্বরূপভবায়েতি পাঠে ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী অব্যাকৃতস্য স্বরূপং বন্দে। পূর্ব্বপাঠে তু কর্ম্মণী ষষ্ঠী অব্যাকৃতং বন্দ ইত্যর্থঃ ॥৬০॥ ব্যক্তায় প্রপঞ্চস্বরূপায় সূক্ষ্মেণ ব্রহ্মস্বরূপেণ

বিমলায়। পাঠান্তরে সূক্ষ্মে অব্যক্তে বিলয়ো যস্যেত্যর্থঃ। ইদানীমুক্তচতুঃস্বরূপাস্তগবতঃ সমস্তজীবানাং এতৎপুরাণশ্রবণাদিদ্বারেণ মোক্ষমাশাসানঃ পুরাণার্থং নিগময়তি ইতীতি। প্রকৃতি পরাত্মময়ং প্রকৃতিঃ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপা পরঃ ঈশ্বর আত্মা পুরুষঃ তন্ময়ম্। অপগতজন্মজরাদিলক্ষণং সিদ্ধিং প্রদিশত্বিত্যাশীর্ব্বাদঃ।

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকায়াং ষষ্ঠাংশে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অবতরণিকা।

চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক দিন পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুরাণ চতুর্দ্দশ বিদ্যার অন্তর্গত *। ইহাতে বাহুল্যরূপে প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকাতে ইহা পুরাণ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত এই পাঁচটী লক্ষণ পুরাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক †। এই পাঁচটী লক্ষণ যেরূপ বিষ্ণুপুরাণে লক্ষিত হয় সেরূপ আর কোন পুরাণেই দেখা যায় না। এই কারণে অনেকে অনুমান করেন যে, বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাচীন ও প্রকৃত। অন্যান্য পুরাণ যদিও প্রাচীন হয়, তথাপি কাল সহকারে

---

* অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
শিক্ষাকল্পৌ ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দসাং বিচিতিশ্চেতি ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

† সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই পঞ্চ লক্ষণ যে রূপ বেদব্যাস প্রণীত পুরাণ সংহিতায় ছিল, সেই রূপ অষ্টাদশ পুরাণেও প্রায় আছে। সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি। প্রতিসর্গ অর্থাৎ প্রলয়। বংশ অর্থাৎ সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ প্রভৃতি। মন্বন্তর অর্থাৎ মনুদিগের অধিকার। বংশানুচরিত অর্থাৎ নানা বংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত বর্ণন।

সে সকলের অনেক অংশ লুপ্ত, রূপান্তরিত বা নূতন যোজিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

মৎস্যগন্ধার কন্যাবস্থায় মহর্ষি পরাশর হইতে ভগবান বেদব্যাসের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। দ্বীপে তাঁহার জন্ম হওয়াতে তিনি দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি চতুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস ও ব্যাস নাম প্রাপ্ত হন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই। মাতার নিকট বিদায় লইয়া তপস্যার্থ তপোবনে গমন করেন।

একদা ভগবান্ বেদব্যাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, কলির প্রাদুর্ভাবে ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ধারণাশক্তি ক্রমশই হীন হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা যেরূপ চতুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেন, এক্ষণে আর সেরূপ পারেন না। পরে তিনি স্থির করিলেন যে, এক এক শিষ্য বেদের এক এক অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে সমুদায় বেদ রক্ষা হইতে পারে। অনন্তর তিনি একলক্ষ শ্লোকাত্মক অর্থাৎ যাহাতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ অক্ষর আছে তাদৃশ সম্পূর্ণ বেদ চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। পরে তিনি চারিজন শিষ্য গ্রহণ করিয়া প্রথম শিষ্য পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্ বেদব্যাসের পঞ্চম শিষ্যের নাম লোমহর্ষণ। লোমহর্ষণ সূতজাতীয়, ও তাঁহার বুদ্ধি

অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল।* তিনি বেদব্যাসের নিকট ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

বেদব্যাসের প্রথম শিষ্য পৈল, বেদরূপ বৃক্ষের ঋক্‌-বেদরূপ শাখা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যকে এক এক সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। বাস্কলও অধীত সংহিতাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামক শিষ্য চতুষ্টয়কে দিলেন।

পরে তিনি অবলম্বিত ঋক্‌বেদের অংশ হইতে অপর তিন খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক শিষ্যত্রয়কে অধ্যয়ন করাইলেন।

ইন্দ্রপ্রমতি ঋক্‌বেদের যে অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শাকপূর্ণি ও স্বীয়পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। বেদমিত্র সাকল্য, মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য হইলেন। তিনি ঐ সংহিতা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির নামক পঞ্চ শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন।

---

* বায়ু পুরাণে সূত জাতির উৎপত্তি বিবরণ কথিত হইয়াছে। বেণ পুত্র পৃথু রাজার যজ্ঞে ইন্দ্রের আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূত জাতির উৎপত্তি হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাতির উৎপত্তি।

শাকপূর্ণি অধীত ঋক্ বিভাগ করিয়া তিন খানি সংহিতা করেন। ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক, এবং বলাক, এই তিন জন মহর্ষি ঐ সংহিতাত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর শাকপূর্ণি একখানি বেদের নিরুক্ত অর্থাৎ যাহাতে বৈদিক শব্দের অর্থ আছে তাহা প্রণয়ন করিয়া যে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ নামে বিখ্যাত হন। এই-রূপে ঋগ্‌বেদের শাখা প্রশাখা প্রভৃতি হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন যজুর্বেদ রূপ বৃক্ষকে সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক শিষ্যকে এক এক শাখা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মরাততনয় পরমধার্ম্মিক যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্য হইয়া সর্ব্বদা শুশ্রূষা করেন।

একদা মহামেরু নামক স্থানে সমুদায় মহর্ষিগণের একটী মহাসভাধিবেশনের আবশ্যক হওয়াতে, সকলেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে, যে ঋষি যথা-সময়ে এই সভায় উপস্থিত না হইবেন, সপ্ত রাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাতক স্পর্শ করিবে। অনন্তর সমু-দায় মহর্ষিই সেই মহর্ষি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেবল একাকী বৈশম্পায়নই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে তিনি ঐ শাপ বশত দৈবগত্যা স্বীয় শিশু ভাগিনেয়কে মাড়াইয়া মারেন। পরে তিনি সপ্তবিংশতি শিষ্যকে কহিলেন, তোমরা আমার এই ব্রহ্মহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর। এতৎশ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, এই সকল ব্রাহ্মণ তাদৃশ তেজস্বী নহেন, অতএব ইঁহাদিগকে

বৃথা ক্লেশ দিবার আবশ্যক নাই, একাকী আমিই এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি।

বৈশম্পায়ন ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া কহিলেন, রে দুরাচার!, ব্রাহ্মণাবমাননাকারিন্, তুই আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিস্, তাহা ফিরাইয়া দে। তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে, তুই এই সকল ব্রাহ্মণকে নিস্তেজ বলিতেছিস্! যে শিষ্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাদৃশ শিষ্যে আমার আবশ্যক নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, আপনকার প্রতি ভক্তিবশতই আমি এরূপ কহিয়াছিলাম, কিন্তু ঈদৃশ অবিবেচক গুরুতে আমারও প্রয়োজন নাই। আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই লউন।

কথিত আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়াই রুধিরলিপ্ত সাকার যজুর্বেদ উদ্গিরণ করিয়া দিলেন। এই সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ তিত্তিরপক্ষী হইয়া ঐ যজুর্বেদ গ্রহণ করেন। এই জন্য যজুর্বেদের ঐ শাখা তৈত্তিরীয় শাখা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের পঠিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে বিখ্যাত হইল।

অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের আরাধনা করিয়া এরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, আমার গুরুও যাহা জ্ঞাত নহেন, ও জগতে যাহার প্রচার নাই, তাদৃশ যজুর্বেদ আমাকে দান করুন। সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্যকে যে যজুর্বেদ দান করিলেন, তাহার নাম অযাতযাম অর্থাৎ পূর্ব্বে অপ্রচারিত। সূর্য্য বাজিরূপ

ধারণ পূর্ব্বক বেদদান করিয়া ছিলেন বলিয়া ঐ সংহিতা বাজিসংহিতা নামেও বিখ্যাত। এই বাজি সংহিতায় কাণ প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখা আছে।

এ দিকে ব্যাসশিষ্য জৈমিনি, সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় পুত্র সুমন্তুকে এবং পৌত্র সুকর্ম্মাকে অধ্যয়ন করাইলেন। সুকর্ম্মা পঠিত সামবেদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি নামক শিষ্যদ্বয়কে অধ্যয়ন করান। হিরণ্যনাভের প্রথম পঞ্চদশ শিষ্য ছিল। তিনি পঠিত সামের অর্দ্ধাংশ পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া ঐ পঞ্চদশ শিষ্যকে শিক্ষা দেন। ইঁহারা উদীচ্য সামগ নামে বিখ্যাত। তাঁহার পঠিত সামবেদের অপর অর্দ্ধাংশ অপর পঞ্চদশ শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাঁরা প্রাচ্য সামগ নামে বিখ্যাত। পৌষ্পিঞ্জি, পঠিত সংহিতা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি, এই চারি জন শিষ্যকে দিলেন। ইহাঁদের শিষ্য প্রশিষ্য হইতে বহুসঙ্খ্য শাখা প্রশাখা হইয়াছে। হিরণ্য-নাভের কৃতি নামক আর এক শিষ্যও চতুর্বিংশতি সংহিতা করেন। এইরূপে সামবেদের সহস্র শাখা হইয়াছে।

ব্যাসশিষ্য সুমন্তু, কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইয়া ছিলেন। কবন্ধ, অথর্ব্ববেদ দুইভাগ করিয়া দেব-দর্শকে একভাগ ও একভাগ পথ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। দেবদর্শ পঠিত অথর্ব্ববেদ চারি ভাগ করিয়া মৌদগ, ব্রহ্ম-বলি, শৌক্তায়নি এবং পিপ্পলাদ, এই চারি শিষ্যকে দিলেন।

মহর্ষি পথ্য, অবলম্বিত অথর্ব্ব বেদ তিন শাখায় বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনককে দিলেন। শৌনকও অধীত শাখা দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে অধ্যয়ন করাইলেন। বভ্রুর শিষ্য মুঞ্জকেশ ও সৈন্ধবায়নের শিষ্য সৈন্ধব, স্বস্ব অবলম্বিত শাখা দুই দুই অংশে বিভক্ত করেন। এই রূপে অথর্ব্ব বেদও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের মধ্যে নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প, এই পাঁচ অংশই শ্রেষ্ঠ।

অনন্তর মহামতি বেদব্যাস, বেদ চারি ভাগ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণদিগের যেমন ধারণা শক্তি, সেইরূপ প্রতিভাও ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তাহারা বেদরূপ কঠিনশৈল ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থরূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তিনি এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির* সহিত এক খানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। সূতজাতীয় লোমহর্ষণ, বেদব্যাসের নিকট পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করেন। লোম-

* আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদির বৃত্তান্ত। উপাখ্যান অর্থাৎ প্রসঙ্গ ক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ। গাথা অর্থাৎ যমগীতা, পিতৃগীতা, পৃথ্বীগীতা প্রভৃতি। কল্পশুদ্ধি অর্থাৎ বারাহকল্প প্রভৃতি কল্প বিনির্ণয়।

হর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। অকৃত-ব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহাঁরা লোমহর্ষণের নিকট প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণসংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। ঐ তিন খানি পুরাণসংহিতার নাম অকৃতব্রণ সংহিতা সাবর্ণি সংহিতা ও শাংশপায়ন সংহিতা। এই চারি খানি মূল পুরাণ সংহিতা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ পুরাণচতুষ্টয়ের সংগ্রহ। বেদব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতা চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু ঋষিগণের ঈদৃশ গুরু-ভক্তি যে, তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া আদি গুরু বেদব্যাসের নামেই সমুদায় পুরাণ প্রচার করেন। এক্ষণ-কার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণেই বেদব্যাস-প্রণীত মহা-পুরাণ সংহিতার পঞ্চ লক্ষণ প্রায় বিদ্যমান আছে।

পরন্তু পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিশেষ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে, কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণ সংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। পরন্তু বিষ্ণু পুরাণে যে রূপ পঞ্চ লক্ষণ অব্যাহত রূপে লক্ষিত হয়, অন্য কোন

পুরাণে সে রূপ লক্ষিত হয় না। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন; বিষ্ণুপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণের কোন কোন অংশ কাল সহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কোন্ পুরাণ কোন্ সময় সংকলিত হইয়াছে, তাহা যদিও অসন্দিগ্ধ রূপে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য তথাপি কোন্ পুরাণের পর কোন্ পুরাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথম ব্রহ্ম পুরাণ, দ্বিতীয় পদ্ম পুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থ শিব পুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নি পুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ, চতুর্দ্দশ বামন পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্য পুরাণ, সপ্তদশ গরুড় পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

নারদীয় পুরাণে কথিত আছে, পূর্ব্বকালে শতকোটি শ্লোকাত্মক একমাত্র পুরাণ ছিল। তাহা হইতেই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পরে এই পুরাণ হইতেই সমুদয় শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর বিষ্ণু যখন দেখিলেন যে, কালানুসারে নানাশাস্ত্রের উৎপত্তি হওয়াতে কেহ আর পুরাণ অধ্যয়ন করেন না, তখন তিনি বেদব্যাস রূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ শ্লোকে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এই বেদব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণসংহিতা অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরন্তু দেবলোকে

অদ্যাপি শতকোটি-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ পঠিত হইয়া থাকে। ভূলোকে প্রচারিত চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ, দেব লোকে প্রচারিত মহাপুরাণেরই সারাংশ মাত্র। ভূলোকে প্রচারিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম ও শ্লোক সংখ্যা যথা।

সংখ্যা	নাম	শ্লোক সংখ্যা
১	ব্রহ্ম পুরাণ	১০০০০
২	পদ্ম পুরাণ	৫৫০০০
৩	বিষ্ণু পুরাণ	২৩০০০
৪	বায়ু পুরাণ	২৪০০০
৫	ভাগবত পুরাণ	১৮০০০
৬	নারদীয় পুরাণ	২৫০০০
৭	মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৯০০০
৮	অগ্নি পুরাণ	১৫০০০
৯	ভবিষ্য পুরাণ	১৪০০০
১০	ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ	১৮০০০
১১	লিঙ্গ পুরাণ	১১০০০
১২	বরাহ পুরাণ	২৪০০০
১৩	স্কন্দ পুরাণ	৮১০০০
১৪	বামন পুরাণ	১০০০০
১৫	কূর্ম্ম পুরাণ	১৭০০০
১৬	মৎস্য পুরাণ	১৪০০০
১৭	গরুড় পুরাণ	১৯০০০
১৮	ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ	১২০০০
		৩৯৯০০০
	সমুদায় পুরাণ অতিরিক্ত	১০০০
		৪,০০,০০০

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ বিবরণ।

মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বলোকের হিতসাধনের নিমিত্ত প্রথমত ব্রহ্মপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা সমুদায় পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পুরাণ হইতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে দশ সহস্র শ্লোক দ্বারা বিবিধ ইতিহাস ও বিবিধ উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ।

ইহার প্রথমত দেবগণ অসুরগণ এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে সর্ব্বলোকের ঈশ্বর সূর্য্যদেবের বংশাবলি বর্ণন আছে। তৎ-পরে মূর্ত্তি চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন,পাপনাশক জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরিত, দ্বীপ নদ নদী ও বর্ষ সমুদায়ের বর্ণন, স্বর্গ ও পাতালের বর্ণন, নরক সমুদায়ের বর্ণন এবং সূর্য্যদেবের স্তব আছে। তৎপরে পার্ব্বতীর জন্ম, পার্ব্বতীর বিবাহ ও দক্ষ প্রজাপতির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বশেষে একাম্র তীর্থের বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মপুরাণ উত্তর ভাগ।

ব্রহ্মপুরাণের উত্তর ভাগে প্রথমত তীর্থ যাত্রা বিবরণ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত রূপে পুরুষোত্তম বিবরণ আছে। তৎপরে বিস্তারিত রূপে শ্রীকৃষ্ণ চরিতও বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে যমলোক বর্ণন, পিতৃশ্রাদ্ধ বিধি, বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম, আশ্রম

চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। অনন্তর বিষ্ণু-ধর্ম্ম, যুগ নিরূপণ, প্রলয় বিবরণ, যোগশাস্ত্র, সাংখ্য দর্শন, ব্রহ্মবাদ, পুরাণের বিবরণ, এতৎসমুদায় ক্রমশ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণের ভাগদ্বয়ের বিবরণ এই কথিত হইল। এতৎ শ্রবণে সমুদায় পাপ ধ্বংস হয় ও সর্ব্ববিধ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

ব্রহ্মপুরাণের ফলশ্রুতি।

ব্রহ্মপুরাণে সূত ও শৌনকের কথোপকথন শ্রবণ করিলে সুখ সৌভাগ্য ও মুক্তি লাভ হয়। যিনি এই পুস্তক লিখাইবেন [মুদ্রিত করাইবেন অথবা ক্রয় করিবেন] এবং বৈশাখ মাসে বস্ত্র ভোজ্য ও বিভূষণ দ্বারা পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে অর্চ্চিত করিয়া পশ্চাৎ সুবর্ণ জল ও ধেনুর সহিত ঐ পুরাণ ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিবেন, তিনি চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতি সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিতে থাকিবেন। যিনি ব্রহ্মপুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তিনিও সমুদায় পুরাণ-শ্রোতা ও সমুদায় পুরাণবক্তার লভ্য সমস্ত ফল লাভ করিতে পারিবেন। যিনি হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিয়ম পূর্ব্বক সমুদায় ব্রহ্মপুরাণ শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। অধিক কি বলিব, যিনি যে রূপ কামনা করিয়া এই ব্রহ্মপুরাণ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সেই কামনাই পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ।

পদ্মপুরাণের বিবরণ বলিতেছি। যিনি ইহা শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন, তাঁহার অসীম পুণ্য সঞ্চিত হয়। জীবের যেমন পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে, তাহার ন্যায় এই পদ্ম-পুরাণেও পাঁচটী খণ্ড কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ ১ সৃষ্টি খণ্ড।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে প্রথমত পুলস্ত্য, ভীষ্মের নিকট সৃষ্ট্যাদি ক্রমে নানাবিধ আখ্যান ও বিবিধ ইতিহাসাদির সহিত বিবিধ ধর্ম্ম বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরে সবিস্তর পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞবিধান, বেদ পাঠাদি-লক্ষণ, নানা চরিত কথন, পার্ব্বতী বিবাহ, তারকাসুরের উপাখ্যান, গবাদির মাহাত্ম্য, কালকেয় প্রভৃতি দৈত্যগণের বধ, গ্রহগণের পূজা, গ্রহোদ্দেশে দান, সৃষ্টি খণ্ডের মাহাত্ম্য, বেদব্যাস এই সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড।

পিতা মাতার পূজ্যতা, শিবশর্ম্মার উপাখ্যান, বৃত্রাসুর বধ, বেণ রাজা ও পৃথু রাজার উপাখ্যান, ধর্ম্মের আখ্যান, পিতৃশুশ্রূষা কথন, নহুষের উপাখ্যান, যযাতি চরিত, গুরু এবং তীর্থ নিরূপণ, রাজার সহিত জৈমিনির সংবাদ, নানা-বিধ আশ্চর্য্য কথা, অশোকসুন্দরীর উপাখ্যান, হুণ্ড নামক দৈত্য বধ, কামোদার আখ্যান, বিহুণ্ড বধ বৃত্তান্ত, চ্যবনের সহিত কুঞ্জলের সংবাদ, সিদ্ধাখ্যান, ভূমিখণ্ড শ্রবণের

ফল কীর্ত্তন, সূতের সহিত শৌনকের কথোপকথন, এই সমুদয় ভূমিখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্বর্গ খণ্ড।

মহর্ষিগণের সহিত উগ্রশ্রবার কথোপকথন, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি বিবরণ, ভূলোকের সংস্থান, তীর্থ বিবরণ, নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি বিবরণ, নর্মদা তীর্থ সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ের বিবরণ, কালিন্দীর পবিত্রতা কীর্ত্তন, কাশীমাহাত্ম্য, গয়ামাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রমকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কর্ম্মফল নিরূপণ, ব্যাস ও জৈমিনির কথোপকথন, পুণ্যকর্ম্ম বিবরণ, সমুদ্র মন্থনবৃত্তান্ত, ব্রত কীর্ত্তন, ঊর্জ্জপঞ্চাহ মাহাত্ম্য, (অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসীয় বকপঞ্চক মাহাত্ম্য) সর্ব্বদোষ নাশক স্তব, এই সমুদায় বিষয় স্বর্গখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ শ্রবণে সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়।

চতুর্থ পাতালখণ্ড।

প্রথমতঃ রামাশ্বমেধের মধ্যে রামের রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের আগমন; রাবণবৃত্তান্ত কথন, অশ্বমেধ যজ্ঞের উপদেশ, হয়চর্য্যা, বহুবিধ রাজগণের কথা, জগন্নাথ মাহাত্ম্য বর্ণন, সর্ব্বপাপনাশক বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, কৃষ্ণের নিত্যলীলা কথন, বৈশাখ স্নান মাহাত্ম্য, স্নান দান ও অর্চ্চনের ফল, পৃথিবী ও বরাহের সংবাদ, যম ও ব্রাহ্মণের কথা, রাজদূতদিগের সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণের স্তব, শিবসংবাদ,

দধীচির আখ্যান, ভস্মমাহাত্ম্য, শিবমাহাত্ম্য, দেবরাত তনয়ের উপাখ্যান, পুরাণজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসা, গৌতমের আখ্যান; শিবগীতা, কল্পান্তরীয় রামের বৃত্তান্ত, এই সমুদায় পাতালখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। যে সমুদায় জ্ঞানী ব্যক্তি এই পাতালখণ্ড শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়, সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

পঞ্চম উত্তর খণ্ড।

শিব কর্ত্তৃক গৌরীর নিকট পর্ব্বতের উপাখ্যান কথন, জালন্ধর বিবরণ, শ্রীশৈল প্রভৃতির বিবরণ, সগর রাজার পবিত্র কথা, গঙ্গা প্রয়াগ কাশী ও গয়ার অধিক পুণ্যজনকতা কথন, আম্রাদি দান মাহাত্ম্য, মহাদ্বাদশীব্রত, চতুর্ব্বিংশতি একাদশীর মাহাত্ম্য, বিষ্ণুধর্ম্ম কথন, বিষ্ণুর সহস্র নাম, কার্ত্তিক ব্রত মাহাত্ম্য, মাঘস্নান ফল, জম্বুদ্বীপস্থ পবিত্র তীর্থ সমুদায়ের মাহাত্ম্য, সাভ্রমতীর মাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তি বর্ণন, দেবশর্ম্ম প্রভৃতির উপাখ্যান, গীতা মাহাত্ম্য, ভক্তির আখ্যান ও মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য, ইন্দ্রপ্রস্থ মাহাত্ম্য, বহুবিধ তীর্থ বিবরণ, মন্ত্ররত্ন কথন, পাদত্রয়ের উৎপত্তি কথন, মৎস্যাদি অবতারের বিবরণ, দিব্য রাম নাম শতক, রামনামশত মাহাত্ম্য, ভৃগু কর্ত্তৃক বিষ্ণু ও বৈভবের পরীক্ষা, এই সমুদায় বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে।

ফলশ্রুতি।

যিনি এই পদ্মপুরাণের পঞ্চখণ্ড শ্রবণ করেন, তিনি

ইহলোকে বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুলোক লাভ করেন। যিনি পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র শ্লোকাত্মক এই পদ্মপুরাণ লেখাইয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমাতে পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ ও ঘৃতের সহিত দান করেন, তিনি দেবকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া বিষ্ণুধামে গমন করিয়া থাকেন। যিনি পদ্মপুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তিনিও সমুদায় পদ্মপুরাণ শ্রবণের ফল লাভ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ।

এক্ষণে বিষ্ণুপুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কথিত হইতেছে। ইহাতে ত্রয়োবিংশতি সহস্র শ্লোক আছে। ইহা শ্রবণ করিলে সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়। ইহার পূর্ব্বভাগে ছয় অংশ। ইহার প্রথমে পরাশর ও মৈত্রেয়ের সংবাদ এবং পুরাণের অবতরণিকা আছে।

প্রথম ভাগ প্রথম অংশ।

প্রথমত, আদি সৃষ্টি, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, দক্ষাদির উৎপত্তি, ধ্রুব চরিত, পৃথু রাজার চরিত, দশপ্রচেতার উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত, পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যাধিকার, প্রথমাংশে এই সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রিয়ব্রতাদির উপাখ্যান, দ্বীপ বর্ণন, বর্ষ নিরূপণ, পাতাল বর্ণন, নরক বর্ণন, সপ্ত স্বর্গ নিরূপণ, সূর্য্যাদির গতি নিরূপণ, মুক্তিপথ প্রদর্শক ভরত চরিত, নিদাঘ ও ঋভুর সংবাদ, দ্বিতীয় অংশে এই সমুদায় বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশ।

প্রথমত মন্বন্তর কথন, বেদব্যাসাবতার কথন, নরকোদ্ধারের উপায় কথন, সগর ও ঔর্ব্ব সংবাদে সর্ব্বধর্ম্ম কথন; শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম ও সদাচার কথন, মায়ামোহ বিবরণ, এই সমুদায় তৃতীয় অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অংশ।

সূর্য্যবংশ বিবরণ, চন্দ্রবংশ বিবরণ, বহুবিধ রাজগণের বিবরণ এই সমুদায় চতুর্থ অংশে কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম অংশ।

কৃষ্ণাবতার-বিষয়ক প্রশ্ন, কৃষ্ণের গোকুল-চরিত, শৈশবাবস্থায় পূতনাদি বধ, কৌমারাবস্থায় অঘাসুর বধ, কৈশোর অবস্থায় কংস বধ ও মথুরাচরিত, যৌবন কালে দ্বারকা লীলা, সমুদায় দৈত্য বধ, পৃথক্ পৃথক্ বিবাহ, পঞ্চমাংশে এই সমুদায় বর্ণিত আছে। ইহাতে যোগেশ্বর জগন্নাথ কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়া শত্রু বিনাশ দ্বারা ভূমণ্ডলের ভার মোচন করিয়াছিলেন। ইহার শেষে অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যান আছে।

ষষ্ঠ অংশ।

প্রথমত কলিচরিত, চতুর্ব্বিধ লয়ের বিবরণ, কেশিধ্বজ-কর্ত্তৃক খাণ্ডিক্যের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান কথন, এই সমুদায় ষষ্ঠ অংশে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ।

দ্বিতীয় ভাগ।

অনন্তর শৌনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ জিজ্ঞাসা করাতে উগ্র-শ্রবা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামে বিষ্ণুপুরাণের উত্তর ভাগ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথমে নানাবিধ ধর্ম্ম কথন, পবিত্র ব্রত, যম, নিয়ম, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ, প্রকরণ বশতঃ বংশ কথন, নানা বিদ্যা বিষয়ক কথা, মন্ত্র সমুদায়, স্তোত্র সমুদায়, এই সকল উত্তর খণ্ডে কথিত হই-য়াছে। সমুদায় শাস্ত্রের অর্থ সংগ্রহ স্বরূপ এই বিষ্ণুপুরাণ সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইল।

ফল শ্রুতি।

এই বিষ্ণুপুরাণে বারাহ কল্পের বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি ইহ লোকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যিনি আষাঢ় মাসে ঘৃত ও ধেনুর সহিত এই বিষ্ণুপুরাণ পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিকে সম্প্রদান করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন বিমান দ্বারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যিনি বিষ্ণুপুরাণের অনুক্রমণিকা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি পুরাণ পাঠের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

চতুর্থ বায়ুপুরাণ।

এক্ষণে বায়বীয় পুরাণ বিবরণ কথিত হইতেছে। এই পুরাণ শ্রবণ করিলে পরম ধাম রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। ইহাতে

চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোক আছে। ভগবান্ বায়ু শ্বেতকল্প প্রসঙ্গে যে সমুদায় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই বায়বীয়পুরাণ নামে কথিত হইয়া থাকে। বায়বীয় পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত।

বায়ুপুরাণ—পূর্ব্বভাগ।

ইহার প্রথমত সর্গাদি লক্ষণ বিস্তারিত রূপে কথিত হইয়াছে। পরে মন্বন্তর, রাজগণের বংশ, গয়াসুর বধ, দ্বাদশ মাস মাহাত্ম্য, মাঘমাসের ফলাধিক্য, দানধর্ম্ম, সবিস্তার রাজধর্ম্ম, পৃথিবী পাতাল দিক্ ও ব্যোমচারীদিকের নিরূপণ, ব্রতাদি নিরূপণ, এই সমুদায় পূর্ব্বভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বায়ুপুরাণ—উত্তরভাগ।

বায়ুপুরাণে উত্তর ভাগে নর্ম্মদা তীর্থ বর্ণন ও শিবসংহিতা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সনাতন বিষ্ণু সমুদায় দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়, তিনি সর্ব্বতোভাবে যাহার তীরে বাস করিতেছেন, সেই নর্ম্মদার জল সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হরস্বরূপ।

মহাদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত স্বশরীর হইতে শক্তি অবতারিত করাতে রেবা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা ইহার উত্তর কূলে বাস করেন, তাঁহারা রুদ্রের অনুচর হন। যাঁহারা ইহার দক্ষিণ কূলে বাস করেন, তাঁহারা বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ওঁকারেশ্বর হইতে পশ্চিম-

সাগরপর্য্যন্ত পাপনাশক পঞ্চত্রিংশৎ নদীসঙ্গম আছে। ইহার মধ্যে, উত্তর তীরে একাদশ, দক্ষিণ তীরে ত্রয়োবিংশতি। রেবাসঙ্গমের সহিত গণনায় পঞ্চত্রিংশৎ হইতেছে। এই রেবার উভয় তীরের সঙ্গমের সহিত চারি শত প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যও রেবার উভয় তীরে স্থানে স্থানে ষষ্টি কোটি ষষ্টি সহস্র তীর্থ আছে। ইহাতে বায়ু কর্ত্তৃক নর্ম্মদা চরিত এবং মহা পবিত্র শিব সংহিতা কথিত হইয়াছে।

ফল শ্রুতি।

যিনি এই পুরাণ লেখাইয়া (বা মুদ্রিত করিয়া) তিল-ধেনুর সহিত শ্রাবণী পূর্ণিমাতে গৃহী ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের শাসন কাল পর্য্যন্ত রুদ্র লোকে বাস করেন। যিনি নিয়ম পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া এই বায়ু পুরাণ শ্রবণ করান বা শ্রবণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ রুদ্র হন। যিনি এই অনুক্রমণিকা শ্রবণ করেন বা শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পুরাণ শ্রবণের ফল লাভ করেন।

পঞ্চম শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ বিবরণ কথিত হইতেছে। ইহা অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক ও দ্বাদশস্কন্ধে বিভক্ত কল্প-বৃক্ষ স্বরূপ, ইহা সাক্ষাৎ বিশ্বরূপী ভগবানের অবয়ব।

শ্রীমদ্ভাগবত—প্রথম স্কন্ধ।

ইহার প্রথম স্কন্ধে সূতের সহিত শৌনকাদি ঋষির

মিলন, পূর্ব্বে পবিত্র ব্যাসের উপাখ্যান, পাণ্ডবদিগের চরিত, পরীক্ষিতের উপাখ্যান, এই কএকটী বিষয় প্রথম স্কন্ধে কথিত আছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

পরীক্ষিৎ ও শুকের সংবাদে যোগস্থিতিদ্বয় নিরূপণ, ব্রহ্মনারদ সংবাদ, অবতার কথা, পুরাণ লক্ষণ, সৃষ্টির কারণ এবং সম্ভব, এই গুলি দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় স্কন্ধ।

প্রথম বিদুরের চরিত, বিদুরের সহিত মৈত্রেয়ের মিলন, পরমাত্মা ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রকরণ, কপিলপ্রণীত সাংখ্য যোগ, এই সকল কথা তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে সতীর উপাখ্যান, ধ্রুবের চরিত, পৃথুর কথা, প্রাচীনবর্হির উপাখ্যান, এই গুলি চতুর্থ স্কন্ধে আছে।

পঞ্চম স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে প্রিয়ব্রত চরিত, প্রিয়ব্রতের বংশ কথা, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত স্থান সকলের কথা, নরক স্থান কথন, পঞ্চম স্কন্ধে এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে অজামিলোপাখ্যান দক্ষসৃষ্টি নিরূপণ, বৃত্রাসুরের চরিত, পুণ্যপ্রদবায়ু গণের জন্ম কথা, এই গুলি ষষ্ঠ স্কন্ধে আছে।

সপ্তম স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে প্রহ্লাদের পবিত্র কথা, বর্ণাশ্রম নিরূপণ, সপ্তম স্কন্ধে সকাম কর্ম্মবিষয়ে ইহা কথিত হইয়াছে।

অষ্টম স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তরনিরূপণ, সমুদ্র-মথন, বলি রাজার বৈভব ও বন্ধন, মৎস্যাবতার চরিত, এই সমুদায় অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

নবম স্কন্ধ।

ইহাতে সূর্য্য বংশ পরে চন্দ্র বংশ, এইরূপ বংশ কীর্ত্তন দ্বারা এই নবম স্কন্ধ শেষ হইয়াছে।

দশম স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে কৃষ্ণের বালচরিত, কৌমার চরিত, ব্রজ-বিহার। কৈশোর চরিত, মথুরাবাস। যৌবন চরিত, দ্বারকা-বাস। ভূভার হরণ, দশমে নিরোধ বিষয়ে এই সকল কথা আছে।

একাদশ স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে নারদের সহিত বসুদেবের সংবাদ, দত্তা-ত্রেয়ের সহিত যদুর কথা, কৃষ্ণের সহিত উদ্ধবের কথন, যাদবদিগের পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পরের নাশ একাদশে মুক্তি বিষয়ে এই সকল বর্ণিত আছে।

দ্বাদশ স্কন্ধ।

ইহার প্রথমে কলির ভবিষ্যদ্ বৃত্তান্ত, রাজা পরীক্ষিতের

...াক্ষ ...ন। ...

। করেন, তিনি ভাদ্রী পূর্ণিমাতে বিষ্ণুভক্ত
...র্ণদ্বারা পূজা করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক হেম-
... এই শ্রীমদ্ভাগবত দান করিবেন। যিনি এই
। শ্রবণ করান বা শ্রবণ করেন, তিনি এই
পুরাণ শ্রবণের ফল লাভ করেন।

ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ।

এক্ষণে নারদীয় পুরাণের বৃহদুপাখ্যান কথিত হইতেছে। ইহাতে পঞ্চবিংশতিসহস্র শ্লোক আছে। ইহার পূর্ব্বভাগে প্রথমপাদে, সূতশৌনক সংবাদ, সংক্ষেপে সৃষ্টি বিবরণ, নানাবিধ পবিত্র ধর্ম্মকথা, সনক কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

মোক্ষধর্ম্ম নামক দ্বিতীয়পাদে, মোক্ষোপায় নিরূপণ, বেদান্তভিত্তের বিবরণ, শুকদেবের উৎপত্তি সনন্দন কর্ত্তৃক নারদের নিকট এই সমুদায় কথিত হইয়াছে।

মহাতন্ত্র নামক তৃতীয়পাদে, পশুপাশবিমোক্ষণ,

ইহা ... এবং ...

সহিত মান্ধাতার সংবাদ, রুক্মাঙ্গদের উ...

উৎপত্তি, মোহিনীর প্রতি বসুগণের শাপ ও...

কথা, গয়াযাত্রা কীর্ত্তন, কাশী মাহাত্ম্য, পুরু...

বহুবিধ আখ্যানসমেত পুরুষোত্তমযাত্রা বিধা...

মাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য, হরিদ্বারের উপাখ্যান, কামো-
দার উপাখ্যান, বদরীতীর্থ মাহাত্ম্য, [illegible] মাহাত্ম্য,
প্রভাস মাহাত্ম্য, পুরাণ বিবরণ, গৌতমের উপাখ্যান,
বেদপাদ স্তব, গোকর্ণক্ষেত্র মাহাত্ম্য, [illegible] আখ্যান,
সেতু মাহাত্ম্য, নর্ম্মদাতীর্থ বর্ণন, অবন্তি মাহাত্ম্য, মথুরা
মাহাত্ম্য, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, ব্রহ্মার নিকট বসুর গমন,
মোহিনী চরিত, নারদ চরিত, উত্তরভাগে এই সমুদায়
কথা বর্ণিত আছে।

ফলশ্রুতি।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া এই নারদীয় পুরাণ
শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করি-
বেন। তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা